বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩১ সংখ্যা | আষাঢ় বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ম ভাগ

মিশর দেশীয় কামিনী ও য়ুসেফ।

(কোন পারস্য পদ্য পুস্তক হইতে অনুবাদিত।)

কামিনী।

হে য়ুসেফ! তোমাতেই প্রকৃত লাবণ্য, এরূপ মনোহর সৌন্দর্য্যে তোমার অঙ্গ কে নির্ম্মাণ করিল? কে এই স্বর্গীয় সূর্য্যকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়াছে, যাঁহার নিকটে সুধাময় পূর্ণ চন্দ্র সৌন্দর্য্য-কণিকামাত্রও কোন্ চিত্রকরের রচিত এই গগন রূপ সুন্দর ছবি? কোন্ উদ্যান পাল তোমার এই সেবতকে (শরীরকে) * উন্নত করিয়াছে? কে এই স্থূল ভ্রূযুগল আকর্ণ বিস্তৃত করিয়াছে? কাহাদ্বারা এই আকুঞ্চিত সুকেশ বিন্যস্ত হইয়াছে? স্নিগ্ধ কুসুমতুল্য তোমার মুখ-মণ্ডল কোথা হইতে রস আকর্ষণ করিয়াছে? এরূপ সরসতায় কে ইহাকে প্রফুল্ল রাখিয়াছে? কে তোমার সেরস্তকে (শরীরকে) মনোহর গতি এবং তোমার আলোহিত মাণিক্যবৎ ওষ্ঠাধরকে বাক্যামৃত বর্ষণ করিতে শিক্ষা দিয়াছে? তোমার এই অপূর্ব্ব মুখমণ্ডল কাহার লিখন পত্র? তোমার কুঞ্চিত কৃষ্ণ চিকুর পঁাতি কাহার লেখনীর অক্ষরাবলী? কে তোমার নারগাস্ † তুল; সুনেত্রকে দৃষ্টিশক্তি দান করিয়াছে? কে শুভ্র মুক্তাবলীর কৌটায় (মুখে)

---

* একপ্রকার সুদৃশ্য সরল বৃক্ষ। পারস্য কবিগণ সচরাচর ইহার সঙ্গে সুন্দর শরীরের তুলনা দিয়া থাকেন।

† এক প্রকার পুষ্প, ইহার সঙ্গে চক্ষের উপমা হয়।

ন্যায় পঞ্জাবী মহিলারা অবগুণ্ঠনবতী হইয়া অন্তঃপুরে অবরুদ্ধ থাকেন না। ইহাঁদের বহির্গমনে কোন রূপ বাধা নাই। শিখ যুবতীগণ পদব্রজেই দরবারে গমন করিয়া থাকেন। পাঠিকা ভগিনীগণ! শিখ নারী তোমরা দেখিয়াছ? শিখ মহিলারা পুরুষের ন্যায়, চুড়িদার পায়জামা পরে ও পিরাণ ব্যবহার করে। অর্থাৎ পুরুষের পরিচ্ছদের সঙ্গে ইহাঁদের পরিচ্ছদের বিশেষ বিভিন্নতা নাই। কেবল পুরুষেরা মস্তকে উষ্ণীষ ধারণ করেন, ইহাঁরা তাহা করেন না।
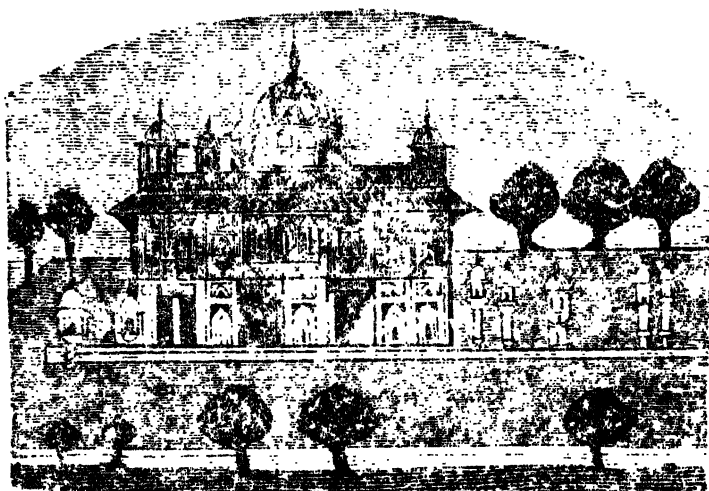
বারাণসী প্রয়াগ প্রভৃতি হিন্দু তীর্থ স্থান সকলে যেমন দুর্দান্ত পাণ্ডা, মহান্ত ও ধূর্ত্ত ভিক্ষুকগণ টাকা পয়সার জন্য নিরীহ যাত্রিকদিগের শরীরের শোণিত চুষিয়া খায়, এখানে দর্শকদিগের সেরূপ বিপদ কিছুই নাই। এস্থানে পাণ্ডাকে দক্ষিণা, পুরোহিতকে প্রণামী দিতে হয় না। ভিক্ষুক আছে বটে কিন্তু তাহারা ২।১ গণ্ডা কপর্দ্দক পাইলেই সন্তুষ্ট হয়। এখানে ভিক্ষোপজীবিগণ অন্য অন্য তীর্থের ভিক্ষাজীবীর ন্যায় উচ্ছৃঙ্খলস্বভাব নহে। ইহারা বাস্তবিক দুঃখী ও বিনীত দেখিলেই দয়া করিয়া কিঞ্চিৎ দিতে ইচ্ছা হয়। কিছু না দিলেও তাহারা ধিক্কার করে না।

সকল লোককেই পাদুকা দূরে রাখিয়া গুরুদরবারে যাইতে হয়। এমন

অনবোলত খেরে মন কিত্তেরথা জারি আপন নাম জানিয়া; দুখ নাটে সুখ পনয়া, অবশেষে আনন্দ গুন গায়া।,,

অর্থ।

হে প্রভু সেইজন্য শরণাপন্ন হইয়াছি, যখন তোমার দরশন পাইয়াছি অনেক সংশয় দূর হইয়াছে। না বলিতে আমার মনের ব্যথা জানিয়া আপন নাম জপ করিতে দিয়াই, দুঃখ নাশ করিয়াছ, সুখ দিয়াছ। আনন্দে আনন্দ গুণ গাইয়াছি।

গগন মে থাল রবি চন্দ্র দীপক বনে
তারকা মণ্ডলা জনক মোতি।
ধূপ মলয়ানিল পবন চামর করে, সকল বনরাই ফুলন্ত জোতি,
কেসি আরতি হোয় ভবখণ্ডন তেরে আরতি
অনাহত শবদ বাজন্ত ভেরী।

গগন মণ্ডল থাল, রবি ও চন্দ্র দীপ, নক্ষত্রমণ্ডল মুক্তামালা, মলয় পবন ধূপ, পবন চামর ব্যজন করিতেছে, সকল বনরাজী পুষ্পাঞ্জলি দিতেছে। কাহার আরতি হইতেছে? হে ভব বন্ধনের মুক্তি দাতা ঈশ্বর! তোমারই আরতি হইতেছে, অনাহত শব্দে ভেরী বাজিতেছে।

গ্রন্থসার রচন।

“শুনিয় ঐ মানিয় ঐ মনিকীতা ভাউ, অংতর গতি তীরথি মলি নাউ।
সব গুণ তেরা মৈ নাহিকে, বিনা গুন কিতা ভগতি না হোই।,,

শ্রবণ মনন ও মনের মধ্যে ভক্তি কর, অন্তর্গত তীর্থে স্নান কর, সকল গুণ তোমারই আমি কেহ নই, তোমার গুণ ব্যতীত ভক্তিও হয় না।

“নানক ভগতা সদা বিগাসু, শুনি ঐ দুঃখ পাপকা নাশ।”
গুরু নানক কহেন, ভক্ত সর্ব্বদাই প্রসন্ন থাকেন, ঈশ্বরের নাম স্মরণে দুঃখ পাপ বিনষ্ট হয়।

জেড়ে মারণ মুক্ক্যা তেড়ে না মারন ঘুম,
আপনেড়ে ঘর যাইয়ে পায়ে দে মারন চুম।

যে তোমাকে মুষ্ট্যাঘাত করিবে, তাহাকে ফিরিয়া আঘাত করিও না। বরঞ্চ আপনি তাহার ঘরে গিয়া তাহার পদ চুম্বন কর।

কবীর চন্দনকা বেড়ুয়া ভালা বেড়িও ঢাক পলাস,
অইভি চন্দন হোয় রহে বসে যো চন্দন পাশ।
কবির বাঁশ বড়াই বুঁড়িয়া ইয়েঁহুক ভু বাঁহ্ কই
চন্দনকে নিকট বসে বাঁশ চন্দন না হুই।

কবীর চন্দনের ছোট বৃক্ষও ভাল, যাহা বড় বড় ঢাক পলাসে বেষ্টিত; চন্দনের নিকট থাকিয়া ইহারাও চন্দন হইয়া যায়। কবীর কহে বংশ অহঙ্কারে ডুবিয়াছে, এরূপ কেহ ডুবিও না, চন্দনের কাছে থাকিয়াও চন্দন হয় না।

সাচ কহ শুন লেহ সভে জিন প্রেম করীয়ো তিনহী প্রভু পাইও।

সত্য কহিতেছি, সকলে শ্রবণ কর, যিনি প্রেম করেন, তিনি প্রভুকে পান।

কবীর সবতে হাম বুরে হামতাজ ভালা সব কই,
জিন এসা করয়ে বুঝিয়ে মিত হামারা সই।

কবীর! আমি সকলের অপেক্ষা নীচ, আমার অপেক্ষা আর সকলে ভাল, যিনি এই প্রকার বুঝেন, তিনিই আমার মিত্র।

কাণপুরে সিপাহিদিগের হত্যাকাণ্ড।

পাঠিকাদিগের অনেকে সিপাহী বা কালা গোরার, যুদ্ধের কথা শুনিয়া থাকিবেন। ১৮৫৭সালে গবর্ণর জেনারেল লর্ড ক্যানিংয়ের সময়ে এই যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া ভারতবর্ষে মহা বিপ্লব উপস্থিত হয়। যুদ্ধ কিরূপ ব্যাপার, বামাবোধিনীর পাঠিকাগণের মধ্যে বোধ করি কেহই তাহা দেখেন নাই, তাহার ভয়ঙ্কর ভাব হয়তো অনেকে মনে ধারণ করিতেও পারেন না। প্রস্তাব লেখকও কখন সংগ্রাম দর্শন করেন নাই, তবে যুদ্ধ বৃত্তান্ত অনেক শ্রবণ করিয়াছেন, দুই একটী কৃত্রিম যুদ্ধ (কাওয়াজ) দেখিয়াছেন, তাহাতে তাহার ভাব কত দূর বুঝিতে পারিয়াছেন।

ভগিনী দিগের মধ্যে যাঁহারা কলিকাতায় আছেন, তাঁহারা তোপের ধ্বনি শুনিয়াছেন, প্রত্যহ প্রত্যূষে এবং দুই প্রহর একটার সময়ে কলিক

কোনং অমূলক কারণে এতদ্দেশীয় হিন্দু ও মুসলমান সিপাহিদের এই সংস্কার হয় যে গবর্ণমেণ্ট বলপূর্ব্বক জাতি মারিবে ও তাহাদিগকে খৃষ্টান করিবে। অনেক কুলোকে তাঁহাদের মনে এই সংস্কার দৃঢ়বদ্ধ করিয়া দেয়। গবর্ণমেণ্টের চাকর বাঙ্গালা ও উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের এতদ্দেশীয় সমুদায় সিপাহী ক্ষেপিয়া উঠে, ও গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়। সামান্য লোকেরা ইহাকেই কালা গোরার যুদ্ধ বলিয়া থাকে। এখন সিপাহিগণ কয়েক জন প্রধান লোকের সঙ্গে যোগ দিয়া দিল্লি মিরাট, বেরিলী, লক্ষ্ণৌ, কাণপুর প্রভৃতি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কয়েকটি প্রধান নগর ও প্রদেশ অধিকার করিয়া লয়।

৬ই জুন্ কাণপুরের এতদ্দেশীয় সিপাহিগণ বিদ্রোহে অভ্যুত্থান করে। লক্ষ্ণৌ হইতে কতকগুলি সিপাহি আসিয়া তাহাদের সঙ্গে যোগ দিয়াছিল, তাহারা বর্দ্ধিতবল হইয়া সে দিবস রাত্রিতে ধনাগার লুণ্ঠন করে ও কারাগার হইতে কয়েদিদিগকে বাহির করিয়া দেয়। ধনাগারে ৯লক্ষ টাকা প্রাপ্ত হইয়াছিল, তাহার অধিকাংশ বিঠুর নিবাসী নানাসাহেবকে প্রদান করে। নানা মহারাষ্ট্রীয় সামন্ত বাজিরাও পেশওয়ার দত্তক পুত্র। পুনা নগর বাজীরাওয়ের রাজধানী ছিল, গবর্ণমেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ষড়যন্ত্র করিতেছিল বলিয়া গবর্ণর জেনরেল লর্ড ডেলহাউসিকর্ত্তৃক তিনি রাজ্যচ্যুত এবং ৮লক্ষ টাকার বার্ষিক বৃত্তিভোগী হইয়া কাণপুরের প্রত্যন্তভাগে বিঠুর নগরে নির্ব্বাসিত হন। বাজিরাওয়ের লোকান্তর গমনের পরে উক্ত বৃত্তি রহিত হইয়া যায়। তাহাতে নানাসাহেব গূঢ়রূপে ইংরেজদিগের সম্বন্ধে শত্রুতা পোষণ করিয়া আসিতেছিলেন, এইক্ষণে সেই বৈরসাধনের সুযোগ পাইয়া তিনি বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যোগদান করেন। প্রথমোদ্যমেই নানা সসৈন্য কাণপুরে উপস্থিত হইয়া প্রকাশ্য রূপে ইংরেজ দিগকে আক্রমণ করেন। নগর বাসিরাও তাহার সঙ্গে যোগ দেয়। কাণপুরের সেনানিবেশে সর্ব্বশুদ্ধ ৭৫০ জন ইউরোপীয় ছিল, তন্মধ্যে অল্প সংখ্যক সৈন্য ও যুদ্ধ সামগ্রী অল্প ছিল, নানা বারিক আক্রমণ করিয়া ভয়ানক রূপে গোলা বর্ষণ করিতে থাকেন। সেনাপতি হুইলার সাহেব প্রাণপণে শিবির রক্ষার জন্য চেষ্টা করিয়াছিলেন, পরিশেষে অকৃতকার্য্য হন। সেই যুদ্ধে

বারিকের শতাধিক লোক হতাহত হয়, যাঁহারা জীবিত ছিলেন, তাঁহাদের ও যন্ত্রণার একশেষ হইয়াছিল। হুইলার সাহেব গুরুতর রূপে আহত হন। ২৬শে জুন গোতে নানা এই অঙ্গীকার করেন যে যদি শিবিরস্থিত ইংরেজেরা অস্ত্র শস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হয়, তবে তিনি তাঁহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে এলাহাবাদে পৌঁছিয়া দিবেন, কাহারও প্রাণ সংহার করিবেন না। ইংরাজেরা অনন্যোপায় হইয়া ছিলেন, অগত্যা তাহাই স্বীকার করিলেন। তাঁহাদিগকে এলাহাবাদে লইয়া যাইবার ব্যপদেশে গঙ্গার ঘাটে ৩০খান নৌকা প্রস্তুত ছিল। ২৭শে জুন হতভাগ্য ইংরাজগণ নৌকায় আরোহণ করিবা মাত্র বিশ্বাসঘাতক নানা ও তাহার অনুচর দস্যুগণ দ্বারা পুনর্ব্বার আক্রান্ত হইলেন, সেই সময় কতক ইংরেজ খড়্গাঘাতে, কতক বন্দুকের গুলিতে, কতক নৌকার সহিত জলমগ্ন হইয়া প্রাণ হারাইল। স্ত্রী বালক বালিকাগণ বন্দি হইল। ইহার মধ্যে ৪ জন মাত্র ইংরেজ আহত হইয়া ও বহু কষ্টে পলাইয়া প্রাণে বাঁচিয়াছিল। ১৫ই জুলাই সন্ধ্যার পূর্ব্বে পুনর্ব্বার হত্যাকাণ্ড উপস্থিত হয়। জেনেরল হাবেলক সসৈন্যে কাণপুরাভিমুখে আসিতেছেন শুনিয়া নানা সমুদায় ইংরেজ বন্দিদিগকে নিহত করেন। সেরাজউদ্দৌলা যেমন অন্ধকূপ নামক এক সঙ্কীর্ণ গৃহে বহুসংখ্যক ইংরেজকে রুদ্ধ করিয়া হত্যা করিয়াছিল, নানাও একটী অপ্রশস্ত গৃহে সমুদায় বিবি ও বালক বালিকাদিগকে অবরুদ্ধ করিয়াছিল। সেই ঘরের নাম বিবিঘর। বিবিঘরে ন্যূনাধিক ১৫০ জন ইউরোপীয় নারী, বালক বালিকা ও ৩।৪ জন পুরুষ ছিল। সিপাহীগণ প্রথমতঃ পুরুষদিগকে ঘর হইতে বাহির করিয়া হত্যা করিল। পরে স্ত্রীলোকদিগকে বাহির করিতে চেষ্টা পায়, তাহারা কেহই প্রাণান্তেও বাহির হইল না, পরস্পর জড়াজড়ি করিয়া রহিল। সেখানেই দুরাচার নানার অনুচরগণ তাহাদিগকে নানারূপে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করিয়া নিধন করিতে লাগিল। নির্দ্দোষ বালক বালিকাগণ বন্দুকের গুলিতে, অস্ত্রের আঘাতে জননীর সম্মুখে রক্তস্রোতে ভাসিয়া ছট্ ফট্ করিয়া প্রাণ ত্যাগ করিল। ইংরেজ মহিলাগণ সমুদায়েই একে একে সেই নৃশংস নরাধমদিগের হস্তে ভয়ানক শোচনীয়রূপে নিহত হইলেন তখন শিশুদিগের হৃদয়ভেদী করুণ বিলাপে, মহিলাগণের শোকার্ত্ত নাদে

পাষাণ গলিয়াছিল। তথাপি সেই হিংস্র নরপশু দিগের মনে দয়ার উদ্রেক হয় নাই। নিরপরাধী অবলা ও শিশুদিগের এইরূপ শোচনীয় হত্যা আর কখন হইয়াছে শুনিতে পাওয়া যায় না। দুরাচার নানা ও তাহার অনুচর দস্যুগণ নির্দ্দোষ অবলা ও শিশু শোণিতে এইরূপে আপনাদের হস্ত কলঙ্কিত করিয়া পর দিন কাণপুর হইতে পলায়ন করে। চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে মৃত দেহ সকল একটী কূপের মধ্যে বিসর্জ্জন করে। ১৭ই জুলাই জেনেরেল হাবেলক আসিয়া কাণপুর অধিকার ও বিটুরে যাইয়া নানার ভবন তোপে উড়াইয়া সমভূমি করেন। ইংরেজের অনুগত বলিয়া বাঙ্গালি বাবুদের প্রতি সিপাহিদের আক্রোশ ছিল, তাহারা তাহাদিগকে ফিরিঙ্গির গোলাম বলিত, সে সময়েও অনেক গুলি বাঙ্গালি বাবু বিষয় কর্ম্মোপলক্ষে কাণপুরে ছিলেন। তাঁহাদের কতক ভয়ে পলাইয়াছিলেন, কয়েক জন বাবু সিপাহিদিগের হস্ত-কবলিত হন, সিপাহিরা গলায় বাঁশ লাগাইয়া কাজী বাড়ীতে বাবুদিগকে পাঁঠার ন্যায় বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল, পরে কাহার দয়াতে তাঁহারা প্রাণ রক্ষা পান।

উক্ত শোচনীয় হত্যাব্যাপার চিরস্মরণীয় করিবার জন্য গবর্ণমেণ্ট সেই স্থানে একটী রমণীয় উদ্যান প্রস্তুত করিয়াছেন, এই উপবনের নাম মেমো-রিয়াল গার্ডেন অর্থাৎ স্মরণার্থ উদ্যান। ইহা কাণপুরের একটী বিশেষ দর্শনীয় পদার্থ। যে কূপে শব রাশি বিসর্জ্জন করা হইয়াছিল, তাহার উপরি একটী পরম সুন্দর শ্বেত প্রস্তরের মূর্ত্তি স্থাপিত হইয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিটীর নাম শান্তি। উহা ইংলণ্ড হইতে নির্ম্মিত হইয়া আসিয়াছে। প্রতিমূর্ত্তিকে মণ্ডলাকারে বেষ্টন করিয়া প্রস্তরময় প্রাচীর স্থাপন করা হইয়াছে, প্রাচীরে চমৎকার কারু কার্য্য। এই প্রাচীর উদ্যানের মধ্যে। মাজিষ্ট্রেটের অনুমতি ব্যতীত কাহারও মেমোরিয়াল গার্ডেনে প্রবেশের অধিকার নাই।

বারংবার স্বামী ও স্ত্রীগ্রহণ।

স্ত্রী বিয়োগ হইলে এক জন পুরুষ কতবার বিবাহ করিবেন এবং বিধবা স্ত্রী কতবার নব স্বামী গ্রহণ করিবেন এই প্রশ্ন অদ্য আমরা পতিপরায়ণা

বিজ্ঞ পাঠিকাগণের সম্মুখে উত্থাপন করিতেছি। কোন স্বামী প্রথ পরিণীতা ভার্য্যার সহিত জ্ঞান পূর্ব্বক কিছু কাল দাম্পত্য সুখ সম্ভোগ করত যদি পুনরায় দার পরিগ্রহ করেন, তবে তিনি আর কতবার সেরূ করিতে পারেন? একটী বিধবা যদি স্বামীর সঙ্গে যৌবনের অর্দ্ধভাগ কর্ত করিয়া পুনরায় বিবাহ করেন, তবে তিনিই বা কতটী স্বামী গ্রহণ করিতে পারিবেন; এরূপ বিবাহের শেষ সীমাইবা কোথায়? এই সকল প্রশ্নে আমরা উত্তর চাই।

অপ্রাপ্তবয়স্ক বালক বালিকাদিগকে আমরা এ প্রস্তাবের মধ্যে ধরিতেছ না, কারণ তাহাদের বিবাহ এবং স্ত্রী কিম্বা স্বামিবিয়োগ অজ্ঞানাবস্থ তেই ঘটিয়া থাকে। নদীতীর এবং সমাধি ক্ষেত্র যাঁহাদের বিবাহে শেষ সীমা, তাঁহাদের বিষয় লইয়া আমরা অদ্য আলোচনা করিব। পুরু দিগের সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোন নিয়ম দেখা যায় না, তাঁহারা যতবার ইচ্ছ ততবার বিবাহ করিতে পারেন। অন্তিমকালে সেবা এবং পিণ্ড পাইব জন্য ও অনেকের বিবাহ করা আবশ্যক হইয়া উঠে। দুই কুড়ি বৎসর স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলেন, হৃদয় মন প্রাণ যাহাকে সঁপিয়া দিয়াছিলে যাই তাঁহার মৃত্যু হইল, অমনি তাহার স্থানে আর একটী বালিকা বধূ আনি স্থাপনা করিলেন। অতএব পুরুষকে যে কখন স্ত্রীহীন হইয়া থাকি হইবে একথা এদেশের শাস্ত্রে লেখে না। কেবল নারীরা বিধবা হই ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিবে, পতিভক্তি পরায়ণা হইয়া পুণ্য ধর্ম্ম করিবে এ কথা এত দিন সকলে জানিত। এক্ষণে দেশহিতৈষীগণ এই বাব বাহির করিলেন যে বালা বিধবাদিগের পুনরায় বিবাহ হওয়া উচিৎ আমরাও একথা বলি যে বিধবা বালিকা আবার বিবাহ করুক। বি "বিধবা বিবাহ হইবে" এই কথা শুনিয়া বয়স্থা সন্তানবতী পুরা বিধবা স্ত্রীগণ পর্য্যন্ত যে পুনরায় বিবাহ করিতে ব্যস্ত, ইহা বড় লজ্জ কথা।

স্ত্রীহীন স্বামী, স্বামিহীন স্ত্রী একটার পর একটা, তার পর এক ন ক্রমাগত বিবাহ করিলে এক দিকে সমাজের কিছু শান্তি রক্ষা হয়, অ স্ত্রী পুরুষ ব্যভিচার দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে একথা আমরা স্ব

কার করি না। কিন্তু তাই বলিয়া কি পুনঃ পুনঃ বিবাহ করিতেই হইবে? বিবাহ না করিলে স্বভাব ভাল থাকিবে না এই ছল করিয়া কি চিরকাল লোক কেবল বিবাহই করিবে? এক একটী স্ত্রী পরলোক গমন করিতেছে আর এক একটী বিবাহ করা হইতেছে, এক একটী স্বামী মরিতেছে আর এক একটী নূতন স্বামী তাহার স্থান পূর্ণ করিতেছে এপ্রকার হইলে বিবাহ যে শাক বেগুন আলু পটল কেনার মত হইয়া উঠিল। এই জন্যই আমরা বলিতেছি কতবার দার পরিগ্রহ করিবে? অনেক বিধবা বিবাহ উৎসাহী লোক মনে করেন বিধবা বিবাহ যত হয় তত ভাল। তাঁহাদের কাছে বালা বিধবা বৃদ্ধ বিধবার বিচার নাই। বিবাহ করিতে চাহিলেই তাঁহার বিবাহ দেওয়া কর্ত্তব্য আমরা এমতের পোষকতা করিতে পারি না। প্রকৃত বিবাহ এক ভিন্ন দুই হইতে পারে না।

স্ত্রী পুরুষ উভয়ের পুনঃ পুনঃ দার পরিগ্রহ আমাদের অনভিমত। অধিক বিবাহ হইলে কোথায় গিয়া ইহার স্রোত থামিবে তাহা কেহ জানেনা। নাবস্থার বিবাহ প্রথা প্রচলিত থাকিলে স্বামী স্ত্রীর সম্বন্ধ ব্যবসায়ী বণিকের ন্যায় হইবে এবং পরস্পরের প্রতি কিছুমাত্র পবিত্র প্রণয়ানুরাগ সঞ্চারিত হইবে না তাহা বলা বাহুল্য। আর ইহা ও আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিনা যে একটু লেখা পড়া শিখিলে কিম্বা কুসংস্কার হীন হইলেই বিধবাদিগকে বিবাহ করিতে হইবে। পুরুষেরা এসম্বন্ধে অত্যন্ত নিলর্জ্জ। তাঁহারা পাকা চুলে কলপ দিয়া সোনার দাঁত গড়াইয়া চির যৌবন প্রাপ্তির আশা করেন, অন্তিমকালেও বিবাহ করিতে ছাড়েন না। কিন্তু আমাদের দেশের সাধ্বী বিধবাদিগের জীবনের মহত্ত্ব দর্শন করিয়া আর ইচ্ছা হয় না যে বয়স্থা বিধবাগণ বার বার স্বামী গ্রহণ পূর্ব্বক জীবনকে কলঙ্কিত করেন। নূতন নূতন স্বামীর ক্রীড়ামৃগ না হইয়া মৃত পতিকে স্মরণ করা, তাঁহাকে ভক্তি করা কি অধিকতর গৌরবের বিষয় নহে? আমাদের পূজনীয়া প্রাচীনা হিন্দু বিধবাদিগের নিকট এ সকল বিষয় শিক্ষা করা উচিত। সহস্র সহস্র বিবাহিত বিধবার জীবন এক দিকে, আর পতিপরায়ণা চিরব্রহ্মচারিণী সুখস্পৃহাশূন্য বিধবা সতীর জীবন আর একদিকে। যাঁহার হৃদয়ের স্বামী স্বয়ং ঈশ্বর, তিনি কি পৃথিবীর ইন্দ্রিয়াসক্ত স্বামীগণের ক্রীত দাসী

হইতে পারেন? বিবাহিত এক স্বামী তাঁহার পরিত্রাণ পথের সহযাত্রী হয়। নির্ম্মলচিত্ত কুমারীগণ কোন কুজনার পাত্রে আত্ম সমর্পণ না করেন এই আমাদের ইচ্ছা। জ্ঞান ও ধর্ম্মালোকে যাঁহাদের মনোমালিন্য দূর হইয়াছে, এ প্রকার বিধবাদিগের প্রতিও আমাদের অনুরোধ, যেন তাঁহারা বিবাহ বিবাহ করিয়া উন্মত্ত না হন। বয়ঃস্থা বিধবা ব্রহ্মচর্য্য ব্রত পালন করিবেন ইহা অপেক্ষা পবিত্র দৃশ্য কি জগতে কোথায় আছে? আধুনিক বিদ্যা ও সভ্যতাভিমানী যুবক যুবতীগণ আমাদের এ মতকে সঙ্কীর্ণ বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা যে উচ্চ নীতির ভূমিতে দণ্ডায়মান হইয়া ইহা লিখিতেছি, বিবেক সম্পন্ন ব্যক্তিগণ ইহার মর্য্যাদা অনুভব করিবেন। যাহা হউক, বামাবোধিনী পাঠিকাদিগের প্রতি আমাদের বক্তব্য এই যে তাঁহারা যেন পাতিব্রত্য ধর্ম্ম রাখিতে পারেন, কারণ নারীজাতি এ সম্বন্ধে পুরুষ অপেক্ষা স্বভাবত অনেক উন্নত এবং ইহাই তাহাদিগের জীবনের ভূষণ।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

স্ত্রীলোকদের দুগ্ধ বৃদ্ধির নিমিত্ত লাউ, নারিকেল, কেশুর, পানিফল, শরমূলী, রসুন, কলম ধান্যের অর্থাৎ কাশ্মীরদেশ জাত ধান্য বিশেষের তণ্ডুলের পায়স ইত্যাদি স্তন্য বৃদ্ধিকর দ্রব্য ভক্ষণ এবং ভূমি কুষ্মাণ্ডরস বা দুগ্ধের সহিত তাহার চূর্ণ অথবা সোডা মিশ্রিত করিয়া পান করা কর্ত্তব্য। ক্ষীণ নারীর পুষ্টিকর আহার দ্বারা ও সবল নারীর আহারের অল্পতা ও বিরেচন দ্বারা দুগ্ধ বৃদ্ধি হয়। মাতৃ দুগ্ধের নিতান্ত অভাবে ধাত্রীদুগ্ধ ব্যবস্থা। কিন্তু ধাত্রী যতদূর মাতার সদৃশ হয় ততই ভাল। তাহার সন্তান সংখ্যা বয়স, ও শেষ প্রসব কালের সহিত যতদূর ঐক্য হয়, ততই প্রার্থনীয়। মাতা যেরূপ স্নেহময়ী, ধাত্রীকেও সেই রূপ হওয়া আবশ্যক। যেরূপ স্ত্রীলোককে ধাত্রী নিযুক্ত করা বিধেয় নহে, তাহা পশ্চাল্লিখিত বচনে কথিত আছে যথা

"শোকাকুলা ক্ষুধার্ত্তাচ শ্রান্তা ব্যাধিমতী সদা।
অত্যুচ্চা নিতরা নীচা স্থূলাতীব কৃশাংকৃশা।

সুজির পায়স ও দন্তোদ্গম হইলে ক্রমে মোহন ভোগ ইত্যাদি আহার দেওয়া যাইতে পারে। সুশ্রুত কহিয়াছেন যে

উনষোড়শবর্ষস্তু নরোবালোনিগদ্যতে।
ত্রিবিধঃ সোপি দুগ্ধাশী দুগ্ধান্নাশী তথান্নভুক্।
দুগ্ধাশী বর্ষ পর্য্যন্তং দুগ্ধান্নাশীশরদ্বয়ং।
তদুত্তরং স্যাদন্নাশী এবং বাল স্ত্রিধামতঃ॥

অর্থাৎ মনুষ্যকে পঞ্চদশবর্ষ বয়স পর্যন্ত বালক কহা যায়। তন্মধ্যে এক বৎসর পর্য্যন্ত তাহার আহার শুদ্ধ দুগ্ধ, তাহার পর দুই বৎসর দুগ্ধ ও অন্যান্য আহার দেওয়া উচিত, পরে দুগ্ধ ব্যতিরেকেও অন্যান্য আহার দ্বারাই জীবন ধারণ হইতে পারে। ইহার এমন তাৎপর্য্য নহে যে পরে দুগ্ধ ত্যাগ করিয়া শুদ্ধ অন্ন ভোজন করাইবে। এস্থলে জ্ঞাত হওয়া কর্ত্তব্য যে এক বৎসরের অধিক কাল স্তন পান করান উচিত নহে। কিন্তু মাতা সক্ষম হইলে এবং সন্তান রুগ্ন হইলে আরো কিছু দিন স্তনপান করান যাইতে পারে। দুই বৎসরের পর শিশুকে কোন ক্রমেই স্তনা দেওয়া উচিত নহে, তাহাতে শিশু ও মাতা উভয়েরই হানি হইতে পারে।

মাতার স্তনদুগ্ধ যথেষ্ট পরিমাণে না পাইলে কখন কখন কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে। এ বিষয়ে মাতৃশিক্ষায় যে কয়েক প্রকার কৃত্রিম খাদ্যের ব্যবস্থা আছে তাহা আমাদের মতে উপাদেয়। "(১) পাঁউরুটীর কোমলাংশ দুই ঘণ্টা পর্য্যন্ত উত্তমরূপে জলে সিদ্ধ করিয়া উহাতে কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত শর্করা মিশাইয়া শিশুকে আহার দেওয়া যাইতে পারে। ৫।৬ মাস বয়ঃক্রম হইলে উহার সহিত অল্প পরিমাণে নূতন দুগ্ধ সংযোগ করিবে। ক্রমে সন্তানের যত বয়োবৃদ্ধি হইবে তত দুগ্ধের পরিমাণ অধিক করা আবশ্যক। যেস্থানে মাতৃ দুগ্ধের সহিত অন্য দুগ্ধ সহ্য হয় না, সেস্থলে এইরূপ খাদ্যের সহিত দুগ্ধ সংযোগ করা উচিত নহে। শিশু স্তন পান পরিত্যাগ করিলে নূতন উত্তম দুগ্ধ পান করাইতে অভ্যাস করাইবে। (২) অথবা পাঁউরুটি অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও পাতলা করিয়া কর্ত্তন করিয়া কিয়ৎ ক্ষণের জন্য উহা শীতল জলে ভিজাইয়া পরে দুই তিন ঘণ্টা অবধি কয়লার অগ্নির উপর সিদ্ধ করিয়া উপরিউক্তরূপে সন্তানকে আহার দেওয়া

যাইতে পারে। (৩) অর্দ্ধসের অত্যুৎকৃষ্ট ময়দা লইয়া উহা কোন বস্ত্র খণ্ডে বান্ধিয়া ৪।৫ ঘণ্টা জলে সিদ্ধ করিবে। পরে ঐ বস্ত্র খণ্ড হইতে খুলিয়া উহার বহিরংশ পরিত্যাগ করিয়া মধ্যাংশ উপরি উক্ত রূপে শিশুকে আহার দিবে। সন্তানের বয়ঃক্রম ৫।৬ মাস হইলে যে প্রকার আহার দেওয়া হউক, উহাতে সর্ব্বদা এক গাভীর নূতন দুগ্ধ সংযোগ করা আবশ্যক। আর সন্তানের পেটের পীড়া হইলেই ঐ দুগ্ধ সিদ্ধ করা উচিত। (৪) অর্দ্ধ পোয়া জলের সহিত ক্ষুদ্র চামচের এক চামচে ময়দা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিবে। পরে উহার সহিত অর্দ্ধপোয়া নূতন উষ্ণ দুগ্ধ মিশাইয়া ২০ মিনিট অবধি সামান্য অগ্নির উত্তাপে উহাকে সিদ্ধ করিয়া লইবে। (৫) শিশু দুর্ব্বল ও শীর্ণ হইলে বিশুদ্ধ এরারুট উহার পক্ষে সুখাদ্য বলিতে হইবে। ইহার সারাংশ (ষ্টার্চ) দ্বারা শিশুর শরীর পোষণ ও মেদ বৃদ্ধি হয়। নূতন এবং এক গাভীর দুগ্ধের সহিত ইহা সাবধানে প্রস্তুত করা আবশ্যক ও কিঞ্চিৎ পরিষ্কৃত শর্করা দ্বারা মিষ্ট করিয়া উহাতে একবিন্দু লবণ সংযোগ করা উচিত।”

এ স্থলে আর একটি কথা জানা আবশ্যক। যদিও শিশু ছয় মাসের হইলেই তাহার অন্নপ্রাশন হইয়া থাকে, কিন্তু বাস্তবিক চারি বৎসরের পূর্ব্বে শিশুকে অন্ন দিবার প্রয়োজন প্রায় দেখা যায় না। স্তনত্যাগ করিয়া যতদিন গোদুগ্ধ ও গোধূম জাত রুটি মোহনভোগ ইত্যাদি আহার করে ততই ভাল। শরীরের বৃদ্ধির জন্য যে সকল পদার্থ আবশ্যক, এক দুগ্ধে তৎ সমুদয়ই আছে, অতএব দুগ্ধের পরিবর্ত্তে কোন বস্তুই তাদৃশ পুষ্টিকর হয় না। আর শিশুর শরীরে স্বভাবতঃ স্নিগ্ধকারী অন্নের প্রয়োজন হয় না। পরে যখন দন্ত সমুদয় নির্গত হয় ও বয়স তিন বৎসর অতীত হইয়া যায়, তখন শিশুকে অন্ন দেওয়া যাইতে পারে, কিন্তু তখনও নানা প্রকার ব্যঞ্জন দিবার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ তরকারির মধ্যে অনেক প্রকার কুপথ্য আছে, সে সকল দেওয়া উচিত নহে। গৃহিণী সাবধান হইয়া শিশুকে আহার করিতে শিক্ষা দিবেন, যাহাতে কোন তরকারির খোসা বা বীচি বা মৎস্যের কাঁটা ইত্যাদি অভক্ষ্য দ্রব্য ত্যাগ করিয়া শিশু আহার করিতে পারে। আহার সময়ে অনেকে শিশুকে বসাইয়া আহার করাইয়া দেন,

এটি কুপ্রথা। যদিও শিশু এইরূপ আহার করিয়া পরিতুষ্ট হয়, তথাপি দুই প্রধান কারণে এ নিয়ম গর্হিত। প্রথমতঃ এরূপ অভ্যাস করিলে শিশুর নিজের আহারের সময়ের নিয়ম থাকে না, এবং সে যখন আহার করে, শিশু তখনই ভোজন পাত্রের নিকট উপস্থিত হইয়া আহার করিতে চায়। দ্বিতীয়তঃ তাহাতে শিশু স্বয়ং শীঘ্র আহার করিতে শিক্ষা করিতে পারে না। অতএব গৃহিণীর কর্ত্তব্য যথা নিয়মিত সময়ে যথা পরিমিত আহার লইয়া শিশুকে ভোজন করাইয়া দিবেন, এবং ক্রমশঃ ভোজন করাইয়া না দিয়া শুদ্ধ সহায়তা করিবেন, তাহা হইলে শিশু শীঘ্র আহারের সময়, পরিমাণ ও নিয়ম সমস্ত শিক্ষা করিতে পারিবে। পূর্ব্বেই কথিত হইয়াছে যে শিশু অন্নাশী হইলেই দুগ্ধ পান রহিত করা সুধীজনের অভিপ্রায় নহে, একথা স্মরণ রাখিয়া শিশু যত দুগ্ধ পরিপাক করিতে পারে সাধ্যমতে তত দুগ্ধ দিবে। অন্য বস্তু যত আহার করুক, দুগ্ধ পান না করিলে যথেষ্ট বলিষ্ঠ হইবার সম্ভাবনা থাকে না।

আহারের ব্যবস্থা শিক্ষা কালি পানীয় জলের বিষয় কিছু জানা উচিত তাহা এই, নির্ম্মল ও শীতল জল পান করা কর্ত্তব্য। বালুকাময় নদী বা বৃহৎ পুষ্করিণীর জল উৎকৃষ্ট। স্বভাবতঃ এরূপ জল না পাইলে জল বিশুদ্ধ করিয়া লওয়া আবশ্যক। ইহার উপায় এই যে চারিটি কলসী উপর উপর রাখিবে। উপরের তিনটির তলায় ছোট ছিদ্র রাখিবে। সর্ব্বোপরিস্থ কলসিতে জল পূর্ণ করিবে, তাহার নীচেরটিতে কতক গুলি কুচ কয়লা তাহার নীচেরটিতে পরিষ্কার বালি রাখিবে। তাহা হইলে প্রথম কলসির ময়লা জল ছিদ্র দ্বারা দ্বিতীয় কলসিতে পড়িয়া কয়লা মধ্যদিয়া বহিয়া ইহার ছিদ্র দিয়া তৃতীয় কলসির বালির মধ্য দিয়া বহিয়া তাহার ছিদ্র দিয়া পরিশোধিত জল সর্ব্ব নিম্নস্থ কলসিতে পড়িবে। সেই জল পান করা উচিত। কলসি এইরূপ সাজাইবার নিমিত্ত বাঁশের বা কাষ্ঠের ফ্রেম গঠন করা আবশ্যক।

আহারান্তে পান বা মশলা খাওয়া প্রায় সকলেরই অভ্যাস, কিন্তু বালকদের অল্পবয়সে এ অভ্যাস কদাচ না হয়, এ বিষয়ে সাবধান হওয়া কর্ত্তব্য, কেননা তাহাতে অশেষ বিধ অপকার হয়। অধিক বয়সে অল্প

পরিমাণে ব্যবহার করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু অধিক ব্যবহার করিলে হানি আছে।

প্রাণিবিদ্যা।

পাকা।

যে জন্তুটীর ছবি প্রকটিত হইল, ইহা শূকর জাতীয়। ইহার আকৃতি সচরাচর ২২ বুরুল মাত্র। ইহার শরীরের অগ্রভাগ সরু, পশ্চাৎ ভাগ অত্যন্ত স্থূল। ইহার শরীরের বর্ণ বিচিত্র, পৃষ্ঠ দেশ ঘোরাল ধূমল বর্ণ, পার্শ্বদ্বয় পাণ্ডু বর্ণ, এবং উদর শ্বেত বর্ণ। ইহার মস্তক হইতে পাছা পর্য্যন্ত তিনটী সাদা রেখা আছে, তাহার উপরে দুই সারি সাদা দাগ। এইরূপ চিত্র বিচিত্র হওয়াতে জন্তুটী দেখিতে অতি সুন্দর। তদ্ভিন্ন ইহা বিড়ালের ন্যায় সৌখীন, সর্ব্বদা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভাল বাসে। মধ্যে মধ্যে জলে মাথা ডুবাইয়া ও সমুদায় শরীর চাটিয়া পরিষ্কার করে, এবং নখ দিয়া শরীর চুলকাইয়া রোমগুলি চোস্ত করিয়া রাখে। ইহার কাণ ছোট, চক্ষু

বৃহৎ, লাঙ্গুল নাই বলিলেই হয়। ইহার চোয়াল ছুটীর গঠনে কিছু বিশেষ কারীকরী আছে। নীচের চোয়াল অতি ক্ষুদ্র এবং উপরের চোয়াল বৃহদাকার হইয়া তাহাকে আবৃত করিয়া ফেলে। উপরের ঠোঁটের মাংস ভিতরের দিকে একটী থলিয়ার মত হইয়া থাকে। ইহার মুখের ছিদ্র ছোট, এই জন্য দুই কসে দুইটী বৃহৎ থলিয়ার মত আছে।

পাকা সচরাচর দুই শ্রেণীতে বিভক্ত-পাটল এবং কৃষ্ণ বর্ণ। উভয় জাতিরই শরীরের বিচিত্রতা সমান। এই জন্তুদিগকে দক্ষিণ আমেরিকার পূর্ব্বাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা বনের মধ্যে বিশেষতঃ জলের ধারে বাস করে এবং নখর দ্বারা গর্ত্ত খুলিয়াই বাসস্থান নির্ম্মাণ করে। ইহারা কোমল এবং সুন্দর শয্যা না পাইলে শয়ন করিতে পারে না। এ জন্য ঘাস খড় লতা পাতা সংগ্রহ করিয়া বিছাইয়া দেয় এবং তাহার মধ্যস্থলে শয়ন করিয়া নিদ্রা যায়। ইহাদিগের প্রত্যেক গর্ত্তে ৩টী করিয়া মুখ থাকে এবং শুষ্ক পাতা ও ডাল পালায় ঢাকিয়া রাখে। দেশীয় লোকেরা ইহাদিগকে জীবিত অবস্থায় ধরিবার জন্য দুইটী মুখ বন্ধ করিয়া তৃতীয় মুখটী খুঁড়িতে থাকে। পাকা ধরা পড়িলে আত্মরক্ষার্থ প্রাণ পণে চেষ্টা করে এবং ধৃতকারীদিগকে ভয়ঙ্কর রূপে দংষ্ট্রাঘাত করিয়া থাকে।

পাকা সন্তরণ করিতে এবং জলে ডুব দিতে অত্যন্ত পটু, শরীর ভারী হইলেও ইহা অতিবেগে ছুটীতে পারে। ইহা শূকরের ন্যায় শব্দ করে এবং নাক দিয়া মাটী খুঁড়িয়া বৃক্ষমূলাদি অন্বেষণ করে। ইহা উদ্ভিদ ভোজী। দিনের বেলায় গর্ত্তের মধ্যে থাকে, রাত্রিকালে বহির্গত হইয়া ফল মূলাদি অনুসন্ধান করে। ইক্ষুক্ষেত্রের উপর ইহার বিশেষ দৌরাত্ম্য। ইহার আর কোন কার্য্য নাই, যখন আহার না করে, নিদ্রা যায়। স্ত্রীপাকারা বর্ষাকালে সন্তান প্রসব করে, এককালে একটী মাত্র শাবক উৎপন্ন হয়।

সতীর পরাক্রম।

যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই বল, সেই খানেই সাহস। স্ত্রীলোক অবলা, কিন্তু তাঁহার চরিত্রে যদি সতীত্ব থাকে, ধর্ম্ম থাকে, তাঁহার সাহসের অবধি

থাকে না। দ্বারবান্ রাখিয়া যে চরিত্র রক্ষা করিতে হয় সে চরিত্র চরিত্রই নয়। আমাদের অনেকে বলেন স্ত্রীলোকদিগের চরিত্র অতি সন্তর্পণে রক্ষা করা উচিত। ইহা অপেক্ষা শোচনীয় অবিশ্বাস আর কি হইতে পারে? প্রহরী দিয়া কে কোন্ রমণীর সতীত্ব রক্ষা করিতে পারে? যিনি প্রকৃত সতী, তাঁহার চরিত্রের জ্যোতিতে বিকৃত স্বভাব ব্যক্তির কুৎসিত কামনা দগ্ধ হইয়া যায়। তাঁহার সতীত্ব কলুষিত করিতে সমর্থ হওয়া দূরে থাকুক, তাঁহার সম্মুখে হৃদয়ের দূষিত কামনা প্রকাশ করিতে সাহস হয় না, তাঁহাকেই সতী বলি। সতীর দৃষ্টান্ত সীতা। তিনি অশোক বনে শত্রু বেষ্টিত হইয়া যেরূপে তাঁহার সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা শুনিলে শরীর রোমাঞ্চিত ও হৃদয় পুলকে পূর্ণ হয়। অপর দৃষ্টান্ত সাবিত্রী। অপর দৃষ্টান্ত দময়ন্তী। পাঠিকাগণ! আজি দময়ন্তীর সতীত্বের বিষয় কিছু শুন।

(১)

নিবিড় কাননে, পতি অন্বেষণে,
ভ্রমে একাকিনী ভীমের নন্দিনী,
হুতাশে আকুল সতীর প্রাণ।
ভীষণ বিজন, সে ঘোর কানন,
হিংস্র জন্তু ময় যমের আলয়
নাহি পান দেখা যে দিকে চান।

(২)

কোন দিকে চাই আর কত যাই—
তনু অবসন্ন হৃদয় বিষণ্ণ
মুখ পদ্ম আজ ভাসিছে জলে;
না পান দেখিতে চলিতে চলিতে
চরণ যুগল ক্রমশঃ অচল
বসিলেন এক তরুর তলে।

(৩)

যেন উন্মাদিনী, রাজার নন্দিনী,
উদাস নয়নে দশ দিক্ পানে।
নিরখি নিরখি কেবল কাঁদে,
আঁখি ইন্দীবর, অশ্রুতে কাতর,
প্রাণকান্ত বিনে এ দুঃখ দুর্দ্দিনে
ঢাকিয়াছে মেঘ সেমুখ চাঁদে।

(৪)

কোথা প্রাণেশ্বর, কাঁদিছে অন্তর,
হৃদয় ফাটিয়া উঠে উথলিয়া,
ঘোর শোক সিন্ধু ডুবিয়া মরে!
বসে তরুতলে, ভাসে নেত্র জলে,
যেন উন্মাদিনী রাজার নন্দিনী
কেহ নাহি কাছে, সুধায় কারে?

(৫)

এহেন সময়ে, মদমত্ত হয়ে,
নির্দ্দয় নির্ম্মম যমদূত সম,
ব্যাধ দুরাচার দাঁড়াল আসি।
মোহন মাধুরী ভুলিল নেহারি!
মদনে মাতিয়া রসেতে গলিয়া
মধুর বচনে বলিল হাসি;

(১৪)

অরে দুরাচার ধর্ম্ম অবতার,
রাজ রাজেশ্বর, মোর প্রাণেশ্বর,
তুই তুচ্ছ কীট কে তোর সনে,
আজ কথা কয়, বিধি দুঃসময়,
যদি না থাকিত কে হেথা আসিত
কে আজ ভ্রমিত এঘোর বনে!

(১৫)

আসুক রজনী, ঢাকুক মেদিনী,
করিনারে ভয়, ব্যাধ দুরাশয়,
চাহিনা আশ্রয় তোদের কাছে!
পতি অন্বেষণে, যাব ঘোর বনে,
করি প্রাণ পণ, ভূধর কানন,
খুঁজিব যেখানে যাকিছু আছে।

(১৬)

ব্যাধ বলে ধনি! আইল রজনী,
ক্রোধ পরিহরে চল মোর ঘরে
এই বেলা চল আপন মনে,
বলে একেবারে, যায় ধরিবারে,
পাদাহতা ফণি গরজে অমনি
বজ্রাঘাত হলো ব্যাধের কাণে!

(১৭)

হাত বাড়াইল, অমনি রহিল,
কম্পিত হৃদয় ব্যাধ দুরাশয়।
অবাক্ নীরব জড়ের মত!
দেখিল অনলে, সতী যেন জ্বলে,
আরো সমুজ্জ্বল হলো বন স্থল,
দেখি নরাধম চেতনা হত।

(১৮)

কথা কি কহিবে, কোথা পলাইবে,
প্রচণ্ড হুতাশে ঘেরে চারি পাশে
পুড়ে মরে ব্যাধ হাহাকার করে,
সতীর নয়ন দুর্জ্জয় এমন
পাপী দুরাচার কিজানিবে তার—
আজি তা বুঝিল দহনে মরে।

শিঃ—

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।

মাতা। আজি বাতাসের বিষয়ে তোমাদিগের সহিত কথা বার্ত্তা কহিব।

সু। মা! বাতাস ত হাওয়া, কিছুই নয় বলিলেই হয়, তার বিষয়ে আর কি কথা বলিবে?

সত্য। বাতাস যে কিছু নয় তা বলিতে পারি না। বাতাস চক্ষুতে দেখা যায় না বটে; কিন্তু ইহার কার্য্য বড় ভয়ঙ্কর। বাতাস আছেত চুপ করিয়া আছে, কিন্তু যখন রাগে, তখন ঝড় হইয়া দেশ উলট পালট হয়, মহাপ্রলয় কাণ্ড হয়। আমাদিগের জাহাজী সে দিন বলিতেছিল “ঝড়ের মত জোর কারুর নয়।” তা ঠিক্।

মা। সুশীলে! জড় পদার্থ কারে বলে, তুমি কি ভুলিয়া গিয়াছ?

সু। না মা, ভুলি নাই। চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক্ এই পাঁচ ইন্দ্রিয়ের একটী বা একটীর দ্বারা যাহা জানা যায়, তাহা জড় পদার্থ। মা, বায়ু ত্বক্ অর্থাৎ স্পর্শেন্দ্রিয় দ্বারা জানা যায়, এই জন্য ইহা জড় পদার্থ। আচ্ছা, বায়ু হইতে কি কেবল ঝড় হয়, ইহার কাজ কি আর কিছুই নাই?

মা। বায়ু যে এই পৃথিবীর কত অসংখ্য হিত সাধন করে, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। বায়ু নিঃশ্বাসরূপে জীবদিগের জীবন রক্ষা করে, বায়ু আগুণ প্রজ্বলিত করিয়া রাখে, বায়ু সূর্য্যের প্রখর উত্তাপ আপনার শরীরে লইয়া পৃথিবীকে শীতল করে, বায়ু সাগর হইতে বাষ্প তুলিয়া মেঘ করে এবং সেই মেঘ গলিয়া যে জল হয় তাহা পৃষ্ঠে করিয়া দৌড়িয়া নানা স্থানে বর্ষণ করে। বায়ু প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে সুস্নিগ্ধ ভাবে বহমান হইয়া জীবদিগের শরীর শীতল করে, পুষ্প কলিকা সকল প্রস্ফুটিত করিয়া তাহার সুগন্ধে চারিদিক্ আমোদিত করে। বায়ু স্পর্শেন্দ্রিয়ের বিষয় বটে এবং ইহারই সুখ বিশেষরূপে সাধন করে, কিন্তু ইহা অন্যান্য ইন্দ্রিয়েরও সহকারিতা করিয়া থাকে। বায়ু চক্ষুর সম্মুখে অতি স্বচ্ছ দর্পণের ন্যায় হইয়া তাহার মধ্য দিয়া সকল পদার্থ দেখাইতেছে, সূর্য্য চন্দ্রাদির উদয়ের পূর্ব্বে এবং অস্তগমনের পরেও কিয়ৎক্ষণ তাহাদিগের মূর্ত্তি আমাদিগের চক্ষুর গোচর করে, তাহাদিগের জ্যোতি দশদিকে বিস্তারিত করিয়া আমাদিগের নয়ন রঞ্জন করে, প্রখর আলোক বা প্রগাঢ় অন্ধকার এককালে আসিতে দেয় না, মধ্যে গোধূলি আনয়ন করে। বায়ু কর্ণের অতি আত্মীয়, ইহা দ্বারাই সকল শব্দ উৎপন্ন হয় এবং ইহাই শব্দবহ হইয়া কর্ণের নিকট শব্দ সকল আনয়ন করে; সুমধুর গানবাদ্য মনুষ্যের ভাষা শাস্ত্র উৎপাদন করে। বায়ু নাসিকাতে সৌরভ আনিয়া ইহার আনন্দ বর্দ্ধন করে এবং দুর্গন্ধ হইতে ইহাকে সাবধান করে। আস্বাদনের সহিত বায়ুর বড় সম্বন্ধ দেখা যায় না, কিন্তু আস্বাদনের প্রধান ইন্দ্রিয় যে জিহ্বা তাহা হইতে প্রত্যেক শব্দ নির্গমনে বায়ুর সাহায্য আবশ্যক। বায়ু রাশি প্রমাণ হইয়া আকাশকে নীলবর্ণ করিয়া রাখিয়াছে, পাইল

করিতেছে। বায়ু দ্বারা বিবিধ কল চলিতেছে এবং বিজ্ঞানের যত উন্নতি হইতেছে, ততই ইহা দ্বারা বেলুন চালনা প্রভৃতি অনেক আশ্চর্য্য কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে।

সত্য। ঝড় দ্বারা উপকার কি?

মা। ঝড় দ্বারা দূষিত বায়ু সংশোধিত হইয়া দেশের মহোপকার সাধিত হয়।

সত্য। বায়ু সাগরেত আমরা ডুবিয়া আছি, কিন্তু এই বায়ুর কি সীমা ও শেষ আছে?

মা। সমুদায় বায়ুরাশিকে বায়ুমণ্ডল বলে, ইহা পৃথিবীর চারিদিকে গোলাকার হইয়া আছে। কিন্তু ইহার পরিসর ৩০।৪০ ক্রোশের অধিক নয়। পৃথিবীকে যদি একটী বৃহৎ ভাটা কল্পনা করা যায়, বায়ুমণ্ডল যেন একটী কাগজের মোড়ক তাহার গাত্র মুড়িয়া আছে।

সু। এই ৩০।৪০ ক্রোশ যে বাতাস আছে, একি সব এক রকম?

মা। এক বাতাস বটে, কিন্তু উপরে উপরে থাক থাক হইয়া সাজান আছে। নীচের বাতাস ভারী, ক্রমে যত উপরে উঠিবে, বায়ু তত হাল্কা। একটী তুলার বস্তা সাজাইলে নীচের তুলা চাপিয়া অনেক কম হয়। বায়ুর যে বেগ দেখা যায়, তাহাও নীচে, উপরে ক্রমে ক্রমে স্থির বায়ু। কোন উচ্চ পর্ব্বতের উপর উঠিলে নিম্নভূমিতে প্রবল ঝড় বহিলেও কিছুই টের পাওয়া যায়না। ২০।২৫ ক্রোশ উপরেও বায়ু এত লঘু যে তাহা ঝড়ের বেগে বহিলেও শরীরে কিছুমাত্র বোধ হয় না।

গৃহস্বামীর ধর্ম্ম।

সুবিজ্ঞ এবং সাধু জনই গৃহস্বামীর উপযুক্ত।

ট্যাসিটস বলেন, "পরিবারের কর্ত্তৃত্বকার্য্য একরূপ দুরূহ ব্যাপার, যে রাজ্য শাসন কার্য্য ও তাহার সমতুল্য নহে।" রাজ্য শাসনে প্রজার সহিত সম্পর্ক, পরিবারের কর্ত্তৃত্বে আত্মীয় স্বজনের সহিত সম্বন্ধ। রাজকার্য্য সুচারুরূপে পরিচালন করিতে না পারিলে, নৃপতি আপনিই অপদস্থ হয়েন, পরিবারপতির অবিজ্ঞতা ও অপবিত্রতা নিবন্ধন পরিজন বর্গের সকলেই কলুষিত,

ক্লিষ্ট, ও সন্তাপিত হয়েন, এমত কি, পুরুষানুক্রমে তাহার ফলভোগ করিতে হয়।

পারিবারিক কর্ত্তৃপক্ষের দুইটী গুণ থাকা নিতান্ত আবশ্যক, বিজ্ঞতা ও ধৈর্য্য।—পরিবারপতি অবিজ্ঞ হইলে পরিজন বর্গের সকলেই যে ক্লেশ পায় এমত নহে, তাহারাও কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টান্তের অনুসারী হয়। স্ত্রী পুত্রগণ, কর্ত্তার উপর যে কেবল নির্ভর করিয়া আছে এমত নহে, তদবলম্বিত কার্য্য প্রণালীর উপর তাহারা নিয়তই দৃষ্টিপাত করিয়া আছে। কর্ত্তৃপক্ষ অপেক্ষা তাঁহাদিগের বুদ্ধিমত্তা যদি অধিকতর হয়, সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহারা অপ্রতিভ, বিরক্ত ও সন্তাপিত হয়েন। তাহাদিগের সংসার কার্য্যে অত্যন্ত বিরাগ জন্মায় এবং নিয়তই কর্ত্তৃপক্ষের সহিত কলহ ও বচসা হইয়া থাকে। কিন্তু পরিজনবর্গ যদি সেরূপ কর্ত্তার অপেক্ষা হীনবুদ্ধি হয়েন, তবে অবিজ্ঞ পরিবারপতির সংসারে ক্লেশের আর ইয়ত্তা থাকে না। শুদ্ধ সাংসারিক ক্লেশ নয়, পরিজনগণও তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হয়েন, এবং তাঁহার অবিমৃষ্যকারিতা শিক্ষা করেন। তরুণ হৃদয় সন্তান সন্ততিরা এইরূপে শিক্ষিত হইলে তাহাদিগের চরিত্রে যে দোষ জন্মায়, তাহা আজীবন পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে, কিছুতেই সে দোষ অপনীত হইবার নহে। সে সংসারের মঙ্গল ঘটিবার অত্যল্পই সম্ভাবনা থাকে। অতএব যাঁহার উপর সমুদায় সংসারের এবং ন্যূনকল্পে দুই তিন পুরুষ পরম্পরার সুখ দুঃখ নির্ভর করিয়া রহিয়াছে, তাঁহার যে কত দূর সাবধানে এবং বিবেচনার সহিত কার্য্য করা উচিত তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইতে পারে।

অবিমৃষ্যকারিতা, সংসারভারাক্রান্ত ব্যক্তির একটী প্রধান দোষ। কিন্তু এই দোষের কুফল আমরা অনেক স্থলে দেখিয়াছি, সুচতুরা গৃহিণী কর্ত্তৃক অনেকাংশে নিবারিত হইয়াছে। কর্ত্তা ও গৃহিণী সংসারের এই দুই প্রধান ভিত্তি। ইহার অন্যতর দুর্ব্বল হইলে অপরকে সবল হওয়া চাই। যে সংসারে উভয়ই দুর্ব্বল তাহার অস্বস্থতা নাই। এজন্য মহিলাগণের জ্ঞান সম্পন্না হওয়া অত্যন্ত আবশ্যক। কে জানে কাহার ভাগ্যে কি রূপ ঘটিয়া উঠে? হয়ত কাহার ভাগ্যে সংসারের সমস্ত ভার অর্পিত বা নিপতিত হইতে পারে। মাতৃগুণ হেতুই রোমদেশীয় গ্রাকাইবয় জগদ্বিখ্যাত হইয়া আছেন। তাঁহাদিগের জননীর

হস্তে যে রূপ সংসার ভার নিপতিত হইয়াছিল, আমাদিগেরও অনেক রমণীর স্কন্ধে সেই রূপ ভার নিপতিত হয়। সংসার কার্য্যে পতি অপেক্ষা পত্নীর যে অধিকতর বুদ্ধিমত্তার প্রয়োজন হইবে, তাহা ভাল দেখায় না বটে, কিন্তু উভয়েই অপদার্থ হওয়া অপেক্ষা অন্যতরের কিছু বিবেচনা থাকা শ্রেয়স্কর। সংসার তরঙ্গে যাঁহারা কর্ণধার হইয়া রহিয়াছেন, তাহাদিগের মধ্যে একজনের সামর্থ্য না থাকিলে কি দণ্ডধারিরা (দাঁড়িরা) কেবল তরঙ্গ অতিক্রম করিয়া পোত চালনে সক্ষম হইতে পারে? কর্ণধারকে এরূপ পোতের গতি বিধান করিতে হইবে, যেন সেই গতিতে দণ্ডধারিরা অনায়াসে বাহিয়া যাইতে পারে।

নির্ব্বোধ লোক সংসারপতি হইলে যত অনিষ্ট হয়, অধার্ম্মিক জন কর্তৃত্ব পাইলে তদপেক্ষা অধিকতর অমঙ্গল ঘটে। তাহার অসচ্চরিত্র ও কুদৃষ্টান্তে পরিজন বর্গের প্রায় সকলেই অসচ্চরিত্র হইয়া পড়ে। যাহার কার্য্যনিচয় অপবিত্র, কথাবার্ত্তায় পাপালোচনা, উপমা সকল কুভাবে পরিপূর্ণ, তিরস্কার পর্য্যন্ত অশ্লীল, তাহার পত্নী ও সন্তানগণ তাহার নিকট হইতে কি শিখিতে পারে? তাহার সন্তানগণ কেবল কুবাক্য কহিতে শিখে, শপথ করিতে শিখে, চোর, শঠ, লম্পট, কদাচারী ও অশিষ্ট হইয়া পড়ে। কন্যাগণ হয়তো নিজে দুঃশীলা, না হয় পিতৃ-পাপ-কলঙ্কে লজ্জায় অবনত-মুখী হইয়া থাকে। ভৃত্যগণ পর্য্যন্ত দুষ্ট স্বভাব হয়, তাহারা বৈঠখানায় যাহা শিক্ষা পায়, অন্যত্র সেই অভ্যস্ত নাটকের অভিনয় দেখায়। অপবিত্র সংসারে যে কেহ লিপ্ত থাকে, তাহাদিগের সকলকেই নিশ্চয় পাপ-স্পর্শ করিবে।

অতএব ধর্ম্ম এবং বিজ্ঞতা সংসার ধর্ম্মের মূলীভূত হওয়া আবশ্যক। বিজ্ঞতা যদিও সকল কর্ত্তৃপক্ষের ভাগ্যে না ঘটিয়া উঠে, ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করা তাহাদিগের নিতান্ত অকর্ত্তব্য। তাহারা ইচ্ছা করিলে বিজ্ঞ না হইতে পারেন বটে, কিন্তু চেষ্টা করিলে যে অধর্ম্মমার্গ পরিত্যাগ করিতে না পারেন আমরা এমত কথা বলিতে পারি না। তাঁহারা মনে করিলে যে সকল গুণ সামান্য জনগণেও অর্জ্জন করিতে পারে, স্থান কুলেশ্য সে সকলের ও দৃষ্টান্ত পরিবার মধ্যে প্রদর্শন করিতে পারেন। তাঁহারা অনায়াসে, সুশীলতা ও

ধীরতা, শিষ্টাচার ও ভদ্রতা মিতাচারিতা ও মিতব্যয়িতা, শুদ্ধাচার ও ও ধর্ম্মানুষ্ঠান, এবং ভ্রাতৃভাব ও সত্যপরতা দেখাইয়া শিশু সন্তানদিগকে ভদ্র এবং কর্ত্তব্যসাধনের উপযোগী করিতে সমর্থ হইতে পারেন। শান্তশীল ধার্ম্মিক জন যেখানে গৃহস্বামী, সেই সংসার কি সুখময়, সেই সংসারই প্রকৃত শান্তি নিকেতন। গৃহকর্ত্তার বিজ্ঞতা এবং ধর্ম্মই যখন পারিবারিক সুখের নিদান হইল, তখন গৃহস্বামীর এই দুই গুণই থাকা নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু কাহার যদি অন্যতরের অভাব হয়, আমরা বলি, তাহার ধর্ম্মের অভাব হইলে অধিকতর ক্ষতি হইবে।

যাঁহারা গ্রীশ দেশীয় তত্ত্বদর্শী পিথাগোরসের জীবনী পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, গৃহস্বামীর সুবিজ্ঞতা এবং ধর্ম্মভাব থাকিলে সংসারাশ্রম কি সুখময় হইতে পারে। যে আশ্রম সুশিক্ষার আলয়, বিদ্যায় যাহা না করিতে পারে, এরূপ সংসারধামে তদপেক্ষা অধিক উপকার লাভ হয়। পিথাগোরস গৃহস্বামীর আদর্শ স্বরূপ ছিলেন। তিনি তৎকালীন বিদ্যালাভের জন্য কি পর্য্যন্ত না ক্লেশ ও যত্ন স্বীকার করিয়াছিলেন। স্বদেশে যতদূর হয় বিদ্যার্জ্জন করিয়া দেশে দেশে বিদ্যালাভের জন্য লালায়িত হইয়া ভ্রমণ করিয়াছিলেন। তিনি আপনিই বিদ্যালাভ করিয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। আত্ম পরিবার মধ্যে যতদূর সাধ্য সেই বিদ্যা প্রচার করিতেও যত্নশীল হইয়া কিয়ৎপরিমাণে কৃতকার্য্যও হইয়াছিলেন। তাঁহার স্ত্রী থিয়ানো কতকগুলি পুস্তক প্রণয়ন এবং স্বামীর মৃত্যুর পর স্বয়ং তৎপ্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। পিথাগোরসের তিন কন্যা এবং দুইটী পুত্র সন্তান ছিল। টিলোগিস এবং মিসারকস নামক পুত্রদ্বয়ও পিতার ন্যায় তত্ত্বদর্শী ছিলেন। তাঁহারাও মাতার সহিত একত্রে বিদ্যালয়ের অধ্যাপনা কার্য্য সম্পন্ন করিতেন। এরিগনোট নাম্নী কন্যাপ্রণীত কতিপয় গ্রন্থ ছিল। কয়েক শতাব্দীর কালে এই গ্রন্থ নিচয়ের বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। ড্যামো নাম্নী পুত্রীর হস্তে পিথাগোরস স্বপ্রণীত গ্রন্থাবলি অর্পণ করিয়াছিলেন। ড্যামোর এই প্রতিজ্ঞা ছিল, যে জীবন গেলেও যেন সেই পুস্তকাবলি কোন আগন্তুকের হস্তে সমর্পণ না করেন। ক্রমশঃ যখন কতিপয় সম্ভ্রান্ত লোক সেই মূল্যবান পুস্তক লাভাশায় ড্যামোকে

বিপুল অর্থ প্রদানের প্রলোভন দেখাইয়াছিলেন, তিনি প্রত্যুত্তরে কহেন, আমি দরিদ্র হই সেও ভাল তথাপি পিত্রাদেশ লঙ্ঘন করিতে পারিব না। পিথাগোরসের তৃতীয় কন্যার নাম মাইয়া। মাইয়ার গ্রন্থাবলি এবং জীবন বৃত্তান্ত লুসিয়ানের সময় পর্য্যন্ত সুপ্রচারিত ছিল। মাইয়ার সুপবিত্র স্বভাব এরূপ সাধারণ বিদিত ছিল, যে তাঁহাকে একদা কোন জাতীয় শুভকর্ম্মে কোরসদলের কর্ত্রী স্বরূপ নিয়োজিতা করা হয়। এই সাধ্বী স্ত্রী স্বদেশীয় সাধারণ জনগণের এরূপ প্রিয়পাত্রী হইয়াছিলেন, যে তাঁহার লোকান্তর হইলে তাঁহার গৃহধাম দেব মন্দির ও তীর্থ স্থান বলিয়া পূজিত হইত। পিথাগোরসের পুত্রগণকেও তাঁহার ধর্ম্মভাব ও বিদ্যা স্পর্শ করিয়াছিল। এসাট্রিয়স্ এবং অ্যামেসোলিক্লিস্ নামক ভ্রাতাদ্বয় তাঁহার সুনামখ্যাত নক্ষত্র তত্ত্বদর্শী বলিয়া বিখ্যাত হয়েন। অতএব পিথাগোরসের দৃষ্টান্তে প্রদর্শিত হইতেছে, গৃহস্বামী উত্তম হইলে পরিবার মধ্যে কত শুভফল উৎপন্ন হইতে পারে।

পুরাণ কথা।

আদম ও ইবার বিবরণ।

ইহুদীদিগের ধর্ম্ম পুস্তক পুরাতন বাইবেলে আদম ও ইবার যে উপাখ্যানটী লিখিত আছে তাহা অতি সুন্দর এবং মনদিয়া পাঠ করিলে তাহা হইতেই অনেক উপদেশও লাভ করা যায়। বাইবেলের সৃষ্টি বৃত্তান্তে লিখিত আছে ঈশ্বর প্রথমে জড় পদার্থ, উদ্ভিজ্জ ও ইতর প্রাণী সকল সৃজন করিলেন। কিন্তু তাহাদিগের দ্বারা তাঁহার মহিমা সম্পূর্ণ রূপে ব্যক্ত হইল না দেখিয়া তিনি সর্ব্বশেষে মনুষ্যকে সৃজন করিলেন। সৃষ্টি কর্ত্তা পৃথিবীর এক মুঠা ধূলা লইয়া তাহাতে আপনার নিঃশ্বাস যোগ করিয়া মনুষ্যকে গঠন করিলেন এবং মনুষ্য তাঁহার আদর্শে নির্ম্মিত হইল। যখন প্রথমতঃ মনুষ্যমূর্ত্তি প্রকাশিত হইল তখন স্বর্গ হইতে দেবতাগণ ঈশ্বরের জয় ধ্বনি করিতে লাগিলেন। ঈশ্বর প্রথমতঃ মনুষ্যের নাম আদম রাখিলেন, তিনি মানব জাতির আদি পুরুষ। পরে তাঁহাকে পৃথিবীর সকল জীবের রাজপদে অভিষিক্ত করিলেন এবং তাহার প্রতি রাজসম্মান প্রদর্শন করিবার জন্য তাঁহার নিকটে আনয়ন করিলেন। সকলেই আদমকে রাজা বলিয়া মানিল এবং তিনি যাহাকে যে নাম দিলেন, তাহার সেই নাম হইল। আদম সকল জীবের উপর রাজত্ব করেন, কিন্তু তাহাতে তাঁহার সুখোদয় হইল না। ঈশ্বর তাঁহার

একটী উপযুক্ত সঙ্গী বিহীন এই বলিয়া অনুযোগ করিলেন। ঈশ্বর সদয় হইয়া আদমের কথা শুনিলেন এবং একদিন তিনি নিদ্রিত আছেন, এমন সময়ে তাঁহার বাম পাঁজরার একখানি হাড় লইয়া অপরূপ নারী মূর্ত্তি সৃজন করিলেন এবং আপনার নিঃশ্বাসে তাহাকে জীবন্ত করিলেন। এই নারীর নাম ইবা হইল, ইনি মানব জাতির আদি মাতা। আদম নিদ্রাভঙ্গের পর ইবাকে দর্শন করিয়া পরম সম্প্রীতি প্রাপ্ত হইলেন। ঈশ্বর উভয়কে বিবাহিত দম্পতি করিয়া দিলেন এবং ইডেন উদ্যান নামক একটী পরম মনোহর স্থান তাহাদিগের বাসস্থান করিয়া দিলেন। এই উদ্যানটী সুদৃশ্য, সুশ্রাব্য, সুগন্ধ, সুস্বাদ ও সুখস্পর্শ পদার্থে পরিপূর্ণ, তথাকার বৃক্ষলতা সকল স্বভাবতঃ ফল পুষ্পভারে অবনত। তথাকার জীব জন্তুদিগের মধ্যে মূলে হিংসা-দ্বেষ নাই, ব্যাঘ্রে ও হরিণে একত্র শয়ান, সর্প ও নকুলে একত্র ক্রীড়ায় অনুরক্ত। বস্তুতঃ স্থানটী পবিত্রতা ও সর্ব্ববিধ সুখে পরিপূর্ণ হইয়া ভূতলে স্বর্গের শোভা ধারণ করিয়াছে। মানব দম্পতিও পবিত্রতা সুখে মগ্ন হইয়া আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিল। তাঁহারা বিনা পরিশ্রমে আহার লাভ করিতেন এবং যদৃচ্ছাক্রমে আপনাদিগের মনোভিলাষ পূর্ণ করিতেন। ঈশ্বর আদম ও ইবাকে ইডেন উদ্যানের সকল সুখ সম্ভোগ করিতে অনুমতি দেন, কেবল জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভোজন করিতে নিষেধ করেন। সয়তান মানে একটী সর্প তাঁহাদিগের সুখে হিংসান্বিত হইল। একদিন যখন নর ও নারী পৃথক্ পৃথক্ স্থানে বিচরণ করিতেছেন, দুষ্ট সর্প ইবার নিকটে আসিয়া বলিল "জ্ঞান বৃক্ষের ফল অতি উৎকৃষ্ট, তাহা তোমারা ভোজন কর না কেন?" ইবা বলিলেন, "ইহাতে ঈশ্বরের নিষেধ আছে।" সর্প বলিল, "জ্ঞান বৃক্ষের ফল ভোজন করিলে চক্ষু ফুটে, অপার আনন্দ লাভ হয়, ঈশ্বর তোমাদের প্রতি ঈর্ষ্যান্বিত হইয়া তোমাদিগকে সে পরম সুখে বঞ্চিত রাখিয়াছেন। আমি যাহা বলিলাম সত্য কিনা, একবার পরীক্ষা করিয়া দেখ।" ইবার বুদ্ধি অল্প, তিনি খলমতি সর্পের প্ররোচনায় ভুলিয়া তাহার সঙ্গে জ্ঞান বৃক্ষ তলে গমন করিলেন এবং কম্পিত হৃদয়ে ফলাস্বাদ করিলেন। ফলাস্বাদ করিয়া যথার্থই তাঁহার চক্ষু ফুটিল এবং অপূর্ব্ব আনন্দ লাভ হইল। ইবা তখন পরম পরিতুষ্ট হইয়া আদমের নিকট গমন করিলেন এবং অনুরোধ করিয়া তাঁহাকে সেই ফল ভোজন করাইলেন। আদমও ফল খাইয়া যারপর নাই আনন্দ পাইলেন এবং পূর্ব্বাপেক্ষা আপনাদিগকে সৌভাগ্যবান্ মানিলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য! এত দিন যে সকল ভাব তাঁহাদিগের মনে আসে নাই, তাহা আসিতে লাগিল। তাঁহারা আপ-

নাদিগকে উলঙ্গ দেখিয়া লজ্জিত হইলেন, এবং শরীর আবৃত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। এমত সময়ে ঈশ্বর আবির্ভূত হইয়া গম্ভীর নাদে 'আদম' বলিয়া ডাকিলেন। আদম ইবার সহিত ভয়ে জড়ীভূত হইয়া একটী বৃক্ষের অন্তরালে লুকায়িত, ঈশ্বরের বার বার আহ্বানে বলিলেন, "আমরা উলঙ্গ রহিয়াছি, কেমন করিয়া আপনার সম্মুখে যাইব?" তখন ঈশ্বর রাগান্বিত হইয়া বলিলেন "কে তোমাদিগকে আজ এ শিক্ষা দিল? তাঁহারা পরে পত্রাবরণে আবৃত হইয়া তাঁহার সম্মুখস্থ হইলে তিনি বলিলেন "আমি তোমাদিগকে সকল সুখে সুখী করিয়াছিলাম, কেবল তোমাদিগের মঙ্গলের জন্য একটী নিষেধ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা তোমরা রক্ষা করিলে না। এই জন্য আজি তোমাদিগকে দণ্ড দিব। তোমরা এই সুখভূমি ইডেন উদ্যান হইতে দূরীভূত হও। আজি হইতে পৃথিবীতে মৃত্যুর অধিকার হইবে, মনুষ্যকে মাথার ঘাম পায় ফেলিয়া আহার উপার্জ্জন করিতে হইবে। ইবা! তুমি কষ্টেতে সন্তান প্রসব করিবে। দুরাত্মা সর্প আজি হইতে বুকে হাঁটিয়া যাইবে। তাহার সহিত মানব কুলের ঘোর বিদ্বেষ হইবে, সে মানব সন্তানকে দংশন করিবে এবং মানব সন্তান পদতলাঘাতে তাহার মস্তক চূর্ণ করিবে।"

এই উপন্যাসটী যে অতি সুবুদ্ধি রচিত, এবং রূপক বর্ণনায় পরিপূর্ণ তাহা একটু অনুধাবন করিলেই বুঝা যাইতে পারে। ঈশ্বর প্রথমে অচেতন, পরে উদ্ভিদ এবং তৎপরে যে জীবজাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহা আধুনিক বিজ্ঞান শাস্ত্র দ্বারা সপ্রমাণ হইতেছে। ভূতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর স্তর খুলিয়া অনুসন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, মনুষ্যের কঙ্কাল অর্থাৎ মৃত অস্থি শরীর সকলের উপরি স্তরে পাওয়া যায়, সুতরাং মনুষ্য সকল জীবের শেষ সৃষ্টি। এই মনুষ্য বুদ্ধি ও ক্ষমতায় সকল জীবের শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন, তিনি সকলকে আপনার আয়ত্ত করিয়াছেন এবং যাহাকে যে নামে ডাকিয়াছেন, তাহার সেই নাম হইয়াছে। মনুষ্যের শরীর ধূলি নির্ম্মিত, মাটী হইতে উৎপন্ন; মাটীতেই বিলীন হইয়া যায়, কিন্তু মনুষ্যের আত্মা ঈশ্বরের আদর্শে সৃজিত, ইহার জ্ঞান, প্রীতি ও সাধু ইচ্ছা সকলি ঐশ্বরিক। স্ত্রীলোক না থাকিলে মনুষ্যজাতি কখন এই পৃথিবীতে সুখে বাস করিতে পারে না। পৃথিবীর সকল জীবের সার যে মনুষ্য, তাহার সার ভাগ অস্থি হইতে আবার রমণী জাতির সৃষ্টি, অর্থাৎ স্ত্রীজাতির প্রকৃতি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। নর নারী একত্র হইলে পরম সুখ লাভ হয়। প্রথম অবস্থায় তাঁহারা অযত্ন সম্ভূত স্বভাবজাত ফলমূল ভক্ষণ করিয়া সুখে বাস করিতেন এবং তখন স্বাভাবিক

সরল ভাবে তাঁহাদের মন পবিত্র ও সুখ পূর্ণ থাকিত, সুতরাং তাঁহারা সকল জগৎকে পবিত্র ও সুখময় দেখিতেন। পুণ্য পথে থাকিয়া সকল সুখ সম্ভোগ করুক, ইহা ঈশ্বরের আদেশ, কিন্তু পাপের পথে যাইতে তাঁহার নিষেধ। সয়তান কুপ্রবৃত্তি, জ্ঞান বৃক্ষ পৃথিবীর প্রলোভন। কুপ্রবৃত্তি বশে লোকে ঈশ্বরের নিষেধ না মানিয়া পৃথিবীর প্রলোভনে পতিত হয় এবং তাহাতে সুখী হইতে যায়, কিন্তু তাহাতেই তাহার সাধুভাব বিনষ্ট হইয়া তাহার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হয়। স্ত্রীলোকের পরিণাম দর্শিতা অল্প, তিনি পৃথিবীর প্রলোভনে অগ্রে আকৃষ্ট হন। কিন্তু স্ত্রীলোক পতিত হইলে পুরুষও সেই সঙ্গে সঙ্গে পাপে অভিভূত হন। পাপ পথে মনুষ্যের গতি হইলে তিনি যে সকল সুখ হইতে বঞ্চিত হইবেন, এবং পৃথিবীকে কষ্টের আলয় দেখিবেন তাহাতে সন্দেহ কি?

নূতন সংবাদ।

সম্প্রতি রাণাঘাট অন্তঃপুর স্ত্রীবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহার ছাত্রী সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতেছে। ছাত্রীদিগের বসিবার বেঞ্চ মেজ প্রভৃতি কিছুই নাই, ঐঅভাব পূরণ জন্য দয়াবতী শ্রীশ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী বিংশতি মুদ্রা প্রেরণ করিয়াছেন। বামাকুলহিতৈষী মহোদয়গণ যদি কিছু কিছু দান করিয়া বিদ্যালয়টীর জীবন রক্ষা করেন তাহা হইলে ইহার দ্বারা দেশের অনেক উপকার হইবার সম্ভাবনা।

ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের একটী ছাত্রী রাণাঘাটে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন, আমরা তাহা লিখিয়াছি এক্ষণে আহ্লাদ সহকারে প্রকাশ করিতেছি ইহার আর একটী ছাত্রী কলিকাতার দক্ষিণ হরিনাভি গ্রামে একটী বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। আপাততঃ ৮।১০টী বালিকা লইয়া বিদ্যালয় খোলা হইয়াছে, শীঘ্র ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা।

গত বৈশাখ মাসে মহা সমারোহে ঢাকাস্থ বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়াছে। তাহাতে কমিসনর সাহেব সস্ত্রীক ও অন্যান্য অনেক সাহেব ও মেম এবং খাজে আসানুল্লা সমুদায় কৃতবিদ্য ও বড় লোক উপস্থিত ছিলেন। কমিশনর সাহেবের সহধর্ম্মিণী মিসস্ ককরেল পারিতোষিক বিতরণ করেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে কমিশনর সাহেব, প্রোফেসর লিডিং ষ্টোন সাহেব, পাদরী বিবর সাহেব, বাবু কালী প্রসন্ন ঘোষ কিছু কিছু বলিয়াছিলেন

আমরা স্থানাভাবে এবার বামারচনা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩২ সংখ্যা | শ্রাবণ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

শান্তি।

যাহাদিগের সহিত আমরা একত্র বাস করি, তাহাদিগের সঙ্গে সর্ব্বদাই আমাদিগকে কাজ কর্ম্মে মিশিতে হয়. তাহাদিগের সঙ্গে যদি মিলন না থাকে এবং সর্ব্বদা বিবাদ বিসম্বাদ হয়, তাহা হইলে জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা মাত্র। এই কারণে শান্তির জন্য মনুষ্য নানা উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। মনুষ্য-সমাজের যখন প্রথম সৃষ্টি হয়, তখন অবধি একাল পর্য্যন্ত মনুষ্যের চেষ্টা এই দিকেই দেখিতেছি। অসভ্য অবস্থায় ৫ জন মনুষ্য যখন একত্র হইলেন, এক জনকে আপনাদিগের কর্ত্তা বলিয়া মানিলেন, কেননা পরস্পরের মধ্যে বিরোধ হইলে তিনি ভঞ্জন করিবেন। রাজার ক্ষমতা ও রাজ্যের কঠোর নিয়মের সৃষ্টি ইহা হইতেই হইল। মনুষ্যেরা সমাজবদ্ধ হইয়া সামাজিক নিয়ম দ্বারা যদি আপনাদিগকে শাসিত না করিতেন, তাহা হইলে পশুগণ অপেক্ষাও মনুষ্যদলের মধ্যে অধিকতর স্বেচ্ছাচার, নৃশংসতা ও অত্যাচার বিরাজ করিত। প্রথমে শান্তি রক্ষার উপায় না হইলে মনুষ্যগণ স্থিরচিত্ত হইয়া কোন বিষয়ের উন্নতি চেষ্টা করিতে পারিতেন না। সমাজবদ্ধ হইয়া যখন মনুষ্য শান্তির আস্বাদন পাইলেন, তখন অধিকতর শান্তির অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। কেবল পরস্পরের প্রতি পরস্পরে অত্যাচার করিতে বিরত হইলে হইবে না, কেবল সাধারণ দুঃসময়ে পরস্পরকে সাহায্য দান করিলে চলিবে না,

কিন্তু এমন স্থান কোথায়, যেখানে প্রতি দিন পরস্পরের সুখে পরস্পরে সুখী এবং পরস্পরের দুঃখে পরস্পরে দুঃখী হইতে পারি, যেখানে হৃদয়ে হৃদয়ে এক হইয়া পরস্পরে চিরকাল বাস করিতে পারি? এই সুখ শান্তির স্থান—পরিবার। যেখানে স্বামী স্ত্রী, পিতা মাতা, ভাই ভগিনী একত্র হইয়া বাস করা যায়, এই পৃথিবীতে সেই স্থান স্বর্গ তুল্য। মনুষ্যেরা প্রথমতঃ সামাজিক শান্তির উদ্দেশে আপনাদিগের অনেক যথেচ্ছাচারিতা, লোভ, দ্বেষ, হিংসা প্রভৃতি নিকৃষ্টভাব পরিত্যাগ করিল, কিন্তু শান্তি স্থাপিত হইলে যে সুখ লাভ করিল, ঐ সকল নিকৃষ্ট ভাব দ্বারা কখনই তাহা লাভ করিতে পারিত না। পরিবার বদ্ধ হইতে গিয়া মনুষ্যের পশুভাব আরো অধিক দমন করিতে হইল, কিন্তু তাহাতে সুখের পরিমাণ সহস্র গুণ বৃদ্ধি হইল। স্বার্থপর মনুষ্য, যে সমাজের কল্যাণ চিন্তা করে না এবং সমাজের হিতের জন্য এক কপর্দ্দকও ব্যয় করিতে সম্মত নহে; সে ব্যক্তিও পরিবারের কল্যাণ চিন্তা করে এবং পরিবারের সুখের জন্য আপনার সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিতে প্রস্তুত। ইহার কারণ এই, পৃথিবী মরুভূমি তুল্য হইলেও স্বীয় পরিবার প্রত্যেকের শান্তি ও আরাম স্থান। পারিবারিক কোমল স্নেহ সম্বন্ধ কঠোর হৃদয়কেও বিগলিত করিয়া ফেলে এবং তাহাহইতেও সহিষ্ণুতা, নিঃস্বার্থ ভাব ও দয়ার সহস্র সহস্র পরিচয় প্রদান করিতে থাকে। মানব প্রকৃতির সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরের ব্যবস্থাকে ধন্য বলিতে হয়। তিনি মনুষ্য হৃদয়ে শান্তির আশা দিয়া মনুষ্যকে এত স্বার্থ ত্যাগ করিতে শিক্ষা দিতেছেন, বিবাদ বিসম্বাদ সহজে মীমাংসা করিবার প্রবৃত্তি বিধান করিতেছেন এবং পৃথিবীকে স্নেহ, দয়া, প্রণয় প্রভৃতি স্বর্গের কুসুমে ভূষিত করিতেছেন।

সামাজিক ও পারিবারিক শান্তি অপেক্ষাও উৎকৃষ্টতর ও গভীরতর শান্তি আছে—তাহা আন্তরিক। সমাজ মধ্যে সময়২ বিরক্তির অনেক কারণ ঘটে এবং তখন পরিবারের দৃঢ় দুর্গ মধ্যে প্রবেশ করিয়া আমরা বিরাম ও আনন্দ সম্ভোগ করি। কিন্তু পরিবারের উপরেও সম্পূর্ণ নির্ভর করা যায় না, পরিবার মধ্যেও অশান্তির শত শত কারণ ঘটিতে পারে। কখন স্বামী স্ত্রীতে, কখন ভাই ভগিনীতে, কখন পিতাপুত্রে এবং কখন বা মাতা

দুহিতার মনোভঙ্গ হয়। শান্তির আশায় যে গৃহের দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই গৃহ আবার অশান্তি অগ্নি দ্বারা দাহন করিতে থাকে। পরিবারের মধ্যে সদ্ভাব থাকিলেও আকস্মিক বিপদ বা মৃত্যু আসিয়া আমাদিগের শান্তি হরণ করিয়া লইয়া যায়। হা! চিরকাল শান্তি লাভ করিতে পারি এমত গৃহ আমাদিগের কোথায়? আত্মাকে ঈশ্বরের প্রেম ক্রোড়ে স্থাপিত করিতে পারিলে আমরা সেই শান্তিলাভ করিয়া সুখী হইতে পারি। সমাজের ও পরিবারের যেরূপ অবস্থা হউক না, মাতার কোলে যেমন শিশু সুখে বিশ্রাম করে, সেইরূপ সেই-পরম মাতার ক্রোড় আশ্রয় করিয়া আমরা সুখী হইতে পারি। তাঁহার ক্রোড়গত করিতে হইলে সংসারের সকল সুখের লোভ আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহাতেই প্রাণ মন সমর্পণ করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে যত আমরা সক্ষম হইব, ততই অনির্বচনীয় সুখ লাভ হইবে—তাহার সহিত আর কোন সুখের তুলনা হয় না। সেই স্বর্গীয় শান্তি—তাহারই জন্য জীব সকল হাহাকার করিতেছে-তাহা লাভ করিলে নিত্য সুখ লাভ হইবে।

নারীচরিত।

গারট্রুড। (১)

গারট্রুড জর্ম্মাণি দেশীয় একটী কৃষকের কন্যা। এই কৃষকের সম্পত্তির মধ্যে একটী কুটির এবং কয়েক বিঘা মাত্র ভূমি ছিল। কুটির খানি একটী পল্লীগ্রামের মধ্যস্থ, তাহার একদিকে বৃহৎ মাঠ, অন্যদিকে উচ্চ পাহাড় সকল, আপাদ মস্তক দ্রাক্ষালতায় মণ্ডিত। গারট্রুডের পিতার অর্থসঙ্গতি কিছুই ছিল না, কিন্তু যে বৎসর আকাশের গতিক ভাল থাকিত এবং ফসল উত্তমরূপ জন্মিত, তাঁহাদিগের নিজের অভাব প্রচুররূপে পূর্ণ হইত এবং দীন দরিদ্র দিগেরও কিছু২ সাহায্য হইত। ফল সংগ্রহের সময়, কৃষকদিগের

(১) ইহা একটী সত্য ঘটনা, ইহাতে কল্পিত কিছুই নাই।

মধ্যে একটী রীতিমত উৎসবের সময়, তখন বৃহৎ ময়দান কলতারাবনত বৃক্ষরাজীতে পরিপূর্ণ—তাহারা সকলে মিলিয়া তথায় গমন করিত এবং সুন্দর লালবর্ণ আপেল এবং পীতবর্ণ পেয়ারা পাড়িতে পরস্পরকে সাহায্য করিত। শরৎকাল আরো আনন্দের সময়, তখন তাহারা পাহাড়ে উঠিয়া আঙ্গুর ফল সকল রাশীকৃত করিয়া তুলিত। বয়স্কব্যক্তিরা পৃষ্ঠে এক একটী গুণ ঝুলাইয়া ফল সংগ্রহ করিত, বালকেরা ছোট ছোট ঝুড়ী পুরিয়া ফল বহিয়া আনিত।

গারট্রুড একটী বুদ্ধিমতী বালিকা, সদা কর্ম্মশীলা ও হাস্যমুখী। তাহার ভাই ভগিনীদিগের প্রতিপালন জন্য সর্ব্বদা মাতার সঙ্গে সঙ্গে খাটিত, ইহাতে তাহার শরীর বিলক্ষণ সবল ছিল। প্রাতে সকাল সকাল উঠিয়া সে উনান ধরাইত, তাহার মাতা গাভী দোহন করিত। রন্ধনশালা ঝাঁট দিয়া ও ধুইয়া পরিষ্কার করিবার ভার তাহারই। সে আরও বালক বালিকা-দিগের জন্য এক পাত্রে এবং বড় লোকদিগের জন্য আর এক পাত্রে আহার সকল সাজাইত। যে যে সময় ঘর সংসারের কাজ অধিক না থাকিত, গারট্রুড গ্রামস্থ বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতে যাইত, কিন্তু তাহার বড় অধিক অবসর পাইবার যো ছিল না। কখন কখন তাহার মাতা ছেলে গুলিকে পরিষ্কার করিয়া দিত এবং তাহাকে ধরিতে হইত, কখন তাহাকে মাঠে গিয়া কাজ করিতে হইত, কখন বা তাহার পিতার সঙ্গে বাজারে যাইতে হইত, ইহাতে তাহার আর অধিক শিক্ষা কি হইবে? সে বিদ্যালয়ে যাইতে বড় ভাল বাসিত, যাহারা প্রতিদিন যায়, তাহাদিগের অপেক্ষা অধিক ভাল বাসিত, কারণ যার যে সুবিধার অভাব, তার নিকটে তাহার আস্বাদও অধিকতর মধুর। বিদ্যালয়ে যত বিষয় শিখান হইত, তার মধ্যে গান তাহার অত্যন্ত ভাল লাগিত। পল্লীশিশুরা যে স্তুতি গান ও সুমিষ্ট সঙ্গীত করিত, তাহার সহিত সে আনন্দে মিলিত হইত। অনেক সময় যখন সে পিতার সঙ্গে শকট চড়িয়া গৃহে ফিরিয়া আসিত, আনন্দহৃদয়ে মুক্তকণ্ঠে এমত গান করিত যে লোকে তাহা শুনিয়া মোহিত হইয়া একদৃষ্টে তাহার মুখপানে চাহিয়া থাকিত এবং বলিত "ধন্য এই বালিকা!"

এক দিন সে তাহার পিতার সহিত গৃহে ফিরিয়া আসিয়া বাহিরের ঘরে

কিছু জিনিষপত্র তুলিতেছে, এমত সময়ে একটী অপরিচিত পুরুষ আসিয়া তাহাকে দেখিতে পাইবা মাত্র বলিল "গারট্রুড! একবার একটা কথা শুনিয়া যাও।" গারট্রুড তাহাকে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীত হয় নাই, দৌড়িয়া একবারে তার কাছে গেল এবং 'কেন ডাকিতেছ' জিজ্ঞাসা করিল।

সেই মনুষ্য বলিল "তোমার পিতার একটি মেষশাবক বেড়ায় আটকাইয়া গিয়াছে, আমি ছাড়াইয়া দিব, একবার আমার সঙ্গে আইস।"

সরল বালিকা ভাল মন্দ কিছু না ভাবিয়া দৌড়িয়া চলিল। লোকটীর সঙ্গে সঙ্গে অনেকদূর গেল, অবশেষে বেড়ার শেষ সীমায় গিয়া পড়িল, কিন্তু মেষশাবক কোথাও নাই।

মনুষ্য বলিল "বোধ হয় ইহা পথ ভুলিয়া কোন্ দিকে গিয়াছে এই গলির মধ্যে একটু আইস, আমরা তাহাকে খুঁজিয়া বাহির করি।

গারট্রুড এখন একটু ভয় পাইল এবং তাহার মাতা তাহাকে খুঁজিতেছে এই বলিয়া ফিরিবার উদ্যোগ করিল। তখন সেই মনুষ্য তাহাকে জড়াইয়া ধরিল এবং সে চিৎকার করিতে না পারে এজন্য তাহার মুখ বন্ধ করিয়া তাহাকে গলির মধ্যে লইয়া চলিল। একখানি ছোট গাড়ী তথায় অপেক্ষা করিতেছিল, তাহাতে তাহাকে পুরিল এবং গাড়ী খানি বেগে হাঁকাইয়া দিল।

দুর্ভাগা বালিকা মুখ খুলিয়া কাহার সাহায্য প্রার্থনা করিবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কৃতকার্য্য হইল না। অনেকক্ষণ ধরিয়া গাড়ীখানি নির্জন পথে ছুটিল। অবশেষে ঘোড়া যখন ক্লান্ত হইয়া আর চলিতে পারে না, গারট্রুডকে গাড়ী হইতে নামাইল। সেই মনুষ্য বলিল "তুমি যদি চুপটী করিয়া থাক, তোমার কোন হানি হইবে না। পরে জামার মধ্য হইতে একখানি ছোরা বাহির করিয়া সেই ভয়ার্ত্ত বালিকাকে দেখাইয়া কহিল "কিন্তু আমি তোমাকে যেরূপে আনিয়াছি, ইহা যদি একজনেরও সঙ্গে বল, তৎক্ষণাৎ তোমাকে কাটিয়া ফেলিব।"

তাহারা এক্ষণে গাড়ী থামাইয়া একটী ক্ষেত্রের মধ্যে প্রবেশ করিল; সেই মনুষ্য গাড়ী হইতে এক ঝুড়ী খাদ্য দ্রব্য নামাইয়া বালিকাকে খাইতে জিদ করিতে লাগিল, কিন্তু বালিকা এত শোকার্ত্ত ছিল, যে কিছু মাত্র

আহার করিতে চাহিল না এবং নিদ্রা যাইবে বলিয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। তাহার সহচর একটী জর্ম্মণ, পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই তিনি ভ্রমণ করিয়াছেন। তিনি দেশ বিদেশ পর্য্যটন করিয়াই সমস্ত জীবন ক্ষয় করিয়াছেন। এক্ষণে তাঁর যে কিছু দ্রব্য সামগ্রী ছিল, তাহা নিকটবর্ত্তী নগরে বিক্রয় করিতে দিয়াছিলেন। এই স্থানে তিনি অনেকবার গারট্রুডকে দেখেন এবং গান করিতে শুনেন।

তিনি মনে মনে ভাবিলেন "এইরূপ বালিকাদ্বারাই আমার মনোরথ সফল হইবে। আমি যদি ইহাকে ইংলণ্ডে লইয়া যাইতে পারি, ইহার সুস্বরদ্বারা আমি বিলক্ষণ উপার্জ্জন করিতে পারিব।"

অনেক দিন তাহারা একস্থান ছাড়িয়া অন্যস্থানে দিয়া চলিতে লাগিল। সহচর বালিকাকে আমোদিত করিতে সাধ্যমত চেষ্টার ত্রুটী করিতেন না, কিন্তু দিন দিন তাহার দুঃখই অধিক বাড়িতে লাগিল। অবশেষে তাহারা একটী বন্দরে আসিয়া উপনীত হইল। সেখানে মুলার (অপহরণকারী ব্যক্তির নাম) গাড়ী ঘোড়া বেচিয়া গারট্রুডকে সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য জাহাজ ভাড়া করিলেন। বালিকাটীর এসময়ে এরূপ পীড়া হইল যে সে কোন বিষয়েই ভাবিতে চিন্তিতে পারিল না। অল্পদিনে লণ্ডনে পোঁছিয়া মুলার গারট্রুডকে অনেক অদ্ভুত ও কৌতুকজনক ব্যাপার দেখাইলেন। একদিন তিনি তাহাকে ডাকিয়া বলিলেন "দেখ বাছা! আমার সকল টাকা খরচ হইয়া গিয়াছে, জীবিকা অর্জ্জনের জন্য আমাদিগকে কোন উপায় করিতে হইবে। তুমি আমার সহিত ভাল ব্যবহার করিয়াছ, আমি তোমাকে শীঘ্র বাটী পাঠাইয়া দিব, কিন্তু তোমাকে আমার টাকা উপার্জ্জনের কিছু সাহায্য করিতে হইবে।

দুঃখিনী বালিকা ফোঁফাইতে ফোঁফাইতে বলিল "আমি কিরূপে উপার্জ্জন করিব?"

"তোমার স্বর সুমিষ্ট তুমি অনেকগুলি সুন্দর গান গাইতে পার; আমি তোমাকে আরও শিখাইতে পারিব। আমি বীণা বাজাইব এবং তুমি আমাকে পিতা বলিয়া ডাকিবে।"

গারট্রুড দেখিলেন আর কোন উপায় নাই সুতরাং তাহার কথায় সম্মত

হইয়া কম্পিতস্বরে বলিলেন "আমার সাধ্য যতদূর দেখিব।" বালিকা যাহা বলিল, কাজেও করিল। যেখানে তাহারা যাইতে লাগিল, সেই মনোহর স্থান বদনা নীলনয়না কুমারীটীর সকলেই প্রশংসা করিতে লাগিল। তাহার স্বর যথার্থই অতি মনোহর। যখন যেখানে সে গান আরম্ভ করিল, পথিকেরা মুগ্ধ ও পুলকিত হইয়া শ্রবণ করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

হিতকর আখ্যায়িকা।

১। কুরুরাজ ধৃতরাষ্ট্রের সহধর্ম্মিণী গান্ধারী একটী নারীরত্ন ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ পতিভক্তির কথা শ্রবণ করিলে আশ্চর্য্যান্বিত হইতে হয়। তাঁহার পতি জন্মান্ধ ছিলেন, এই জন্য তিনি ইচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে দর্শন সুখ হইতে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার নয়নদ্বয় সর্ব্বক্ষণ সাতপুরু বস্ত্রে আবৃত করিয়া রাখিতেন এবং আপনার সকল সুখে জলাঞ্জলি দিয়া পতির সেবা শুশ্রূষায় কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত থাকিতেন। দুর্য্যোধন দুঃশাসনাদি তাঁহার পুত্রগণ অতিশয় দুর্বৃত্ত বলিয়া বিখ্যাত, তাহারা জ্ঞাতিশত্রু পাণ্ডবদিগের অত্যন্ত হিংসা ও দ্বেষ করিত, এজন্য গান্ধারী অতিশয় দুঃখিত থাকিতেন, এবং সন্তানগণের যাহাতে সুমতি হয়, এজন্য অনুযোগ করিতে ত্রুটি করিতেন না। ধর্ম্ম যে পুত্র হইতে প্রিয়, বিত্ত হইতে প্রিয়, আর আর সকল বস্তু হইতে প্রিয়, তাঁহার জীবনে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্ব্বে যখন তাঁহার সন্তানেরা জয়ী হইবার নিমিত্ত তাঁহার আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিতে আসিল, তিনি বলিলেন, "যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষ জয়যুক্ত হউক।" তাঁহার পুত্রগণ ধর্ম্মপক্ষ নয়, জানিয়াও তিনি ধর্ম্মের জয় প্রার্থনা করিলেন, ইহা সামান্য বীরসাহস নহে!।

২। অর্কনীর কাউণ্টেস্ লেডী মেরী ওবার্লিন বোবা ও কালা ছিলেন, ১৭৫৩ অব্দে সঙ্কেত দ্বারা তাঁহার বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হয়। তাঁহার প্রথম

পুত্র ভূমিষ্ঠ হইবার কিছু পরে তিনি অতি সাবধানে ও নিঃশব্দ পদে তাহার শয্যার নিকটে আসিতেছেন ধাত্রী দেখিতে পাইল এবং তাঁহার মনে কিছু গুপ্ত অভিসন্ধি আছে অনুভব করিল। মাতা প্রথমে ভাল করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার পুত্র গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, পরে তিনি লুকায়িত এক খণ্ড বৃহৎ প্রস্তর বস্ত্র হইতে বহির্গত করিলেন। ধাত্রী ভয়াকুল হইয়া দেখিল, মাতা যেন সন্তানকে সবলে আঘাত করিবার জন্য প্রস্তর খানি ঊর্দ্ধে তুলিতেছেন। এ আঘাতে সন্তানের প্রাণ নিশ্চয়ই তৎক্ষণাৎ বিনষ্ট হইবে, এই ভাবিয়া সে হতবুদ্ধি হইয়া যেমন প্রসূতির হস্তধারণ করিতে যাইবে, তিনি সজোরে প্রস্তর খানি নিক্ষেপ করিলেন, কিন্তু তাহা শিশুর শয্যার উপর না পড়িয়া মহাশব্দে ভূমির উপর পড়িল। ঐ শব্দে শিশুটী চমকিয়া জাগিয়া উঠিল। তখন মাতার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি মনে করিয়াছিলেন, তাঁহার ন্যায় পুত্রটীও কালা হইয়া জন্মিয়াছে, কিন্তু এক্ষণে তাহার সে ভ্রম দূর হইল দেখিয়া হাঁটু গাড়িয়া ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। সন্তানের জন্য মাতার হৃদয় কত চিন্তাকুল, তাহা কে জানিতে পারে?

৩। পূর্ব্বকালে ইউরোপের ধনী ব্যক্তিগণ আমোদার্থে আপনাদিগের সঙ্গে এক একজন আধপাগলা গোচের লোক রাখিতেন এবং 'বোকা' এই নামে তাহাদিগকে ডাকিতেন। একজন অতুল ঐশ্বর্য্যবান্ ভূস্বামীর নিকট এইরূপ একটী লোক ছিল। তিনি 'বোকাকে এক গাছি ছড়ি দিয়া বলেন. "তোমার অপেক্ষা অধিক বোকা কাহাকেও দেখিলে এই ছড়ি গাছি তাহাকে দিবে, নতুবা ইহা তোমার কাছ ছাড়া করিবে না।" ইহার কিছু দিন পরে ভূস্বামীর অত্যন্ত পীড়া হইল, সে পীড়া হইতে তিনি যে রক্ষা পাইবেন তাহার কিছুমাত্র আশা রহিল না। এই সময় 'বোকা' তাহাকে একবার দেখিতে আসিলে তিনি বলিলেন "আমার যাইবার সময় নিকট হইয়াছে।" বোকা জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কোথায় যাইবেন?" ভূস্বামী বলিলেন "পরলোকে।" "আপনি কবে ফিরিয়া আসিবেন? এক মাসের মধ্যে কি আসিবেন?" "না।" এক বৎসরের মধ্যে?" "না" "তবে কত দিনে?" "আর কখন নয়, কখন নয়।" বোকা

দুঃখিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে যাইবেন, সেখানে সুখে সচ্ছন্দে থাকিবার জন্য কি সম্বল লইয়া যাইতেছেন?" "কিছুই নয়।" বোকা বলিল "কি! কিছুই নয়, তবে এই আমার ছড়ী গাছি সঙ্গে লউন। আপনি চির-দিনের জন্য সেখানে যাইতেছেন, যেখান হইতে আর ফিরিয়া আসিবেন না, সেখানে আপনার কিরূপে চলিবে, তাহার উপায় করেন নাই? আমার ছড়ী গাছী লউন, আপনি আমার চেয়ে বোকা, আমি কখন এরূপ 'বোকামী' করি নাই।"

৪। প্রাচীন কার্থেজ * নগরের রমণীগণ অতিশয় বীর প্রকৃতি ও স্বদেশ হিতৈষিণী ছিলেন। প্রাচীন রোম কার্থেজের চিরশত্রু এবং ইহার বিনাশ সাধন জন্য দৃঢ়ব্রত ছিল। রোমানেরা অতি সামান্য কারণে কার্থেজীয়-দিগের সহিত তৃতীয়বার যুদ্ধারম্ভ করে এবং তাহারা হীনবল হইয়া সন্ধি প্রার্থী হইলেও বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক তাহাদিগের অস্ত্র শস্ত্র হস্তগত করিয়া তাহাদিগের উপর বিষম অত্যাচার করিতে প্রবৃত্ত হয়। কার্থে-জীয়গণ অস্ত্র শস্ত্র হীন ও নিরুপায় হইয়া হতাশ হইয়া পড়িল। তখন কার্থে-জের রমণীগণ দলবদ্ধ হইয়া পুরুষদিগকে স্বদেশ রক্ষার্থ উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। অর্থের অভাব মোচনার্থ তাঁহারা আপনাদিগের অলঙ্কার সকল অর্পণ করিলেন এবং ধনুকের ছিলা নির্ম্মাণার্থ মস্তকের কেশ ছেদন করিয়া দিলেন। ইহাতেও দেশ রক্ষা হইল না দেখিয়া দেশবাসিগণ স্ত্রীপুত্রাদি সমভিব্যাহারে দেবমন্দিরে আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। শত্রুগণ নগর অগ্নি দ্বারা দগ্ধ করিতে লাগিল। এই সময় কার্থেজের সেনাপতি আসদ্রু-বল বিপক্ষদলে গিয়া মিশিলেন। প্রথমে যুদ্ধ বাঁধাইবার তিনিই একটী মূল কারণ। আসদ্রুবলের পত্নী স্বামীর এই কাপুরুষতা ও অন্যায়াচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া আপনার যা কিছু ভাল পরিচ্ছদ ও অলঙ্কার ছিল, পরিধান করিলেন এবং দুইটী শিশু সন্তানকে সঙ্গে লইয়া মন্দিরের চূড়ার উপর উঠিলেন। চারিদিকে অগ্নি প্রজ্বলিত, বিপক্ষ সেনাদল সম্মুখে দণ্ডায়মান, তিনি তখন তাহাদিগের অধ্যক্ষ সিপিওকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন

* খৃষ্টের জন্মের ১৪৬ বৎসর পূর্ব্বে রোমকদিগের দ্বারা কার্থেজ ভস্মসাৎ হয়।

"আমার স্বামী শত্রুদলের সহিত মিশিয়া তাঁহার পরিবার, স্বদেশ ও ইষ্ট দেবতার প্রতি বিশ্বাসঘাতক হইয়াছেন, আপনি যেন ইহার সমুচিত দণ্ডবিধান করেন।" পরে সেই রমণী আসক্রুবলের দিকে ফিরিয়া বলিলেন "হতভাগ্য বিশ্বাসঘাতক! নীচ কাপুরুষ! তোমাকে ধিক্। এই অগ্নিশিখা এখনি আমাকে এবং আমার সন্তানদ্বয়কে দগ্ধ করিয়া ফেলিবে কিন্তু তুমি একসময় কার্থেজের প্রবল শাসনকর্ত্তা ছিলে, এখন তুমি শত্রুদিগের কি জয়োল্লাসের কারণ হইবে! এখন যাহার পদতলে বসিয়া আছ, তাহার হস্তে কি দণ্ডভোগই করিবে!" এই বলিয়া পুত্রদ্বয়কে জ্বলন্ত অনলে নিক্ষেপ করিয়া আপনি তাহাদিগের পশ্চাৎ ঝম্প দিয়া পড়িলেন এবং দেখিতে দেখিতে ভস্মাবশেষ হইয়া গেলেন।

শিশু হত্যা।

শিশুর প্রতি মনে স্নেহ দয়ার উদয় না হয়, এরূপ পাষাণ প্রকৃতির লোক জগতে বিরল। শিশুকে ভাল বাসিতে—তার প্রতি যত্ন করিতে সকলের হৃদয়ই উৎসুক হইয়া থাকে। নরঘাতক নিষ্ঠুর দস্যুর ও রণোন্মত্ত সেনাগণেরও কঠিন মন শিশুর কোমলতা ও স্বর্গীয়ভাবে বিগলিত হয়। যুদ্ধ জয়ের পর বিপক্ষ সেনানীগণ যখন হীনবর্গ নগরবাসীদিগের প্রাণসংহারে সমুদ্যত হইয়াছেন, নগরীস্থ কতক গুলি ৬।৭ বর্ষীয়া বালিকা জয়োল্লাসী শত্রু সেনাপতির শিবির মধ্যে প্রবেশ করিয়া আপন আপন আত্মীয় অভিভাবকদিগের প্রাণ ভিক্ষা করে। শিশু বালিকাদিগের কোমল ও মধুর ভাবে সেনাপতি ও তাঁহার সহকারীগণের মন এরূপ স্নেহার্দ্র হইয়াছিল যে গুরুতর অপরাধ সত্বেও তাঁহারা নগরবাসীদের প্রাণ রক্ষা না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। জননী যে শিশু সন্তানের স্নেহের অনুরোধে সকল প্রকার কষ্ট সহ্য করিতে—এমত কি স্বীয় প্রাণ পর্য্যন্ত অনায়াসে বিসর্জ্জন দিতে প্রস্তুত, তাহা বলা বাহুল্য। কত শত জননী সন্তানশোকে পাগলিনী হইয়াছে অথবা মৃত্যুকে আলিঙ্গন করিয়াছে, তাহা কে না জানে? সন্তানের প্রতি মাতার স্নেহ এইরূপ স্বাভাবিক হইলেও কুলং-

শিশু হত্যা কলঙ্কে কলঙ্কিত হইয়াছে ও হইতেছে তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না। পার্ব্বত্য খন্দ জাতি তাহাদের উপাস্য দেবের নিকটে শিশু সন্তান বলিদান করে। রুশিয়ার অনেক স্থানের রোমান কাথলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে শিশু হত্যা ও তাহার মাংস ভক্ষণ করা ধর্ম্মানুষ্ঠানের এক প্রধান অঙ্গ বলিয়া গণ্য। তাহারা বিশেষ লক্ষণাক্রান্ত শিশুকে যিশু খ্রীষ্টের অবতার ভাবিয়া বধ করে এবং খ্রীষ্টের আদেশ বলিয়া পুণ্য বোধে তাহার মাংস ভোজন করে। কিছুকাল পূর্ব্বে এদেশে প্রতি বৎসর ভাগীরথীর সাগর সঙ্গম স্থানে শত শত শিশুর বিসর্জ্জন পূর্ব্বক বধ করা হইত, সন্তান কামী অনেক মাতা পিতা এই মানত করিতেন যে সন্তানের প্রথম সন্তানটী গঙ্গাসাগরকে দিব, সন্তান হইলেই তদনুসারে কার্য্য করিতেন। কার্ত্তিক মাসী পূর্ণিমায় বহু জননী বা জনক সাগরসঙ্গম বা ভাগীরথীর অন্য কোন প্রসিদ্ধ স্থানে আসিয়া স্নেহ মমতায় জলাঞ্জলি দিয়া শিশুটিকে বিসর্জ্জন করিয়া আসিতেন। সর্ব্বপ্রথম গবর্ণর জেনেরল মহোদয় লর্ড ওয়েলেস্লী ফোর্ট উই-লিয়ম কলেজের তদানীন্তন প্রধান পণ্ডিতদিগের মত গ্রহণ করিয়া ১৮০২ খ্রীঃ অব্দে একটি আইন প্রচার দ্বারা এই ভয়ানক নিষ্ঠুর প্রথা এ দেশ হইতে উঠাইয়া দেন। ইহা না হইলে আজও পর্য্যন্ত এ প্রদেশে কি ভয়ঙ্কর কাণ্ড সকলে প্রত্যক্ষ করিতে হইত!!

উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের রাজপুত জাতির মধ্যে অদ্যাপি কন্যা হত্যা হইয়া থাকে, স্বয়ং জননীই এই লোমহর্ষণ নির্দ্দয় কার্য্য সম্পাদন করেন। রাজপুতদিগের কন্যা সম্প্রদানে অত্যন্ত ব্যয় বাহুল্য হয়, এজন্য দরিদ্র লোকেরা বিবাহের ব্যয় ভার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য কন্যা প্রসব হইলে তার অধিকক্ষণ জীবিত থাকিতে দেয় না। মাতা স্তনাগ্রে অহিফেন লেপন করিয়া কুমারীর মুখে প্রদান করে, কন্যা সেই অহিফেন চুষিয়া সদ্যঃ মৃত্যুগ্রাসে পতিত হয়, গর্ভধারিণী স্বহস্তে স্নেহের প্রতিমা তনয়াকে এইরূপে বিষ খাওয়াইয়া বধ করে, ইহা অপেক্ষা জগতে নিষ্ঠুর কাণ্ড আর কি হইতে পারে? এই পাপ ব্যাপারটী এরূপ গোপনে ও সাবধানে সম্পন্ন হয় যে গবর্ণমেণ্ট কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন না। যাহা হউক কিয়দ্দিন অবধি উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের লেফ্টেনেণ্ট গবর্ণর ইহা নিবারণে বিশেষ যত্ন

পাইতেছেন। তথাকার অনেক দয়াবান্ সদাশয় লোকও এবিষয়ে অনো-যোগী হইয়াছেন, কন্যা সম্প্রদানের ব্যয় কমাইবারও চেষ্টা হইতেছে। এই-রূপে পূর্ব্বাপেক্ষা এক্ষণে এই মহা পাপের অনেক নিবৃত্তি হইয়াছে।

ইংলণ্ডে অবৈধ গর্ভজাত সন্তানদিগকে পালন করিবার জন্য গুপ্ত গৃহ আছে। তথায় কতকগুলি ধাত্রী নিযুক্ত থাকে, দুশ্চরিত্রা বিধবা ও কুমারী যুবতীগণ প্রসবের পর কলঙ্ক ভয়ে সেই প্রসূত সন্তানকে রাত্রির অন্ধকারে অতি গোপনে সেখানে রাখিয়া আইসে। সেই সকল শিশুর অধিকাংশই ধাত্রী-দের নির্দ্দয়াচরণে বিনষ্ট হয়। ধাত্রীরা শিশুদিগের প্রতি যথোচিত যত্ন করে না, তাহারা অনেক সময় সুরাপান করিয়া বিহ্বল হইয়া থাকে, আহার না পাইয়া সেই সকল শিশু সহজে মরিয়া যায়। ইংলণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতিবিধানে অদ্যাপি সমর্থ হইতেছেন না।

এদেশে দুশ্চরিত্রা বিধবাগণ যে লোকলজ্জা ভয়ে গর্ভাবস্থাতেই বা ভূমিষ্ঠ হইবার অব্যবহিত পরে সন্তান বধ করিয়া থাকে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। বঙ্গভূমি প্রতিমাসে এরূপ সহস্র সহস্র শিশু হত্যা পাপে কলঙ্কিত হইতেছে। ইহার কিছুই প্রতিবিধানে হইয়া উঠিতেছে না। বিধবা বিবাহ প্রচলিত হইলে এই মহা পাপের উপশম হইতে পারে। দেশের ও সমাজের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে দেশ সাধারণে এই কল্যাণকরী প্রথার প্রবর্ত্তন ও ধর্ম্মালোক বিস্তার বহু বিলম্ব সাধ্য। এজন্য অনেক দেশ-হিতৈষী সমাজসংস্কারক মহাত্মার হৃদয়ের শোণিত দান করিতে হইবে। শিক্ষিতা ভগিনীগণ! স্বদেশের এই শোচনীয় অবস্থায় কি তোমাদের প্রাণ আকুল হইবে না? আর কত কাল জন্মভূমিকে শিশু শোণিতে কল-ঙ্কিত হইতে দেখিবে? স্বদেশীয়া ভগিনী দিগকে ঘোর পাপাচরণ করিতে রাক্ষসীর ন্যায়, পিশাচীর ন্যায়, আপন সন্তান হত্যা করিয়া নরকে ডুবিতে দেখিবে? দেশের কল্যাণের জন্য—শিশু দিগের ও হতভাগা দুঃখিনী মাতা-দের মঙ্গলের জন্য দয়াময় ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা কর, সেই দুঃখি-দের ঘরে ঘরে যাইয়া বল, তোমাদের চরণ ধরি আর জীবনকে ব্যভিচার মহা কলঙ্কে কলঙ্কিত করিও না, কোমল নারীজীবন লাভ করিয়া মাতা হইয়া আর পাষাণী হইও না। আপন গর্ভের শিশুর প্রাণ বধ করিও না।

দিল্লী নগর।

দিল্লীই ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানী ছিল। এক্ষণে কলিকাতা সমুদায় ভারতবর্ষের রাজধানী পূর্ব্বে এ নগর একটী সামান্য বন্দর ছিল। পাণ্ডু যুধিষ্ঠিরাদি চন্দ্রবংশীয় হিন্দু রাজগণের রাজত্ব কাল হইতে যবন সাম্রাজ্যের অন্তিম সময় পর্য্যন্ত অর্থাৎ ইংরেজ রাজ্য আরম্ভের প্রাক্কাল পর্য্যন্ত দিল্লী নগরী ভারতবর্ষের প্রধান রাজধানী ছিল। ভারতের এরূপ প্রাচীন রাজধানীর বর্ত্তমান বিবরণ পাঠিকাদিগের অবগত হওয়া কর্ত্তব্য।

দিল্লী উত্তর পশ্চিম প্রদেশে স্থাপিত, কলিকাতা হইতে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে। এ নগরে পূর্ব্ব ভারতবর্ষীয় রেলওয়ে শেষ এবং পঞ্জাব রেলওয়ে আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এ নগরের শোভা সমৃদ্ধির সীমা ছিল না। দিল্লী দুই ভাগে বিভক্ত-পুরাতন দিল্লী ও নূতন দিল্লী। পুরাতন দিল্লীতে এখন লোকের বসতি নাই, ছয় সাত ক্রোশ ব্যাপিয়া রাশি রাশি অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পতিত রহিয়াছে। কত অগণ্য মস্‌জিদ, কত শত শত পতনোন্মুখ সমৃদ্ধ প্রাসাদ অতীত ভূপতিগণের ঐশ্বর্য্য গৌরব, প্রাচীন স্থপতিগণের অসাধারণ শিল্পনৈপুণ্য,জীবন সম্পদের,অনিত্যতা অপরিস্ফুট গম্ভীর স্বরে দর্শকদিগকে বুঝাইয়া দিতেছে। এখানকার চতুর্দ্দিকের দৃশ্য মনোমধ্যে যুগপৎ বিস্ময় ও বৈরাগ্যের ভাব উদয় করিয়া দেয়। কোথায় ভুবন বিজয়ী সম্পদ-গর্ব্বিত রাজগণ, কোথায় বা তাঁহাদের সেই অতুল সেনাবল ও ঐশ্বর্য্য? কালের করাল দশনে সকলই বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। এই স্থানে অসংখ্যবার বিষম বিপ্লব হইয়া গিয়াছে। বিপক্ষের আক্রমণে কত শতবার ঘোরতর সংগ্রাম উপস্থিত হইয়া এনগর লক্ষ্মীকে নর-শোণিতে স্নান করাইয়াছে। কতবার ইহার ধনৈশ্বর্য্য অপহৃত ও শোভা সৌন্দর্য্য বিনষ্ট হইয়াছে। পাঠিকাগণ! তোমরা ইতিহাসে পাঠ করিয়া থাকিবে প্রলয়কালের জীবন্ত প্রতাপস্বরূপ নরকুলান্তক দুর্জ্জয় তৈমুর না এই দিল্লি আক্রমণ করিয়া কি লোমহর্ষণ নিষ্ঠুর কাণ্ড সংঘটন করিয়াছিল, কিরূপ নির্দ্দয়ে ও উৎসন্ন করিয়া দিল্লীর ঐশ্বর্য্য অপহরণ করিয়াছিল।

পুরাতন দিল্লীর যে স্থানকে কুতুব বলে, যে স্থানে কুতুব মিনার নামক পরম সুন্দর অত্যুচ্চ প্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভ স্থাপিত, কথিত আছে, সেই স্থানে যুধিষ্ঠিরের রাজধানী ইন্দ্রপ্রস্থ ছিল। পৃথ্বীরাজ হইতেই দিল্লীর হিন্দু রাজত্বের শেষ হয়। কুতুব মিনারের নিকটে একটী পরম সুন্দর প্রস্তরময় ভবনের ভগ্নাবশেষ রহিয়াছে, তাহাকে অনেকে পৃথ্বীরাজের ভবন বলিয়া নির্দ্দেশ করে। উক্ত ভবনের ভগ্ন অট্টালিকার ও তাহার পার্শ্বস্থ শ্রেণীবদ্ধ উচ্চ তোরণ সকলে চমৎকার কারুকার্য্য। অঙ্গনভূমিতে একটা বৃহৎ লৌহস্তম্ভ স্থাপিত আছে, উহা না কি যজ্ঞ বিশেষের স্তম্ভ। স্তম্ভে কতকগুলি অক্ষর ক্ষোদিত আছে, কেহ পড়িতে পারে না। ভবনময় ইতস্ততঃ পাষাণময় দেবমূর্ত্তি সকল পতিত আছে, হিন্দু রাজাদের অন্য কোন কীর্ত্তি নাই, যবনেরা সমুদায় বিনাশ করিয়াছে মহম্মদ ঘোরি দ্বারা হিন্দু রাজত্বের লোপ হয়। ১১৯৩ সালে মহম্মদের সেনাপতি কুতুবুদ্দিন দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন। বিখ্যাত কুতুব মিনার তিনিই নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করেন, তাঁহার জীবৎ কালের মধ্যে নির্ম্মাণ শেষ হইতে পারে নাই। সম্রাট হোমায়ুন ও রাজগুরু নেজামদ্দিন আওলিয়া এবং নবাব সফদর জঙ্গের সমাধি মন্দিরই পুরাতন দিল্লীর বিশেষ দর্শনীয়। এই তিনটি মস্‌জিদ সুবৃহৎ ও পরম সুন্দর। এখানে একটী প্রকাণ্ড ভগ্ন দুর্গ আছে।

পুরাতন দিল্লীর অদূরে যমুনা নদীর পশ্চিম কূলে নূতন দিল্লী, ইহা বিখ্যাত মোগল সম্রাট সাজাঁহার স্থাপিত। ইহার অন্যতর নাম সাজাঁহাবাদ। এ নগরের বয়ঃক্রম তিন শত বৎসরের অধিক হইবে না। নগর বহু বিস্তীর্ণ ও জনাকীর্ণ। ইহার চতুর্দ্দিক্‌ পরিখা ও প্রাচীর বেষ্টিত। নগরে প্রবেশের জন্য আজ্‌মির দরওয়াজা, কাশ্মীর দরওয়াজা প্রভৃতি সাতটী বৃহৎ তোরণ আছে। নগর প্রাচীর প্রস্তরময়, অত্যুচ্চ ও দুর্ভেদ্য। ১৮৫৭ সালে নগরীর পূর্ব্ব শোভা অনেক বিনষ্ট হইয়াছে। গবর্ণমেণ্ট বিদ্রোহী সিপাহীদিগের হস্ত হইতে দিল্লী উদ্ধার করিয়া তোপের গুলিতে অনেক রমণীয় প্রাসাদ ভূমিসাৎ করিয়াছেন। তথাপি এখনও দিল্লী একটী দর্শনযোগ্য নগর। জামা মসজিদ, খুইনস্‌ গার্ডেন, দুর্গ ও বিউ-

সিয়ম দিল্লীর প্রধান দর্শনীয়, দুর্গাভ্যন্তরে বাদশাহের দেওয়ান খাস (বিশেষ সভামণ্ডপ), দেওয়ান আম (সাধারণ সভাগৃহ), মতি মসজিদ (শ্বেত প্রস্তর নির্ম্মিত উপাসনা মন্দির), বেগম অর্থাৎ রাজ্ঞীদিগের শিস্-মহল নামক দর্পণমণ্ডিত স্নানাগার প্রভৃতি প্রাসাদ অতি মনোহর। গবর্ণমেণ্টের নির্ম্মিত টাউন হল গৃহটী পরম সুন্দর। দিল্লীর ১৬ আনার ১৪ আনাই মুসলমান অধিবাসী। এ নগরের উপর দিয়া যমুনা হইতে আলিমর্দ্দান খাল বহমান হইয়াছে। সন্ধ্যা হইতে নগরীর রাজ-পথ সকল আলোকিত হয়। এখানে গ্যাস নাই, তৈলের আলোক। প্রত্যেক ব্যবসায়ীর দোকানের দরজার উপরে সাইন বোর্ডে ব্যবসায় ও ব্যবসায়ীর নাম লেখা আছে। দিল্লিতে গাড়ী ঘোড়া অধিক দেখিতে পাওয়া যায় না। নগরীর উপকণ্ঠে যমুনা নদীর উপরে রেলওয়ে কোম্পা-নির নির্ম্মিত একটী বৃহৎ সেতু আছে। এখানে একটী কলেজ আছে, নগরবাসিদিগের মধ্যে এ পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারিত হয় নাই। দিল্লি প্রদেশে গ্রীষ্মকালে সময়ে সময়ে লূ নামে এক প্রকার উত্তপ্ত সাংঘাতিক বায়ু প্রবাহিত হইয়া থাকে, সেই বায়ু নিঃশ্বাস দ্বারা আকর্ষণ করিলে অকস্মাৎ লোকের প্রাণ বিয়োগ হয়।

দিল্লির শেষ মোগল সম্রাট সা আলম। ইনি নামে মাত্র দিল্লীশ্বর ছিলেন, ইহাঁর বলৈশ্বর্য্য, প্রভুতা মহারাষ্ট্রীয়দের দ্বারা অপহৃত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালে ইনি বৃদ্ধবয়সে বিদ্রোহী সিপাহিদের সঙ্গে যোগ দিয়া স্বাধীন সম্রাট হইবার দুরাশায় ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন। সেই যুদ্ধে পরাজিত ও বন্দী হইয়া দ্বীপান্তরিত হন। সেনাপতি জেনারেল উইলসন সৈন্যে পঞ্জাব হইতে আসিয়া ৬ দিন সংগ্রামের পর ২০ শে সেপ্টেম্বর বিদ্রোহীদের হস্ত হইতে দিল্লি উদ্ধার করেন। নগর প্রবেশ করিতে গবর্ণ-মেণ্টের সেনাদিগকে বহু আয়াস স্বীকার করিতে হইয়াছিল। কাশ্মির দর-ওয়াজাতে ও প্রাচীরে অসংখ্য তোপ ও বন্দুকের গুলির চিহ্ন রহিয়াছে। অনেক কষ্টের পর সেনাগণ প্রাচীরের দুই স্থানে নিম্ন ভগ্ন করিতে পারিয়াছিল। দিল্লিতে যত ইংরেজ ছিল, পূর্ব্বেই বিদ্রোহীগণ তাহাদিগকে হত্যা করিয়াছিল। পরে ইংরেজ সৈন্য দিল্লিতে প্রবেশ করিয়া ভয়ানক

হত্যাকাণ্ড উপস্থিত করে। মুসলমানদিগের কোনরূপে নিস্তার ছিল না, তখন অনেক মসলমান দাড়ী কামাইয়া হিন্দু হইয়াছিলেন। বিদ্রোহী সিপাহীরা কয়েক জন বাঙ্গালি বাবুকে বড় যন্ত্রণা দিয়াছিল, তাহাদের পরস্পরকে হাতে হাতে পায়ে পায়ে শৃঙ্খল দ্বারা দৃঢ় রূপে বন্ধন পূর্ব্বক চিত্ত করিয়া মাঠে ফেলিয়া রাখিয়াছিল। বাবুরা এই ভাবে ক্রমাগত ২ কি ৩ তিন দিবসের রৌদ্রে ও রজনীর হিমে ক্লেশ পাইয়াছিলেন। ইংরেজ সৈন্যগণ আসিয়া এই উপায় হীন দিগকে মুক্ত করিয়া দেয়। এ কালের যুদ্ধ জয়ের পরই দিল্লি সম্পূর্ণ রূপে ব্রিটিস অধিকার ভুক্ত হইয়াছে।

নীতি গর্ভ উপন্যাস।

রাজেশ্বরীর ঝুমঝুমী।

রাজেশ্বরী এক পাড়াগেঁয়ে জমিদারের মেয়ে, বয়স ৫ কি ৬ বছর। নিঃসন্তান ঘরে এক মাত্র সন্তান, বাপ মায়ের বড় আদরের ধন। মেয়েটী দোলের দিন বাপের কাছে একটী মোহর দোল খরচ পাইয়া কিছু ভাল জিনিষ কিনিবে বলিয়া ঠিক করিয়া আছে। বাড়ীর কাছে দোল হাটা, কাহাকে না বলিয়া ছুটিয়া সেখানে গিয়াছে এবং এ দিক সে দিক নানা রকমের জিনিস দেখিয়া কি লইবে, ঠাহরাইতে পারিতেছে না। এমন সময় দেখিল একজন দিব্য লাল রঙের কারীকরী করা একটী ঝুমঝুমী বাজাইতে বাজাইতে যাইতেছে। রাজেশ্বরী সেটী দেখিয়া এবং তাহার বাজনা শুনিয়া গলিয়া গেল। সে মনে করিল, এ জিনিসটীর দাম না জানি কত হইবে। সোণার মোহরটী হাতে করিয়া আনিয়াছিল, তাহাকে দেখাইয়া বলিল "এই দেখ গো, আমি এই মোহরটী তোমাকে দিচ্চি, আমাকে ঐ বাজনাটী দেও না।" সে লোকটী দুর্ত্ত, এক পয়সা দামের বাজনা এক মোহর পাইলে কে না দেয়? তৎক্ষণাৎ মোহরটী লইয়া ঝুমঝুমিটী দিল। রাজেশ্বরী আহ্লাদে আটখান, ঝুমঝুমীটী বাজাইতে বাজাইতে ছুটিয়া বাটীতে গেল এবং আগে মাকে দেখাইয়া বলিল "দেখ মা! কেমন সুন্দর জিনিস এনেছি, কেমন বাজে।" মাতা জিজ্ঞাসা

রিলেন "কোথায় পেলি?" কন্যা বলিল "কেন? আমি যে এক
মাহর খোল খরচ পেয়েছিলাম, তাহাতে এটী কিনিছি।" মাতা "তুই
কি সে মোহর ভাঙ্গাইয়াছিস্?" "না মা! আমি তাই দিয়া এটী এনেছি,
তে কি আমার জিত হয় নাই?" মাতা "অবোধ মেয়ে কি করেছিস?
ক মোহরে যে এমন জিনিস হাজারটা পাওয়া যায়, একটু বুদ্ধি নাই, তুই
র পর যে সর্ব্বস্ব উড়াইবি। তুই ঝুমঝুমীর শব্দে ভুলিয়া এই কাণ্ড করেছিস
খিতেছি।" কন্যা কোথায় বড় মুখ করিয়া ঝুমঝুমী দেখাইতে আসিয়াছিল,
তার ভর্ৎসনায় ঝর ঝর করিয়া তাহার চক্ষু দিয়া জল পড়িতে লাগিল। সে
পড়ে মুখ ঢাকিয়া ফোঁফাইয়া ফোঁফাইয়া কাঁদিতে লাগিল এবং ঝুমঝুমীটা
র করিয়া ফেলিয়া দিল। তখন মাতা কন্যাকে কোলে লইয়া মুখচুম্বন পূর্ব্বক
ঞ্চল দিয়া চক্ষুর জল মুছাইয়া দিলেন এবং ঝুমঝুমীটি হাতে দিয়া বলি-
ন "বাছা! একটী মোহর গিয়াছে ক্ষতি নাই, তুমি যদি আমার
পদেশ শুনিয়া কাজ কর এই ঝুমঝুমীতে শত শত মোহরের কাজ
হবে।" কন্যা একটু আশ্বাস পাইয়া বলিল "মা! কি করিতে
বে?" মাতা বলিলেন "বাছা! এই পৃথিবীতে তোমার চেয়ে
নক লোক নির্ব্বোধ আছে, তাহারা জিনিসের যথার্থ দাম জানে না,
হারা বাহিরের ভড়ঙ দেখিয়া অতি ছার জিনিসকে দামী মনে করে
ং যথার্থ দামী জিনিস দেখিতে শুনিতে ভাল নয় বলিয়া তাহা লইতে
না। তুমি কোন জিনিসের বাহির দেখিয়া ভুলিও না, তার গুণ
সে জিনিস কি কাজে দেখিবে, আগে বিবেচনা করিয়া পরে
হা গ্রহণ করিও। এই ঝুমঝুমীটী সর্ব্বদা কাছে রাখিও, ইহা বাজাইলে
বস্তুর যে মূল্য তুমি ঠিক জানিতে পারিবে। তাহা হইলে তুমি আর কখন
বে না, জ্ঞানী লোকের মত সকল জিনিসের মূল্য বুঝিয়া সদ্ব্যয়
বে এবং চিরজীবন সুখী হইতে পারিবে।"

মাতার বাক্যে কন্যার জ্ঞানোদয় হইল, সে ঝুমঝুমীটি যত্ন করিয়া কাছে
ল এবং যত বড় হইতে লাগিল ঝুমঝুমীটি পরীক্ষা করিয়া দেখিতে
গল।

রাজকুমারী এক দিন এক প্রতিবাসীর বাড়ীতে বিবাহ দেখিতে গেলেন।

বরটী কন্দর্পের ন্যায় সুন্দর, শুনিলেন এই রূপবান্ বর পাইবার জন্য গৃহস্থকে অনেক সাধ্য সাধনা ও ব্যয়বাহুল্য করিতে হইয়াছে। পাড়ার যত মেয়ে আসিয়া গৃহস্থের বড় সৌভাগ্য এবং কন্যার কপাল বড় ভাল বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে ব্যাখ্যা করিতেছে। রাজেশ্বরী তথায় গিয়া ঝুমঝুমীটী বাজাইলেন। দেখিলেন বর একটী মাকাল ফল, বাহিরে দেখিতে টুক্ টুকে, কিন্তু তাহার ভিতরে কোন গুণ নাই। তার ঘটেতো বিদ্যার নাম গন্ধ নাই, তার উপর সে মদ বেশ্যা প্রভৃতি নেশায় এবং জুয়াচুরি শঠতা প্রতারণায় পরিপক্ক। রাজেশ্বরী তখন দুঃখিত হইয়া বলিয়া আসিলেন, " হায়! ইহারা সোণার মোহর দিয়া ঝুমঝুমী কিনিতেছে। "

রাজেশ্বরী আর এক দিন এক পাড়াপড়সী ব্রাহ্মণের বাটীতে জামাই আসিয়াছে শুনিয়া দেখিতে গেলেন। জামাইটী বড় কুলীন, বিষ্ণু ঠাকুরের সন্তান, দুই পণ ২ কুড়ি বিবাহ করিয়াছেন, এক সেই প্রতিবাসীর ৩ টী কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ হইয়াছে। জামাইটী আপনার কুলমর্য্যাদার ব্যাখ্যা করিয়া ঘোরতর বক্তৃতা করিতেছেন। বাড়ীর যত লোক ইষ্ট দেবতা জ্ঞানে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেছে, তাঁহার সম্মুখে রাশি প্রমাণ টাকা ও নানাবিধ দ্রব্য সামগ্রী উপহার স্বরূপ আনিয়া রাখিয়াছে। রাজেশ্বরী ঝুমঝুমিটী বাজাইলেন। দেখিলেন জামাইটী একটী অকাল কুষ্মাণ্ড। ষণ্ডা, মূর্খ, বাচাল, রাগী ও লম্পট স্বভাব। ভাবিলেন গৃহস্থ ইহার চেয়ে মেয়ে কটীকে হাত পা ধরিয়া জলে বিসর্জ্জন করিলে ভাল হইত। তখন তিনি এই বলিয়া দুঃখ করিতে করিতে ফিরিয়া চলিলেন যে " ইনি আমার মত ঝুমঝুমীর শব্দে ভুলিয়া সর্ব্বস্ব খোয়াইয়াছেন। "

রাজেশ্বরী এক দিন এক শ্রাদ্ধ বাড়ীতে নিমন্ত্রণে গিয়াছেন। শ্রাদ্ধকর্ত্তা এক বনিদি ঘরের ছেলে, কিন্তু বালক। তাহার মৃত পিতা পৈতৃক বিষয় সকল ঋণের দায়ে কতক বিক্রয় ও কতক বন্ধক দিয়া পরিবারের এমন অবস্থা করিয়া গিয়াছেন যে তাহাদের দিনপাত হওয়া কষ্টকর হইয়াছে। বালকটী পাড়ার পাঁচজনের কথায় ভুলিয়া পৈতৃক সম্ভ্রম বজায় রাখিবার জন্য ঋণ করিয়া ষোড়শ, বৃষোৎসর্গ ও গ্রামস্থ সমস্ত ব্যক্তিকে

একত্র হইয়া স্বর্গীয় কর্ত্তার, তাঁহার পুত্রের ও তাঁহার বিধবা পত্নীর পুণ্য কীর্ত্তন করিতেছে। রাজেশ্বরী দেখিলেন, বিধবা পুলকিত হইয়া সন্তানকে আরো ঋণ করিবার পরামর্শ দিতেছেন। তখন তিনি ঝুমঝুমীটী বাজাইলেন এবং দেখিলেন মাতা ও পুত্র বৃথা মান যশের লোভে ভুলিয়া এককালে আপনাদিগের সর্ব্বনাশ করিতে বসিয়াছে। তখন তিনি দুঃখিত হইয়া বিধবার নিকট আপনার ঝুমঝুমীর গল্প বলিলেন এবং আর ঋণ করিতে নিবৃত্ত করাইলেন।

রাজেশ্বরী আর এক দিন পাড়াতে বেড়াইতে গিয়াছেন। দেখিলেন এক গণক চারিদিকে যত মেয়ের পাল জড় করিয়া বসিয়াছে এবং কাহার সন্তান হইবে, কাহার মেয়ের বড় ঘরে বিবাহ হইবে, কাহার স্বামীর চাকরী হইবে এইরূপ আশ্বাস দিয়া তাহাদের নিকট হইতে টাকা পয়সা লইতেছে এবং কি বিড় বিড় করিয়া বলিতেছে। রাজেশ্বরী সেখানে ঝুমঝুমীটী বাজাইলেন এবং তখনি গণককে একটী ধূর্ত্ত শৃগালের মত দেখিলেন। সে যে ভবিষ্যৎ গণিতে পারে বলে, সবই মিথ্যা, ঝুমঝুমীর শব্দে লোক ভুলাইয়া কেবল ফাঁকী দিয়া টাকা রোজকার করিবার পন্থাতেই বেড়াইয়া থাকে।

রাজেশ্বরী এইরূপে ঝুমঝুমীটীর গুণে যা দেখিতেন তার সত্য মিথ্যা, সারতা অসারতা, লাভ ক্ষতি সব বুঝিতে পারিতেন। তিনি ইহার গুণে সর্ব্বগুণসম্পন্ন স্বামীর সহিত বিবাহিত হইলেন, নিজে উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্না হইয়া জ্ঞান ও ধর্ম্মে আপনাকে বিভূষিত করিলেন এবং সন্তান গুলিকে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে সুশিক্ষিত করিয়া সকল প্রকার সুখে কাল যাপন করিতে লাগিলেন।

আমরা অন্য সময় যদি পারি রাজেশ্বরীর ঝুমঝুমীর আরো কিছু কিছু কথা বলিব। এখন বুদ্ধিমতী পাঠিকাগণকে জিজ্ঞাসা করি 'তাঁহারা রাজেশ্বরীর ঝুমঝুমী' এক একটী কিনিয়া আপনাদিগের কাছে রাখিতে চাহেন কি না? এই ঝুমঝুমী কাছে রাখিলে তাঁহারা বিবেচনা করিয়া কাজ করিতে শিখিবেন এবং সংসারের অনেক ঝুমঝুমীর শব্দ তাঁহাদিগকে ভুলাইতে পারিবে না।

শিরোভুজ মৎস্য।

আজি এখানে যে মৎস্যের ছবিটী দেওয়া গেল, ইহার মস্তক হইতে অনেক গুলি লতার মত বাহু বহির্গত হয়, এজন্য ইহার নাম শিরোভুজ মৎস্য বলা যায়। এমন ভয়ঙ্কর এবং কুৎসিত জন্তু পৃথিবীতে আর দৃষ্ট হয় না। ইহারা দীর্ঘ বাহু দ্বারা জল মধ্যস্থিত জন্তু সকলকে জড়াইয়া ধরে এবং সহজে গ্রাস করিয়া ফেলে। সময় সময় ইহারা বৃহৎ বৃহৎ জাহাজ সকলও আক্রমণ করিয়া ডুবাইয়া দেয়, এরূপ শুনিতে পাওয়া যায়। আমরা হাঁকে অথবা জটে বুড়ি নামে যে একটী জল জন্তুর কথা শুনিয়া থাকি, বোধ হয় ইহারা তাহাই। আমাদিগের ছবিতে একটী ডুবরী সমুদ্র মধ্যে নামিতেছে, একটা শিরোভুজ দশভুজ প্রসারণ করিয়া কি ভয়ানক রূপে তাহাকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে! বেচারার আত্মরক্ষা নাই, সে এখনি রাক্ষসের গ্রাসে পড়িয়া প্রাণ হারাইবে।

শিরোভুজ দিগের এক একটী বাহু কেবল ধরিবার যন্ত্র নহে, তাহাতে অনেক সংখ্যক চোষক ছিদ্র আছে, ইহা এক একটী বাটীর ন্যায়। ইহারা যখন কোন জন্তু শিকার করে, তাহার গায় ঐ বাটী সকল বসাইয়া দেয় এবং এ প্রকার দৃঢ়রূপ চাপিয়া ধরে, যে কোন প্রকার বলে বা কৌশলে ছাড়াইতে পারা যায় না। বাহু কাটিয়া ফেলিলেও ইহারা যাহা ধরিয়াছে ছাড়িবে না। এদেশে যাল বৈদ্যেরা যেমন শিঙ্গা বসাইয়া রক্ত চুষিয়া লয়, ইহারাও ছিদ্র সকল দ্বারা সেইরূপ করিয়া থাকে।

কোন কোন জাতীয় শিরোভুজের অন্যান্য বাহু অপেক্ষা দুইটী বাহু অত্যন্ত বৃহৎ থাকে এবং তাহাদের প্রত্যেকের অগ্রভাগ বড়শীর মত বক্র দেখা যায়। ইহারা এই বড়শী দিয়া শিকার গাঁথিয়া তৎক্ষণাৎ মুখব্যাদন করিয়া গিলিয়া ফেলে। শিকারের অঙ্গের আবরণ যদি শক্ত হয়, ইহাদিগের কঠিন দাড় দিয়া অগ্রে চূর্ণ করিয়া ফেলে, পরে ভক্ষণ করে। ইহাদিগের উপরের চোয়াল অপেক্ষা নীচের চোয়াল বড়, অন্য জন্তুতে এরূপ দেখা যায় না। ইহাদিগের জিহ্বা আহার অ.স্বাদন এবং শিকার ধারণের সাহায্য করে। জিহ্বার এক দিকে কতকগুলি হাড়ের বঁড়শীর মত আছে, তদ্দ্বারা আহার সকল ঠেলিয়া গলাধঃকরণ করিয়া দেয়। ইহাদিগের এক যোড়া কটকটে চক্ষু আছে, তাহা দেখিলে ভয় হয়। এই চক্ষুর সহিত কতকগুলি মাংসপেশীর সংযুক্ত থাকাতে তাহা সকল দিকে ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতে পারে, সুতরাং ইহাদিগের হস্ত হইতে শিকার পলাইবার যো নাই।

ইহাদিগের শরীরে কঙ্কাল বা অস্থির ঠাট নাই, ইতস্ততঃ অস্থির ন্যায় পদার্থ জন্মিতে দেখা যায়। ইহাদের শরীরের বাহির হইতে কচ্ছপের খোলার ন্যায় শক্ত খোলা জন্মে। ইহা দেখিতে ছোরার ফলাগ্র ভাগের ন্যায়, তাহা দ্বারা পশ্চাৎ ভাগ ঢাকিয়া রাখে। ইহা এত বড় ও ভারি দেখায় যে তাহা গায় করিয়া চলিয়া বেড়ান দুঃসাধ্য বোধ হয়। কিন্তু বস্তুতঃ ইহা যার পর নাই হাল্‌কা এবং তাহা লইয়া শিরোভুজেরা দ্রুত-বেগে সন্তরণ করিয়া থাকে। এই ঢাকনীর হাড়ের একখানি দেখিতে অতিশয় সুন্দর, কলমের আকৃতি এবং শুক্তির ন্যায় উজ্জ্বল। এই হাড় গুঁড়া করিয়া দাঁত মাজিবার জন্য ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

শিরোভুজেরা সমুদ্রমধ্যে থাকিবারই উপযোগী। মৎস্যের ন্যায় ইহাদিগের কানকুয়া আছে, তদ্দ্বারা নিঃশ্বাস প্রশ্বাস ফেলিয়া থাকে। এই কানকুয়াতে দুইটী ছিদ্র আছে, একটী দিয়া জল ইহার শরীরের ভিতরে যায়, অন্যটী দ্বারা বাহির হইয়া আইসে। এক এক সময় ইহারা অতি বেগে জল বাহির করিতে থাকে এবং তখন জলমধ্যে তীরের ন্যায় ছুটিয়া বেড়ায়। ইহারা কখন কখন উড্ডীয়মান মৎস্যের ন্যায় লম্ফ ত্যাগ করিয়া থাকে। একসময় একখানি জাহাজ চলিতেছিল, কতকগুলি শিরোভুজ

লাফাইয়া উঠে, তাহাদের কয়েকটী ডেকের উপর পড়িল, আর কয়েকটী ডেক পার হইয়া গেল।

(ক্রমশঃ)

আমাদিগের নারীজাতির অবস্থা।

"কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদ্‌তে জন্ম গেল।"

বঙ্গীয় পুরাতন গাথা।

আমরা নারীজাতির যে অবস্থা ভাবিয়া দেখি, তাহাতেই আমাদিগের উদ্ধৃত গাথার যাথার্থ্য প্রতিপাদিত হয়। তাহাদিগের শৈশবাবস্থার অনাদর, বৈধব্যের দারুণ কষ্টভোগ, বধূ অবস্থার যন্ত্রণা এবং বার্দ্ধক্যের হতাদর এই সমস্ত পর্য্যালোচনা করিয়া দেখিলে অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে তাহাদিগের জীবিতকাল অতি শোচনীয় ভাব ধারণ করিয়া আছে। আজীবন তাহাদিগের নয়নে কেবল অশ্রুবারি বর্ষিত হয়। শৈশবে তাহারা জনকজননীর বিশেষ ভাবনার কারণ, যৌবনে স্বামীর নিরতিশয় সতর্কতার বস্তু এবং বার্দ্ধক্যে সন্তানগণের গলগ্রহস্বরূপ হইয়া কালাতিপাত করে। এই জন্যই তাহারা সময়ে সময়ে সখীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়া থাকে:—"কি বর্ত্ত করালি সই কাঁদ্‌তে জন্ম গেল।" কন্যাসন্তান জন্মিলে পিতার যেরূপ ভাবনার বিষয়, এরূপ কাহারও নয়। শৈশবে কি প্রকারে তিনি তাহাকে সৎপাত্রস্থ করিবেন এই ভাবনায় দিনযামিনী কাতর হয়েন, এবং এই খানেই কি তাহার ভাবনার শেষ? কন্যা বিবাহিতা হইলেও তাঁহার অশেষ ভাবনা; পাছে বিধবা হন, পাছে স্বামী কর্তৃক পরিত্যাজ্যা হয়েন, পাছে শ্বশুরালয়ে যন্ত্রণা পান এই প্রকার ভাবনায় তিনি কয়দিন আক্রান্ত থাকেন। এই জন্যই কোন পণ্ডিত বলিয়া গিয়াছেন কন্যাসন্তানের যত দিন না মৃত্যু হয় ততদিন জনকজননীর শান্তিলাভ নাই। শৈশবাবস্থায় যত দিন পিতৃভবনে লালনপালন হইতে থাকে, তত দিন সামান্য অনাদর ভিন্ন তাহাদিগের অন্যবিধ দুঃখের অধিক কারণ থাকে না। কিন্তু পরিণয় অবধিই তাহাদিগের ক্রন্দন আরম্ভ হয়। বধূ অবস্থায় তাহাদিগের যত

প্রকার যন্ত্রণার কারণ ঘটিয়া থাকে, আমরা তাহার সমুদায় উল্লেখ করিতে না পারি, কতিপয় প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করিলেই অবধারিত হইবে যে এ অবস্থায় তাহাদিগের কত সুখ! আমরা একে একে কতিপয় কারণ পর্য্যালোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

১। অধিকাংশ বধূর প্রধান যন্ত্রণার কারণ শ্বশ্রূ নিগ্রহ। শ্বশ্রূগণ সন্তানের বিবাহ দিবার পূর্ব্বেই আশা করিয়া থাকেন, বধূ গৃহে আসিলেই তিনি সংসারের কার্য্যভার হইতে অবসৃত হইবেন। বিবাহ কালে তিনি পুত্রকে এক প্রকার প্রতিশ্রুত করান, যে নব বধূকে তিনি জননীর দাসী স্বরূপ আনিতে যাইতেছেন। কিন্তু জননী জানেন না, একজন বালিকাকে তিনি বধূ করিয়া আনিতেছেন। যে বয়সে নববধূ সংসার কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, সে বয়সে পুত্র সন্তানগণ ক্রীড়া করিয়া বেড়ায়। শ্বশ্রূগণ সেই বয়সের বালিকাকে সর্ব্বগুণান্বিতা দাসী রূপে দেখিতে চান। তিনি চান নববধূর কোন বিষয়ে ত্রুটি না হয়, এবং আপনাকে কোন কার্য্য দেখিতে বা করিতে না হয়। এরূপ আশা যে কখন ফলবতী হইতে পারে না, নির্ব্বুদ্ধি শ্বশ্রূ তাহা বুঝিতে পারেন না। তিনি অজ্ঞান বালিকাকে কতই তিরস্কার করেন, কতই গঞ্জনা দেন, এমত কি সময়ে সময়ে প্রহার করিতেও উদ্যত হন। অল্পবয়স্কা, নিঃসহায়া বালিকা কেবল ক্রন্দন সার করেন। বধূর মন এক মাত্র পরিতোষের কারণ তাহার পতি। তিনি সমস্ত দিন, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনায় নির্য্যাতিতা হইয়া আশা করিয়া থাকেন, কতক্ষণে স্বামী গৃহে আসিবেন। স্বামী গৃহে আসিলে তাহার সমুদায় দুঃখ খুলিয়া বলিতে থাকেন। স্বামী কিছু কাল ধৈর্য্য ধরিয়া ক্রমে পত্নীর সমদুঃখী হইয়া পড়েন। পত্নীপক্ষ হইয়া তিনি জননীকে বুঝাইয়া নম্রভাবে দুই একটী কথা বলিলে আর রক্ষা থাকে না। শ্বশ্রূ ক্রমশঃ ঈর্ষান্বিতা হইতে লাগিলেন। তাঁহার পূর্ব্বকার প্রভুত্বভার এখন ঈর্ষায় প্রজ্বলিত ও অসহ্য হইয়া উঠিল। নববধূ বয়োবৃদ্ধি সহকারে আর কুণ্ঠিতভাব ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলেন না। নববধূর মুখ ফুটিল; মুখ ফুটিল, না সর্ব্বনাশ হইল। গৃহধাম কেবল বচসা ও কলহে পূর্ণ হইয়া উঠিল। আর কার সাধ্য সেখানে তিষ্ঠিতে পারে? এই শ্বশ্রূনিগ্রহ বোধ হয় আবহ-

মান কাল প্রচলিত আছে। প্রাচীন পণ্ডিতগণ এই স্বাভাবিক শ্বশ্রূনিগ্রহ নিবারণের কোন সদুপায় নির্দ্ধারিত করিতে পারেন নাই। তাঁহারা কেবল কলহ নিবারণের কথঞ্চিৎ বিধান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা করিয়া গিয়াছেন, কি শ্বশ্রূগণ নিজে আপনাদিগের সুবিধার জন্য সেই বিধান প্রচলিত করিয়াছেন তাহা নির্ণয় করা এক্ষণে সুকঠিন। এই বিধির অনুবর্ত্তিনী হইয়া আমাদিগের নববধূগণ বহুকাল স্বামিগৃহে গুরুজনের সহিত বাক্যালাপ করেন না, বাক্যালাপ করিলে নিন্দার ভাজন হয়েন। আমাদিগের অনুমান হয় কেবল কথঞ্চিৎ কলহ নিবারণের জন্য এই রীতি অস্মদ্দেশে প্রচলিত হইয়া আছে। এই রীতির প্রতিপোষক যুক্তি নিতান্ত অসার নহে।

২। কোথাও শ্বশ্রূর অবর্ত্তমানে ননন্দিনী তাহার স্থানীয় হয়েন। কোথায়ও বা শ্বশ্রূ ও ননন্দিনী অথবা জ্যেষ্ঠা ভার্য্যা একত্রে সমবেত হইয়া নববধূ অথবা কনিষ্ঠা বধূর নিগ্রহের কারণ হয়েন। ইহাতে প্রতীত হইতেছে অনেক স্থলে স্ত্রীজাতি তাহাদিগের স্বজাতিরই যন্ত্রণার কারণ। স্ত্রীজাতি জ্ঞানবতী হইলে যখন বিবেচনা করিতে সমর্থা হইবে, তখন এই যন্ত্রণার কারণ ক্রমশঃ লাঘব হইবার সম্ভাবনা। অপরে ইহার কিছু প্রতিবিধান করিতে পারে না।

৩। স্বামীর প্রভুত্ব শক্তি ও স্বাধীনতা এবং স্ত্রীজাতির নিতান্ত অধীনতা অনেক স্থলে স্ত্রীনিগ্রহের কারণ হইয়াছে। অনেক স্থলে দেখা গিয়াছে, স্বামী মনে করেন যে পত্নী তাহার দাসী স্বরূপ। তিনি যেরূপ করিবেন, পত্নীকে তাহাই সহ্য করিতে হইবে। স্বামী নিতান্ত নির্য্যাতনা দিতেছেন, পত্নী মেষের ন্যায় সহ্য করিয়া আছেন। কি করিবেন, কুলবধূ, নিরুপায়। স্বামীর প্রহার পর্য্যন্ত তাহার সহিয়া থাকিতে হইবে। যে স্বামী সংসারধামে তাহার একমাত্র অবলম্বন ও সান্ত্বনার কারণ, সেই স্বামী অবিবেচক, মূর্খ, কোপনস্বভাব ও যথেচ্ছাচারী হইলে পত্নীর যে কত দুরূহ যন্ত্রণার বিষয় হয়, তাহা অনুমান করিতেও আমাদিগের হৃদয় বিদীর্ণ হইয়া যায়। এই প্রকার স্বামী পত্নীর প্রভু, এই প্রকার স্বামীকে যাহাকে সর্ব্বদা অর্চ্চনা ও সন্তুষ্ট করিতে হয়, তাহার ন্যায় চিরদুঃখিনী কি আর

জগতে আছে, কিন্তু ইহাতেও পত্নীর সন্তোষ হয়। যে হেতু তিনি জানেন, যে এ অবস্থা বৈধব্যের ন্যায় ক্লেশকর নহে।

৪। যে নারীর উপরিউক্ত ত্রিবিধ কোন যন্ত্রণারই কারণ নাই, তিনিও সুখিনী হইতে পারেন না। মনে কর কোন পত্নী স্বামিসুখে অত্যন্ত সুখী এবং তাহার শ্বশ্রূ অথবা ননন্দিনীদিগের কিছুই নাই। তিনিও সর্ব্বদা সশঙ্কিত পাছে স্বামীর অমঙ্গল ঘটে, পাছে তাহাকে বিধবা হইতে হয়। বৈধব্যের চিন্তা স্ত্রীজাতির মনে নিয়তই উদিত রহিয়াছে। নারী সেই চিন্তায় বিহ্বলা হইয়া দিবাযামিনী শুশ্রূষায় নিয়োজিতা আছেন। জাগ্রদবস্থায় তাহার এই চিন্তা, স্বপনেও তাহার এই ভাবনা। নির্ধন হইলে তিনি এই ভাবনায় অধীরা হয়েন, ধনবতী হইলে আশঙ্কা হয়, পাছে সে ধন বৈধব্যাবস্থায় আত্মীয় স্বজন বা অপরে লুণ্ঠন করিয়া লয়। নারীর পরাধীন ও অসহায় অবস্থা তাহার মনে অনুক্ষণ জাগরূক রহিয়াছে।

বধূ অবস্থায় নারীগণকে যে কয়েকটী প্রধান যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় এ স্থলে তাহার নির্দ্দেশ করা গেল। তাহাদিগের বিশেষ বিশেষ যন্ত্রণার কারণ এই সাধারণ এবং সামান্য প্রস্তাবে উল্লিখিত হইতে পারে না। সেই সকল যন্ত্রণার কারণ বিস্তর এবং ব্যক্তিগত অবস্থাভেদে জন্য সমুৎপন্ন হইয়া থাকে। নারীগণের ভাগ্য এত পরাধীন এবং অসহায়াধীন যে তাহাদিগের সামাজিক অবস্থা ও পারিবারিক জীবন অতি কষ্টকর হইয়া পড়িয়াছে। আমরা যে কয়েকটী অবস্থা নির্দ্দেশ করিয়াছি, তাহা সধবা সম্বন্ধেই উক্ত হইয়াছে। সধবা অবস্থায় বরং তাহারা অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে সুখী বলিতে হইবে। কিন্তু যখন তাহাদিগের বৈধব্য দশা উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগের যাতনা স্মরণ করিলে সহৃদয় ব্যক্তি মাত্রেরই হৃদয় ফাটিয়া যায়। এই অবস্থাপন্ন নারীগণ মনে করেন, যে জীবিত থাকা অপেক্ষা তাহাদিগের মরণ শ্রেয়স্কর। এই জন্য স্বামীর সহমৃতা হইয়া তাহারা দুঃখ কষ্টের হাত হইতে এককালে নিষ্কৃতি পাইতেন। এখনকার হিন্দু গৃহের বিধবাগণ বিশেষতঃ তরুণী বিধবারা জীবন্ত দগ্ধ হইতে থাকে এবং তাহারাই দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নিয়ত নির্জ্জনে ব্যথীর মনে যে এই শোক সঙ্গীত করিবে আশ্চর্য্য কি? " কি বর্ক কপালি সই কাঁদতে জন্ম গেল।"

স্ত্রীজাতি।

স্ত্রীগণ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের মত।*

স্ত্রীগণ সম্বন্ধে প্রধান প্রধান পণ্ডিতদিগের মত কি পাঠিকাগণকে অবগত করিতে আমরা একপ্রকার অঙ্গীকার করিয়াছি এবং তদনুসারে দুইজন প্রসিদ্ধ লোকের মত ইতিপূর্ব্বে পাঠিকাগণকে অবগত করাগিয়াছে। আজ আমরা যাঁহার মতের বিষয় উল্লেখ করিতে প্রবৃত্ত, তাঁহার নাম হার্বার্ট স্পেন্সর। ইনি বর্ত্তমান সময়ের একজন অতি গভীর চিন্তাশীল বিজ্ঞানবেত্তা। এই গুণের জন্য ইনি সকল স্থানের লোকের চিত্তাকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহার মত অনুশীলন করিলে পাঠিকাগণের কিছু না কিছু শিক্ষালাভ হইবে, এজন্য আমরা সমধিক আদরের সহিত তাহার সার সঙ্কলন, করিতে প্রবৃত্ত হইতেছি।

স্পেন্সরের মতে, স্ত্রী এবং পুরুষের শরীরগত যে প্রকার বৈলক্ষণ্য আছে, মানসগতও তেমনি বৈলক্ষণ্য আছে। প্রকৃতির সর্ব্বত্রই বিশেষ কার্য্য সাধন জন্য বিশেষ শক্তির সৃষ্টি হইয়াছে। সুতরাং স্ত্রীগণ মনুষ্য জাতির রক্ষণার্থে যে বিশেষ ভার লাভ করিয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগের শরীর ও মানসগত বৈলক্ষণ্য বিহিত হইয়াছে। যদি কোন কোন স্থলে ইহার ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়, তাহাতে সাধারণ সত্যের অপলাপ হইতে পারে না। বিশেষ অবস্থাতে নিপতিত হইয়া স্ত্রী জাতির বিশেষ শক্তি পুরুষে এবং পুরুষ জাতির বিশেষ শক্তি স্ত্রীতে প্রকাশিত হইতে পারে। এমন দৃষ্টান্ত আছে যাহাতে অবস্থা বিশেষে পুরুষের স্তনে স্তন্য সঞ্চার হইয়াছে। দুর্ভিক্ষ সময়ে সন্তান গণের এই রূপে অনেক স্থলে প্রাণ রক্ষা হইয়াছে। এই রূপ কোন কোন স্ত্রী কোন বিষয়ে পুরুষাপেক্ষা উচ্চ দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন; কিন্তু এই রূপ জ্ঞান বুদ্ধিলাভ হেতু যদি মাতৃসম্পর্কীয় বিশেষ ক্রিয়া নির্ব্বাহ করিবার শক্তি হ্রাস হইয়া যায়, তবে উহাকে প্রকৃত উন্নতি বলিয়া গণ্য করা যায় না। যে পরিমাণে মানসিক তেজস্বিতা (*Energy*) মাতার

* The study of sociolgy Chap *X V. P. 373-381 Notes P. 421-422.*

বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগী তাহাই স্ত্রী জাতি সম্বন্ধে স্বাভাবিক। কোন প্রকার মানসিক সামর্থ্য যদি সমাজের বিলোপকর হয়, উহাকে কখন স্ত্রী প্রকৃতির অন্তর্ভূত করা যাইতে পারে না। অতএব স্ত্রীপুরুষের তুলনা স্থলে সাধারণ পুরুষগণের সঙ্গে অসাধারণ স্ত্রীগণের তুলনা সমুচিত নয়। অসাধারণের তুলনা অসাধারণের সহিতই সমযোগ্য হইতে পারে।

পিতৃ সম্পর্কীয় এবং মাতৃ সম্পর্কীয় বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনার্থ স্ত্রীপুরুষের শরীর ও মনের গঠন বিভিন্ন। পুরুষগণ অপেক্ষা স্ত্রীগণের কিঞ্চিৎ অল্প-কাল মধ্যে শরীর মনের গঠনের কার্য্য স্থগিত হইয়া যায়। মাতার বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনার্থ শরীরে ওজঃ (*Vital power,*) সংক্ষেপ আবশ্যক হইয়া পড়ে, সেই জন্যই এ প্রকার হইয়া থাকে। পুরুষগণের শরীর মনের পোষণ সামগ্রী যে পর্য্যন্ত থাকে, তাহাদিগের গঠন কার্য্য সে পর্য্যন্ত চলিতে থাকে। কিন্তু স্ত্রীগণের পোষণ সামগ্রী সমধিক পরিমাণে থাকিতে থাকিতেই গঠন কার্য্য শেষ হইয়া যায়, অন্যথা তাঁহারা তাঁহাদিগের বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনের উপযোগিনী হইতে পারেন না। এই জন্যই বালকা-পেক্ষা বালিকাগণের পক্কতাপ্রাপ্ত সত্বর হইয়া থাকে। এই জন্যই পুরুষগণের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্ত্রীগণাপেক্ষা আকারে বৃহৎ হয় এবং তাহাদিগের শরীর গুরুতর পরিশ্রম বহনে সমর্থ হইয়া থাকে। এই জন্য স্ত্রীগণ সমুদায় জীবন, বিশেষতঃ বিশেষ কর্ত্তব্য সাধনোপযোগী বয়সে তাঁহাদিগের গুরুত্ব অনুসারে পুরুষাপেক্ষা অল্প পরিমাণ "কারবোনিক আসিড" (অঙ্গা-ঙ্গার জন) ত্যাগ করিয়া থাকেন এবং ইহাতেই প্রমাণ হয় তাঁহাদিগের তেজস্বিতা অল্প পরিমাণে উদ্ভূত হয়। অল্প বয়সে গঠন ক্রিয়া শেষ হইয়া যায় বলিয়া ইঁহাদিগের স্নায়ু এবং শিরা প্রতান (Nervo muscular system.) অল্প পরিমাণে বৃদ্ধি হয়; সুতরাং কার্য্য সম্পাদক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং কার্য্যনিয়ামক মস্তিষ্ক কর্ত্তৃক পরিচালিত হইতে মনের দুইটী ভাব উদয় হয়। প্রথম প্রশস্ত বিষয় করণে মনের অসামর্থ্য; দ্বিতীয় ন্যায় ও তর্ক শক্তির অল্পতা।

স্ত্রীপুরুষের মানসিক তারতম্য পরিমাণে যে প্রকার, গুণেও তেমনি। পিতামাতা উভয়েরই সন্তানের প্রতি স্নেহ স্বাভাবিক ভাব; কিন্তু পিতার

এই স্নেহ দুর্ব্বল আশ্রিত মাত্রেরই উপরে ব্যাপ্ত হইয়া থাকে। মাতায় শি জীবন রক্ষণার্থ ইহার অতিরিক্ত স্নেহ এবং বিশেষ সহজজ্ঞান আছে। এদি পিতা অপেক্ষা মাতাকে শরীর মনের বৈশেষ্য আছে অস্বীকার করা যা পারে না এবং এই বৈশেষ্য কিছু পরিমাণে তাঁহার সমুদায় জীবনে ব হইয়া পড়ে। (ক্রমশঃ)

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।)

সু। মা! আর বারে আমরা বাতাসের বিষয় শুনিয়াছি, এবারে বৃষ্টির বিষয় কিছু বল না?

মা। বৃষ্টি বাতাসেরই একটী খেলা। সত্য! তুমি বলিতে পার বৃষ্টি কেন হয়?

সত্য। মা! সূর্য্যের উত্তাপে সমুদ্রের জল বাষ্প হইয়া আকাশে উঠে, সেই বাষ্প শীতল হইয়া জমিয়া যায় এবং মেঘ হয়। মেঘ আরো শীতল হইলে জল হইয়া পৃথিবীতে পড়িয়া যায়।

সু। মা! এত শুনেছি। কিন্তু বৃষ্টি বাতাসেরই একটী খেলা, তুমি এরূপ বলিলে কেন বুঝিতে পারিলাম না।

মা। জল গরম হইয়া যেমন হালকা ধোঁয়ার মত হয়, বাতাস তাহার অপেক্ষা ভারী বলিয়া অমনি তাহাকে ঠেলিয়া উপরে তুলিয়া দেয়। বাতাস সেই বাষ্পকে আবার অধিক দূর উঠিতে দেয় না, উপরে যেখানে আপনি বাতাস মত হালকা হইয়া আছে, সেই খানে তাহাকে ধ রাখে। বাতাস ক্রমাগত এইরূ সমুদ্র হইতে বাষ্প তুলিয়া তুলি উপরে সঞ্চয় করে, পৃষ্ঠে ধারণ করি নানা স্থানে লইয়া বেড়ায়, আপন শীতল গাত্র স্পর্শে তাহাকে শী করিয়া জমাট করে এবং পরে ত তাকে ভারী দেখিলেই আস্তে আ নীচে নামাইয়া দেয় এবং পৃথি তাহাকে বৃষ্টিরূপে টানিয়া লয় অতএব উপরে সূর্য্য, নীচে পৃথি আছে, ইহার মধ্যে বাতাস জলে লইয়া খেলা করিতেছে।

সু। ঠিক বটে, কিন্তু শ্রাব ভাদ্র মাস বর্ষাকাল কেন? এ মাসেই পৃথিবী বৃষ্টিতে ভাসিয় যায় কেন?

সত্য। আমি বোধ করি গ্রীষ্ম কালে সূর্য্যের প্রখর তাপে অনে বাষ্প উঠে, তাহাতেই ঠিক তা পরে অধিক বৃষ্টি হয়, সুতরাং বর্ষা কাল উপস্থিত হয়।

মা। যাহা বলিলে ঠিক, কিন্তু ইহার মধ্যে অনেক কথা আছে সমুদ্রের বাষ্প সমুদ্রের উপর উঠিয় সেইখানেই বৃষ্টি হইয়া পড়িবে কিন্তু তাহা এ সকল দেশে কি প্রকারে আইসে?

সত্য। বাতাস ভরে বাষ্প আসিতে পারে, কিন্তু তাহা এ দিকে সকল বছরই আসিবে কেন?

মা। তোমরা জান, সূর্য্যের যখন উত্তরায়ণ হয় অর্থাৎ যখন সূর্য্য পৃথিবীর বিষুব রেখার উত্তরে থাকে, তখন আমাদের দেশে গ্রীষ্মকাল হয়, কারণ ভারতবর্ষ বিষুব রেখার উত্তরে সুতরাং তখন তাহার উপর সূর্য্যের কিরণ সরল রেখায় আসিয়া পতিত হয়। ভারতবর্ষের দক্ষিণে ভারত সমুদ্র নামে একটী মহাসাগর আছে। সূর্য্যের কিরণে ভারতবর্ষ এবং ভারত সমুদ্র উভয়ই উত্তপ্ত হয়, কিন্তু প্রথমটী যত হয়, দ্বিতীয়টী তত হয় না। ইহার কারণ এই, ভারতবর্ষে সূর্য্যের কিরণ যত সরল ভাবে পড়ে, সমুদ্রে সেরূপ পড়ে না। কে না জানে বেলা ১০টা অপেক্ষা দুই প্রহরের সময় সূর্য্যের কিরণ অধিক খরতর? কারণ তখন উহা অধিক সরল ভাবে আমাদের মস্তকে পতিত হয়। সমুদ্র অপেক্ষা দেশ অধিক উত্তপ্ত হইবার আর একটী কারণ এই, সমান পরিমাণ উত্তাপে স্থল যত তাতে, জল তত তাতে না। এখন দেখ গ্রীষ্মকালে ভারত সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু অধিক উত্তপ্ত সুতরাং হালকা হইতে থাকে। এই শেষোক্ত বায়ু আকাশের উপর দিকে উঠিয়া যায়, কাজে কাজেই নীচের বায়ু মণ্ডল অনেকটা শূন্য হইয়া পড়ে। এই শূন্য পূর্ণ করিবার জন্য দক্ষিণের অর্থাৎ সমুদ্রের উপরিস্থ বায়ু বহিতে থাকে। এই বায়ু প্রভূত পরিমাণ জলীয় বাষ্পে পরিপূর্ণ।

সু। এখন বুঝিয়াছি, সমুদ্রীয় বাতাস উত্তর দিকে বহে বলিয়া সমুদ্রের উত্তরস্থ ভারতবর্ষে বর্ষাকাল উপস্থিত হইয়া থাকে।

সত্য। আচ্ছা, বাষ্প শীতল না হইলেত মেঘ বা বৃষ্টি হইতে পারে না। কিন্তু সমুদ্রের বাষ্প উত্তর দিকে আরও গরম স্থানে আইসে, ইহাতে তাহা না জমিয়া বরং ছড়াইয়া পড়িবারই সম্ভাবনা।

সু। তাই বটে, তাহাহইলে শীতকালেই সেই বাষ্প জমিয়া বৃষ্টি হইতে পারে, কিন্তু তাত হয় না।

মা। বাষ্প শীতল না হইলে মেঘ বা বৃষ্টি হয় না সত্য বটে, কিন্তু ইহা শীতল হইবার অতি আশ্চর্য্য কৌশল আছে। সমুদ্রের জলীয় বাষ্প যেমন ঊর্দ্ধগামী বায়ুর সহিত উঠিতে থাকে, অমনি শীতলহইতেও থাকে। শীতল হইবার ২টী কারণ;— (১) বাষ্প বায়ু মণ্ডলের উচ্চদেশে অধিক বিস্তৃত হইয়া শীতল হয়; (২) উঠিবার সময় বায়ুর সহিত ক্রমাগত ঘর্ষণে শীতল হইয়া যায়। এক বাটী গরম দুধ শীতল করিতে হইলে আমরা প্রশস্ত থালাতে ঢালিয়া দি এবং নাড়িতে চাড়িতে থাকি। ঠিক এইরূপে গরম জলীয় বাষ্প শীতল হয়। বাষ্প সকল ক্রমাগত গরম হইয়া উঠিতেছে আর শীতল হইয়া নামিতেছে। এই কারণে গ্রীষ্ম না

করিতে করিতে উপর হইতে সুশীতল বারিধারা বর্ষিত হইয়া পৃথিবীকে জুড়াইয়া দেয়।

নূতন সংবাদ।

১। আমাদিগের গবর্ণর জেনারল বাহাদুর আসাম দর্শনার্থ বহির্গত হইয়াছেন। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, তিনি পথে ঢাকার স্ত্রীবিদ্যালয় পরিদর্শন করিয়া তাহাতে পুরস্কার দিয়াছেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা গবর্ণর জেনরেলকে অভিনন্দন পত্র দেন এবং তিনিও তাহার প্রত্যুত্তর প্রদান করেন, আমরা স্থানাভাবে প্রকাশ করিতে পারিলাম।

২। ঢাকার অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষা সভাকে গবর্ণমেণ্ট বার্ষিক দেড়শত টাকা মঞ্জুর করিয়াছেন।

৩। কুমারী রেবেকা রবার্টস্ নাম্নী একটী স্ত্রীলোক আমেরিকার আনটিয়ক কলেজের গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক হইয়াছেন।

৪। আমেরিকার ইলিনইস্ প্রদেশে বিবাহিত স্ত্রীলোকেরা নিজে স্বতন্ত্র উপার্জন করে, স্বতন্ত্র সঞ্চয় করে এবং বৈষয়িক কার্য্য অন্যের সহিত যেমন, স্বামীর সহিতও তেমনি ভাবে করিয়া থাকে।

৫। সম্প্রতি বারাণসীর মহারাজ হিন্দু মহিলাদিগের জন্য বিজয় নগরের মহাবাজা ২০০ টাকা বেতনে এক লেডী ডাক্তার নিযুক্ত করিয়াছেন। উত্তর পশ্চিমে আরো কয়েকটি লেডী ডাক্তার আছেন।

৬। পার্লেমেণ্ট মহাসভায় স্ত্রীলোকদিগের মত প্রদানের ক্ষমতার জন্য ইংলণ্ডের ১৮০০০ স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া রাজমন্ত্রী ডিস্ রেলী সাহেবের নিকট একখানি আবেদন করিয়াছেন। আবেদনখানির প্রথমেই ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেলের নাম, তৎপরে হারিয়েট মার্টীনো, মেরি কার্পেণ্টর, লেডী ল্যাংষ্টন, মিস্ কব, মিস্ থাকরে, মিস্ সোয়ানউইক্ এবং অন্যান্য অনেক বিখ্যাত স্ত্রীলোকের নাম স্বাক্ষরিত হইয়াছে। গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট এইরূপ আর একখানি দরখাস্ত গিয়াছে। এবার পার্লেমেণ্টে হুলস্থুল বাঁধিবে।

বামাগণের রচনা।

মাণিক্য ময়ীর শোচনীয় আত্ম হত্যা।

যে পদ্যটী লিখিত হইল তাহা সত্য বিষয়। গত বৈশাখ মাসের প্রথম এই গ্রামে (ঢাকার পাত্রধামগড় গ্রামে) এক ভদ্র পরিবারে মাণিক্যময়ী নাম্নী একটী কুলবধূ খুড়াই শাশুড়ী ও খুড়শ্বশুরের যন্ত্রণাতে নদীতে পড়িয়া আত্ম প্রাণ বিসর্জ্জন দিয়াছে। বিষয়টী বাস্তবিক বড় শোচনীয়। যদি কোন বিদ্যাবতী ভগ্নী এই বিষয়টী লিখিতেন, তবে নিঃসন্দেহ ভাল হইত।

শ্রীশ্যামাসুন্দরী বন্দ্যোপাধ্যায়।

নবীনবয়স্কা অবলা বালা,
সহিতে পারে কি এহেন জ্বালা?
শুনিনি শ্রবণে কভু এরূপ ঘটন,
এমন স্বজনে স্বামী নাকরে যতন।

দিবানিশি বাক্যবাণে,
বালিকা সরল প্রাণে,
বিদ্ধ করিয়াছে আহা! শ্বশুর দুর্জ্জন,
খুড়াই শাশুড়ী তাতে বড়ই ভীষণ।

বাসিত না, কেহ ভাল,
ছিল না শান্তির স্থল,
অভাগা বিবশ হ'ল মরিয়াছে ভ্রাতা;
ছিল হায়! স্নেহময়ী জননীবঞ্চিতা!

আহা! কি দারুণ কথা,
মরে যবে পিতা ভ্রাতা,
নির্দ্দয় শ্বশুর স্বামী দিলনা যাইতে,
জনমের মত পিতা ভ্রাতাকে দেখিতে।

সেই হতে দিবানিশি,
অপ্রফুল্ল মুখশশী,
যাইলে নিকটে মোরা করেছে রোদন,
শুনিতনা কোন মতে সান্ত্বনা বচন।

শিশু দুটী নিয়ে কোলে,
ভাসিত নয়ন জলে,
কি দিবে অবোধ শিশু চাহিলে খাইতে?
নির্দ্দয়া ননদ জল দিয়েছে দুধেতে!

না পেয়ে খাইতে হায়!
ছোট ছেলে মরা প্রায়,
জননীর মুখ চেয়ে করিত রোদন
শ্বশ্রু ননদের তবু ভিজিত না মন।

নিজ দুঃখ সহা যায়!
সন্তানের দুঃখ হায়!
পারেকি সহিতে মাতা ধৈরয ধরিয়ে।
শিশুদের দুঃখে প্রাণ যাইত ফাটিয়ে।

আর সে সকল দুঃখ,
চাহিয়া ঈশ্বর মুখ,
অবলা সহিতে পারে সংসার বিপাকে;
কি হবে উপায় স্বামী চিনেনা যাহাকে?

নাহি ছিল বিদ্যা জ্ঞান,
নাহি প্রণয় বন্ধন,
কি দিয়ে প্রেম ও মন শান্তিপাবে আর?
ছিল যে সংসার তার হলোও আঁধার।

নারীর অমূল্য ধন,
পতিপ্রেম সুরতন,
যে অভাগিনী হায়! তাহাতে বঞ্চিত;
সংসার তাহার পক্ষে দুঃখেতে জড়িত।

শ্রীফলের নানা গুণে,
ভুলিয়ে মাণিকা ধনে,
কেন বিধি হেনজনে করিল অর্পণ,
সাজে কি বানর কণ্ঠে রতন ভূষণ?

দেখ কমল প্রসূন,
করে গন্ধ বিতরণ,
জনগণ তারে কত সমাদর করে,
বাঁচা দায় হবে যবে পড়ে করিকরে।

সাজে কি জলজ ফুল,
মরুভূমি মরুতল,
তপন তাপিত তপ্ত ভূমির উপরে?
সারসী চরিতে নারে শুষ্ক সরোবরে।

দিয়েছে অনেক দুঃখ,
নাহি কিছু ছিল সুখ,
লিখিতে লেখনী কাঁদে হৃদি ফেটে যায়।
এত কষ্ট হায় হায় সহন কি যায়?

অনশনে তিনদিন,
রেখেছিল সে কঠিন,
খুড়াত শ্বশুর আর খুড়াই শাশুড়ী
পাষাণে কিসন গড়া বুঝিতে নাপারি!

লজ্জাবতী শান্তমতি,
সুশীলা সরলা সতী,
ছিলে ভগ্নী নারীরত্ন প্রাণ তেয়াগিলে।
অবোধ সন্তান দুটী জলে ভাসাইলে।

না দুষে ভগ্নী তোমায়,
আর নাহি পাওয়া যায়,

শিশুটী পানে হায়! কেন না চাহিলে?
তোমা বিনে কি হইবে মনে না ভাবিলে।

হায়! এ সন্তান লয়ে,
ছিলে কত কষ্ট সয়ে,
সহসা কেনগো তবে ত্যজিলে জীবনে?
আত্মহত্যা মহাপাপ ছিল না কি মনে?

কোন্ প্রাণে শিশুসুতে,
হায়! রাখিয়ে বসেতে,
দ্বিপ্রহর যামিনীতে গিয়াছ চলিয়ে?
কাঁদিলনা প্রাণ কিগো শিশুমুখ চেয়ে?

বালিস সমুখে দিয়ে,
হায়! কোন প্রাণে ছিঁয়ে,
বেঁধে তুমি গেলেছিঁড়ে সংসার বন্ধন?
কার মুখ চাবে তব অনাথ সন্তান?

দুগ্ধপোষ্য শিশুছেলে,
কাঁদিতেছে মা মা বলে,
কে তারে সান্ত্বনাকরে তুলে নেয় কোলে,
নির্ব্বোধ শাশুড়ী তব ভাসে অশ্রুজলে।

শাশুড়ী হায় বয়স প্রায়,
নাকলেৰ দুখছায়,
নাহি দেখে স্নেহময়ী দুখিনীমাতায় রে!
দেখিয়ে শিশুর ভাব প্রাণফেটে যায় রে!

আহা! সেই রজনীতে,
সুমধুর বচনেতে,
স্বামীর বিদায় চায় সানুনয় করে!
তবু সে অবোধ কিছু বুঝিতে নাপারে!

ক্রোধ ভরে সে পামর,
বলে বাক্য কটুতর,
"বাহির হইয়া বুঝি যাবি গৃহ হতে?"
এবাণী না জানি কত দুঃখ দিল চিতে?

"বাহিরী না যাব আমি,
নিশ্চয় জানিও তুমি,
পিতৃ ভর্ত্তৃকুলে ছিছি কলঙ্ক অর্পিয়ে,
যা আছে ভাগ্যেতে তাহা সেথায় করিবে

আর কোন কথা নাই,
আর কিছু নাহি চাই,
অভাগা শিশু দুখকে যতনে পালিও;
সন্তান বলিয়া তুমি মনেতে রাখিও;

আর না সহিতে পারি,
দাসীকে ক্ষমাকরি,
জনমের মত দেও বিদায় এখন;
আমা হেতু দুখ নাহি করিও কখন।

গভীরা হল রজনী,
নিদ্রিত সকল প্রাণী,
শ্রান্তি হরা নিদ্রা দেবী চেতনা হরিল,
প্রাণহীন মত লোক পড়িয়া রহিল।

ধরণী হল নীরব,
শুধু মাত্র ঝিল্লিরব,
গাঢ় তিমির বসন নিশা দেবী পরে;
মাণিক্যের প্রাণ নিতে এল ধীরে ধীরে।

মাণিক্য জাগিয়াছিল,
যবে সময় বুঝিল,
গৃহত্যাজ ধীরে ধীরে চলে সেইক্ষণে,
না জানি কতই ভাব উঠিলরে মনে।

জানিতনা সন্তরণ,
জীবনে সঁপে জীবন,
বাড়ীধারে ছিল নদী তাহাতে পশিয়ে
অনায়াসে সকল কষ্ট গেল ঘুচাইয়ে।

পরদিন অগণন,
ভাসে জলচর গণ,
নশ্বর দেহ পিঞ্জর সে ঘাটে রাখিয়ে,
গিয়েছে মাণিক্য সতী স্বধামে চলিয়ে!!

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩৩ সংখ্যা । ভাদ্র বঙ্গাব্দ ১২৮২ । ১০ ম ভাগ

বামাবোধিনীর দ্বাদশ সাংবৎসরিক উৎসব।

যে করুণাময় সর্ব্বসিদ্ধিদাতা পরমেশ্বরের প্রসাদে বামাবোধিনী একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিল, অদ্য আমরা তাঁহার চরণে কৃতজ্ঞচিত্তে নমস্কার করিতেছি। তাঁহারই প্রসাদে এই ক্ষুদ্র পত্রিকার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা ইহার উন্নতির অনেক প্রমাণ পাইয়া আনন্দিত হইতেছি। আমাদিগের আনন্দের আর একটী প্রধান কারণ এই যে, বামাবোধিনী যাঁহাদিগের জন্য প্রকাশিত, দিন দিন তাঁহাদিগের অধিকতর আদরের সামগ্রী হইতেছে। কিন্তু এই পত্রিকা খানিকে আমরা যেরূপ সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিয়া তাঁহাদিগের অধিক প্রীতি আকর্ষণ করিতে চাই, অদ্যাপি তাহা সম্পন্ন হইতেছে না। কবে সেই দিন হইবে, যে দিন আমরা দেখিব, একজন বিদ্যাবতী মহিলা এই পত্রিকা সম্পাদনের সাহায্য করিতে অগ্রসর হইয়াছেন? কবে আমরা দেখিব রমণীগণের সুকোমল করে ছবি সকল অঙ্কিত ও সীসকাক্ষর সকল সজ্জিত হইয়া বামাবোধিনীর মুদ্রাকার্য্যের অঙ্গরাগ বৃদ্ধি করিয়াছে? কবে আমরা দেখিব বামাবোধিনীর শিক্ষা প্রভাবে আদর্শ নারীগণ প্রস্তুত হইয়া স্বজাতির উন্নতি সাধনে প্রাণ মন উৎসর্গ করিয়াছেন? আমাদিগের আশার দীর্ঘতা ও পরিসর আমরা পরিমাণ করিতে পারি না, কিন্তু তাহার সফলতা জগদীশ্বরের করুণা এবং

পাঠিকা ভগিনীগণের চেষ্টার উপরে নির্ভর করে। আমাদিগের সান্ত্বনার বিষয় এই, আমরা জানি শুভ আশা কখন বিফল হয় না এবং সর্ব্বশুভ বিধাতা ঈশ্বরের বিধানে ক্রমশঃ তাহা সুসম্পন্ন হইবেই হইবে।

এ দেশীয় স্ত্রীগণের উন্নতি বিষয়ে এখন আমরা নিরাশ নহি। তাঁহাদিগের শিক্ষার বিরুদ্ধে যাঁহারা আপত্তি করিতেন, তাঁহাদিগের দলবল এখন পৃষ্ঠভঙ্গ ও পরাস্ত হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাদিগের বংশধরগণ স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহদাতা হইয়া দণ্ডায়মান হইয়াছেন। কেবল বালিকাগণের জন্য নয়, বয়স্কা স্ত্রীলোকগণ যাহাতে শিক্ষা লাভ করেন, তজ্জন্য বিবিধ আয়োজন হইতেছে। কলিকাতা মহানগরে দেশীয় শিক্ষয়িত্রী প্রস্তুত করিবার জন্য দুইটী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়া সুন্দররূপ উন্নতি লাভ করিতেছে। ঢাকার স্ত্রীশিক্ষার ফলও প্রশংসনীয়। অন্যান্য নগর ক্রমশঃ এই সকল সাধু দৃষ্টান্তের অনুবর্ত্তী হইতেছে। আমরা স্ত্রীশিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে এ বৎসর একটী নূতন উপায় অবলম্বিত দেখিয়া অধিকতর সন্তোষ লাভ করিলাম। ২৪ পরগণার ডিষ্ট্রিক্ট শিক্ষা সভা ছাত্রীদিগের মধ্যে প্রতিযোগিতার পরীক্ষা প্রবর্ত্তন ও ছাত্রীবৃত্তি দানের নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন। গবর্ণমেণ্ট হইতে এ পর্য্যন্ত স্ত্রীশিক্ষার এরূপ উৎসাহজনক কার্য্য আমরা কিছুই দেখি নাই। প্রতি জেলায় যদি এই সুনিয়ম অবলম্বিত হয়, সমুদায় দেশ ব্যাপিয়া স্ত্রীশিক্ষার সুশৃঙ্খলা সংস্থাপিত হইবে এবং ইহা হইতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ন্যায় স্ত্রীজাতির বিদ্যোন্নতি সাধনের একটী উপায় সৃজিত হইতে পারিবে।

পাঠিকাগণ আশা ও উৎসাহান্বিত হউন্। তাঁহাদিগের দুর্দ্দশার দিন অবসান হইয়াছে, সৌভাগ্য তাঁহাদিগকে প্রতীক্ষা করিতেছে, তাঁহারা আপনাদিগের কর্ত্তব্য সাধন করিয়া তাহা লাভ করিবার উপযুক্ত হউন্। ভারতমাতার মুখশ্রী শতগুণ উজ্জ্বল হইবে।

গৌড়ের পতন।

প্রাচীন গৌড় নগর বাঙ্গালা ও বিহার উভয় দেশের সীমান্তর্ব্বর্ত্তী স্থানে রাজমহল ও মালদহের নিকটে, মালদহের সিবিল ষ্টেসন ইংরেজ বাজারের

ন্যূনাধিক ৪ ক্রোশ দক্ষিণে স্থাপিত ছিল। এই নগর আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে নির্ম্মিত হয়। ১৫৭৫ খৃষ্টাব্দে সম্রাট আকবরের রাজত্ব কালে বাঙ্গালার নবাব মোনেম খাঁর অধিকার সময়ে মহামারী উপস্থিত হইয়া গৌড় একেবারে মনুষ্য সম্পর্ক শূন্য ও উৎসন্ন হইয়া যায়। দুই সহস্র বৎসরেরও অধিক কাল গৌড় সমুদায় বাঙ্গালাদেশের রাজধানী ছিল, পূর্ব্বে সমুদায় বাঙ্গালাদেশকেও এই রাজধানীর নামানুসারে গৌড় দেশ বলা যাইত। পালবংশীয় ও বৈদ্যবংশীয় শত শত ভূপতি এখানে রাজত্ব করিয়াছিল। ১২০৩ খৃষ্টাব্দে গৌড় মুসলমানদিগের হস্তগত হয়, এই সময়ে দিল্লীর সম্রাট কুতবুদ্দিনের সেনাপতি বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় আক্রমণ করিয়া অধিকার করেন।

গৌড় একটী সুবিশাল নগর ছিল। তাহা দীর্ঘে উত্তর দক্ষিণে প্রায় ১২ মাইল, প্রস্থে পূর্ব্ব পশ্চিমে ১০ মাইল। নগরের চতুঃসীমা সুদৃঢ় প্রাচীর ও গভীর পরিখা বেষ্টিত। প্রাচীর এখনও বিদ্যমান, তাহার উপরি বট তেঁতুল প্রভৃতি প্রকাণ্ড বৃক্ষ সকল আকাশমার্গে মস্তকোত্তোলন করিয়া সংসারের অনিত্যতা ঘোষণা করিতেছে। প্রাচীরের বহির্দ্দেশস্থ পরিখা অদ্যাপি জলপূর্ণ আছে। ১৫০০ শতাব্দীতে নবাব নাজির উদ্দিনের দ্বারা গৌড়ের সহরপনা (দুর্গের প্রাচীর) ও একটী উত্তম তোরণ নির্ম্মিত হয়। সেই তোরণের নাম দখো দরওয়াজা হইবে। উহা নগরের দক্ষিণ দিকের প্রবেশ দ্বার, অতি উচ্চ ও প্রকাণ্ড। নগরের পূর্ব্ব ভাগে মহানন্দা নদী, দক্ষিণে ভাগীরথী প্রবাহিত হইতেছে। ২।৩ দিন হস্তিযোগে পরিভ্রমণ না করিলে এই প্রকাণ্ড নগরের সমুদায় অংশের ভগ্নাবশেষাদি দর্শন করা যায় না। নগরের অট্টালিকাদি প্রায় কিছুই নাই। গৌড়ের অট্টালিকার ইট মসলা দ্বারা মালদহ, ইংলিস বাজার, জঙ্গীপুর প্রভৃতি নগর নির্ম্মিত হইয়াছে, মুর্সিদাবাদ ও রাজমহল অঞ্চলের অনেক ইষ্টকালয় গৌড়ের ইটে নির্ম্মিত।

১১১৬ খৃষ্টাব্দে বৈদ্যবংশীয় লক্ষ্মণ সেন পিতার সিংহাসনে আরূঢ় হইয়া গৌড়নগরকে উৎকৃষ্ট অট্টালিকামালায় সুশোভিত করিয়াছিলেন। তিনি আপন নামানুসারে ইহার নাম লক্ষ্মণাবতী রাখিয়াছিলেন। পরে

বক্তিয়ার খিলিজি গৌড় অধিকার করিয়াই সমুদায় হিন্দুকীর্ত্তি ও দেবালয় ভগ্ন করেন ও তাহার মাল মসলাতে মস্‌জিদ সকল নির্ম্মাণ করেন। নবাব গয়সুদ্দিনের সময় গৌড় মনোহর অট্টালিকা-মালায় সুশোভিত হয়। গয়-সুদ্দিন সাধারণ হিতার্থে নগরে বিদ্যালয় এবং অতিথিশালা স্থাপন করেন। ১৩৯২ খৃষ্টাব্দে নবাব চেতমল সিংহাসনারূঢ় হইয়া উত্তম উত্তম অট্টালিকা দ্বারা গৌড়কে অলঙ্কৃত করেন। তখন উৎকৃষ্ট মস্‌জিদ, অতিথিশালা স্নানভূমি জলাশয় সকল প্রস্তুত হয়। সে সমুদায় মনোহর অট্টালিকার চিহ্ন মাত্রও নাই, কালের করাল দশনে সকলি বিচূর্ণ হইয়া গিয়াছে। কেবল ৪। ৫টী প্রাসাদ প্রাচীন শিল্প নৈপুণ্যে দর্শকের নয়ন মন আকর্ষণ ও সংসারের ঐশ্বর্য্য সম্পদের অসারতা মানব হৃদয়ে মুদ্রিত করিবার জন্য দণ্ডায়মান রহিয়াছে। গৌড়ের প্রাচীন পাড় হইতে কিছুদূর গমন করিলেই বামে দক্ষিণে সম্মুখে রাশি রাশি ভবনের চিহ্ন ও অগণ্য পুষ্করিণী দীর্ঘিকা দেখিতে পাওয়া যায়। অনেকগুলি জলাশয় পরিষ্কার, দাম শৈবালাদি কিছুই নাই। কতকগুলি সরোবর প্রকাণ্ড। পিরিজ বাড়ীর দীঘী এক বৃহৎ ব্যাপার, তাহার জল অতি নির্ম্মল। তাহাতে ধীবরেরা নৌকাযোগে জাল ফেলিয়া অনেক সময় মৎস্য ধরিয়া থাকে। অনেক দীঘী পুষ্করিণী কুম্ভীরে পরিপূর্ণ। কোথাও বা কুম্ভীর জলের উপরিভাগে ভাসিয়া বেড়াইতেছে, কোথাও বা কিনারায় পড়িয়া রৌদ্র সেবন করিতেছে দৃষ্ট হয়।

রাজবাটীর অনধিক অর্দ্ধ মাইল দূরে রামকেলী নামক স্থানে নবাবের উজীর বিখ্যাত রূপের ভবন ছিল, এখানে রূপসাগর নামে একটী সরোবর বিদ্যমান। সরোবরের বাঁধা ঘাট ও তাহার উত্তর দক্ষিণ পশ্চিম পারে বৈরাগীর আখড়া আছে। এই সরোবর রূপের খাত বলিয়া তাঁহার নামা-নুসারে 'রূপ সাগর' হইয়াছে। কথিত আছে রূপ এই সরোবর খননের জন্য এক ব্রাহ্মণের ভূমি তাঁহার অননুমতিতে গ্রহণ করেন, ব্রাহ্মণ সনাতনের নিকটে মনোদুঃখ প্রকাশ করেন। সনাতন রূপের ভ্রাতা ছিলেন, তিনি ব্রাহ্মণের দুঃখে দুঃখিত হইয়া রূপকে এই শ্লোকটী লিখিয়া পাঠান।

"যদুপতেঃ ক্ব গতা মথুরা পুরী, রঘুপতেঃ ক্ব গতোত্তরকোশলঃ।
ইতি বিচিন্ত্য কুরুষ্ব মনঃ স্থিরং ন সদিদং জগদিত্যবধারয়॥"

যদুপতি শ্রীকৃষ্ণের মথুরাপুরী কোথায় গেল, রঘুপতি শ্রীরামচন্দ্রের অযোধ্যাই বা কোথায় গেল? ইহা চিন্তা করিয়া মন স্থির কর; এই জগৎ যে অনিত্য তাহা অবধারণ কর।

এই শ্লোক পাঠ করিয়া রূপের মনে বৈরাগ্যোদয় হয়। পরিশেষে রূপ সনাতন দুই ভাইই চৈতন্যের পরম ভক্ত শিষ্য হইয়াছিলেন। রামকেলীতে ২।১ টী দেবালয়ও আছে। আষাঢ় মাসে এখানে একটী বৃহৎ মেলা হয়, ৮ দিন ব্যাপিয়া সেই মেলা থাকে। রামকেলীর কিঞ্চিৎ দূরে সনাতন গড় নামে একটী স্থান আছে। বোধ হয় সেখানে সনাতনের ভবন ছিল।

রামকেলীর পাঁচ মাইল দূরে নবাবের বারদ্বারী প্রাসাদ। শুনা যায় এটী নগরের দেওয়ান আম অর্থাৎ সাধারণ বিচার মণ্ডপ ছিল। গৃহটী পাষাণ নির্ম্মিত ও প্রকাণ্ড। চারিদিকে ৪টী বারাণ্ডা। অভ্যন্তরে বিস্তীর্ণ প্রকোষ্ঠ। বারাণ্ডার পাশা পাশি ২ শ্রেণীতে ১২টী করিয়া দ্বার আছে বলিয়া এই প্রাসাদের নাম ১২ দ্বারী হইয়াছে বোধ হয়। প্রকোষ্ঠের ছাদ নাই। বারাণ্ডার ছাদও অনেক স্থানে পতনোন্মুখ, কোন দিকের বা ভিত্তির সহিত পতিত হইয়াছে। কোথাও প্রকাণ্ড বৃক্ষ ভিত্তি ভেদ করিয়া উঠিয়াছে। হায়! যে প্রাসাদ কত অমূল্য সজ্জায় সুসজ্জিত থাকিত, মণি মুক্তা খচিত বেশ ভূষায় সুশোভিত রাজা ও রাজপারিষদ গণ যাহাকে নিয়ত উজ্জ্বল রাখিত, আজ তাহা বন্য তরু লতাতে আচ্ছন্ন। আজ সেই রাজপ্রাসাদ মর্কট শৃগালের ক্রীড়াভূমি হইয়া রহিয়াছে।

রাজবাটীর পূর্ব্বদিকের তোরণের নিকটে একটী অত্যুচ্চ মনুমেণ্ট (কীর্ত্তিস্তম্ভ) আছে। ৩।৪ শত বৎসর ঝটিকা বৃষ্টি ইত্যাদি নানা প্রাকৃতিক উৎপাত সহ্য করিয়াও ইহা দণ্ডায়মান রহিয়াছে। কিন্তু ইহার চূড়া ভূপৃষ্ঠকে আলিঙ্গন করিয়াছে। মনুমেণ্টের বহির্ভাগ নানা বর্ণের চিত্রে রঞ্জিত। বর্ণ এরূপ পাকা যে এখনও অনেক স্থানের চিত্র অবিকল রহিয়াছে।

রাজবাটীর চতুঃসীমা উচ্চ প্রাচীরে আবেষ্টিত, প্রাচীরের বহির্ভাগে পরিখা। এখানকার মনোহর প্রাসাদ সকল ভগ্ন করিয়া লইয়া গিয়াছে,

কিছুই নাই। চামকাটার মসজিদ প্রভৃতি ২। ৩টী সামান্য মসজিদ ও বেগমদিগের ক্রীড়াগৃহ মাত্র অবশিষ্ট আছে। একটী অত্যুচ্চ প্রাচীর দেখা যায়, প্রাচীরের উচ্চতা ৪০ চল্লিশ হস্ত, বেধ ১০ হস্ত। শুনিলাম এই প্রাচীরের উপরে নবাবের ঘোড় দৌড় হইত, দুই পার্শ্বে রেইল ছিল, দুইটা ঘোড়া প্রাচীরের উপর দিয়া পাশাপাশি দৌড়িয়া যাইতে পারিত। রাজবাটী বহু বিস্তীর্ণ ছিল, তাহার উত্তরের তোরণ দিয়া প্রবেশ করিয়া পূর্ব্বদিকের তোরণ পর্য্যন্ত আসিতে প্রায় অর্দ্ধ মাইলের পথ অতিক্রম করিতে হয়। উত্তরের তোরণ অতি প্রকাণ্ড। রাজবাটীর পূর্ব্ব দক্ষিণে প্রায় এক মাইল দূরে নটীমসজিদ। নটীমসজিদে চূণ সুরকির আস্তরণ হয় নাই, সমানাকারের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইটে অতি পরিপাটীরূপে প্রাচীরের গাঁথনী। সেই ইটের উপরেই নানা বর্ণের চিত্র। মসজিদের কোন স্থান এপর্য্যন্ত ভগ্ন হয় নাই। নটী মসজিদের অদূরেই পিঠা ওয়ালার মসজিদ, তাহার অনেক স্থান ভগ্ন ও বৃক্ষ লতায় আচ্ছন্ন আছে। কিঞ্চিৎ দূরে সোণা মসজিদ। এই মসজিদটী সর্ব্বাপেক্ষা সুদৃশ্য ও বৃহৎ, এখনও যেন নূতনের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ১৫৩৩ খৃষ্টাব্দে নবাব নারসিং কর্ত্তৃক সোণা মসজিদ নির্ম্মিত হয়। রাজকুমার ডিউক অব এডিনবরা গৌড় দর্শন করিতে আসিয়া সোণা মসজিদের নিকটে ২টী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র শিকার করিয়াছিলেন।

রাজবাটীর কিয়দ্দূরে কালা পাহাড়ের গড়। কালা পাহাড়কে সকলেই জানেন। ইনি হিন্দু দেবমূর্ত্তি সকল চূর্ণ করিয়া চিরবিখ্যাত হইয়াছেন। কালাপাহাড় উড়িষ্যা দেশীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁহার অতিশয় বীরত্ব ও পরাক্রম ছিল। ১৫৬৭ খৃষ্টাব্দে উড়িষ্যার রাজা মুকুন্দদেব তাঁহাকে সেনাপতি করিয়া গৌড় আক্রমণের জন্য প্রেরণ করেন। গৌড়ে আসিলে পর কোন সুযোগে যবন রাজকন্যা কালাপাহাড়কে দেখিতে পাইয়া তাঁহার রূপ লাবণ্যে মুগ্ধ হন। রাজকুমারীর প্রণয়ের অনুরোধে কালাপাহাড়কে মুসলমান হইতে হয়। তদবধি তিনি হিন্দু দেবতার ঘোর বিদ্বেষী হন। কাশী প্রভৃতি তীর্থ স্থানে যাইয়া দেবমূর্ত্তি সকল বিচূর্ণ করেন। তিনি জগন্নাথ দেবকেও অগ্নিসাৎ করিয়াছিলেন।

ধাতুময় পাত্রে অনেক সহস্র টাকার স্বর্ণ খণ্ড পাইয়াছে। সোণা মস্জিদের নিকটে কেহ একটী উৎকৃষ্ট হীরক পাইয়াছিল। এরূপ জনশ্রুতি লাঙ্গল চালন করিতে একজন কৃষক এক তামার ডেক পূর্ণ স্বর্ণ মুদ্রা পাইয়াছে। আর একজন কতগুলি সোণার ফালি পাইয়াছে। অনেকে এরূপ গুপ্তধন পাইয়া ঐশ্বর্য্যশালী হইয়াছে। অতঃপরও মৃত্তিকার নিম্ন দেশ হইতে কত ধন বাহির হইবে। *

সহমরণ।

যখন কোন মুসলমানের শব ভূগর্ভে নিহিত করা হয়, তখন সেই শবের সঙ্গে কিছু কিছু বিলাস সামগ্রী ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি মৃত ব্যক্তির পাথেয় স্বরূপ পুতিয়া রাখা হয়। গারো প্রভৃতি কোন কোন অসভ্য বন্য জাতির প্রধান লোকের মৃত্যু হইলে, পরলোকে তাহার দাসত্ব করিবার জন্য অন্য দুই একটী লোককে মারিয়া সঙ্গে লইয়া যাওয়া আবশ্যক। মৃত গারোর আত্মীয়গণ যে পর্য্যন্ত দুই এক ব্যক্তির মাথা কাটিয়া না আনিবে সেপর্য্যন্ত শবের সৎকার হইতে পারেনা। কিছুকাল পূর্ব্বে অনেক হিন্দু সস্ত্রীক পরলোকে যাইতেন। অনেক পুরুষ পূর্ব্বেই প্রিয়তমা ভার্য্যাকে, মৃত্যুকালে তাহার সহগামিনী হইবার জন্য অঙ্গীকারে বদ্ধ করিতেন। স্বামীর চিতানলে দগ্ধ হইয়া ভার্য্যার প্রাণ ত্যাগ করাকেই সহমরণ, অনুমরণ বা সতীদাহ বলে। ৭৩ বৎসর পূর্ব্বে সহমরণ সচরাচর হইত, হিন্দু শাস্ত্রকারেরা কোন স্থানে বলিয়া গিয়াছেন, যে অনুমৃতা হইলে সতী স্বামীর সহিত সাড়ে ৩ কোটী বৎসর নক্ষত্র লোকে পরম সুখে বাস করেন। এই স্বর্গ প্রলোভনই সহমরণ প্রথার প্রবর্ত্তক। বিধবা হইয়া দীর্ঘজীবিনী হওয়া কেবল বিড়ম্বনা, এই ভাবিয়াই শাস্ত্রকারেরা বিধবার সংখ্যা কমাইবার জন্য উক্ত বিধি প্রণয়ন করিয়া থাকিবেন। তখন অনেক নারী শাস্ত্রের এই অমূলক

---

* গৌড় দর্শন করিয়া আসিয়া তাহার বিষয় একবার বঙ্গবন্ধু পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। এই প্রবন্ধটীর অধিকাংশই পূর্ব্ব প্রকাশিত প্রস্তাবের অবিকল। প্রঃ, লেঃ।

বাক্যে অন্ধ বিশ্বাস স্থাপন করিয়া অনেকে কুসংস্কারী পতির পূর্ব্ব উত্তেজনায়, অনেক যুবতী ভ্রান্ত বন্ধু বান্ধবদিগের প্ররোচনায়, অনেকে শোক বিহ্বলতায় জ্ঞানশূন্য হইয়া কি বৈধব্যোচিত অত্যাচারের কষ্ট ও জীবনের ভাবী নানা বিপদ ও লোকগঞ্জনা অপমানের আশঙ্কা করিয়া স্বামীর শবকে আলিঙ্গন পূর্ব্বক চিতার জ্বলন্ত হুতাশনে আত্মহত্যা করিয়াছেন। এই সহমরণ প্রথা যে কোন্ সময় হইতে এদেশে প্রচলিত হয় তাহা স্থির করিয়া উঠা যায় না। পুরাণাদিতেও তাহার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়. আমরা রামায়ণ মহাভারতাদিতে অনেক রাজপত্নীর অনুমরণের বিবরণ পাঠ করিয়াছি; যাহা হউক ১৮০০ খৃষ্টাব্দে গবর্ণর জেনেরেল লর্ড বেণ্টিঙ্ক মহোদয় এই জঘন্য প্রথা উঠাইয়া দেন। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী গবর্ণর জেনরল লর্ড ওয়েলেসলি ইহার মূলোচ্ছেদনে যত্নবান্ হইয়াছিলেন, কিন্তু তিনি কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ইহার উচ্ছেদ মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়েরই বিশেষ যত্নের ফল বলিতে হইবে। এই কুপ্রথার মূলোৎপাটনের জন্য তাঁহাকে অনেক বিপক্ষ পণ্ডিতের সঙ্গে বিচার করিতে হইয়াছিল, অত্যাচার, নিগ্রহও অল্প সহ্য করিতে হয় নাই। ১৮০০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয়; তৎপরে ইংরেজাধিকৃত প্রদেশে আর সতীদাহের কোন উৎপাত নাই। তবে এইক্ষণে নেপাল ও মিত্র রাজাদিগের অধিকারে দুই একটী সহমরণের কথা কখন কখন শুনিতে পাওয়া যায়।

শিরোভুজ মৎস্য।

(১২২ পৃষ্ঠার পর)

শিরোভুজ মৎস্যগণ অত্যন্ত পেটুক, তাহারা ক্ষুদ্র মৎস্য এক কালে ঝাঁকে ঝাঁকে খাইয়া ফেলে। যখনি তাহারা তীরের নিকটে আইসে, তখনি সকল মৎস্য ভক্ষণ করে, ধীবরেরা আর একটীও ধরিতে পায় না। ইহারা আবার এমন নিষ্ঠুর যে, স্থলে ব্যাধ যেমন অকারণে প্রাণি বধ করিতে ভাল বাসে, জলে ইহারাও তদ্রূপ। এক সময় একটী হ্রদে একটী শিরোভুজ মৎস্য আসিয়াছিল, সে তথাকার সকল ক্ষুদ্র মাছগুলি মারিয়া ফেলিল, কিন্তু একটীও খাইল না।

কিন্তু শিরোভুজ এরূপ অস্ত্র শস্ত্রে সুসজ্জিত এবং নৃশংসপ্রকৃতি হই-লেও, ইহার অনেক শত্রু আছে, তাহাদিগের হস্তে ইহাকে মরিতে হয়। বৃহৎ জাতীয় মৎস্য সকল এবং সমুদ্রবিহারী পক্ষিগণ ইহার বিপক্ষ। মনুষ্যেরাও সহস্র সহস্র শিরোভুজ বধ করে। পৃথিবীর কোন কোন স্থানে মনুষ্য শিরোভুজের মাংস খায় এবং সচরাচর দরিদ্র লোকেরাই এরূপ করিয়া থাকে। ভূমধ্যস্থ সাগরের তটে বহু ক্রোশ বিস্তৃত শিরোভুজের অস্থি পর্ব্বত আছে। তরঙ্গবেগে সেই সকল স্থলোপরি নিক্ষিপ্ত হইয়াছে। শিরোভুজের সংখ্যা যে কত অধিক, ইহা দ্বারা প্রতিপন্ন হয়।

জেলেরা যখন এই মৎস্য ধরিতে যায়, তাহারা জলা না পর্ব্বতের কাটালে তাহাকে নিদ্রাবস্থায় শিকার করিবার পন্থা দেখিতে থাকে। এই জন্তু মৎস্য বা কর্কট ধরিবার আশায় ভুজ প্রসারণ করিয়া থাকে, মনুষ্যেরা কিরীচ আঘাতে তাহাকে বিদ্ধ করিয়া হস্তগত করিয়া লয়। দক্ষিণ সমুদ্রের দ্বীপবাসিরা শিরোভুজ মৎস্য ভোজন করে। এই মৎস্য ধরিবার জন্য তাহারা চমৎকার কৌশল করিয়া থাকে। তাহারা এক ফুট লম্বা এক খণ্ড মসৃণ তক্তা লয়। তাহার এক ধারে উপর উপরি কতক গুলি শামুক ডিম্বাকৃতি করিয়া সাজায়। এই তক্তার অন্য ধারে একটা লম্বা দড়ী বাঁধে। ধীবরেরা সমুদ্রে গিয়া সেই দড়ী যোগে তক্তা খানি জলে নিক্ষেপ করে। ইহা তলদেশে যাইবামাত্র, কোন না কোন শিরো-ভুজের অঙ্গ স্পর্শ করে। সে শামুকের শাঁস খাইবার জন্য আসিতে থাকে, ধীবরও দড়ী টানিতে থাকে। শিরোভুজ তাহার সুদীর্ঘ ভুজ দ্বারা

সেই শামুক এমত করিয়া ধরে, যে আর কিছুতেই ছাড়াইবার যো থাকে না। তখন ধীবর তাহাকে শুদ্ধ টানিয়া অনায়াসে নৌকার উপর আনিয়া ফেলে।

শিরোভুজের শত্রু অসংখ্য, এ জন্য বাহু এবং চোষক ছিদ্র ছাড়া আর কতক গুলি আত্ম রক্ষার উপায় দ্বারা জগদীশ্বর ইহাকে ভূষিত করিয়াছেন। ইহার শরীরে কালীর মত এক প্রকার কাল রঙে পরিপূর্ণ একটী থলিয়া আছে। যখন ইহা ভয় পায়, সেই কালী কতকটা বাহির করিয়া দেয় এবং চতুর্দ্দিকস্থ জল এত কাল করিয়া ফেলে যে সে যে কোথায় আছে, তাহা কেহ দেখিতে পায় না। শিরোভুজ শত্রুর চক্ষে এই প্রকারে ধূলা দিয়া প্রস্থান করে।

শিরোভুজের কালীকে 'সেপিয়া' বলে। ছবি সকল চিত্র করিবার জন্য ইহা ব্যবহৃত হয় এবং শুকাইলে যত দিন ইচ্ছা তত দিন রাখা যায়—নষ্ট হয় না। বহুকালের মৃত একটী শিরোভুজের শরীর হইতে কালীর থলিয়া ছাড়াইয়া লইয়া দেখা গেল, কালী যেন নূতন রহিয়াছে।

শিরোভুজেরা এত অধিক সংখ্যক উৎপন্ন হয় যে এ জাতির ধ্বংসের কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। ইহাদিগের ডিম সকল আঙ্গুরের মত থলো থলো হয় এবং একটী সামুদ্রিক আগাছার সংলগ্ন থাকে। কিন্তু মৎস্যেরা তীর হইতে অধিক দূরে থাকিলে ডিমের থলো কোন গাছে সংযুক্ত থাকে না, সমুদ্রের উপরে ভাসিতে থাকে। সূর্য্যের উত্তাপে ইহারা যেমন ফুটে, ছোট ছোট শিরোভুজ ঝাঁকে ঝাঁকে বাহির হইয়া জলে সন্তরণ করিতে থাকে এবং খাদ্য জন্তু শিকারের সন্ধানে ফিরিতে থাকে।

যে বৃহৎ জাতীয় শিরোভুজের কথা উল্লেখ করা গিয়াছে, তাহা সচরাচর দৃষ্ট হয় না। ইহাদিগের বিষয়ে গল্পই শুনা যায়। এক জাহাজের অধ্যক্ষ উত্তর সমুদ্রে এইরূপ একটী জন্তু দেখিতে পান। ইহার বাহুগুলি সর্পের ন্যায়, প্রত্যেকটী ৭ ফুট বা পাঁচহস্ত দীর্ঘ। এই বাহুদ্বারা জাহাজ ধরিয়া জলে টানিয়া লইয়া যায়। মহাকবি মিল্টন তাঁহার "প্যারেডাইজ লষ্ট" নামক পুস্তকের এক স্থানে ইহার উল্লেখ করিয়াছেন। এই জন্তু নরওয়েজীয় ক্রাকিন নামে প্রসিদ্ধ। ইহার পৃষ্ঠদেশ একটী দ্বীপের ন্যায়

বৃহদাকৃতি, এবং তাহা সামুদ্রিক গাছ গাছড়ায় এরূপ আবৃত, যে অনায়াসে ভূমিখণ্ড বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। ক্রাকিন সূর্য্যোত্তাপ এবং বায়ু সেবনার্থ মধ্যে মধ্যে জলের উপরি ভাগে আসিত। কোন জাহাজ তাহার নিকটে আসিলে নাবিকগণ দ্বীপভ্রমে তাহার উপরে নঙ্গর করিত। তাহারা তদুপরি অগ্নিও প্রজ্বলিত করিত। কিন্তু ক্রাকিন এতদূর প্রশ্রয় দিতে ভাল বাসিত না। আগুনে ইহার পিঠ পুড়িতে থাকিলেই যে সমুদ্র গর্ভ হইতে সে উত্থিত হইত, তথায় নিমগ্ন হইতে থাকিত, দুর্ভাগ্য নাবিকেরা জলসাৎ হইত।

নারীচরিত

গারট্রুড।

(১০৭ পৃষ্ঠার পর।)

ইতিমধ্যে গারট্রুডের পিতা মাতা সন্তানকে হারাইয়া গভীর শোকে নিমগ্ন হইলেন। পল্লীর সকল লোকেই গারট্রুডকে অত্যন্ত ভাল বাসিত, সুতরাং সকলে পড়িয়া তাহার অনুসন্ধান করিতে লাগিল, কিন্তু কোন ফলোদয় হইল না; অবশেষে দুঃখী পিতামাতা ভাবিয়া স্থির করিলেন, তাহাদিগের কন্যাটী জলে ডুবিয়াছে। কন্যার বিয়োগে গৃহের সকলি বিশৃঙ্খল হইয়া পড়িল। মেষ পালের মধ্যে একটী রোগ প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের সংখ্যা অর্দ্ধেক কমাইয়া ফেলিল। দুই বৎসর পরে অজন্মা হইয়া দুঃখী কৃষক রাজস্ব দিতে পারিল না, তাঁহার ভূমি সম্পত্তির অনেকটা বিক্রয় করিতে হইল। দশ বৎসরের মধ্যে পরিবারটী এককালে হৃতসর্ব্বস্ব হইল। এই অবস্থায় তাহারা একদিন সন্ধ্যাকালে কুটির মধ্যে বসিয়া হাহুতাস করিতেছে; শীতল বাতাস বহিতেছে, কিন্তু পোহাইবার একটুও আগুন নাই; মাতা সর্ব্বকনিষ্ঠ পুত্রটীকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন, পিতা জানালায় ঠেস দিয়া আকাশ ভাবিতেছেন, এমন সময় তাঁহাদিগের মধ্যে একটী কথোপকথন আরম্ভ হইল।

পিতা দীর্ঘনিশ্বাস পরিত্যাগ করিয়া বলিলেন "আমরা যত কষ্ট সহ্য

করিতে পারি, ঈশ্বর তদপেক্ষা অধিক দেন। আমি সহিষ্ণু হইয়া এতকাল সকল দুঃখ বহন করিয়াছি, কিন্তু এখন আর আমার কোন আশা নাই।"

মাতা মৃদুস্বরে উত্তর করিলেন "ঈশ্বরের যদি ইচ্ছা হয়, এখনও আমাদিগের ভাল হইতে পারে।" কিন্তু যখন তিনি এই কথা বলিতেছিলেন, তাঁহার চতুর্দ্দিকস্থ নিরাশ্রয় শিশুগুলির উপর দৃষ্টিপাত করিতেছিলেন এবং তাঁহার চক্ষু হইতে অশ্রুধারা বহিয়া ক্রোড়স্থ শিশুর মুখমণ্ডল ভাসাইতেছিল।

পিতা বিকট হাস্য করিয়া বলিলেন "আমাদের ভাল হইবে, তার আর সন্দেহ কি? মেয়েটী যে অবধি হারাইয়াছে, সেই অবধি কোন দিকেই ভাল হয় নাই। কালি আমাদিগকে ঘর খানি ছাড়িয়া দিতে হইবে এবং তৎপরে আমাদিগের কি হইবে ঈশ্বরই জানেন।"

এই সময়ে তাঁহাদিগের বাড়ীর দ্বারে একখানি গাড়ী থামিল।

গরিব লোকটী চমকিয়া উঠিলেন, বলিলেন "ঐ তাহারা আসিয়াছে। ইহারা কি এত নিষ্ঠুর হইবে যে আজি রাত্রিতেই আমাদিগকে তাড়াইয়া দিবে?

একটী সুদীর্ঘ প্রিয়দর্শন যুবতী গোধূলির অন্ধকার মধ্যে দণ্ডায়মান হইল, ছেলে গুলি চঞ্চল হইয়া তাহার চারিদিকে গিয়া ঘেরিল। স্ত্রীলোকটী গভীর শোকযুক্ত বোধ হইল, এবং কিছুক্ষণ একটী বাক্য নিষ্পত্তিও করিতে পারিল না। অবশেষে সে তাহার পিতার কোলে গিয়া ঝাঁপিয়া পড়িল। এই যুবতী গারট্রুড—সেই হারাইত কন্যা! কিছুক্ষণ সকলেই অবাক্য ভাবে অভিভূত হইল। মাতা গুমরাইতে লাগিলেন, তাঁহার কোলের শিশুটী কাঁদিতে আরম্ভ করিল।

গারট্রুড প্রথমেই আবেগ সংবরণ করিল এবং পিতামাতাকে ধরিয়া বসাইয়া আপনার অদ্ভুত ইতিহাস সকলি বর্ণন করিল।

বালিকা তাহার সহচরের সহিত দুই বৎসর ভ্রমণ করিয়া বেড়াইয়াছিল, তাহাতে সেই দুষ্ট ব্যক্তির আশা পূর্ণ হয় অর্থাৎ তাহারা অল্প দিনের মধ্যে অনেক টাকা উপার্জন করে। গারট্রুড বাড়ী আসিতে পাইবে, এই আশায় ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিল এবং পিতামাতার সংবাদ জানিবার জন্য সহচর দ্বারা একখানি চিঠী লিখাইতেও সমর্থ হইয়াছিল। কয়েক সপ্তাহ পরে সে

ব্যক্তি তাঁহাদের বলেন যে তিনি একজন প্রতিবাসীর নিকট হইতে প্রত্যুত্তর পাইয়াছেন যে গারট্রুডের আত্মীয় গণ আমেরিকাতে গিয়াছেন। কিছুদিন পরে সেই সহচর বুলার কুসংসর্গে পড়িয়া মদ্য পান করিতে আরম্ভ করে দুর্ভাগ্য বালিকা এখন যে কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় পড়িল বর্ণনা করা যায় না। ঐ ব্যক্তি দিন দিন অধিক খারাপ হইতে লাগিল এবং তাহার মদ্যপান স্পৃহা এত প্রবল হইল যে সে এক সময়েও আর সজ্ঞান অবস্থায় থাকিত না। একদিন রাত্রিকালে সে মাতাল হইয়া একজন সঙ্গীর সহিত মারামারি করে, তাহাতে এমত আহত হয় যে অল্প দিনের মধ্যে পঞ্চত্ব পাইল।

গারট্রুড এখন নিরাশ্রয় হইয়া, একাকিনী গানের দ্বারা চালাইতে লাগিল। সে এখন বীণা বাজাইতেও শিখিয়াছিল। বুলারের মৃত্যু হইলে সে সেই নগর লইয়া চলিল, কিন্তু কোথায় যাইবে জানে না। একদিন সে এক শোকের সুরে গান করিতেছিল, একজন বৃদ্ধ ভদ্রলোক গাড়ী থামাইয়া ইহা শুনিতে আকৃষ্ট হইলেন। তিনি বালিকার বিষয়ে নানা কথা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। গারট্রুড আপনার বৃত্তান্ত বলিলে ভদ্রলোকটী দেখিলেন, কিছু যত্ন ও ব্যয় স্বীকার করিলে বালিকাটী অতি উৎকৃষ্ট গায়িকা হইতে পারে এবং তিনি তাহাকে রীতিমত গান বাদ্য শিখিতে বলিলেন। গারট্রুড তাঁহার ব্যয়ে দুই বৎসর কাল সঙ্গীত বিদ্যা শিক্ষা করিল এবং একজন শ্রেষ্ঠ গায়ক বলিয়া পরিগণিত হইল। কিন্তু হাজার হাজার লোকে প্রশংসা করিলে কি হইবে, তাহার পিতামাতার কি হইল জানিতে না পারিয়া সে সর্ব্বদা ম্রিয়মাণ থাকিত। সে আমেরিকায় তাঁহাদিগের অনুসন্ধানে যাইতে দৃঢ়পণ করিল এবং তাঁহার বন্ধু তাঁহাকে সাহায্য করিতে স্বীকার করিল। এই উদ্দেশে বালিকা সংবাদ জানিবার জন্য পূর্ব্ব বাসস্থানে গমন করিল, পরে তথাকার ধর্ম্মযাজকের নিকট সন্ধান লইয়া পিতা মাতা যেখানে ছিলেন, তথায় উপস্থিত হইল।

গারট্রুডের পিতা কন্যার সাহায্যে অল্প দিনের মধ্যে স্বদেশে সুন্দর বাটী নির্ম্মাণ করিলেন। তাহার ভ্রাতা ভগিনীগণ তাহার ব্যয়ে বিদ্যা শিক্ষা করিতে লাগিল। দুই বৎসর তাহাদিগের সহিত সুখে বাস করিয়া গারট্রুড তাহার পূর্ব্ব সহাধ্যায়ী সেই গ্রামের যাজককে পতিত্বে বরণ করিল।

তাহার পিতা তদবধি সর্ব্বদাই বলিতেন "ঈশ্বরের কার্য্য প্রণালী আমাদিগের হইতে বিভিন্ন। আমরা যে ঘটনাকে সর্ব্বাপেক্ষা অমঙ্গলজনক ভাবিয়াছিলাম, তাহাই আমাদিগের সৌভাগ্যোদয়ের প্রধান কারণ হইল।"

ভীল সুন্দরী ইলা।

"লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু"——বঙ্গীয় প্রাচীন গাথা।

ভীলপতি শুকনাগ জাবুয়ার হারাম (অন্তঃপুর) মধ্যে যে সমস্ত নারীরত্ন আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন, ভীল রমণী ইলা তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রধানা বলিয়া গণনীয়া ছিল। একদা চন্দ্রবিভাসিতা যামিনীতে সুন্দরী তরুণবয়স্কা ইলা সঙ্গিনীগণের সহিত ক্রীড়া করিতেছেন এমত সময়ে তিনি শুকনাগের নয়ন পথে পতিতা হইলেন। শুকনাগ তৎক্ষণাৎ তাহাকে পিতৃহস্ত হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া আনিলেন এবং শৈল দুর্গময় জাবুয়ার হারাম মধ্যে আবদ্ধ করিলেন। দুরাচার শুকনাগের নিকট বীরকুমারী ইলা কি রূপে আপন সতীত্ব রক্ষা করিয়াছিলেন তাহা নিম্নে বর্ণিত হইতেছে। দুহিতৃ বিয়োগবিহ্বল বৃদ্ধ সৈনিক ইলার উদ্ধারার্থ অনেক আয়াস স্বীকার করেন, একদা তিনি সর্ব্বস্ব বিক্রয় করিয়া ভীলপতির নিকট কন্যা প্রার্থনা মানসে উপনীত হইলেন। ভীলপতি তাঁহার প্রার্থনা সিদ্ধ করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া তাহার সমুদায় অর্থ গ্রহণ করিলেন, কিন্তু ইলাকে পিতৃকরে প্রত্যর্পণ করিলেন না। ইলার পিতা হতাশ হইয়া প্রস্থান করিলেন। দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীন এই সময়ে কৃষ্ণদাসকে জাবুয়া অবরোধের জন্য প্রেরণ করিয়াছিলেন। ইলার পিতা কৃষ্ণদাসের সহিত মিলিত হইলেন। কিন্তু কৃষ্ণদাস বিলক্ষণ জানিতেন, যে শৈলদুর্গময়ী জাবুয়াপুরী অবরোধ দ্বারা বিজিত হইবার নহে, কৌশলে তাহা গ্রহণ করা আবশ্যক। ইলার পিতা দুহিতৃ-সন্ধানে বহির্গত হইলেন। যে শৈল-শিখরস্থ মন্দির মধ্যে ইলা আবদ্ধ ছিল, তিনি সন্ধান করিয়া একদা যামিনী যোগে সিঁড়ি ফেলিয়া সেই মন্দিরের গবাক্ষ দেশে ইলার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন এবং দুহিতা অদ্যাপিও ধর্ম্মপরায়ণা আছেন অবগত হইয়া পুনর্ব্বার কৃষ্ণদাসের সহিত সম্মিলিত হইলেন। কৃষ্ণ-

বাস জানিতেন জীলংপতি অত্যন্ত অশ্বপ্রিয় ছিলেন। এজন্য তিনি অশ্বপতি বেশে কতকগুলি অশ্ব লইয়া জাবুলায় উপস্থিত হইলেন। শুকনাগের অবধারিত মূল্যে অশ্বগুলি অর্পণ করিয়া তাহাকে নিজশিবিরে রজনীতে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই রজনীতে যাহা ঘটিয়াছিল তাহা নিম্নে বিবৃত হইল।

আজিও জীলেরা গায় জাবুয়ার দেশে,
 কি বেশে ইলারে শুক করিল হরণ।
আজিও জীলেরা মত্ত গায় নিশিশেষে,
 কেমনে করিল ইলা সতীত্ব রক্ষণ।

হাঁসিছে সুন্দরী ইলা, হাঁসিছে যামিনী,
 হাঁসিছে চন্দ্রমা চারু ইলার লীলায়।
এহেন সময়ে শুক হরিল কামিনী,
 ভাসাইয়া চিরদুঃখে ইলার পিতায়।

হারামের সুখবাসে রুদ্ধ ইলা বালা,
 আরামের নাহি লেশ ইলার অন্তরে।
সে সুখের মাঝে যেন সহে বিষ জ্বালা,
 করিল রোদন সাঁর জনকের তরে।

কতই সান্ত্বনা পাপী করিল ইলারে,
 তবুও ইলার চিত্ত ঘোর বিষাদিত।
কেমনে রাখিবে ধর্ম্ম, পাপ কারাগারে,
 সদত ইলার মনে ভাবনা উদিত।

যৌবনে ইলার রূপে মোহিত বিলাসী,
 আশার উল্লাসে তার প্রফুল্ল হৃদয়।
একদা ইলার গৃহে দুরাচার আসি,
 মন অভিলাষ নিজে দিল পরিচয়।

সহসা ধরিল ইলা ভয়ঙ্কর বেশ,
 শয্যা হতে ছুরি এক বাহির করিয়া।
কটীতে বসন আঁটি এলাইয়া কেশ,
 পাপীর সম্মুখে আসি, দাঁড়াল ফিরিয়া।

করাল মূরতি দেখি বিলাসী পলায়,
 এমনে সামান্য মেয়ে ভাবে মনে মনে।

শয়নে স্বপনে দেখে সেই ছুরিকায়,
সেই বিভীষণ মূর্ত্তি নিশি জাগরণে।

না যায় বিলাসী আর ইলার নিকট,
না চায় পথিক যথা দামিনীর পানে।
হায় রে আসিছে কাল পাপীর নিকট,
হবে রে বিনাশ সবে যাবে ধনে প্রাণে।

কাতর ইলার পিতা সদা কাল রয় ;
শুনিল ভীলের পতি ধন অভিলাষী।
অমনি সর্ব্বস্ব তার করিল বিক্রয়,
চলিল লভিতে কন্যা যথায় বিলাসী।

উপনীত ইলাপতি জাবুয়ার বাসে,
চারিদিকে গড় বান্ধা ইলার মন্দির।
উপনীত ইলাপিতা শুকের সকাশে
দুহিতার শোকে তার চক্ষে ঝরে নীর।

ভীলপতি লুব্ধ অতি ধনের আশায়,
বারেক বৃদ্ধের প্রতি করে নিরীক্ষণ।
বৃদ্ধ শোকে ধন দিয়া দুহিতারে চায়,
বৃদ্ধেরে ফেরায়, অর্থ করিয়া গ্রহণ।

নিরাশে বৃদ্ধের জাগে যৌবনের রাগ,
প্রতিজ্ঞা করিল হবে নাশের নিধন।
ভাবে মনে কেমনে সাধিবে শুভলাগ,
কেমনে দুহিতা পুনে করিবে মোচন।

ক্রুদ্ধ অতি দিল্লীপতি জাবুয়ার নামে,
না মানে ভীলের পতি দিল্লীপাতশায়।
লোভী অতি দিল্লীপতি জাবুয়া হারামে,
সুন্দরী রতন বহু বদ্ধ আছে তায়।

জাগিল দিল্লীর সেনা যবনের রাগে,
জাবুয়ার ধনাগার করিবে লুণ্ঠন।
বীরদর্পে পূর্ণচিত্ত কৃষ্ণদাস জাগে,
জাবুয়া সুন্দরী বস্তু করিবে গ্রহণ।
কাঁদিছে সুন্দরী ইলা কাঁদিছে যামিনী,
নিহারে চন্দ্রমা কাঁদে ইলার যৌবনে।

ঝরবার জল ছলে কাঁদেরে দামিনী,
ধরণী ধরিতে নারে সুন্দর রতনে।

একদা আঁধার বনে বাতায়নে বসি,
কাঁদিছে সুন্দরী ইলা পিতার কারণ।
সম্মুখে গিরিতে উঠি ডলিকা রূপসী,
সমীরের সঙ্গে গিয়া করে সম্ভাষণ।

"কেঁদনা কেঁদনা বামা কেঁদনা লো আর,
"আসিছে তোমার পিতা করিতে মোচন।"
এমন সময়ে ইলা পিতার আকার,
কাহারে সম্মুখে যেন করে বিলোকন।

সহসা পিতারে দেখি ইলা চমকিল,
দুহিতার দুনয়নে অশ্রু ভাসি যায়।
কৌশলে সোপান দিয়া জনক উঠিল,
দেখিবারে দুহিতারে এসেছে তথায়।

"প্রাণসমা তুমি ইলা দুহিতা রতন,
"পাপী কি তোমার ধর্ম্ম করিয়াছে নাশ?"
পিতার সে বাক্যে ইলা উত্তরি তখন,
সাক্ষীরূপে ছুরিকারে করিল প্রকাশ।

আশ্বাসি ইলারে পিতা হইল গোপন,
ইলার রজনী ভোর হবে এই বার।
শুকতারা পিতারূপে হোল অদর্শন,
তরুণ তপন ঐ উঠিছে তাহার।

আজিরে সাজিছে শুক কতই বিলাসে,
সাজে চন্দ্রবাণ সখা দলিতার পতি।
সাজিছে খোসাল পাঁড়ে প্রমোদ উল্লাসে,
জাবুয়ার উপযুক্ত ভীল সেনাপতি।

অশ্বপাল পতি আজ করি নিমন্ত্রণ,
কতই অমিরা আর ভোজন সম্ভার।
করিয়াছে বহু যত্নে বহু আয়োজন,
জাবুয়ার পতি আজ করিবে আহার।

সুরাপানে শুকনাথ মত্ত অতিশয়,
মত্ত ভীল সেনাপতি, সখা চন্দ্রবাণ।

অশ্বপতি বেশ ছাড়ি এহেন সময়,
কৃষ্ণদাস উঠি লয় অসি খরশাণ।
অমনি সহস্র লোক চৌদিক হইতে,
উঠিল লইয়া অশ্ব আর তরবার।
খণ্ড খণ্ড করি অরি কাটিতে কাটিতে,
লইল জাবুয়া দুর্গ করি অধিকার।
তদবধি কৃষ্ণদাস জাবুয়ার পতি,
এই পুরস্কার তারে দিল পাতশায়।
তদবধি কৃষ্ণদাস পেলে ইলা সতী,
কন্যা দিয়া ইলাপিতা তুষিলেন তায়।
আজিও ভীলেরা গায় জাবুয়ার দেশে,
সুন্দরী ইলারে কৃষ্ণ লভিল কেমনে।
আজিও ভীলেরা গল্প গায় নিশি শেষে,
ইলার প্রণয় গীত কৃষ্ণদাস সনে।

স্ত্রীজাতি।

স্ত্রীগণ সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ দার্শনিক হার্বার্ট স্পেন্সরের মত।

(১২৮ পৃষ্ঠার পর)

স্ত্রী এবং পুরুষের অন্যগুণগত বৈষম্য বিশেষ অবস্থা বশতঃ হইয়াছে। আদিম অসভ্যাবস্থায় পুরুষেরা নিতান্ত নিষ্ঠুর, অবিবেকী, সাহসী, স্বার্থপর এবং দুর্ব্বল নিপীড়ক হইয়া থাকে। দুর্ব্বলা স্ত্রীগণকে এই সকল লোকের হস্ত হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য কতকগুলি গুণের সমধিক পরিচালনা করা আবশ্যক হইয়া পড়ে। চিত্তানুরঞ্জন, অনুমোদনানুরাগ, ভাবগোপন, প্রবর্ত্তন সামর্থ্য ক্ষিপ্র ভাবগ্রাহিতা, এই সকল গুণে স্ত্রীগণ তৎকালে আত্মরক্ষায় সমর্থ হয়। যখন স্ত্রীগণ দুর্দ্দান্ত পুরুষের অধীনে থাকে, তখন সেই পুরুষের চিত্ত রঞ্জন করিতে না পারিলে, অত্যাচার নিপীড়িত হইয়া মনের ঘৃণা গোপন করিতে অসমর্থ হইলে, অনুনয় বিনয় বা অন্য কোন উপায়ে পুরুষের মনকে শান্ত করিতে সক্ষম না হইলে, কখন পুরুষের মনে কোন্ ভাব উত্তেজিত হইতেছে, ইহা ভাবভঙ্গী দেখিয়া

সম্বর বসিতে না পারিলে তাহাদের এবং তাহাদের সন্তান সন্ততিগণের রক্ষা কার্য্য সম্পাদন করা অসম্ভব হইয়া পড়িত। প্রাকৃতিক একটী বিশেষ নিয়ম এই, মাতৃগুণ কন্যাগণে এবং পিতৃগুণ পুত্রে সংক্রামিত হইয়া থাকে, সুতরাং স্ত্রীগণের এই সকল গুণ বংশপরম্পরায় স্ত্রীগণে বদ্ধমূল হইয়া পড়িয়াছে। ক্ষিপ্র ভাবগ্রাহিতা নির্ব্বাচন শক্তির সহিত মিলিত হইলে, অন্যের মনের অবস্থা অতি সুনিপুণ ভাব সহকারে নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে। স্ত্রীগণে ঈদৃশ সামর্থ্য নাই, যাহা আছে তাহা কেবল সহজ জ্ঞানের আকারে। স্পেন্সার বলেন প্রাগুক্ত নির্ব্বাচন শক্তি সমন্বিত ক্ষিপ্র ভাবগ্রাহিতা গুণ একজন জীবমানা স্ত্রীতে আছে, নতুবা স্ত্রীগণ দূরে থাকুক, তাদৃশ গুণসম্পন্ন পুরুষও অতি অল্প আছেন।*

উল্লিখিত বিশেষ বিশেষ গুণের মধ্যে শক্তিবিশেষের প্রতি স্বাভাবিক আকৃষ্টতা আর একটী বিশেষ গুণ। এই গুণ থাকাতে আবার দেখিতে পাই যথার্থই স্ত্রীগণ স্বাধীন ভাবে স্বামী মনোনীত করিবার ভার প্রাপ্ত হন। শারীরিক বা মানসিক অধিকতর শক্তির প্রতি তাঁহারা আকৃষ্ট হন। এই স্বাভাবিক প্রবৃত্তি থাকাতেই সমাজ এত কাল সংরক্ষিত এবং সংবর্দ্ধিত হইয়া আসিতেছে। এই জন্যই আমরা দেখিতে পাই শক্তিমান্ অত্যাচারী স্বামীর প্রতি স্ত্রীগণ চির অনুরক্ত থাকেন। স্ত্রীগণের এই গুণ থাকাতেই তাঁহারা অদ্ভুত শক্তি প্রকাশক ধর্ম্ম এবং রাজ্য বিষয়ে সবিশেষ অনুরক্ত। যত তীর্থস্থান আছে, স্ত্রীযাত্রিকের সংখ্যা তথায় এই জন্য অধিক দৃষ্ট হয়।

প্রশস্ত বিষয় ধারণে অসামর্থ্য এবং ন্যায় ভাবের অল্পতা বশতঃ স্ত্রীগণের মন নিকটের বিষয়ে সমধিক আকৃষ্ট হয়, দূরে তাহা হইতে কি অনিষ্ট উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা তৎপ্রতি তাহাদিগের দৃষ্টি যায় না। সন্তান সম্বন্ধে মাতা পিতার আচরণ দেখিলেই আমরা ইহার বিশেষ প্রমাণ পাইয়া থাকি। মাতা সন্তানের বর্ত্তমান আদরণের প্রতি দৃষ্টি করেন, ভবিষ্যতে তাহাদিগের চরিত্রে তদ্দ্বারা কি ফল হইবে কিছুই বিচার করেন না। পিতা দূরদর্শন করিয়া অনেক গুলি মনের উত্তেজিত ভাবকে দমন করেন।

* ইংলণ্ডীয় প্রসিদ্ধ গ্রন্থকর্ত্রী মিস্ কব্ কি এ স্থানের লক্ষ্য?

মাতার এই বিশেষ গুণ শুদ্ধ সন্তান সম্বন্ধে কার্য্য করে তাহা নহে, সমাজ ও পরিবার সম্বন্ধেও উহার কার্য্যকারিতা দৃষ্ট হয়। দয়া প্রকাশ করিতে স্ত্রীগণ পাত্রাপাত্র অবধারণ করেন না। সামাজিক কার্য্যে সর্ব্বদাই তাঁহাদিগের প্রবর্ত্তক। অমুক কার্য্য হইতে কালে সামাজিক অমঙ্গল উৎপন্ন হইবে, ইহার প্রতি দৃষ্টি না করিয়া কেবল বর্ত্তমান কল্যাণের দিকে তাঁহাদিগের দৃষ্টি লক্ষ্য থাকে। ব্যক্তি বিশেষের প্রতি সমধিক আসক্তি নিবন্ধন, ধর্ম্ম বা রাজ সম্প্রদায় যাহা কিছু আড়ম্বর পূর্ণ তাহাই বদ্ধমূল হইবার পক্ষে তাঁহারা সহায়তা করেন। সংশয়, দোষ দর্শন, প্রচলিত বিষয় সকলের প্রতি দোষারোপ স্ত্রীগণেতে কদাচিৎ দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহাদিগের হস্তে সমাজের শাসন ভার পরিন্যস্ত, তাঁহাদিগের শাসন বিস্তার পক্ষে স্ত্রীগণ কোন দিন প্রতিপক্ষ হন না। যে কোন বিষয়ে বর্ত্তমানে মঙ্গল হয়, তাহারই সমর্থনে তাঁহারা সম্মত। স্ত্রীগণ ক্ষমতার পক্ষপাতিনী, এই জন্য প্রকৃত স্বাধীনতা বিস্তারের পক্ষেও তাঁহারা অনুকূল নহেন। স্ত্রীগণের এই সকল মানসিক গতি সমাজের উপরে বিশেষ কার্য্য করিয়া থাকে: প্রথমতঃ এই সকল সন্তানে সংক্রামিত হয় এবং পরিশেষে জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে সামাজিক এবং গৃহ সম্পর্কীয় বিষয় পুরুষগণের মনকে অনুশাসিত করিয়া থাকে।

স্ত্রীগণের উল্লিখিত শারীরিক ও মানসিক ভিন্নতা পরিবর্ত্তিত হইবে না, ইহা নির্দ্ধারণ করা যাইতে পারে না। সামাজিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের সঙ্গে ২ স্ত্রী পুরুষের প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে এবং এই পরিবর্ত্তন দ্বারা অনেক পরিমাণে ভিন্নতা তিরোহিত হয়। অসভ্যোচিত সময়ে আত্ম রক্ষার্থ স্ত্রীগণের যে সকল গুণের প্রয়োজন ছিল, সমাজের উন্নতির সঙ্গে ২ সে সকল দিন দিন ম্লান হইতে থাকিবে। স্ত্রীগণ সর্ব্ববিধ শক্তি বিশেষের প্রতি আকৃষ্ট চিরদিন থাকিবেন; কিন্তু এমন হইতে পারে, তাঁহারা শরীর মনের গুণে আকৃষ্ট না হইয়া যে সকল গুণে সামাজিক প্রতিপত্তি লাভ হয়, তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইবেন। যাদৃশ শিক্ষাতে শরীরের অনিষ্ট না হয়, এরূপ উচ্চ শিক্ষা দ্বারাও ভিন্নতা চলিয়া যাইবে। এ উচ্চ শিক্ষা অবশ্য কেবল ভাষা শিক্ষা অথবা প্রচলিত হীন শিক্ষা প্রণালী নহে।

কালে স্ত্রীজাতির বিশেষ ক্রিয়ার আবশ্যকতা হ্রাস হইয়া আসিবে এবং সত্বর শরীর ও মনের গঠন বর্দ্ধিত হইবারও আবশ্যকতা থাকিবে না। সুতরাং এক্ষণে স্ত্রী পুরুষের এখন যে ভিন্নতা দৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহারও হ্রাস হইবে।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

সংসারের সকলের মধ্যে সদ্ভাব রাখিবার নিমিত্ত কাহার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য, তৎ শিক্ষার্থ অন্বয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, সংসারের সকলকে স্বচ্ছন্দে রাখিবার নিমিত্ত স্নানাহারাদি কার্য্যের নিয়ম শিক্ষার্থ বিজ্ঞানের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়, এবং উক্ত কর্ত্তব্য বিষয় সকল কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত স্বীয় যত্ন, চেষ্টা ও পরিশ্রম দ্বারা কার্য্যের প্রণালী ও কৌশল সকল শিক্ষা করিতে হয়। কার্য্যের অভিপ্রায় বোধগম্য হইলেই তাহার প্রতি চেষ্টা ও যত্ন হয়, কিন্তু কার্য্য সাধনের সুপ্রণালী না জানিলে অধিক পরিশ্রমেও যথেষ্ট কার্য্য সাধিত হয় না, অতএব পরিশ্রমোচিত কার্য্য সম্পাদনার্থ তৎপ্রণালী নিয়মিত রূপে শিক্ষা করা কর্ত্তব্য; কার্য্য করাই কার্য্যের শিক্ষা, কার্য্য করিতে করিতে তদ্বিষয়ে বুদ্ধি যোগায়, অতএব পুস্তক পাঠ দ্বারা যথোচিত রূপে সে শিক্ষা লাভ হওয়া অসম্ভব, তথাপি তদ্দ্বারা যত দূর সাহায্য লাভ হয় ততই ভাল, এই আশায় সাংসারিক কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে যে সকল বিষয় বিশেষ জ্ঞাতব্য তাহা লিখিত হইতেছে।

রাজ্য লইয়া যেমন রাজার রাজত্ব, তেমনি গৃহ লইয়া গৃহীর গার্হস্থ্য। কিন্তু গৃহী পুরুষ গৃহকর্ম্ম প্রায় কিছুই করিতে পারেন না, গৃহিণীকে তাবৎ কর্ম্মের শৃঙ্খলা করিতে হয়, কেননা শৃঙ্খলা না থাকিলে কার্য্য সুসম্পন্ন হইবার কোন সম্ভাবনা নাই। কর্ম্মী ও কর্ম্মজ্ঞান থাকিলেই কর্ম্ম সাধন হয় না, কর্ম্মের স্থান, সময় ও উপকরণ আবশ্যক। গৃহিণী গৃহকার্য্যে সুশিক্ষিতা হইয়া গৃহ তাঁহার কার্য্যোপযোগী স্থান কি না তাহা প্রথম পরীক্ষা করিবেন। পরে তৎকার্য্যের নিমিত্ত যে সকল দ্রব্য সামগ্রী আবশ্যক সে সমুদায় আছে কি না তাহাও পরীক্ষা করিবেন। পরে

যে সকল দ্রব্য সামগ্রী যে স্থানে থাকিলে কার্য্যের সুবিধা হয়, তাহা পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। সকল কার্য্যের নিমিত্ত ও সকল বস্তু রাখিবার নিমিত্ত স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকিলে, প্রত্যেক বস্তু যথোচিত স্থানে থাকিবে এবং কোন বস্তুর অভাব থাকিবে না। স্থানাপেক্ষ কার্য্য শয়ন, ভোজন, শৌচাচার ইত্যাদি। এই সকল কার্য্যোপযোগী স্থান যে গৃহে নাই, সে গৃহই নহে। অবস্থাবশতঃ গৃহের ইতর বিশেষ অবশ্যই হইবে, কিন্তু গৃহাভাবে গৃহী হয় না। গৃহে কিরূপ স্থান থাকা ও কিরূপ দ্রব্য সামগ্রী রাখা আবশ্যক সর্ব্ব সাধারণের উপযোগী করিয়া এক স্থানে তাহার বর্ণনা করা যায় না। অতএব প্রধানতঃ সঙ্গতি সম্পন্ন গৃহস্থের যেরূপ গৃহ ও গৃহসজ্জা থাকিতে পারে তাহা বিবেচনা করা যাইতেছে, অবস্থানুসারে তাহার তারতম্য করিয়া লওয়া যাইতে পারে।

গৃহস্থের বাটী সৎ পল্লীতে হওয়া আবশ্যক। যে স্থানে কোন কল থাকে যথা সুরকির কল পাটের কল ইত্যাদি, অথবা যে স্থানে অতিশয় বাণিজ্য ব্যবসায় প্রযুক্ত অতিরিক্ত জনতা হয়, কবর বা শ্মশান ভূমির অনতিদূরে, বিজাতীয় লোক বা বারবনিতাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত স্থানে এবং অল্পকাল পূর্ব্বে যে স্থানে জলাশয় ছিল, এমন স্থানে গৃহ নির্ম্মাণ করা বিধেয় নহে। গৃহ সংরক্ষিত অবস্থায় থাকা আবশ্যক অর্থাৎ অপর লোক হঠাৎ বাটীতে প্রবেশ করিয়াই কোন্ স্থানে কি আছে, কে কি করিতেছে সমুদায় তাহার দৃষ্টিগোচর না হয় এমন ভাবে গৃহের ঘর দ্বারাদি সংস্থাপিত হওয়া উচিত, তাহা না হইলে গৃহের আবরণ অর্থাৎ আব্রু নাই বলা যায় এবং সেরূপ গৃহ গৃহস্থের বাসোপযোগী নহে। এই জন্য গৃহস্থের বাটী দুই মহল থাকা আবশ্যক। ঘর সকলে বাতায়ন এরূপ ভাবে রাখা কর্ত্তব্য, যদ্দ্বারা বায়ুর প্রবাহ ঘরের মধ্যে বহিতে পারে এবং যথেষ্ট আলো আসিতে পারে। যে ঘরে আলো ও বাতাস যথেষ্ট না থাকে, সে ঘরের কোন ব্যবহারই করা যায় না, সে ঘরে শয়ন বা আহার করা দূরে থাকুক, কোন জিনিষ রাখিলে তাহা ভাল থাকে না, হয় উইপোকা তাহা নষ্ট করে নতুবা তাহা সেঁতা অর্থাৎ ছাতা ধরিয়া নষ্ট হয়। প্রায় অনেক স্থলে নিম্নতলস্থ গৃহের এই দুর্দ্দশা, কিন্তু সুপ্রশস্ত ও পরস্পর সম্মুখী বাতায়ন থাকিলে ঘর

ব্যবহারের যোগ্য হয়। এ দেশে দক্ষিণ দিকের বায়ু অতিউত্তম, এই জন্য যে গৃহে দক্ষিণ দিকের বায়ু প্রবাহিত হয়, সেই গৃহ উৎকৃষ্ট বাসোপযোগী। কথিত আছে পশ্চিমদ্বারী ঘর অতি ক্লেশকর, তাহার কারণ অস্তাচলগামী দিবাকর করে, তদ্রূপ ঘর অতিশয় উষ্ণ হয়। বাস্তবিক ঘর যে মুখেই হউক, ঘর একহারা মাত্র হইলে অর্থাৎ কোন দিকে দালান বা বারেণ্ডা না থাকিলে তাহাতে সময় বিশেষে কষ্ট উপস্থিত হয়। যে কোন প্রকার বহিঃপ্রকোষ্ঠ থাকিলে গ্রীষ্ম, শীত, ঝটিকা কোন উপদ্রবেই অসুবিধা হয় না। চকমিলন অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে ঘর ও বহিঃপ্রকোষ্ঠ এবং মধ্যে উঠান থাকিলে সমস্ত বাটী দৃঢ়রূপে সংরক্ষিত হয়, কিন্তু কৌশলক্রমে আলো ও বায়ুর পথের জন্য বাতায়ন বসাইতে না পারিলে সেরূপ গৃহ কষ্টকর হয়।

যাহা হউক, বাটীর মধ্যে যে যে কর্ম্মের জন্য পৃথক্ পৃথক্ ঘর থাকিলে ভাল হয়, তাহা কথিত হইয়াছে। শয়নাগার, আহারের ঘর, রন্ধন শালা, ভাণ্ডার ঘর, পাঠগৃহ, সজ্জাস্থান, স্নানাগার, পাইখানা, গাভী থাকিলে গোশালা, ক্রীড়াস্থান ইত্যাদি। যে বাটীতে যথেষ্ট ঘর আছে, সেখানে কোন্ ঘরটি কিরূপ ব্যবহারের নিমিত্ত নিয়োজিত করিলে সুবিধা হয়, তাহা গৃহিণী প্রথমতঃ বিবেচনা করিবেন। শয়নের ঘর প্রত্যেকের এক একটি হইলে ভাল হয়। যে ঘরে বায়ু সুবাহিত হয় এমন ঘরে শয়ন করা কর্ত্তব্য, কিন্তু বায়ুর প্রবাহ পথে শয়ন করা কর্ত্তব্য নহে, ইহা সর্ব্বদা স্মরণ রাখা উচিত। আহারের ঘর একটি হইলেই চলে, কিন্তু ঘরটি সুপ্রশস্ত ও যথেষ্ট বায়ু ও আলোক বিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। রন্ধন শালাও একটী আবশ্যক, কিন্তু ধূমনির্গমনের পথ ভালরূপ থাকা চাই এবং অন্যান্য ঘর বিশেষতঃ শয়নাগার হইতে কিঞ্চিৎ দূরে থাকিলে ভাল। ভাণ্ডার ঘর রন্ধনশালার নিকটে থাকা আবশ্যক, সুবিস্তৃত ঘরের একটিতে সমস্ত ভাণ্ডারের দ্রব্য রাখিতে পারা গেলেও দুইটি ভাণ্ডার ঘর আবশ্যক। স্ত্রীলোকদিগের পাঠাভ্যাসের ও শিশুদিগকে শিক্ষাদিবার নিমিত্ত অন্তঃপুরে একটি পাঠগৃহ থাকা আবশ্যক এবং বাহির্ব্বাটীতেও সন্তানদিগের নিমিত্ত একটি পাঠগৃহ থাকা আবশ্যক। অন্তঃপুরে, একটী সজ্জাগৃহ ও অধিবেশন স্থান এবং বাহির্ব্বাটীতেও তেমন

খানা ও বৈঠকখানা থাকা আবশ্যক। স্নানাগার ও পাইখানা আহারের ঘর হইতে দূরে এবং একটির অধিক থাকিলে ভাল হয়, বিশেষতঃ বহির্ব্বাটীতে একটি স্নানাগার ও একটি পাইখানা থাকা আবশ্যক। স্নানাগার আবরিত রাখিতে হয়, স্নানের সময়ে তথায় বায়ুর আবশ্যকতা হয় না, কিন্তু অন্য সময়ে বায়ু সঞ্চালিত না হইতে পারিলে তাহা শুষ্ক হয় না ও অপরিষ্কার থাকে। স্নানাগারের ও কূপের নিকটে বাসনাদি পরিষ্কার করিবার স্থান রাখা কর্ত্তব্য। শিশুদিগের ক্রীড়ার স্থান ফাঁকা জায়গায় হওয়া আবশ্যক যথা উঠান বা দালান। গাভী থাকিলে গোশালার নিয়ম এই যে, যে কয়েকটি গাভী থাকিবে সে কয়েকটির হয় পৃথক্ ঘর থাকিবে, নতুবা একটি প্রশস্ত স্থানে কিঞ্চিৎ দূরে দূরে পৃথক্ পৃথক্ গামলা থাকিবে ও গোমূত্র মল নির্গমনের এমন সদুপায় থাকিবে যে গোশালা অপরিষ্কার হইতে পারিবে না। গোশালা বিধানে মহর্ষি পরাশর কহিয়াছেন যে গোশালা সুদৃঢ়া, শুচি ও গোময় বর্জ্জিতা থাকা আবশ্যক, নচেৎ গোনাশ হয়। গোশালায় তণ্ডুলোদক, মৎস্যোদক, তপ্তমণ্ড, কার্পাস, অস্থি, তুষ, সম্মার্জ্জনী, মুষল, উচ্ছিষ্ট ইত্যাদি বস্তু নিক্ষেপ করিলে বা অজবন্ধন করিলে গোনাশ হয়; যে গৃহে শ্লেষ্ম, মূত্র, পুরীষ, পঙ্ক, ধূলা গোশালায় না পতিত হয়, সে গৃহে লক্ষ্মী স্থিরা থাকেন। আর সন্ধ্যাকালে গোগৃহে দীপ না দিলে সে স্থানকে লক্ষ্মী ত্যাগ করাতে গোগণ ক্রন্দন করে। (১)

(১) "গোশালা সুদৃঢ়া যস্য শুচি গোময়-বর্জ্জিতা।
তস্য বাহা বিবর্দ্ধন্তে পোষণৈরপি বর্জ্জিতাঃ॥
শকৃন্মূত্র বিলিপ্তাঙ্গা বাহা যত্র দিনে দিনে।
নিঃসরন্তি গবাংস্থানাৎ তত্র কিং পোষণাদিভিঃ॥
তণ্ডুলানাং জলঞ্চৈব তপ্তমণ্ডং কষোদকং।
কার্পাসাস্থিতুষঞ্চৈব গোস্থানে গোবিনাশকৃৎ।
সম্মার্জ্জনীঞ্চ মুষলং মুচ্ছিষ্টং গোনিকেতনে।
কৃত্বা গোনাশমাপ্নোতি তথা তত্রাজ-বন্ধনে॥
শ্লেষ্মমূত্র পুরীষাদি পঙ্কানিচ রজাংসিচ।
ন পতন্তি গবাং যত্র তত্র লক্ষ্মীঃ স্থিরা ভবেৎ॥
সন্ধ্যাকালেচ গোস্থানে দীপো যত্র ন দীয়তে।
স্থানং তৎকমলাহীনং বীক্ষ্য ক্রন্দন্তি গোগণাঃ॥"

অনেক ঘর থাকিলে যে যে কর্ম্মের জন্য যে যে ঘর থাকা আবশ্যক তাহা কথিত হইল, কিন্তু অনেক ঘর না থাকিলে কি নিয়মে সামঞ্জস্য করিয়া লইতে হয় তাহা সুবিধা বোধে গৃহিণীর বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। অবস্থা-ক্রমে প্রত্যেকের শয়ন গৃহ পৃথক্ থাকা দূরে থাকুক, শয়ন গৃহ, পাঠ গৃহ, অতিথিশালা গৃহ পৃথক্ না থাকাতে এক গৃহেতে অনেককে যে সকল কার্য্য করিতে হয়, এবং তাহার রন্ধন ও আহারের স্থান এক ঘরে সুবিধা করিয়া লইতে হয়। কিন্তু এক ঘরে সমস্ত কার্য্য কোনমতে চলে না, বিশেষতঃ রন্ধন ও শয়ন একঘরে কদাপি বিধেয় নহে। অতি সামান্য গৃহস্থকেও শয়ন ও রন্ধন স্থান এবং জলাগার ও পাইখানার সুবিধা বুঝিয়া গৃহ মনোনীত করিতে হয়। কিন্তু যে সকল ঘরের আবশ্যকতা দেখান গেল, এতদ্ব্যতীত আরো ঘর থাকিলে আরো ব্যবহারে লাগিতে পারে, যথা পাঠ গৃহ ও বৈঠকখানা শয়ন গৃহের ন্যায় প্রত্যেকের পৃথক্ থাকিলে ভাল হয়। বাস্তবিক এক ঘরে দুই বালকের অধিক পাঠাভ্যাস করিতে পারে না; কথা আছে "একে কর গুরু দুয়ে পাঠ, তিনে গণ্ডগোল চারে হাট"। দাস-দাসীদিগের নিমিত্ত শয়নাদির পৃথক্ ঘর থাকা বিধেয়। আবশ্যক মতে সূতিকা গৃহ রূপে ব্যবহৃত হইতে পারে, এমন ঘর থাকাও নিতান্ত আবশ্যক।

যে সকল ঘর থাকে তাহার যেটি যে কর্ম্মের জন্য উপযোগী, তাহা বিবেচনা করা গৃহিণীর কর্ত্তব্য। অনেক ঘর থাকিলেও বাটীর মধ্যে কোন ঘর একেবারে শূন্য বা অকর্ম্মণ্য রাখা উচিত নহে।

লর্ড নর্থব্রুক।

যে মহাত্মার ছবি পর পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল, ইনি ভারতবর্ষের বর্ত্তমান রাজ-প্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনেরল লর্ড নর্থব্রুক। ইহাঁর ছবি আঁকিয়া আমরা ইহাঁকে ঠিক্ দেখাইতে পারিব, এমত প্রত্যাশা করা বৃথা। ইনি অতি সুপুরুষ, দীর্ঘাবয়বশালী, প্রশস্তললাট, সতত প্রসন্নবদন। ইহাঁর প্রিয়দর্শন মূর্ত্তি যিনি একবার দেখিয়াছেন, তিনি ইহাঁর প্রতি প্রীতি ও শ্রদ্ধা-

পরায়ণ না হইয়া থাকিতে পারেন না। ইনি ইংলণ্ডের এক প্রধান বণিকবংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাঁর পিতৃ পুরুষ বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা অগাধ ধন উপার্জ্জন করেন। ইহাঁর পৈতৃক ধন সম্পত্তি যথেষ্ট আছে। আবার গত বর্ষে এক পিতৃব্য নিঃসন্তান মরাতে ইনি প্রায় ২ কোটী টাকার উত্তরাধিকারী হইয়াছেন। এই মহাত্মা যে ধনোপার্জ্জনার্থই এদেশের শাসনকর্তৃত্ব ভার গ্রহণ করিয়াছেন তাহা নহে; ইহাঁর ধনের কিছুই অভাব নাই। শুনা যায় যে ২। ৩ বৎসর ইনি ভারতবর্ষে গবর্ণরী করিতেছেন, ইতিমধ্যে বেতন স্বরূপ এক পয়সাও গ্রহণ করেন নাই। মাসে ২০ হাজার টাকা জমিতেছে,

ইহা দ্বারা কিছু ভাল কার্য্য করিবার অভিসন্ধি করিয়াছেন, অনেকে এইরূপ অনুমান করেন।

লর্ড নর্থব্রুকের গুণের কথা এখন আমরা কিছু বলিব। ইহাঁর গুণ বর্ণন করিতে গেলে প্রথমতঃ যে অবস্থায় ইনি ভারতের রাজদণ্ড গ্রহণ করেন, তাহা সহজেই মনে উদয় হয়। মধ্যে ঘোর জনরব উঠিয়াছিল, ওয়াহিবী নামক এক মুসলমান দল ইংরাজ রাজত্ব ধ্বংস করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্র করিয়াছে। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি নর্ম্মান একদিন বেলা দ্বিপ্রহরের

মন্দয় বিচারালয়ে অস্ত্রাৎ সাংঘাতিক আঘাত পাইয়া মরিলেন। ইহার অল্প দিন পরে গবর্ণর জেনরেল লর্ড মেয়ো আণ্ডামান দ্বীপে হত হইলেন। ইহাতে দেশ শুদ্ধ ত্রাহি ত্রাহি শব্দ পড়িয়া গেল, সাহসী ইংরাজগণও প্রাণ হাতে করিয়া সর্ব্বদা সশঙ্কিত ভাবে ভারতভূমিতে পদক্ষেপ করিতে লাগিলেন। গবর্ণর জেনরেলের পদ এরূপ ভয়সঙ্কুল হইল যে কোন উপযুক্ত ব্যক্তি সহজে তাহা গ্রহণ করিবেন না বলিয়া আশঙ্কা হইতে লাগিল। এই সময়ে মহাত্মা নর্থব্রুক এই কার্য্য ভার গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষে আসিতে সম্মত হইলেন। ইহাতে তাঁহার সাহসিকতা, হিতৈষিতা ও প্রভুভক্তিপরায়ণতা জগদ্বিখ্যাত হইয়াছে। ইঁহার আগমনে ভয়ার্ত্ত ও নিরানন্দ ভারত যেন এককালে সাহস ও আনন্দে পূর্ণ হইল। বীর, উদারচরিত শান্তপ্রকৃতি, বহুদর্শী, প্রজাবৎসল, বিদ্যোৎসাহী ও সর্ব্বজন হিতৈষী বলিয়া ইতিমধ্যে তিনি খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। এই সকল গুণে তিনি কেবল ভারতবাসীদিগের বিশ্বাসস্থল হইয়াছেন, তাহা নহে, ইংলণ্ডে লিবারাল ও কনজারবেটিব নামে যে দুইটী পরস্পরবিরোধী দল আছেন, তাহাদের উভয় পক্ষ হইতেই তাঁহার প্রশংসাবাদ উত্থিত হইয়াছে। ইঁহার যোগ্যতার পরীক্ষার্থে বর্ত্তমান দুর্ভিক্ষের প্রতি অনেকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহাতে তিনি যেরূপ কৃতকার্য্য হইয়াছেন, তাহাতে বিবেচক ব্যক্তিগণ আশ্চর্য্য হইয়া ইঁহাকে অসাধারণ ক্ষমতাপন্ন বলিয়া স্বীকার করিতেছেন। এরূপ না করা আমরা অন্যায় মনে করি। দুর্ভিক্ষের কয়েক মাস এই সঙ্কট সময়ে লর্ড নর্থব্রুক যেরূপ মনোযোগী হইয়া উপযুক্ত ব্যবস্থা সকল স্বয়ং প্রণয়ন করেন, কর্ম্মচারীদিগের দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহের উপায় করিয়া দেন, বিদেশ হইতে চাউল আমদানী ও অর্থ সংগ্রহের বন্দোবস্ত করেন এবং দুরন্ত গ্রীষ্মে কলিকাতা বাস স্বীকার করিয়া প্রজাদিগের হিত চিন্তায় শরীরের শোণিত শুষ্ক করেন, তাহা চিন্তা করিয়া কাহার হৃদয় কৃতজ্ঞতাতে উদ্বেলিত হইয়া না উঠে? তিনি এত যত্নবান না হইলে কত সহস্র ২ লোক অন্নাভাবে কালগ্রাসে পতিত হইত। তিনি বঙ্গদেশের দারুণ সাংক্রমিক রোগের দমনার্থও নিশ্চেষ্ট নহেন, এ দেশে প্রথমে আসিয়াই ইহার কারণানুসন্ধান জন্য ডাক্তর দিগকে উত্তেজিত করিয়াছেন।

মহাত্মা নর্থব্রুক যে এদেশীয় রমণীগণের পরম হিতৈষী, তাহা বামাগণের বিশেষরূপে জানা কর্ত্তব্য। তিনি রাজ্যের কর্ত্তা, কত লোক সাধ্য সাধনা করিয়া তাঁহাকে পায় না, কিন্তু তিনি স্ত্রীশিক্ষার উৎসাহ দানার্থ ভারত-সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ে দুইবার উপস্থিত হন এবং ছাত্রীগণের উন্নতি দেখিয়া কত আনন্দ প্রকাশ করেন। তিনি সম্প্রতি ঢাকা অঞ্চল দর্শন করিতে যান, সেখানে গিয়া ইডেন স্ত্রীবিদ্যালয়ের তত্ত্ব লন এবং সেখানকার ছাত্রীরা তাঁহাকে অভিনন্দন দিলে তিনি তাহার প্রত্যুত্তরে অনেক আশা ও উৎসাহ দান করিয়াছেন।

ভারতবর্ষের সাধারণ মঙ্গলের জন্য লর্ড নর্থব্রুক অনেক প্রকারে চেষ্টিত আছেন। তিনি এদেশকে আয়করের হস্ত হইতে মুক্ত করিয়াছেন। বিলাতের কর্ত্তৃপক্ষগণের মতে ভারতবর্ষ বড় ধনী দেশ, ইহার অধিবাসীদিগের উপরে যত টাক্স ধার্য্য হউক, তাহারা দিতে সমর্থ। কিন্তু লর্ড নর্থব্রুক দেখাইয়াছেন যে ভারতবর্ষের লোকেরা বড় গরিব, ইহাদিগের উপর কর সংস্থাপন পূর্ব্বক পীড়ন করিলে অত্যন্ত অন্যায়াচরণ হইবে।

এই মহাত্মার গুণাবলী আমরা এ অল্প স্থানের মধ্যে কত বলিব। ইঁহার যে যশঃ সৌরভ চারিদিকে বিস্তারিত হইতেছে, তাহা আরো বিস্তারিত হইতে থাকুক। দুঃখের বিষয় ইঁহার গৃহিণী নাই। কিন্তু তাহাতে ইনি এদেশের হিত সাধনে অধিক অবসর পাইয়াছেন। ইঁহার গুণবতী কন্যা মিস ব্যারিঙও পিতার সম্পূর্ণ উপযুক্ত, তিনি এখন ইংলণ্ডে, যতদিন এখানে ছিলেন, এদেশের নারীগণের হিতোদ্দেশে বিশেষ মনোযোগী ছিলেন। ইহাঁর পুত্রও অতি সুযোগ্য, এখানে পিতার সহচর ছিলেন, অল্পদিন হইল বিলাতে গিয়াছেন।

দয়াময় ঈশ্বরের নিকট এখন প্রার্থনা, তিনি এরূপ মহাত্মাকে দীর্ঘজীবী করুন, তাঁহার শাসনাধীনে এদেশকে সুখী করুন এবং তাঁহাদ্বারা ইংরাজ নামের মহত্ত্ব ও গৌরব প্রদর্শন করিয়া এদেশীয়দিগকে তদনুরূপ উচ্চপ্রকৃতি হইবার সহায়তা করুন।

তারা মৎস্য।

করাতধারী, খড়্গধারী, উড্ডীয়মান, প্রভৃতি মৎস্যের বিবরণ লিখিত হইয়াছে, আজি এক প্রকার আশ্চর্য্য মৎস্যের বৃত্তান্ত বর্ণনা করা যাইতেছে, ইহাকে তারা মৎস্য বলে। ইহার শরীরের মধ্যস্থল গোলাকৃতি, তাহার চারিদিকে সূক্ষ্ম ও দীর্ঘ বাহু সকল কিরণের ন্যায় বহির্গত হইয়াছে। শরীরের মধ্যবর্ত্তী গোলাকার অঙ্গটীতে এক ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাহাই

ইহার মুখ, বাহু সকল দ্বারা খাদ্য জন্তু সকল ধরিয়া সেই পাকস্থলের মধ্যে পুরিয়া দেয়। যখন খাদ্য জন্তু নিকটে আইসে, এই বাহু সকল একত্র হইয়া যেন অঙ্গুলি বদ্ধ হয় এবং শিকার তাহা হইতে পলায়ন করিতে পারে না। এই বাহু সকলের পার্শ্বে শত শত ক্ষুদ্র সূত্রের ন্যায় থলী থাকে। শিকার বাহু পিছলাইয়া গেলে সেই অঙ্গুলি দ্বারা বদ্ধ হয়। ইহাদিগের থলের মধ্যে এক প্রকার রস থাকে, তাহার স্পর্শে শিকার সকল অচৈতন্য হইয়া পড়ে। তারা মৎস্য এই রস স্পর্শে শামুক ঝিনুক প্রভৃতিকে অচৈতন্য ও বধ করিয়া ভক্ষণ করে।
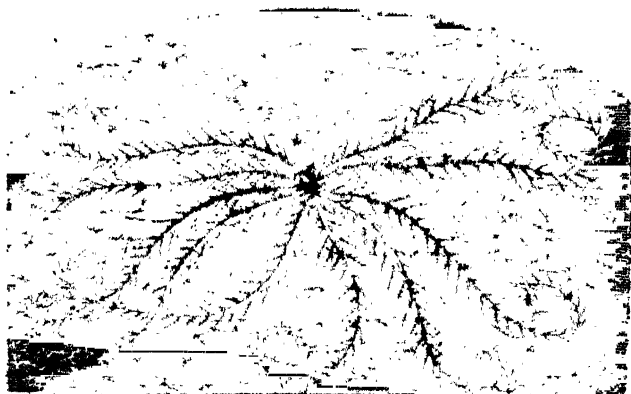
তারা মৎস্যের শরীরের গঠনের বিষয় কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত থাক যায় না, এরূপ সুন্দর ও আশ্চর্য্য দর্শনীয় পদার্থ অল্প আছে। আমা যে ছবিটী প্রকাশ করিলাম, ইহাকে পালক তারা বলে। এটী দেখিে জন্তু, না কয়েকটী পালক একত্র রহিয়াছে বোধ হয়? ইহাকে একটী সুন্দর ফুল বলিলেও বলা যায়। ইহার বর্ণ আবার খোরাল গোলাপি তাহা দেখিতে আরো কত সুন্দর। ইহার কঙ্কালটী সহস্র সহস্র প্রস্তরে ন্যায় অস্থি খণ্ডে রচিত এবং বহিঃ চামড়া দ্বারা আবৃত। নরওয়ে হইতে ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। "পদ্ম তারা" বলি ইহাদিগের এক জাতি ছিল, তাহা দেখিতে আরো সুন্দর। এ প্রাণি পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। কিন্তু "ডকবসন তারা মৎস্য" নামে এ এক জাতি আছে, ইহা দেখিলে একটী ঝাড় লণ্ঠন বলিয়া বোধ হয় ইহাতে এত কারিকুরী, যেন একজন শিল্পকর বিরলে বসিয়া আপনা সকল শিল্প নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়াছেন। ইহার শরীরের এত বিচিত্র বর্ণ যে দুইটী প্রায় এক সমান নয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় এরূপ মনোহ

জন্তুকে ধৃত করা যায় না। ইহাকে কেহ স্পর্শ করিলে বা ধরিতে গেলে এক এক করিয়া সকল বাহুগুলি ভাঙ্গিয়া ফেলে, এবং আপনা আপনি শরীর এমন মোচড়াইতে থাকে যে কোন অবয়ব অক্ষয় থাকে না। ইহাকে এককালে শীতল জলপূর্ণ একটী কলসে পূরিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ মরিয়া যায়, আর আপনাকে ভাঙ্গিবার অবসর পায় না। প্রাণিতত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা এইরূপে অনেক কষ্টে ইহার নমুনা সংগ্রহ করিয়াছেন।

নূতন সংবাদ।

১। কলিকাতার উপনগরের গত ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষায় ৩৬টী ছাত্রী উপস্থিত হন, তন্মধ্যে ১১ জন বৃত্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন। ১ টাকা বৃত্তি ৬ জন, ২ টাকা ১ জন, ৩ টাকা ৩ জন এবং ৪টাকা ১ জন পাইয়াছেন।

২। স্ত্রীলোকদিগকে উপাধি দিবার জন্য লণ্ডন নগরস্থ সেনেট সভা এই স্থির করিয়াছেন যে উপাধি দানের নূতন বন্দোবস্ত করিবার আবশ্যকতা নাই, সেনেট স্ত্রীলোকদিগকে পুরুষদিগের ন্যায় উচ্চ শিক্ষা দিবার উপায় বিধান করিবেন। ইংলণ্ডেও স্ত্রীলোকদিগের প্রতি যখন এই ভাব, তখন এদেশে আর কি হইবে?

৩। গত ১০ বৎসরের মধ্যে চিকিনে প্রায় ১৫ টী আমেরিকান যুবতী মিসনরি আসিয়াছেন। এক্ষণে দশ টী মাত্র তথাকার অধিবাসিনী।

৪। ফ্রান্সের বিখ্যাত সেনাপতি মার্সেল বেজেন তাঁহার পতিব্রতা স্ত্রীর আশ্চর্য্য কৌশলে কারাগার হইতে প্রস্থান করিয়াছেন।

৫। মিরর বলেন ২১ এ জুলাই বাবু প্রতাপচন্দ্র মজুমদার লণ্ডনের ক্রিষ্টাল পেলেসে একটী বক্তৃতা করেন। তথায় প্রায় ৩৯০০০ লোক উপস্থিত ছিল। প্রতাপ বাবু জর্ম্মণি সন্দর্শন করিয়া সত্বর স্বদেশে প্রত্যাগমন করিবেন। এই মহাত্মা ইউরোপের নানাস্থানে ভ্রমণ পূর্ব্বক ভারতবর্ষীয় মহিলাগণের উন্নতির উপায় সংগ্রহ করিতেছেন শুনিয়া আমরা যারপর নাই আনন্দিত হইলাম।

বামাগণের রচনা।

মাধবী লতা।

অয়ি! প্রাণপ্রিয় সখি! মাধবী লতিকা।
সুখী হব তোমার দেখিয়া সুকলিকা॥
রোপণ করিনু যত্নে এই আশা ধরি;
সেচন করিনু নীর বহু যত্ন করি॥
দিনে দিনে হবে তুমি বাড়িতে লাগিলা।
দেখিয়ে তোমারে মন আহ্লাদে গলিলা॥

গেলাম তোমায় লতা ! দেখিবার তরে।
নব রূপে সুখ দিলা আমার অন্তরে॥
তোমার সঙ্গেতে সখি আলিঙ্গন করি।
ভাসিনু আনন্দ নীরে চড়ি সুখ তরি॥
পুনর্ব্বার একি তব দশা আর হেরি।
রয়েছ মলিন মুখ অবনত করি॥
কেনলো সজনি তুমি নাহি কও কথা।
মুখ তোল প্রিয় সখি খাও মোর মাথা॥
কেন লো হেরিছি আজ কাতর এখন।
কি বা দুঃখে আজ তুমি হয়েছ এমন॥
হায় হায়! কেন আমি নানা চিন্তা করি।
দেখিয়ে তোমার দশা জ্ঞান যায় হরি॥
এই যে তোমারে হেরি চরম সময়।
হইয়াছে অঙ্গ সব শুষ্ক অতিশয়॥
আহা! হেরি তব দশা দুঃখিত অন্তর।
এই দুঃখে মম মন কাটে নিরন্তর॥
শুকায়েছে পত্র-সব পীত বর্ণ হায়।
শুকায়েছে শাখাগণ ক্ষীণ যষ্টি প্রায়॥
সর্ব্ব অঙ্গ এককালে হয়েছে মলিন।
এই কি জীবন তোমা হতে গেল লীন॥
যেমন গরবী তুমি সতেজে উঠিলে।
আবার তেমনি হায় লয় হয়ে গেলে॥
হায়! সখি! এই দশা আমার হইবে।
কালে বুঝি সব ভবে লয় হয়ে যাবে॥
দেখিতে ভবের মেলা আসা ভূমণ্ডলে।
সময়ে সবারি পুনঃ যেতে হবে চলে॥
অতএব নরগণ হও সাবধান।
নিজ নিজ কর্ম্ম সবে কর সমাধান॥
মিছামিছি কাটিওনা অমূল্য জীবনে।
সার কর্ম্ম কর লভ পরমার্থ ধনে॥
ওহে বিভো প্রণিপাত করি তব পদে।
বাঁচাও মনুষ্যগণে এ ঘোর বিপদে॥

শ্রী ব্র, সু।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩৪ সংখ্যা | আশ্বিন বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

সালিমা বাগ।

লাহোর নগরের তিন মাইল অন্তরে সালিমা নামক মনোহর উদ্যান। এই উদ্যানটী অতি প্রাচীন। কথিত আছে সম্রাট জাহাঙ্গির ইহা প্রস্তুত করেন। জাহাঙ্গিরের অন্যতর নাম সালিম। তাহা হইতেই উদ্যানের নাম সালিমা হইয়া থাকিবে। উক্ত সম্রাট অনেক সময়ে লাহোরে অবস্থিতি করিতেন। লাহোরেই তাঁহার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হয়। লাহোর নগরীর এক ক্রোশ দূরে ঐরাবতী নদীর দক্ষিণ তীরে তদীয় অপূর্ব্ব সমাধি মন্দির অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। লাহোরে অবস্থান কালে সম্রাট সেই উদ্যানে বিহার করিতেন। ১৬০৫ খৃঃ জাহাঙ্গির সিংহাসনে আরূঢ় হন। সালিমা যদি সেই সময়ের নির্ম্মিত হয়, তাহার বয়ঃক্রম ২৬৯ বৎসর হইয়াছে।

সালিমার রচনা প্রণালী অতি বিচিত্র। অন্য উপবনের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য হয় না। এই উদ্যানটী ত্রিতল। গৃহ ত্রিতল, চতুস্তল হয়, কিন্তু বৃক্ষবাটিকা ত্রিতল কিরূপ, ইহা জানিবার জন্য অনেকের কৌতূহল জন্মিতে পারে। ত্রিতল, চতুস্তল গৃহ সকল যেমন উপর্য্যুপরি স্থাপিত, এই উদ্যানটী সেরূপ নয়। ইহা তিন থাকে বিভক্ত, সোপান শ্রেণী যোগে গৃহের নিম্নতল হইতে ক্রমশঃ দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুস্তলে আরোহণ করিতে হয়। সালিমা সম্বন্ধে তাহার বিপরীত। তোরণ অতিক্রম করিয়াই সালি-

যার তৃতীয়তলে অর্থাৎ সর্ব্বোপরি থাকে, উপস্থিত হইতে হয়। তথা হইতে অগ্রসর হইয়া ক্রমশঃ সরণী যোগে দ্বিতীয় ও প্রথম তলে অবরোহণ করা যায়। ৮। ১০ হাত নীচে এক একটী প্রসারিত থাকে। সালিমায় অনেক গুলি ক্রীড়া সরোবর ও পয়ঃপ্রণালী আছে। ঐরাবতীর জলস্রোত আসিয়া সে সমুদায়কে পরিপূর্ণ করে। সরোবর সকলে ৪৫০ টী ফোয়ারা। যখন সমুদায় ফোয়ারা হইতে মুক্তা ঝাড়ের ন্যায় অসংখ্য বারি কণিকা উৎক্ষিপ্ত হইয়া বর্ষিত হইতে থাকে, তখন উদ্যান যে কি চমৎকার শোভা ধারণ করে তাহা বর্ণনার অতীত। এই উদ্যানে তুল্যাকারে অনেক শত কমলা তরু শ্রেণীবদ্ধরূপে শোভা পাইতেছে। শীত ঋতুতে রাশি রাশি আ... ক্তিম কমলা লেবুর মালায় শাখা দল উজ্জ্বল হইয়া উদ্যানের মনোহরত্বী সম্পাদন করিয়া থাকে। উক্ত লেবু দর্শন-প্রিয়, রসনা-প্রিয় নহে। অধি... কাংশ এত টক যে জিহ্বা সংস্পর্শ করা যায় না। সালিমায় পুষ্পতরু অনেক আছে। এখানকার গোলাপ পুষ্প অতি বৃহৎ ও মনোরম। উদ্যা... অঙ্গনের অনেক স্থান শ্বেত প্রস্তরে বাঁধা। কোন কোন স্থানে শুভ্রোপল নির্ম্মিত অট্টালিকা শোভা পাইতেছে। স্থানটী যেমন রমণীয়, তেমন নিবি... ও গম্ভীর। এই পরম সুন্দর উদ্যান দর্শন করিলে হৃদয় পুলকে প... হইয়া উঠে।

ভার্য্যার গুণশীলতা।

"না হেরে সে চাঁদমুখ বুক ফেটে যায় রে!
আমার সে প্রাণ প্রিয়ে রহিল কোথায় রে!!
ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।

রতিকে এক দণ্ড না দেখিতে পাইয়া মদনদেব এইরূপ বিলাপ করিয়া... ছিলেন। তাঁহাদিগের প্রণয় কি গভীরতম! সে প্রণয় যথার্থ দেবোচিত বটে। এরূপ প্রণয় যে গৃহধামে দম্পতি মধ্যে বিরাজ করিতেছে, সেই গৃহধামই যথার্থ সুখের আলয়। যে স্ত্রী বিরহে স্বামী এইরূপ লালায়িত হয়েন, সেই স্ত্রীই পরিণয়ের পাত্রী। মনোনীত ও গুণবতী স্ত্রী হইতে

তিনি যে অবশ্য স্বামীর হৃদয়মোহিনী হইবেন তাহার আর সন্দেহ নাই। যেখানে না হয়, সেখানে স্বামীর পুরুষার্থ নাই, হৃদয় নাই এবং মনুষ্যত্ব নাই। সে ভার্য্যার জীবন অভিসম্পাতময় বলিতে হইবে।

স্ত্রীর জন্য স্বামী যতদূর কষ্ট স্বীকার করেন, স্বামীর সন্তোষোৎপাদন ও শ্রান্তিদূর করিবার জন্য স্ত্রীরও তত্তোধিক যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। যিনি ভার্য্যার সুখের জন্য সংসারের জটিল ও ক্রূরপথে পরিভ্রান্ত এবং লালায়িত হইয়া বেড়াইতেছেন, তিনি যখন গৃহে প্রত্যাগমন করিয়া ভার্য্যার সমীপে উপনীত হইবেন তখন সেই পতির প্রতি ভার্য্যার কি প্রকার ব্যবহার করা উচিত? পতির যথাবিধি সেবা শুশ্রূষা করিয়া তাঁহার ক্লান্তি বিদূরিত করা কি তাঁহার কর্ত্তব্য নয়? গৃহধামকে পত্নীর এরূপ করিয়া রাখা উচিত যেন সংসারের কার্য্যে বিরক্ত ও পরিশ্রান্ত হইয়া পতি গৃহে আসিলে গৃহধামকে সুখময় ও পত্নীসহবাস পরম সুখালয় বলিয়া বোধ হইতে থাকে। কিন্তু বাস্তবিক কি এইরূপ সচরাচর দৃষ্ট হয়? অনেক পত্নী এমত মনে করেন, যে স্বামী যখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন তখন তিনি অবশ্যই তাঁহার ভরণ পোষণ ও সুখের জন্য ব্যস্ত থাকিবেন—মনে করেন যখন আমার বিবাহ হইয়াছে, তখন আমি স্বামীর শুশ্রূষা করি আর না করি, তাহার বাধ্য হই আর নাহই, তাহার মনস্তুষ্টি করি আর না করি তাহাতে কিছুমাত্র ক্ষতি নাই। এরূপ স্থলে পাঠিকাগণ বিবেচনা করুন, পতিগৃহে আসিয়া পত্নী সহবাসে কতদূর সুখী হইতে পারেন।

পতির সৌভাগ্য সময়ে ভার্য্যা যেমন সুখিনী ও পরিতুষ্টা থাকেন, দুঃসময়ে অনেকে তাঁহাকে সেইরূপ রুষ্ট করেন। কিন্তু তাঁহাদিগের বিবেচনা করা উচিত, যাঁহার হস্ত হইতে সৌভাগ্য প্রাপ্ত হইয়া সুখিনী হইতে পারেন, তিনি যদি কখন দুঃখ আনিয়া দেন, কেন সন্তোষের সহিত একত্রে বহন করিবেন না? ধার্ম্মিক জোবের * যখন দুর্ভাগ্য উপস্থিত হয়, তখন তিনি এই বলিয়া সন্তুষ্ট হন যে, ঈশ্বর যখন তাঁহাকে সৌভাগ্য দিয়াছিলেন তখন যদি তিনি তাঁহার নিকট হইতে সাদরে তাহা গ্রহণ করিয়াছেন,

* বাইবেলে জোবের অধ্যায় দেখ।

এখন সেই ঈশ্বর আবার দুঃখ উপস্থিত করিলে তাহা বহন করিতে কেন বিরক্ত হইবেন? রামচন্দ্র রাজা হইলে সীতাদেবী অবশ্য রাজরাণী হই-তেন সন্দেহ নাই। রামচন্দ্র বনবাসী হইলে সীতাদেবীও সেইরূপ মনে করিয়াছিলেন আমিও কেন বনবাসিনী হইব না? যাঁহার সুখে সুখিনী হইতে পারিলাম, তাঁহার দুঃখে দুঃখিনী হইবার সময় অগ্রসর হইব না কেন? কিন্তু সীতাদেবীর মত কয় জন নারী স্বামীর দুঃখে দুঃখিনী হইয়া তাঁহার ভাগ্য বহন করিতে প্রস্তুত আছেন?

যাহা হউক, পত্নীর যে সমস্ত গুণে অলঙ্কৃতা হওয়া আবশ্যক, সার টমাস মুর তাঁহার একখানি প্রসিদ্ধ পত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। ভার্য্যার কি কি গুণ দেখিয়া দারপরিগ্রহ করা উচিত, কোন বন্ধু যুবকে তদ্বিষয়ে সৎপরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন। মুর বন্ধুবরকে পত্নীর ঐশ্বর্য্য এবং রূপের প্রতি তত দৃষ্টি করিতে বলেন নাই। তিনি উপদেশ দেন "মিত্রবর, তুমি যদি ইহ-জীবনে সুখী হইতে চাও, তবে ধর্ম্মবতী ও জ্ঞানবতী ভার্য্যার পাণিগ্রহণ করিও।" মুরের সারগর্ভ কতিপয় উপদেশ বাক্য নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"মিত্রবর, দেখিও যে নারী নিতান্ত নিরীহ ও নির্ব্বোধের মত সর্ব্বদা মুখ বুজিয়া থাকে, অথবা যে নারী নিয়তই কেবল মূর্খের ন্যায় বাক্যব্যয় করিতেছে সে প্রকার নারীর পাণিগ্রহণ করিও না। কলত্র নির্ব্বাচন অতি কঠিন বিষয়! পরিণয়ার্থিনী যদি বিদ্যাবতী থাকেন ভালই, নচেৎ দেখিবে তিনি ভবিষ্যতে জ্ঞানার্জ্জনে কতদূর সমর্থা হইতে পারেন। এ প্রকার গুণবতী ভার্য্যা হইলে তিনি সর্ব্বদা পণ্ডিতগণের ধর্ম্মোপদেশ ও সাধু বাক্য সকল স্মরণ করিয়া তদনুসারে কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহার মুখে সুধীগণের বাক্য সকল নিয়তই শ্রবণ করা যায়। গুণবতী স্ত্রীর লক্ষণ এই তিনি সম্পদ ও সৌভাগ্য সময়ে নিতান্ত গর্ব্বিণী ও উন্মত্তা হয়েন না, এবং বিপদ্ ও দুরবস্থায় একেবারে ভগ্নহৃদয়ও হয়েন না। তাঁহার মন সর্ব্বাবস্থায় শান্ত থাকে। যে ভার্য্যা সর্ব্বদা প্রফুল্লচিত্ত, ও স্থির প্রকৃতি, তিনি সুরসিকা তাঁহারই সহবাসে জীবনে সুখী হওয়া যায়। গুণবতী ভার্য্যা যখন শৈশবকালেই সন্তানগণকে স্নেহ অঙ্কে প্রতিপালন করেন, তখনি তাহা-দিগকে ধর্ম্ম ও জ্ঞান পথে লইয়া যান, তিনি স্তন্য দুগ্ধের সহিত শিশু

সন্তানের অন্তরে জ্ঞানোপদেশ সকল প্রবেশিত করেন। যাহাদিগের সংসর্গে থাকি না কেন, যে ভার্য্যার জন্য প্রাণ কাঁদিতে থাকে, যাহার সুখময় সহবাস লাভার্থ আমরা বন্ধুর সহবাস ও পরিত্যাগ করি, যাহার স্নেহময় জ্ঞানগর্ভ মধুময় বাক্য শ্রবণ করিবার জন্য আমরা আহ্লাদের সহিত গৃহে আসি, যিনি পতির এতদূর হৃদয়াকর্ষণ করিতে পারিয়াছেন, এতদূর অনুরাগিণী হইয়াছেন তাঁহাকেই প্রকৃত ভার্য্যা নামের অধিকারিণী বলিতে পারি। যে ভার্য্যার সহবাসে কখন বিরক্তি বোধ হয় না, প্রত্যুত দিবারাত্রি যাহার কথাবার্তায় আমোদিত হওয়া যায়, যাহার মধুর ভাষে প্রাণ পরিতৃপ্ত হয়, যাহার [illegible] বাক্যে প্রত্যহ নূতন নূতন আমোদ লাভ করা যায় সেই ভার্য্যা কতই প্রশংসনীয়া! যখন তিনি সুমধুর সঙ্গীত করেন তখন যেন শ্রবণে মধুবর্ষণ হয়, পতির মনোরঞ্জনার্থ তিনি যখন সময়ে সময়ে এক একটী গীত প্রণয়ন করিয়া গাইতে থাকেন, তখন পতির হৃদয় কি আনন্দ রসেই প্লাবিত হইতে থাকে! তিনি তোমার চিত্তকে সর্ব্বদা সুস্থির রাখিতে পারেন, এবং তোমার চরিত্র অসৎ হইতে দেন না। তোমার চিত্ত যখন সংসারামোদে বিচলিত হইবার উপক্রম হয়, তখন তিনি সুমধুর বাক্যে তোমার উন্মত্ততা নিবারিত করেন। যদি তুমি ভাবনায় ভারাক্রান্ত হও, সে ভার তিনি অনায়াসে লঘু করিতে পারেন।"

সার টমাস মুরের সুভার্য্যার লক্ষণ সমুদায় আমাদিগের শাস্ত্রোক্ত সতী-নারীর লক্ষণের সহিত ঐক্য হয়। আমরা এই সমস্ত লক্ষণ "পতিব্রতা ধর্ম্ম" নামক প্রস্তাবে এই পত্রিকার ৫ম ভাগে সবিশেষ বিবৃত করিয়াছি। সেই সকল লক্ষণের সহিত মুরের উক্ত পত্রিকা তুলনা করিলে পাঠিকাগণ দেখিতে পাইবেন যে কি এতদ্দেশীয়, কি সভ্যতম ইউরোপীয় পণ্ডিত-মণ্ডলী সকলেই একবাক্যে সুশীলা স্ত্রীর লক্ষণ সকল একরূপই বর্ণন করিয়াছেন, এবিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

মুর যে প্রকার সুভার্য্যার লক্ষণ বিবৃত করিয়াছেন তদ্রূপ ওভিডের কন্যা গুণবতী ছিলেন। তিনি কবিতায় তাঁহার পিতার প্রতিযোগী হইয়াছিলেন। পণ্ডিতগণ উঁহার যে প্রকার বিবরণ দেন, তাহাতে তাঁহাকেও একটি নারীরত্ন বলিয়া প্রতীতি হয়। গ্রাকাইদ্বয়ের জননী নিশ্চয় এবম্বিধ

স্ত্রীরত্ন ছিলেন। এনড্রোম্যাকির (ইন্দুমুখী) জন্য হেক্টর একদা রণভূমি পরিত্যাগ পূর্ব্বক তাঁহাকে দেখিয়া গিয়া চিত্ত চাঞ্চল্য নিবারণ করিয়াছিলেন। যতক্ষণ তিনি এনড্রোম্যাকির সহবাসে ছিলেন, ততক্ষণ তিনি যে সুখে অতিবাহিত করিয়াছিলেন কবিগুরু হোমর তাহা সুন্দর রূপে বর্ণন করিয়াছেন। ডিসরেলী, পণ্ডিত বিউডিয়সের সহধর্ম্মিণীর যে প্রকার বিবরণ দেন, তদ্দৃষ্টে প্রতীত হয় সেই সুধীবর তদীয় পত্নীসহবাসে অত্যন্ত সুখী ছিলেন। এই পত্নী পণ্ডিত বিউডিয়সের অধ্যয়নে বিস্তর সহায়তা করিতেন। তদ্ব্যতীত তিনি একাদশ সন্তানকে লালন পালন করিয়া মানুষ করিয়াছিলেন। ব্যারণ হলারের স্ত্রী ও তদীয় অধ্যয়নে অনেক সাহায্য করিতেন। কনিষ্ঠ প্লিনী তদীয় স্ত্রী ক্যালিফর্ণীয়ার কি চমৎকার প্রকৃতি বর্ণন করিয়াছেন! কেবল স্বামীতেই ক্যালিফর্ণীয়া সমস্ত আনন্দ স্থাপন করিয়াছিলেন। স্বামী যাহা ভালবাসিত, তিনিও তাহা ভালবাসিতেন। স্বামীর তিনি এতদূর অনুরাগিণী ছিলেন, যে তাহাদিগের উভয়েরই প্রবৃত্তি ও চিন্তা একই দিকে ধাবিত হইত। যাহাহউক আর দৃষ্টান্তের সংখ্যা বৃদ্ধি না করিয়া আমরা এই প্রস্তাব একটি সুন্দর আখ্যান দিয়া পরিসমাপ্ত করিব। এই আখ্যানটি গ্রীক পুরাণ হইতে সঙ্কলিত হইল। আমরা সাবিত্রীর উপাখ্যানে দেখিয়াছি, সাবিত্রী পতির জীবনের জন্য যমপুরী পর্য্যন্ত গিয়াছিলেন। কিন্তু নিম্নোক্ত আখ্যানে পরিদৃষ্ট হইবে, যে পত্নীর জন্য কেহ আবার যমপুরী পর্য্যন্ত গমন করিয়া তাহার পুনর্জীবনের জন্য যমের সাধনা করিয়াছিলেন। যে পত্নীর জন্য অর্ফিয়ুস এত লালায়িত হইয়াছিলেন, সেই পত্নী যে নিশ্চয় নানা গুণের আধার ছিলেন তাহার আর সন্দেহ নাই।

বিদ্যাদেবী * ক্যালিওপের গর্ভে অর্ফিয়স জন্ম পরিগ্রহ করেন। এপলোদেব * তাহার অদ্ভুত তূর্য্যবিদ্যায় মোহিত হইয়া তাহাকে একটী বীণা যন্ত্র প্রদান করেন। এই যন্ত্রবাদনে অর্ফিয়সের আশ্চর্য্য শক্তি জন্মে। তিনি যখন এই যন্ত্র বাজাইতেন, বনের পশু পক্ষীরাও নীরব

* গ্রীক পুরাণে ৯ সরস্বতী—তন্মধ্যে ক্যালিওপ একজন।

* ইনি গ্রীক পুরাণে কবিতা, সঙ্গীত বিদ্যা প্রভৃতির দেবতা।

হইয়া শ্রবণ করিত। কথিত আছে, তাহার মধুর সুস্বরধ্বনিতে মোহিত হইয়া বনদেবীগণ নিয়ত তাহার সঙ্গে সঙ্গে ভ্রমণ করিতেন। কিন্তু ইউরিডিস ভিন্ন কেহ অর্ফিয়সের হৃদয় আকৃষ্ট করিতে পারেন নাই। অবশেষে ইউরিডিসের সহিত অর্ফিয়সের বিবাহ হইল। ইউরিডিসের সহবাসে অর্ফিয়স অত্যন্ত সুখী হইয়াছিলেন। ইউরিডিসের গুণগ্রাম ও যশঃসৌরভ ক্রমশঃ সুপ্রচারিত হইল। ইউরিডিসের গুণের কথা শুনিয়া এরিষ্টিয়স্ নামক কোন যুবা পুরুষ তাহাকে লাভ করিবার জন্য চেষ্টা পাইতে লাগিলেন। একদা এরিষ্টিয়স গোপনে ইউরিডিসের প্রতি ধাবিত হইলেন। ইউরিডিস ভয়ে পলায়ন করিল। পলায়ন কালে একটী সর্প তাহাকে দংশন করিল। ইউরিডিস তৎক্ষণাৎ ভূমিতে নিপতিতা হইয়া পঞ্চত্ব পাইলেন। অর্ফিয়স স্ত্রীবিয়োগে নিতান্ত বিহ্বল হইলেন। তিনি এতদূর অধীর ও উন্মত্ত হইয়াছিলেন, যে সংকল্প করিলেন, তাহার স্ত্রীকে পুনর্জ্জীবিতা করিবেন। এই উদ্দেশে তিনি বীণাহস্তে যমপুরীতে উপনীত হইলেন। তথায় সেই অমৃতময় যন্ত্র ধ্বনিত করিলেন। তাহার সুধাময় ধ্বনিতে যমপুরী মোহিত হইল। ইক্সিয়নের চক্র স্থগিত হইল। কিয়ৎকালের জন্য সিসিফসের (১) প্রস্তর খণ্ড সুস্থির হইল। সুধাচোর ট্যাণ্টালসের (২) চিরতৃষ্ণার ক্ষণেক নিবৃত্তি হইল। ফিউরীগণ (৩) তাহাদিগের নির্দ্দয় কার্য্য বিস্মৃত হইয়া সেই সঙ্গীতের দিকে চাহিয়া রহিল। প্রসর্পাইন (৪) আর স্থির থাকিতে পারিলেন না। তিনি বিমোহিত প্লুটোকে (৫) অর্ফিয়সের দুঃখে সম-

(১) মৃত্যুর পর সিসিফসের এইরূপ শাস্তিপ্রদত্ত হয় যে তাহাকে একখণ্ড প্রস্তর নরকস্থ কোন পর্ব্বত শিখরে তুলিতে হইত। সেই প্রস্তর খণ্ড শিখরদেশে স্থাপিত হইলেই পুনরায় পড়িয়া যাইত, আবার তাহাকে তুলিতে হইত। এইরূপে চিরকাল তাহাকে এই কার্য্য করিতে হইত।

(২) কথিত আছে ট্যাণ্টালস মানবলোকের সুখার্থ দেবসুধা চুরি করিয়াছিলেন বলিয়া দেবলোক কর্ত্তৃক তিনি নরকস্থ হন। ট্যাণ্টালস নরকের একটী জলময় দেশে স্থাপিত হইয়াছিল। শাস্তি স্বরূপ ট্যাণ্টালসের প্রাণ চিরতৃষ্ণায় আকুলিত করা হইত। বারিরাশি তাহার অধরের নিকটবর্ত্তী থাকিত, কিন্তু যাই তিনি তাহা পান করিতে যাইতেন, তৎক্ষণাৎ

দুঃখী করিলেন। আপন কলত্রের অনুরোধে প্লুটো ও ইউরিডিস্‌কে প্রত্যর্পিত করিতে স্বীকৃত হইলেন। প্লুটো অর্ফিয়সের নিকট উপস্থিত হইয়া প্রস্তাব করিলেন, যে যদ্যপি তুমি এই রাজ্যের প্রান্ত দেশে যতক্ষণ না উপনীত হও, ততক্ষণ পর্য্যন্ত প্রত্যাগমন কালে পশ্চাদভিমুখে ফিরিয়া না চাও, তাহা হইলে আমি তোমার ইউরিডিসকে প্রত্যর্পণ করিতে পারি। অর্ফিয়স মহোল্লাসে তৎক্ষণাৎ সম্মত হইলেন। কিন্তু তাঁহার মন ইউরিডিসকে দেখিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিল। তিনি সেই প্রান্তদেশে উপনীত না হইতে হইতে আর থাকিতে পারিলেন না; একবার ফিরিয়া চাহিলেন। অমনি ইউরিডিস দামিনীর ন্যায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। অর্ফিয়স যমপুরী হইতে নিরাশে বিলাপ করিতে করিতে ফিরিয়া আসিলেন। প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া আর সংসারী হইলেন না। স্ত্রীর শোকে একান্ত কাতর হইয়া লোকালয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক জীবনের অবশিষ্ট কাল বনবাসী হইয়া অতিবাহিত করিলেন। এই কালে তিনি যে সঙ্গীতে থ্রেসের শৈল শিখর প্রতিধ্বনিত করিয়াছিলেন, তাহা এই প্রস্তাবের শিরোভাগেই ব্যক্ত হইয়াছে। পুনরায় আমরাও তাহা প্রতিধ্বনিত করিলাম:—"নাহেরে সে চাঁদমুখ বুক ফেটে যায় রে!

আমার সে প্রাণ প্রিয়ে রহিল কোথায় রে!!"

বিনয়।

কে না জানে যে, যে স্থানে সূর্য্যের অভ্যুদয় হয়, সে স্থানে তিল প্রমাণ অন্ধকার তিষ্ঠিতে পারেনা? এই তমোবিনাশক যে জগতের পরমোপকারক ইহাই বা কে অস্বীকার করিবে? কিন্তু দিবাকরের এত গুণ সত্ত্বেও লোকে সুধাকরের পক্ষপাতী কেন? লোকে কেন তাঁহাকে এত ভাল

তাহা দূরে সরিয়া গিয়া তাঁহাকে বঞ্চনা করিত। সুতরাং তাঁহার তৃষ্ণা কখন পরিতৃপ্ত হইত না।

(৩) নরকের পিশাচীগণ। ইহারা যমদণ্ড লইয়া পাপাত্মাগণকে সর্ব্বদাই নানাবিধ যন্ত্রণা দেয়।

(৪) প্লুটোর স্ত্রী।

(৫) গ্রীকপুরাণের যমরাজ।

বাসে? এই জন্য যে, চন্দ্রে উগ্রতার লেশ মাত্র নাই। শান্ত সুধা সদৃশ ইহার প্রভা! দর্শন মাত্রেই নয়ন মন হরণ করে। শরতের পূর্ণ চন্দ্রের সৌম্য মূর্ত্তি অবলোকন করিলে, অমৃতাভিষিক্ত শরৎ কৌমুদী দ্বারা চারিদিক্ অনুরঞ্জিত হইলে মনে যে কি অদ্ভুতপূর্ব্ব আনন্দের উদয় হয় তাহা বর্ণনাতীত। ভাবুকগণ তাহার সুন্দর চিত্র অনিমেষ নয়নে দর্শন করিয়া ভাবে বিহ্বল হইয়া কেবল প্রেমাশ্রু—আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে থাকেন। সেইরূপ, জ্ঞানালোকে অজ্ঞানান্ধকার তিরোহিত হয় সত্য বটে, কিন্তু যদি সে প্রভায় শম গুণ না থাকে, বিনয় সুধা যদি তদভ্যন্তর হইতে নিঃস্যন্দিত না হয়, তবে জগতের চক্ষু কেন তাহার প্রতি আকৃষ্ট হইবে? নীরস প্রখর তেজ শুদ্ধ দেহ প্রাণ জ্বালাতন করে, তদ্দ্বারা মুহূর্ত্তের জন্যও হৃদয় মন পরিতৃপ্ত হয় না। জ্ঞানাভিমানী লোক মূর্ত্তিমান্ অহঙ্কার স্বরূপ। কে হৃদয়ের সহিত তাহাকে প্রীতি করিয়া থাকে? তাহার সহিত সম্মিলিত হওয়া দূরে থাকুক, তাহাকে দূর হইতে নিরীক্ষণ করিবামাত্রই মনে বিরক্তি জন্মে! স্ত্রীলোক আবার জ্ঞানাভিমানিনী হইলে তাঁহার মূর্ত্তি আরও কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর হয়। অতএব ভগি! যদি হৃদয় রঞ্জন করিতে চাও, ভাই ভগ্নীদিগকে ভালবাসা সূত্রে বাঁধিবার যদি বাসনা থাকে, তাহা হইলে যে জ্ঞান-প্রসূনে বিনয় মকরন্দ নিত্য বিরাজ করে, সেই চিরুচিপ্রদ দেববাঞ্ছনীয় সুকোমল কুসুম শোভা সাদরে চক্ষে ধারণ কর। দেখিও যেন স্বর্গের সম্পত্তি অতি আদরের ধন এই বিনয় রত্ন অযত্ন দ্বারা হৃদয়পুর হইতে নিষ্কাশিত না হয়। যে হৃদয় বিনয়ামৃতে অভিষিক্ত নহে, সেই শ্মশান সদৃশ দগ্ধ হৃদয় না আপনি প্রকৃত সুখ শান্তি সম্ভোগ করিতে পারে, না অন্যকে তাহা প্রদান করিতে পারে।

বিনয় অমৃতময় অতীব সুন্দর।
স্বর্গের সম্পত্তি এ যে হৃদি তৃপ্তিকর॥
কণ্ঠ হার হয়ে যার আছে এ রতন।
সেই ত সংসার মাঝে সুযশ ভাজন॥

বসুসার ধন এ যে, অতি মনোরম।
উজলে সতত মণি মুকুতার সম॥

লভিলা বিবিধ গুণ, জ্ঞান বহুতন্ত্র।
যে যা না আদরে এই বিনয় সুমন্ত্র—

ধিক্ তার বিদ্যা বুদ্ধি ধিক্ তার জ্ঞানে।
কেহ না বাখানে তাকে, কেহ নাহি মানে॥
সর্ব্বানর্থকারী পাপ, দুরন্ত বিষম—
অহঙ্কার! পোষে যারে সতত অধম॥

প্রবেশিলে এই কীট-হৃদয় নিলয়।
একে একে গুণফুল কাটি করে ক্ষয়॥
অঘটন ঘটাইতে পারে দুরাশয়।
ধরে যারে করে তারে সুখে পরাজয়॥

জ্ঞানীরে করয়ে মূর্খ, সাধু হয় পাপী।
ধনীরে ভিখারী করে, শান্ত হয় তাপী॥
কঠোর সাধনে করি বিদ্যা উপার্জ্জন।
জ্ঞান বলে মাননীয় হয় যেই জন—

গায় যার গুণগ্রাম সবে একতানে।
সুপণ্ডিত বলি যারে সকলে বাখানে॥
যার যশ রবি ধরি কিরণ প্রখর।
চমকে ভুবন, মোহে মনুজ অন্তর—

তাহে যদি অহঙ্কার থাকে এক বিন্দু।
বিশুষ্ক করয়ে ক্রমে সব গুণ সিন্ধু॥
দ্বেষ হিংসা, কুটিলতা বিহীন অন্তর।
সরলতা সুনির্ম্মল জল নিরন্তর—

যাহে ঢল ঢল করে; আনন্দ পবন।
বহে যথা মন্দ মন্দ; হৃদয় কানন।
সদা প্রফুল্লিত যদি, সুরভি প্রসূনে।
পাপ কণ্টকীর লতা নাহি যার সনে॥

শান্তি শরৎ চন্দ্রমা হইয়া উদয়।
যেব ধারোপম আভা, করে যে হৃদয়।
দুরন্ত দানব অহঙ্কার দুরাশয়,
বলে কাড়ি লয় যদি; থাকে না ক' আর
কানন সুষমা চাক; ভীষণ আকার

ধরে সে মোহন মূর্ত্তি ; তীব্র প্রভঞ্জন
উৎপাটিয়া ফেলে যেন রম্য উপবন॥
তাপিত পথিক আর না যায় তথায়।
দূরে হেরি দিগন্তরে ধায় উভরায়॥

অতএব ভগ্নীগণ করি নিবেদন।
এ পাপ হৃদয়ে কেহ কর' না পোষণ॥
বড় সুচতুর এই চোর ছুরাচার।
নানা বেশে ফিরে সদা অন্তরের দ্বার॥

বিনতি—শাণিত অসি লয়ে সবে করে।
সতত জাগিয়া থাক নিজ নিজ ঘরে॥
এ দুরন্ত রিপু হতে পাবে অব্যাহতি ;
থাকিবে সতত শান্তি, প্রফুল্লিত মতি॥

বিদ্যাবতী নারী যদি বিনয়ে না তোষে।
সে নারে রহিতে জ্ঞান আলোকে সন্তোষে॥
অহঙ্কার পূর্ণজ্ঞান প্রচণ্ড তপন।
করিতে কি পারে কভু হৃদয় রঞ্জন?

ধরিত চন্দ্রমা যদি কিরণ প্রখর।
সুধাকর বলি কেবা করিত আদর?
কোমল কমলনিভ কামিনী হৃদয়।
বিনয় মাধুর্য্য যদি তাহে বিরাজয়॥

স্বর্গের প্রতিমা আসি সংসার ভিতর।
পুলকেতে পূর্ণ করে সবার অন্তর॥
এ হেন রমণী রত্ন সংসারের সার।
কে না সমাদরে পূজা করয়ে তাহার?

কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউস।

ভারতবর্ষ এখন ইংলণ্ডের অধীনস্থ, সুতরাং ইংলণ্ডের যিনি রাজা, ভারতবর্ষেরও তিনি রাজা। ইংলণ্ড তাঁহার স্বদেশ এই জন্য তিনি তথায় [illegible] করেন, ভারতবর্ষ এবং আরো অনেক অধীনস্থ দেশ আছে, সে সকল স্থানে তাঁহার এক একজন প্রতিনিধি বাস করেন। এখন ইংলণ্ড ও ভারতের অধীশ্বরী মহারাণী বিক্টোরিয়া ইঁহাকে দেখিতে হইলে ইংলণ্ডে

যাইতে হয়। কিন্তু ইহাঁর প্রতিনিধি লর্ড নর্থব্রুক, তিনি ভারতবর্ষের
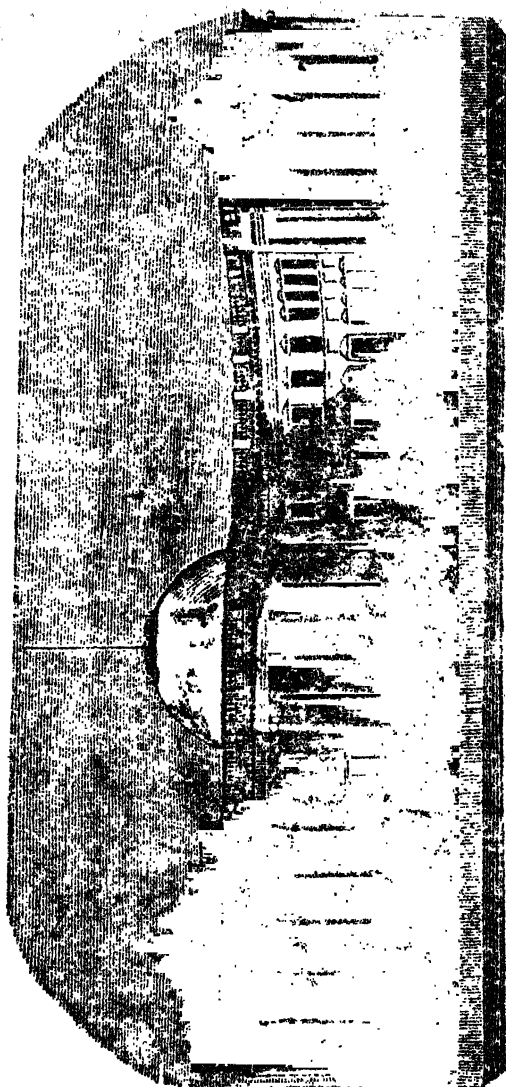
কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট হাউস।

রাজধানী কলিকাতা মহানগরীতে বাস করিতেছেন। ইনি কলিকাতায়

যে গৃহে বাস করেন, তাহাকে গবর্ণমেণ্ট হাউস অথবা রাজপ্রাসাদ বলে। এই গৃহটীর ছবি আমরা এখানে প্রকাশ করিলাম।

গবর্ণমেণ্ট হাউস যে কলিকাতার মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাটী, ইহা বলা বাহুল্য। ইহার দক্ষিণে বৃহৎ গড়ের মাঠ. দক্ষিণ হইতে বিশুদ্ধ বায়ু নিয়ত ইহাতে সঞ্চরণ করিতেছে। ইহার একদিকে চৌরঙ্গীর সুশোভন সৌধশ্রেণী, অন্যদিকে ইডেন উদ্যান, ফোর্ট উইলিয়ম কেল্লা এবং ভাগীরথী। ইহার দুই পার্শ্ব ও উত্তর দিক্ অনেক সুন্দর সুন্দর অট্টালিকা ও প্রসিদ্ধ লালদিঘী দ্বারা বেষ্টিত। এই বাটীর চারিটী সিংহদ্বার, সর্ব্বদা শাস্ত্রী দ্বারা রক্ষিত। বাটীর মধ্যে একটী মনোহর উদ্যান আছে। গবর্ণমেণ্ট হাউস একটী বৃহৎ ত্রিতল গৃহ. চারিদিকে দেখিতে সমান, এবং উপরে একটী প্রকাণ্ড গুম্বজ দ্বারা সুশোভিত; এই গুম্বজের উপর একটী রাজমুকুট শোভা পাইতেছে; যখন রাজপ্রতিনিধি কলিকাতায় উপস্থিত থাকেন, তখন এই গুম্বজের উপর একটী পতাকা উড্ডীয়মান হয়, অন্য সময়ে তাহা থাকে না। প্রায় ৮০ বৎসর হইল গবর্ণর জেনরেল মার্কুইস্ ওয়েলেসলী এই বাটী নির্ম্মাণ করেন। ইহা অবশ্য তাজমহল বা ভারতবর্ষের অন্য কয়েকটী প্রসিদ্ধ কীর্ত্তির সহিত তুলনাস্থল হইতে পারে না, কিন্তু ইহাতে যে কারু কার্য্য প্রকাশিত আছে, তাহা সামান্য বলা যায় না। ইহা দেখিলে একখানি অতি সুন্দর ছবি বলিয়া প্রশংসা করিতে হইবে। বিশেষতঃ ইহার গঠন প্রণালী এরূপ, যে ইহার মধ্যস্থল সূর্য্যোত্তাপে উত্তপ্ত হইতে পারে না। প্রচণ্ড রৌদ্রের সময়েও বাহির হইতে দেখিলে ইহার মধ্যস্থল ছায়াবৃত দেখিয়া নয়ন স্নিগ্ধ হয়।

যে যে গবর্ণর জেনরেল এই বাটীতে বাস করিয়াছেন, তাঁহাদিগের নাম ও রাজত্ব সময় এই:—

মার্কুইস্ ওয়েলেস্লী	১৭৯৮	লর্ড বেণ্টিঙ্ক	১৮২৮
„ কর্ণওয়ালিস্	১৮০৫	„ অকল্যাণ্ড	১৮৩৫
সার জর্জ বার্লো	ঐ	„ এলেনবরা	১৮৪২
আরল অব মিণ্টো	১৮০৭	„ হার্ডিঞ্জ	১৮৪৪
মার্কুইস হেষ্টিংস	১৮১৩	মার্কুইস ডালহাউসী ...	১৮৪৭
আরল আমহার্ষ্ট	১৮২৩	লর্ড কানিং	১৮৫৭

লর্ড এলগিন ... ... ১৮৬১ | লর্ড মেও ১৮৬৮
,, লরেন্স ... ... ১৮৬৩ | ,, নর্থব্রুক ১৮৭২

গবর্ণমেন্ট হাউসে গবর্ণর জেনেরল বাস করেন এবং তাঁহার নিজের আফিস হয়। গবর্ণর জেনেরলের অনুমতি প্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের ইহাতে প্রবেশ অধিকার নাই। ১৮৫৮ সালে, যেদিন ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির পরিবর্ত্তে মহারাণীর রাজত্ব ঘোষিত হইল, সেই দিবস সর্ব্বসাধারণে ইহার মধ্যে প্রবেশের অনুমতি পায়। গবর্ণর জেনেরল বাহাদুর ভ্রমণার্থী সম্ভ্রান্ত লোকদিগকেও ইহার মধ্যে বাসস্থান দিয়া থাকেন। মহারাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব এডিনবরা এখানে বাস করেন। ভারত হিতৈষিণী কুমারী কার্পেণ্টারও এক সময় এখানে আতিথ্য লাভ করিয়াছেন।

নব্য বঙ্গমহিলা।

কোন নীতি পুস্তকে এই আখ্যায়িকাটি আছে যে এক ব্যক্তির কণ্ঠধ্বনি অত্যন্ত শ্রুতিকটু ছিল, অথচ সে সর্ব্বদা উচ্চস্বরে গান করিত। প্রতিবেশীমণ্ডলী তাহার সেই গর্দ্দভ-স্বরানুকারী কর্ণশূলগানের শব্দে অনুক্ষণ মনে কষ্ট পাইত। গায়ক দুঃখিত ও বিরক্ত হইবে বলিয়া কেহ সাহস করিয়া তাহার দোষ তাহাকে জানাইতে পারিত না। একদিন একজন প্রতিবেশী আর সহ্য করিতে না পারিয়া এই ভাবে কৌশল করিয়া বলিল, যে আমি একটী শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি। গায়ক জিজ্ঞাসা করিল কিরূপ স্বপ্ন? সে বলিল যে দেখিয়াছি তুমি স্বর-মাধুর্য্য লাভ করিয়াছ, সকলে তোমার সঙ্গীত শুনিয়া মোহিত হইয়াছে। গায়ক ভাবিল তাহার গান দ্বারা সে কখনও কাহাকে আকর্ষণ করিতে পারে না, তবে আজি এ ব্যক্তি এরূপ কথা বলিতেছে কেন? তখন বুঝিল তাহার গান লোকের বিরক্তিকর বলিয়া সে ব্যক্তি কৌশলে উপহাস করিতেছে। তখন গায়ক বলিল, ভ্রাতঃ এতদিন জানিতাম আমি সুললিত রাগে গান করিয়া সকলের মনে আনন্দসুধা ঢালিয়া দি। এখন আমার সে ভ্রম দূর হইল। আমি উচ্চৈঃস্বরে গান করিয়া সর্ব্বদা তোমাদিগকে মনঃপীড়া

দিয়াছি, আজি হইতে অঙ্গীকার করিতেছি, অতঃপর আর আমি এরূপ করিব না। ভ্রাতঃ! তুমি আমার এই দোষ দেখাইয়া যথার্থ বন্ধুর কার্য্য করিলে। তিনিই প্রকৃত সুহৃৎ, যিনি আমার দোষ আমাকে দেখাইয়া দেন। যিনি আমার দোষ আমার নিকটে গোপন করেন, অথবা দোষকে গুণ বলিয়া আমার হৃদয়ভূমিস্থাত কণ্টক সকলকে পুষ্প বলিয়া ব্যাখ্যা করেন, তিনি আমার বন্ধু নন—পরম শত্রু। এলোকটীর কেমন বিনম্র ভাব! ইহার আপন দোষ সংশোধনে যত্ন দেখিয়া কে না আহ্লাদিত হইবেন?

আমরা অনেকবার বঙ্গীয় মহিলাদিগের সাধু গুণের আলোচনা করিয়াছি, এবার তাঁহাদের এরূপ কয়েকটী দোষের কথা বলিতেছি, যাহার জন্য তাঁহারা জীবনের যথার্থ উন্নতি ভূমিতে উপনীত হইতে পারিতেছেন না। আমাদিগের নব্য ভগিনীগণ বিলাসপ্রিয় হইয়া ও ধর্ম্মকর্ম্মে মতিভক্তি পরিত্যাগ করিয়া মনে করিতেছেন, যে তাঁহারা দেশের ও পরিবারের কি মহোপকারই না সাধন করিতেছেন। দিন২ তাঁহাদিগের এই বাহ্যাড়ম্বর বাড়িতেছে এবং ইহাতে তাঁহারা ততই গর্ব্বিতা হইতেছেন। কিন্তু আমরা যদি তাঁহাদিগকে বলি, যে "ভগিনীগণ! একটী শুভ স্বপ্ন দেখিয়াছি, তোমরা দেশের যথার্থ হিতকারিণী হইয়াছ।" তাহা হইলে তাঁহারা কি আখ্যায়িকার উল্লিখিত সেই প্রশস্তমনাঃ গায়কের ন্যায়, আপন দোষ জানিয়া বক্তার প্রতি প্রসন্ন হইবেন ও আপন জীবন সংশোধনে যত্ন করিবেন? না, অথবা প্রশংসাভিলাষিণী হইয়া অভিমান ও রাগ প্রকাশ করিবেন?

বস্তুত বঙ্গমহিলাগণের দুইটী প্রধান দোষ আমাদিগের লক্ষ্যস্থলে পতিত হইয়াছে (১) তাঁহাদিগের বিলাস লালসা; (২) তাঁহাদিগের ধর্ম্মবিরাগ। আমরা অসভ্য রুচির প্রতিপোষক হইয়া একেবারে তাঁহাদিগকে সকল বেশ বিন্যাস পরিত্যাগ করিতে বলিতেছি না এবং সংসারের সকল কার্য্যে জলাঞ্জলি দিয়া ধর্ম্মক্রিয়া ও পূজা অর্চনায় সকল সময় কাটাইতে বলিতেছি না, এতদূর করা অসম্ভব ও অনাবশ্যক। তবে আমরা বলি প্রাচীনাদিগের যে মিতাচারিতা ও ধর্ম্মনিষ্ঠা প্রসিদ্ধ ছিল, তাহা নারী সমাজ হইতে দেশান্তরিত হইল কেন? বিলাস লালসা

দ্বারা চক্ষু, কর্ণের একটু সুখ হইতেছে বটে, ইতর ইন্দ্রিয় বৃত্তির পরি
তৃপ্তি হইতেছে বটে, কিন্তু তাহাতে না পরিবারের না সমাজের উপ-
কার হইতেছে, না চিরস্থায়ী সুখলাভের কোন উপায় হইতেছে। এখন-
কার রমণীগণের অপবাদ এই, যে তাঁহারা কর্ম্মে অলস, ভোজনে দৃঢ় এবং
বচনে স্বামীর [illegible]বর্দ্ধিনী হইয়াছেন। ভাল কাপড় গহনা পরিব
সকলের সাধ, এজন্য তাঁহারা স্বামীর অবস্থা বিবেচনা করেন না। দরিদ্রের
স্ত্রীও ধনী রমণীর মত চলিতে যান, ইহাতে অধিক অপব্যয়শীলা হইতে-
ছেন। ‘মোটা ভাত, মোটা কাপড় পাই, স্বামীর মঙ্গল যাহাতে হয়
তাহাই করি’ একথা আর শুনা যায় না। এই কারণে এখন স্বামীরা যত
উপার্জ্জনশীল হউন, গৃহলক্ষ্মীদের গুণে কিছুতেই তাঁহাদিগের অসচ্ছলতা
দূর হয় না।

অধুনাতন নারীগণের মধ্যে ধর্ম্মভাবের যে কি পর্য্যন্ত অভাব বলা
যায় না। প্রাচীনাদের ন্যায় কয়জন সভ্য মহিলা জীবনে প্রকৃতরূপ
ধর্ম্মের সাধনা করেন? পরিত্রাণের জন্য প্রতিদিন নির্জ্জনে কাতর
প্রাণে ঈশ্বরের চরণে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন? অনুসন্ধানে এরূপ একটী
ধর্ম্মসাধনশীলা নারী পাওয়া ভার। ধর্ম্মের আলোক, ঈশ্বরের প্রতি
জ্বলন্ত অনুরাগ ব্যতীত কি তাঁহাদের জীবনের যথার্থ সংস্কার ও অভ্যু-
দয় হইবে? এই ভাবে কি নারীসমাজ সমুন্নত হইতে পারিবে?
কেবল বাহ্য সভ্যতা, জড়ীয় জ্ঞান, আহার পরিচ্ছদাদির উন্নতি,
ইন্দ্রিয় সুখ ও বিলাসপরায়ণতা লইয়া কি সদ্গতি লাভ করা যায়? ইহা
দ্বারা কি কোন পতিত কি অজ্ঞানান্ধ জাতি বা সমাজের উদ্ধার হই-
য়াছে? কখনই না। ইহা দ্বারা অধোগতি ভিন্ন উন্নতি হইতে পারে
না। প্রাচীনা স্ত্রীলোকদিগকে মূর্খ কুসংস্কারাপন্ন অন্য যে কোন দোষে
দোষী বল না কেন? তাঁহাদের জীবনে এরূপ অনেক উচ্চগুণ বিদ্যমান যে
নবীনারা তাহার উত্তরাধিকারিণী হইতে পারেন নাই। নব্য মহিলারা জ্ঞান-
মার্জ্জিতা হইয়াও কি জীবনে প্রাচীনাদের অকৃত্রিম পূজানিষ্ঠা, ধর্ম্মোদ্দেশে
ক্লেশ স্বীকার, কৃচ্ছ্র সাধন, লোকের প্রতি স্নেহ মমতা, গৃহকর্ম্মচতুরতা, অবলী-
লতা আদি উচ্চভাব ও মহত্ত্বের সার গ্রহণ করিতে পারিয়াছেন? মনে

করিতে অত্যন্ত দুঃখ হয়, অনেক বঙ্গ ভগিনীর চরিত্রে এসকল গুণের কিছুই দেখিতে পাওয়া যায় না, অনেকের হৃদয় কঠোর, ঘোর বিলাসপরতন্ত্র ও ধর্ম্মভাব শূন্য।

নারী মাত্রেরই হৃদয় অত্যন্ত স্বার্থ-প্রবণ, আপন স্বামী ও পুত্র কন্যা এবং নিজের গৃহ এই সঙ্কীর্ণ সীমার মধ্যেই তাঁহাদের মন সর্ব্বদা বিচরণ করে। এই প্রাচীর লঙ্ঘন করিয়া উদার ভাবে অন্যকে ভাল বাসিতে জগতের মঙ্গল চিন্তা করিতে তাঁহারা জানেন না বলিলেই হয়। এইরূপ স্বার্থসঙ্কুচিত হৃদয় লইয়া কোন মহিলাই আপনাকে ও স্বজাতীয়া ভগিনী দিগকে উন্নতির মঞ্চে আরোহণ করাইতে পারিবেন না। স্বার্থপর লোক দ্বারা কোন মহদ্ব্যাপার সাধন, বা কোন জাতির সৌভাগ্য লক্ষ্মী লাভ হইয়াছে, জগতে তাহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। চৈতন্য, মহম্মদ, খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্ম প্রবর্ত্তকগণ কি তাঁহাদের অনুগত শিষ্য অনুশিষ্যগণ; কি মার্টিন লুথার, ক্যাল্ভিন প্রভৃতি সমাজসংস্কারক ও ধর্ম্ম সংস্কারকগণ; কি নিউটন গালিলিও প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বাবিষ্কারক মহাত্মাগণ-সকলেই নিঃস্বার্থ উদার ভাবে জগতে মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন, এক এক বিস্তীর্ণ দেশ ও বিস্তীর্ণ জাতির মহোপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা স্বার্থপর হইলে,—কেবল নিজের ও নিজ পরিবারের সুখোন্নতির প্রয়াসী হইলে জগৎকে এরূপ উপকার ঋণে বদ্ধ করিতে পারিতেন না। নারী হৃদয়ের শোণিতেই নারী জাতি বাঁচিবে, অন্য কিছুতেই নয়। বল দেখি ভগিনীগণ। তোমরা কয় জনে প্রাণের ভগিনীস্বরূপ নারী জাতির উদ্ধারের জন্য হৃদয়ের শোণিত দানে প্রস্তুত আছ? অন্ততঃ দুই এক জন স্বার্থ ও অহঙ্কার বিসর্জন করিয়া অভ্যুত্থান কর, জীবন দান পূর্ব্বক সেবা করিয়া ভগিনীকুলের দুঃখ মোচন কর, এই আমাদের প্রার্থনা।

মাডাম বেজেনের পতিভক্তি।

অল্প দিন হইল, ফরাসী ও জর্ম্মণদিগের মধ্যে যে ঘোর যুদ্ধানল প্রজ্বলিত হয়, তাহা আমাদিগের পাঠিকাগণ অবগত আছেন। এই যুদ্ধে অদি

তীয় প্রভাবশালী ফরাসীদিগের গর্ব্ব যেরূপ এককালে চূর্ণ হইয়া যায়, তাহাও তাঁহাদিগের অবিদিত নাই। ফরাসীরা তাহাদিগের পরাজয়ের নিমিত্ত দুই ব্যক্তির উপর সমুদায় দোষ অর্পণ করে, ১ ম তাহাদিগের পর-লোক-গত সম্রাট্—তৃতীয় নেপোলিয়ন, ২ য় মার্সেল বেজেন। সম্রাট্ সিডানের যুদ্ধ স্থলে জর্ম্মণদিগের হস্তে সসৈন্য আত্ম সমর্পণ করেন। বেজে-নের হস্তে মেট্‌জ দুর্গ রক্ষার ভার অর্পিত ছিল। তিনি প্রথমে ঘোরতর যুদ্ধ করেন, কিন্তু অন্য সাহায্য না পাইয়া এবং সম্রাটের পরাজয় সংবাদ শুনিয়া অসময়ে বিপক্ষদিগের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। মার্সেল বেজেন পৃথিবীর মধ্যে এক জন অদ্বিতীয় বীর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রুসিয়েরা তাঁহার আক্রমণ সহ্য করিতে পারে নাই। ফ্রান্সে তাঁহার সমকক্ষ মার্শাল ম্যাকমাহন, তিনিই এখন ফ্রান্সের সর্ব্বাধ্যক্ষ। সিডানে তিনিও সম্রাটের সহিত পরাস্ত হন। সম্রাট বন্দীভাবে জর্ম্মনিতে নীত হইলে ফরাসীরা স্বদেশে রাজ্যতন্ত্র উঠাইয়া সাধারণ তন্ত্র স্থাপন করেন। গত বর্ষে এই সাধারণ তন্ত্র দ্বারা "স্বদেশের বিশ্বাসঘাতক" বলিয়া বেজেনের পরীক্ষা হয় এবং বিচারে দোষী সপ্রমাণ হওয়াতে তিনি মৃত্যু-দণ্ডের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হন। কিন্তু ফ্রান্স তাঁহার নিকট অনেক উপকার ঋণে ঋণী, এই জন্য মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর বাসের অনুমতি প্রদত্ত হয়। তিনি ফ্রান্সের দক্ষিণস্থ মার্গইরাইট নামক দ্বীপে কারাবদ্ধ এবং অতি সতর্ক ভাবে রক্ষিত হইতেছিলেন। হঠাৎ 'তাঁহার পলায়ন' এই সংবাদ শ্রবণে সকল দেশের লোক বিশেষতঃ ফরাসীরা যারপর নাই আশ্চর্য্যান্বিত হইয়াছে। এই পলায়ন সাধনের মূল তাঁহার অসাধারণ পতিভক্তিপরায়ণা স্ত্রী মাডাম বেজেন। এই বীরাঙ্গনার বৃত্তান্ত পাঠে পাঠিকাগণের কৌতুক ও উপকার হইতে পারিবে, এই জন্য তাহা আমরা এখানে প্রকটন করিলাম।

মাডাম বেজেন উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত মেক্সিকো নগরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। ইহাঁর বয়ঃক্রম ২৭ বৎসর মাত্র। ইঁহার ন্যায় সাহস বতী নারী ইদানীন্তন কালে অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁতে যেমন সাহস, তেমনি বিনয়াদি সদ্গুণও বর্ত্তমান এবং পতিভক্তি ইঁহার শিরো

স্বরূপ। যে ব্যক্তি এমন স্ত্রীরত্ন লাভ করেন, তিনি যথার্থই সুখী। বেজেন কারারুদ্ধ হইলে মাডাম বেজেন বরাবর তাঁহার কাছে ছিলেন। কারাগৃহের যে কষ্ট তাহা তাঁহাকে বড় অনুভব করিতে হয় নাই, কারণ মাডাম বেজেন প্রাণপণে তাঁহার সেবা শুশ্রূষা করিতেন। কিছু দিন এইরূপ গত হইলে পর, ক্রমে মার্শাল বেজেনের স্বাস্থ্যভঙ্গ হইতে আরম্ভ হইল। মাডাম বেজেন তদ্দর্শনে অত্যন্ত ভীত হইয়া তাঁহার মুক্তি প্রার্থনায় ম্যাকমাহনের সহিত সাক্ষাৎ করিতে প্যারিস নগরে গমন করেন। তথায় এক জন আত্মীয় ব্যক্তিদ্বারা তাঁহার নিকট উপনীত হন। অনেক বাগ্‌বিতণ্ডার পর মাডাম বেজেন ম্যাকমাহনকে বলিলেন "আপনার সহিত একত্রে তিনি কার্য্য করেন, এবং ৩০ বৎসর এই ফরাসি রাজ্যের সৈন্যদলে প্রশংসিত রূপে কার্য্য করিয়া আসিয়াছেন। আপনি তাঁহাকে এই বৃদ্ধ বয়সে অধিক কষ্ট দিবেন না। হয় তাঁহাকে গুলি করিয়া বধ করুন, নয় তাঁহাকে মুক্ত করুন।" ইহাতে ম্যাকমাহনের হৃদয় দ্রবীভূত হইল না। মার্শাল ম্যাকমাহন বলিলেন "আমি কিছুই করিতে সক্ষম হইব না, এবং ইহার আর কোন আশা নাই।" মাডাম বেজেন অবশেষে কোন উপায় স্থির করিতে না পারিয়া বলিলেন "আশা পরমেশ্বরেরই হাতে, তিনিই সকলের আশাপ্রদাতা।"

মাডাম বেজেন মার্শাল ম্যাকমাহনের নিকট হতাশায় জলাঞ্জলি দিয়া ব্যথিত মনে তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। মার্শাল বেজেনের নিকট হইতে যখন বিদায় গ্রহণ করেন তখন তাঁহাকে বলিয়া আইসেন যে যদি তিনি কৃতকার্য্য না হন, তাহা হইলে পলায়নই শ্রেয়ঃকল্প এবং তিনি যদি "আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি" এইরূপ লেখেন, তাহা হইলে মার্শাল যেন জানেন যে কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। তৎপরে চিঠির খামের ভিতর অদৃশ্য কালিতে এইরূপ লিখিলেন "আমি এক্ষণে স্পা নগরে যাইব, পরে জেনোয়াতে গিয়া একখানি ক্ষুদ্র পোত মার্গেরাইট দ্বীপে যাইবার জন্য ভাড়া করিব। আপনি ৩০ এ জুলাইএর পর প্রত্যহ সন্ধ্যাকালে বেড়াইবেন এবং এক এক বার জোয়ান উপসাগরের দিকে দৃষ্টিক্ষেপ করিবেন। যদি আপনি একখানি ক্ষুদ্র পোত দেখিতে পান, তাহা হইলে

সেই দিবসই আপনাকে পলায়ন করিতে হইবে। কোন দিন স্থির রহিল না এবং যতদিন আপনি না আইসেন তত দিন এই জাহাজ খানি উপস্থিত হইবে।” মাডাম বেজেনের এরূপ সতর্ক হইবার কারণ এই যে কারারক্ষক পাছে জানিতে পারে এবং পলায়নের প্রতিবন্ধক হয়। কারারক্ষকের নিকট চিঠিখানি পৌঁছিলে উক্ত ব্যক্তি “আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি” এই কয়টী কথা পড়িলেন এবং নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে মার্শালের হস্তে চিঠিখানি প্রত্যর্পণ করিলেন। মার্শাল জানিতেন সুতরাং চিঠীর সমুদয় মর্ম্ম বুঝিয়া পলায়নের পন্থা করিতে লাগিলেন।

এদিকে মাডাম বেজেন স্পা নগর হইতে তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র (?) রল নামক একযুবার সমভিব্যাহারে জেনোয়াতে গমন করিলেন। তাঁহার পুত্র কন্যাগণ রলের হোটেলে অবস্থিতি করিতে লাগিল। জেনোয়া হইতে একখানি জাহাজ লইয়া লা ক্রইসট নামক স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং তথা হইতে সান রিমোতে যাইবার জন্য নৌকান্বেষণে প্রবৃত্ত হইলেন। এই দিবস মাডাম বেজেন অনাহারেই ছিলেন; যখন ক্রইসটে উপনীত হন, তখন ক্ষুৎপিপাসায় ক্লান্ত হইয়া বালিকার ন্যায় রোদন করিয়াছিলেন। রল এবং মাডাম বেজেন ক্রমে স্নিগ্ধ হইয়া সমুদ্রতীরে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে একটী বৃদ্ধার সহিত সাক্ষাৎ হয়। বৃদ্ধাকে মাডাম জিজ্ঞাসা করিলেন “তোমার নৌকা আছে?” বৃদ্ধা বলিল “আছে, কিন্তু আমি ভাড়া দিব না।” কিঞ্চিৎ দূর গমন করিয়া একজন কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ হইল এবং তাহাকেও উক্তরূপ প্রশ্ন করিলেন। সে উত্তর করিল “আমি ভাড়া দিব, কিন্তু ইহার সহিত আমারএকজন মাজি লইতে হইবে।” মাডাম বেজেন পূর্ব্বে স্থির করেন নিজে এবং তাঁহার ভ্রাতষ্পুত্র এই দুইজনেই নৌকা চালিত করিয়া মাণ্ড ইয়াইট দ্বীপে গমন করিবেন নতুবা সমুদায় প্রকাশ হইয়া পড়িবে। তজ্জন্য উক্ত কৃষকের বাক্যে কোন মতেই স্বীকৃত হন নাই। পরে অনন্যোপায় ভাবিয়া হঠাৎ একটী লুই (ফরাসি দেশীয় টাকা) বাহির করিয়া তাঁহাকে সেইটী ভাঙ্গাইতে বলিলেন। কৃষক টাকা ভাঙ্গাইবার জন্য দ্রুতবেগে গমন করিল। এই অবসরে রল এবং মাডাম বেজেন তাহার নৌকায় উঠিয়া দ্রুত বেগে নৌকা চালাইয়া দিলেন।

কি ভয়ানক তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে। উঃ দেখিতে দেখিতে নৌকা খানি ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। একে সমুদ্র, তাহাতে কিরূপে নৌকা পরিচালন করিতে হয় দুই জনের কেহই জানেন না। এরূপ স্থলে জীবন আশা পরিত্যাগ করিয়া কে অগ্রসর হইতে পারে? কিন্তু পতিব্রতা স্ত্রী পতিভক্তির প্রভাবে কোন্ কার্য্য করিতে সঙ্কুচিত? তিনি নিজ জীবনকে জলে বিসর্জ্জন করিতেও প্রস্তুত। ক্ষুৎপিপাসা জ্ঞান নাই, শারীরিক ক্লেশ বোধ নাই, অনবরত নৌকা পরিচালন করিতে ব্যস্ত। রবিবার, মেঘাচ্ছন্ন রাত্রি, বিস্তৃত সাগর মধ্যে আর একখানি নৌকাও দেখা যায় না; কেবল মাডাম বেজেন এবং রল সেই নৌকায় রহিয়াছেন এবং সমুদ্র তাঁহাদিগকে বক্ষে ধারণ করিয়া লইয়া যাইতেছে। দেখিতে দেখিতে মাণ্ট ইরাইট দ্বীপের পর্ব্বত সমূহ দৃষ্টিপথে পতিত হইল। সেই পর্ব্বতোপরেই দুর্গ এবং সেই দুর্গের মধ্যে কারাগার। নৌকাস্থিত ব্যক্তিদ্বয় হঠাৎ অদূরে একটী আলোক দেখিতে পাইল এবং হঠাৎ সেই আলোক পুনর্ব্বার বিলীন হইয়া গেল। মাডাম বেজেন ভীতা হইয়া বলিলেন "এইবারেই আমরা ধৃত হইয়াছি।" রল "ভয় নাই" বলিয়া তাঁহাকে শান্ত করিলেন এবং তাঁহাকে মন স্থির করিতে বলিলেন।

দুর্গের কোন্ দিকে নৌকা খানি অবস্থিতি করিতেছে তাহা মাডাম বেজেন কিছুই জানিতে পারেন নাই। কিন্তু দুর্গের অতি নিকটেই যে তাঁহারা উপস্থিত হইয়াছেন তাহাতে নিঃসংশয় হইলেন। এই সময় রাত্রি প্রায় ৯॥০ টা। অবশেষে অনেক ক্ষণের পর মাডাম বেজেন্ বলিলেন "আমি দুর্গের উপরিস্থ গৃহ দেখিতে পাইতেছি এবং উহার দক্ষিণ দিকে জোয়ান উপসাগর। আমাদিগকে ঐ স্থানে যাইতে হইবে।" ক্রমে যত পর্ব্বত সমূহের নিকটবর্ত্তী হইতে লাগিলেন, ততই মনে ভয়ের সঞ্চার হইল। পর্ব্বতের উচ্চতা, রজনীর ঘোর অন্ধকার, এই সমুদায় বিবেচনা করিয়া মাডাম বেজেন হতাশ হইয়া পড়িলেন এবং স্বামীকে উদ্ধার করিতে পারিবেন না ভাবিয়া অত্যন্ত শোক করিতে লাগিলেন। রল তাঁহাকে পুনর্ব্বার শান্ত করিয়া বলিলেন "শান্ত হউন, এত উতলা হইবেন না। আমরা এস্থানে স্থির থাকিতে পারিব না, নৌকা খানি পর্ব্বতে লাগিয়া এখনই বিচূর্ণ হইয়া যাইবে।" হঠাৎ

অন্ধকার মধ্য দিয়া এক প্রকার শব্দ হইতে লাগিল, কেহ যেন উপর হই নিম্নে নামিতেছে। মাডাম বেজেন নিশ্চয়ই তাঁহার পতি নামিতেছেন বুঝি পারিলেন। এতদ্দর্শনে মাডাম বেজেন একটী বিলাতী দেশলাই লই প্রজ্বলিত করিলেন, তাহাতে মার্শাল বেজেন জানিতে পারিলেন, তাঁহা তাঁহার প্রতীক্ষায় রহিয়াছেন। মাডাম বেজেনের এই সঙ্কেত নিষ্ফল হ নাই, মার্শাল নিজেই আর একটী দেশলাই জ্বালিয়া উহার উত্ত প্রদান করিলেন। এইরূপ কিছুক্ষণ পর তাঁহারা দেখিলেন যে মার্শা জলে পতিত হইয়া সন্তরণ পূর্ব্বক নৌকার নিকট আসিতে চেষ্টা করিতে ছেন। কিন্তু ক্লান্তিবোধ হওয়াতে সফল হইতে পারিতেছেন না। বেজে নের বয়ঃক্রম ৬০।৬৫ বৎসর, তাহাতে অসুস্থ; ইহাতে তিনি যে ক্লান্ত হইবে বিচিত্র নহে। রল এই সময়ে একটী রজ্জু নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে নৌকা উপর তুলিলেন এবং দুজনে বেগে নৌকা চালন করিতে আরম্ভ করিলেন দেখিতে দেখিতে ইটালি দেশীয় জাহাজের নিকট উপনীত হইলেন এব সকলেই তদুপরি আরোহণ করিলেন। জাহাজস্থ সকলেই তাঁহাদিগে জন্য উদ্বিগ্ন ছিল। মাডাম বেজেন তাঁহাদিগকে বলিলেন "আমরা পং ভুলিয়া গিয়াছিলাম এবং আমার বৃদ্ধ ভৃত্য এবং ভ্রাতুষ্পুত্র ক্রমাগত নৌক চালাইতেছিল, কিন্তু তথাপিও আমরা উপস্থিত হইতে পারি নাই।' যখন তাঁহারা জাহাজে আরোহণ করেন তখন রাত্রি দ্বিপ্রহর। পরে টার সময় তাঁহারা জেনোয়ায় পৌঁছিলেন। মাডাম বেজেন স্বামীকে সম্ভাষণ করিয়া বলিলেন " পিটর, আমার এই সমুদায় জিনিষ গ্রহণ কর।' এইরূপে তাঁহারা ক্রমে ক্রমে সুইটজারলণ্ডে প্রবেশ করিলেন এবং তথা কনষ্টান্স নামক স্থানে গিয়া নির্ভয় হইলেন। সেখানে সকলেই মার্শাল বেজেনকে চিনিতে পারিল। মাডাম বেজেন এই ভয়ঙ্কর রজনীতে একটী মণি মুক্তা সংশ্লিষ্ট হার গলদেশে দিয়াছিলেন। তাঁহার বিশ্বাস যে ইহা হইতেই তাঁহার সৌভাগ্য আসিয়াছে। এই জন্য তিনি বলিয়াছেন "এই হারছড়াটী আমার কন্যা ইউজিনকে দিব এবং ইহাতেই তাহার মঙ্গল হইবে। সে ইহা যাবজ্জীবন গলদেশে ধারণ করিবে।"

মাডাম বেজেন এখন পতিকে উদ্ধার করিয়া তাঁহার সহিত কলোনে

বাস করিতেছেন। সমুদায় জগৎ তাঁহার আশ্চর্য্য সাহস ও পতিভক্তি দেখিয়া চমকিত হইয়াছে।"

বৃথা ভয়।

"ঐ জুজু!"

ভদ্রে! তোমার শিশু সন্তানটি অত্যন্ত ক্রন্দন করিতেছে, উপদ্রব করিতেছে, তোমাকে অত্যন্ত উত্ত্যক্ত করিতেছে, তুমি "ঐ জুজু" "ঐ ভূত" ইত্যাদি বলিয়া ভয় দেখাইলে, সে শান্ত হইল, তুমি পরম লাভ বোধ করিলে। কিন্তু ওরূপ ভয় দেখানতে তোমার প্রাণতুল্য প্রিয় সন্তানের যে কি অনিষ্ট ঘটিল, তাহার ভবিষ্যৎ সুখের পথে যে কি ভয়ানক কণ্টক পড়িল, তাহা যদি বুঝিতে পারিতে, তবে সন্তানকে শান্ত করিবার জন্য কখনই ওরূপ উপায় অবলম্বন করিতে না।

সে যেমন বলুক না কেন, এই "দুঃখশোক জরামরণসঙ্কুল" পৃথিবীতে মনুষ্যের ভাগ্যে সুখের ভাগ অতি অল্প আছে। কে কোথায় কাহাকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ ভোগ করিতে দেখিয়াছে? অতুল ঐশ্বর্য্য, মনোমোহন রূপ, অসীম প্রভুত্ব, উচ্চপদ, যশ, গৌরব ইত্যাদি যে বিষয় গুলি সুখসাধন বলিয়া প্রথিত আছে তাহা কি বাস্তবিকই মনুষ্যকে সম্পূর্ণ সুখী করিতে পারে? আবার যাহা পবিত্র সুখের একমাত্র সাধন, যে ধর্ম্মই মনুষ্যের সুখ সোপান, তাহাই কি এই পৃথিবীর অনর্থ নিবারণ করিতে সক্ষম? যে ব্যক্তি সাধু তিনি অপর সাধারণের ন্যায় সামান্য বিষয়ে প্রীত অথবা বিরক্ত হন না বটে, তিনি এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের মহৎ মহৎ পদার্থের সংসর্গে থাকিয়া বিমলানন্দ ভোগ করেন বটে, কিন্তু তাই বলিয়া কি তিনি মানব জীবনের সাধারণ ক্লেশ হইতে বিমুক্ত? রোগের যাতনায়, শোকের আঘাতে, দারিদ্র্য পীড়নে, দুষ্ট মানবের অত্যাচারে তিনি কি ক্লেশ পান না? আমরা এমন বলিতেছি না যে এই পৃথিবীতে সুখ নাই, মানব সকল নিরবচ্ছিন্ন দুঃখভোগ করিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছে। যদি সুখ না থাকিবে, তবে দুঃখকে দুঃখ বোধ হইবে কেন? পৃথিবীতে সুখ আছে, পৃথিবীতে দুঃখও প্রচুর পরিমাণে আছে; এই দুঃখের অবসানেই সুখ! মনুষ্য এই

দুঃখের হস্ত হইতে এড়াইয়া সেই সুখ পাইবার জন্য লালায়িত।

সংসারে ত দুঃখ প্রচুর পরিমাণে আছেই, আবার আমরা নিজ দোষে দুঃখের উপর দুঃখ চাপাই। নৈসর্গিক দুঃখ এক প্রকার অবশ্যম্ভাবী, অপ্রতিবিধেয়, তাহা ত মানব মাত্রকেই ভোগ করিতে হইবে। কিন্তু নিজ কর্ম্মদোষে যে ব্যক্তি নিজদুঃখভার বাড়াইল, তাহার ভাগ্য কি ভয়ঙ্কর! যে দুঃখ সকলের, তাহা সহ্য করিতে পারা যায়, সেরূপ দুঃখে পড়িলে অপরে সান্ত্বনা করিতে আইসে, সমব্যথীর অশ্রুজলে আমাদের দুঃখমলিনতা সহজেই ধৌত হইয়া যায়; কিন্তু আমি অপরের উপদেশে বধির হইয়া, অপরের অনিষ্ট করিয়া, স্বার্থপরতার বশীভূত হইয়া আত্মদোষে যে দুঃখ ভুগিব, তাহা দূর করিতে কে অগ্রসর হইবে? দুঃখের একমাত্র ঔষধ যে সমবেদনা, দোষীর প্রতি কেহ তাহা প্রকাশ করে না।

এইত নৈসর্গিক ও আত্মকৃত দুই প্রকার দুঃখের উল্লেখ করা গেল। এতদ্ব্যতীত আর এক প্রকার দুঃখ আছে, সেটি কাল্পনিক। বাস্তবিক কোথাও কিছু নাই, মানব বেশ স্বচ্ছন্দে আছে, তথাপি যেন তাহার বোধ হইতেছে যে সে দারুণ দুঃখভোগ করিতেছে; অপরে যেমন ভাবুক না কেন সে আপনাকে পরম দুঃখী বিবেচনা করিবে। এই কাল্পনিক দুঃখ যে একজন ভোগ করে, অপরে করে না এরূপ নহে। সকল মানবেই কল্পনা বলে এক এক প্রকার দুঃখ সৃষ্টি করিয়া লয়। অমুকী গৃহিণীর মনটা ভার ভার কেন? তাঁহার যে গোট গড়ান হইয়াছে তাহা পুরা ষোল ভরি না হইয়া এক পাই কম হইয়াছে! ঘরে দুধ ছিল না বলিয়া বিড়াল পুরা একবাটী দুধ পায় নাই অতএব আজ বড় বৌয়ের রাগের সীমা নাই। শুদ্ধ গৃহিণী আর বড়বৌ কেন, মনুষ্য মাত্রই কাল্পনিক দুঃখের সৃষ্টিতে পটু! গৃহিণী ও বড় বৌয়ের কি দুঃখ তাহা আমরা জানি, কিন্তু তাঁহাদের ওরূপ দুঃখকে কাল্পনিক দুঃখ বলিয়া থাকি। প্রকৃত দুঃখের উপর যাহারা কাল্পনিক দুঃখের ভার চাপায়, তাহাদিগের অপেক্ষা হতভাগ্য আর কেহ নাই।

সামান্যতঃ এই তিন প্রকার দুঃখের উল্লেখ করা গেল, উল্লেখের উদ্দেশ্য প্রস্তাবিত বিষয় বুঝান। "ঐ জুজু" "ঐ-ভূত" ইত্যাদি বলিয়া

ভয় দেখালেই মনুষ্যের একটি কাল্পনিক দুঃখ বাড়াইয়া দেওয়া হয়। যাহারা কাল্পনিক দুঃখভোগ করে তাঁহাদের অপেক্ষা দুর্ভাগা আর কেহ নাই।

উড্ডীয়মান শৃগাল।

পক্ষী নহে শুক সারি ডানা বিস্তারিয়া।
দেখ দেখ কি আশ্চর্য্য রয়েছে বসিয়া॥

ঈশ্বরের রাজ্যে কিছুই অসম্ভব নাই। পক্ষীগণই আকাশে উড়িয়া থাকে, কিন্তু স্তন্যপায়ী জন্তুদিগের মধ্যে বাদুড় চামচিকা প্রভৃতি কয়েক জাতীয়। জন্তুরও উড়িবার শক্তি আছে। আজি আমরা যে আশ্চর্য্য প্রাণীটির ছবি এখানে চিত্রিত করিলাম, তাহাকে উড্ডীয়মান শৃগাল বলে। ইহাকে কেহ কেহ উড্ডীয়মান বানর বা বিড়ালও বলিয়া ডাকে। ইহা লিমর জাতীয় বানর ও চতুষ্পদ জাতির মধ্যবর্ত্তী একটী শ্রেণী আছে, তাহাদিগকে লিমর বলে। ইহাদিগের মুখ খেঁকশিয়ালীর মত, কিন্তু হস্তপদ বানরাকৃতি। ইহাদিগের বক্ষঃস্থলের সম্মুখে দুইটী স্তন আছে, বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ অন্য অঙ্গুলি সকলের বিপরীতে স্থাপিত আছে। ইহাদিগের হস্ত অপেক্ষা পদ

অধিক লম্বা। ইহারা রাত্রিচর। করমণ্ডল উপকূলে এই জন্তু অনেক সংখ্যক দেখা যায়, ইহাদিগকে এ দেশীয়েরা লাজুক বানর বলে। ইহারা পাকা ফল খায়, কদলী অত্যন্ত ভাল বাসে, গ্রীষ্মকালে আম্রফলের বড় অনুরাগী। দুগ্ধ পাইলে তাহাও আগ্রহের সহিত পান করে। বিড়ালের ন্যায় গা চাটিয়া লোম পরিষ্কার করে। দেখিতে অতি সুন্দর। সময় সময় কাঠবিড়ালের ন্যায় ডাকে ও রাগ প্রকাশ করে।

উড্ডীয়মান শৃগালের মুখ খেক্‌শিয়ালীর ন্যায় এই জন্য ইহা শৃগাল নামে আখ্যাত। ইহার নাসিকা লম্বা; চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ; কর্ণদ্বয় ছোট, লোম বিহীন এবং ত্রিকোণাকৃতি। বাহু অত্যন্ত বৃহৎ ও ক্ষীণ এবং তাহার নিম্ন দেশ লোমশূন্য। হাতে পাঁচ ২ অঙ্গুলি আছে। ইহার পদদ্বয় লোমাবৃত, ও পঞ্চ অঙ্গুলি বিশিষ্ট, কিন্তু উরুদেশ লোমবিহীন। ইহার শরীরের ন্যায় লাঙ্গুল দীর্ঘ নহে। ইহার উপরের চোয়ালে চারিটী এবং নীচের চোয়ালে ৬ টী দন্ত আছে, এসকল গুলি ছেদনার্থ ব্যবহৃত হয়।

উড্ডীয়মান শৃগালের পালকওয়ালা পাখা নাই, কিন্তু পৃষ্ঠদেশে কৃষ্ণ বলরামের পিঠ কাপড়ের ন্যায় একপরদা চামড়া আছে, ইহা হস্তের অঙ্গুলিহইতে পায়ের অঙ্গুলি পর্য্যন্ত বিস্তৃত। ইহার সাহায্যে এই জন্তু বায়ু ভরে আকাশে সচ্ছন্দে উড়িয়া বেড়ায়। ইহাকে বাদুড় ও উড্ডীয়মান কাঠবিড়ালীর মধ্যস্থানীয় বলা যায়। বাদুড়ের পাখাতে লোম নাই, সুতরাং তাহাদের স্পর্শজ্ঞান অধিক এবং উড়িবার ক্ষমতাও যথেষ্ট। কাটবিড়ালীর পাখার ভিতর ও বাহির উভয় দিকে লোম আছে। সে যখন উড়ে, যেন বায়ুতে গড়াইয়া যাইতেছে বোধ হয়। উড্ডীয়মান শৃগালের পৃষ্ঠাবরণের কেবল বাহির দিকে লোম আছে এবং সে লাফাইয়া লাফাইয়া উড়িতে থাকে। কাপ্তেন উইলসন্‌ বলেন, ইহা ঠিক্ যেন পক্ষীর ন্যায় উড়িয়া বেড়ায়, এবং বাতাসে ভিন্ন ভিন্ন দিকে ফিরিয়া ঘুরিয়াও চলিতে পারে।

উড্ডীয়মান শৃগাল ভারত সমুদ্রের দ্বীপাবলীতে গুজরাট, মলাক্কা, ফিলিপাইন এবং পিলু দ্বীপে বাস করে। কাপ্তেন উইলসন্‌ পিলু দ্বীপে ভ্রমণ করিতে গিয়া একটী বৃক্ষে এই জন্তু দেখিতে পান, দেশীয়েরা ইহাকে ওলেক্‌ বলে। ইহা ভূমির উপর দিয়া দৌড়িতে পারে, বিড়ালের ন্যায়

দ্রুতবেগে গাছে উঠিতে পারে এবং পাখা বিস্তার করিয়া পক্ষীর ন্যায় আকাশ মার্গে উড়িতে পারে। দেশীয়েরা ইহার মাংস অতি সুখাদ্য বলিয়া বিবেচনা করে। ইহা বাদুড় অপেক্ষা পাঁচ ছয় গুণ বৃহত্তর।

নূতন সংবাদ।

১। সম্প্রতি মালদহের নিকট একটী জলস্তম্ভ হইয়াছিল, অনেক গৃহ তাহার মুখে পড়িয়া বিনষ্ট হইয়াছে।

২। বিলাতে উর্নি নামক একটী স্ত্রীলোক তাহার সদ্যোজাত সন্তানের গলায় কাঁচি বিঁধিয়া বধ করিয়া ১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রমের সহিত কারাবাস দণ্ড ভোগ করিতেছে। এমন রাক্ষসী মাতাও আছে?

৩। বিলাতে কতকগুলি স্ত্রীলোক সন্তরণে ও ডাং গুলি খেলায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন।

৪। এক্ষণে আমেরিকায় ৩৮ টী স্ত্রী মিশনরি আছেন।

৫। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের কন্যা হত্যা প্রথা নিবারণার্থ তত্রত্য লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সার্ জন ষ্ট্রাচি সাহেব বিশেষরূপে চেষ্টা করিতেছেন।

৬। ইউরোপে এক ব্যক্তি এক আশ্চর্য্য যন্ত্র সৃষ্টি করিয়াছেন। ইহাতে তারে যেমন খবর যায়, তেমনি সংগীতের সুর হাজার হাজার ক্রোশ দূরে নীত হইতে পারিবে। উক্ত ব্যক্তি বলেন মনুষ্যের কণ্ঠধ্বনিও উক্ত রূপে পরিচালিত হইতে পারিবে। স্ত্রীগণ ঘরে বসিয়া বিদেশস্থ স্বামীর কথা শুনিতে পাইবেন, আর ভাবনা থাকিবে না।

৭। মছলিপটামে একটী বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হইয়াছে এবং বালিকাগণ উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিতেছে।

৮। মার্শাল ও মাডাম মেক্মেন এক্ষণে স্পা নগরে সুস্থ হইতে গিয়াছেন।

৯। ইউরোপে এক ভদ্র পরিবারের শিশুরা বঙ্গদেশের দুর্ভিক্ষের কথা শুনিয়া চার সহিত চিনি খাওয়া বন্ধ করিয়াছে, কারণ তাহারা উক্ত চিনির পয়সা হইতে দুর্ভিক্ষের সাহায্য করিবে। এমন শিশু বঙ্গদেশে দেখিলে আমাদিগের কত আনন্দ হয়?

বামাগণের রচনা।

বামাবোধিনী ও ভগ্নীগণ।

বিগত ৮১ সালের ভাদ্র মাসের বামাবোধিনীর প্রথম প্রবন্ধ পাঠ করিয়া প্রথমতঃ বড়ই আনন্দ লাভ করিয়াছিলাম। পুনর্ব্বার পাঠ করিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইব, এমন সময় দুঃখ আসিই হৃদয় অধিকার করিল। ভাবিলাম বামাবোধিনীর কি আজি পর্য্যন্ত এমন দিন হইয়াছে যে বামাবোধিনী আপনি আপনার সৌভাগ্যের গৌরব করিতে পারেন। সত্য বটে, বামাবোধিনী পরম করুণাময় সর্ব্ব গুণা-

কর পিতার কৃপাবলোকনে একাদশ বর্ষ অতিক্রম করিয়া দ্বাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন, কিন্তু বামাবোধিনী এত দিন যাঁহাদের বিদ্যোন্নতি ও জ্ঞানোন্নতির পথ প্রদর্শকরূপে চলিয়া আসিলেন, তাহাদের কি প্রকৃত তদনুরূপ ফল লাভ হইয়াছে? আমি প্রিয় ভগ্নীগণকে জিজ্ঞাসা করি, তাঁহারা বামাবোধিনী লইয়া কত জ্ঞান লাভ করিয়াছেন? বামাবোধিনী যে উদ্দেশ্যে সৃজিত, তাহা কি সব ভগ্নীগণ বুঝিয়াছেন? সত্য এখন বামাবোধিনী অনেক আদরের সামগ্রী হইয়াছে। তাহা কি সকল ভগ্নীর নিকট? বামাবোধিনীর এখনও এত সৌভাগ্য হয় নাই যে বামাবোধিনীর পাঠিকা ভগ্নীগণ সাহায্য করিয়া মাতৃ ভূমির উন্নতি সাধনে অগ্রসর হইবেন। হায়, এমন দিন কি অভাগিনী ভগ্নীগণের অদৃষ্টে ঘটিবে? যে দিন উন্নতি পতাকা হস্তে লইয়া আমরা দেশের মুখ উজ্জ্বল করিব। পরম পিতা পরমেশ্বরের শ্রীপদপ্রান্তে নিয়তই এই প্রার্থনা করি যে এখন তাঁহার যে সমস্ত অজ্ঞানতিমিরাচ্ছন্না কন্যাগণ প্রচ্ছন্নভাবে বসতি করিতেছে তাহাদের বিদ্যা ও জ্ঞানরূপ মহারত্ন হৃদয়ে উজ্জ্বল করিয়া দিউন। হায়, আমরা যে পরাধীনতা পিঞ্জরাবদ্ধা পক্ষীর ন্যায় বাস করিতেছি। আমরা কোথা হইতে বিদ্যা জ্ঞান উত্তম রূপে শিক্ষা করিব? হে প্রাণনাথ জগদীশ, বামাবোধিনীর ইচ্ছানুরূপ কার্য্য করিতে কবে তোমার আশ্রিতা কন্যাগণকে ক্ষমতা দিবে? হায় এমন দিন কি আমাদের অদৃষ্টে ঘটিবে যে দিন আমরা বঙ্গ মাতার মুখ উজ্জ্বল করিয়া স্বাধীনতা মহারত্ন প্রাপ্ত হইব?

শ্রীপুর হইতে কোন বঙ্গকামিনী।

সতীত্ব নারীর একমাত্র ভূষণ।

বৈদিক সময়ের ব্যাস, বাল্মীকি প্রভৃতি মহর্ষিগণের হস্তলিখিত তালপত্রের পুস্তকে অথবা অধুনাতন পত্রিকা সম্পাদক, উপন্যাস লেখক, ইতিহাস লেখক ভ্রাতৃগণের উত্তম ছাপার সুন্দর কাগজের পুস্তকে যাহাতেই দৃষ্টিপাত কর দেখিবে সতীনারীর নাম শুনিলে মন কেমন ভক্তি ভরে অবনত হইয়া পড়ে। আহা! সতীত্ব ভূষণে বিভূষিতা রমণী কি রমণীয়া!, সীতা, সাবিত্রী, সতী, ইত্যাদি আর্য্যা রমণীগণের পবিত্র চরিত্রের বিষয় ভাবিলে সতীত্ব যে কীদৃশ অমূল্য রত্ন তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হয়। যে সকল মহিলা অন্য পুরুষ সকলকে ভ্রাতার ন্যায় নির্ম্মল চক্ষে দর্শন করেন, যাহাদের মনে কখন কোন কুভাবোদয় হয় না, অথচ স্বামীর সহিত কিছুমাত্র প্রণয় নাই অথবা ঈশ্বরেতে প্রকৃত ভক্তি নাই আমরা সেই সকল স্ত্রীকে যথোচিত সম্মান করিব, কিন্তু সতী বলিব না। যাহার হৃদয়ে ঈশ্ব-

য়ের মঙ্গল মূর্ত্তি সর্ব্বদা প্রতিষ্ঠিত ও স্বামীর সহিত যাহার প্রকৃত প্রণয় সেই স্ত্রীকেই আমরা সতী, এই স্বর্গীয় উপাধিতে সম্মান করিব। দুঃখের বিষয় এই আমাদের হতভাগা দেশে যে স্বামী রাখিয়া মরিল অথবা যে শ্বশুর ভাশুর ও অন্য পুরুষ সকলকে দেখিয়া ভয়ে পলায়ন করে, ভাল কি মন্দ কোন কথাই যাহার মুখ হইতে নিঃসৃত হইতে কেহ শুনে নাই সেই পাড়ার বড় ঠাকুরাণী, সোণা ঠাকুরাণী, হরির পিসী, রামের মা (বিদ্যাসাগর, বাচস্পতি, বিদ্যাবাগীশদের নিকট) সতী উপাধি পাইয়া বসিল। যদি কোন বিদ্যাবতী ভগ্নী সরলান্তঃকরণে ভ্রাতৃ স্থানীয় পুরুষগণের সহিত একটু সদালাপে প্রবৃত্ত হয়, তবে অমনি উপরিউক্ত পণ্ডিত লোকগণ চীৎকার করিয়া উঠেন "ছি ছি অমুকের বৌটা কি নির্লজ্জ।" থাক্ সে সকল কথা বলিয়া কিছু আবশ্যক নাই, কালের তরঙ্গে শীঘ্রই এ সকল কুসংস্কার ধুইয়া যাইবে। কিন্তু জগদীশ্বর সমীপে আমি এই প্রার্থনা করি সতীত্ব যে নারীর একমাত্র অমূল্য ভূষণ, তাহা ভারতবর্ষীয় ভগিনীগণের হৃদয়ে দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হউক। আবার ভারতে সীতা, সাবিত্রী জন্মধারণ করিয়া ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করুন।

আজ কাল আবার দেখিতেছি সভ্যতার ধুম ধামের সঙ্গে সঙ্গে অন্তঃপুরবাসিনীগণের শোভা বৃদ্ধির জন্য অনেক যত্ন বাড়িয়াছে। পূর্ব্বের অশিক্ষিতা রমণীরাও বেশভূষার জন্য ব্যাকুল ছিলেন বটে, নাসিকা, কর্ণ, বিদ্ধাইতে সিন্দুর পরিতে কাহার যত্নের ত্রুটি ছিল না। গোদানি পরিতে কাঁটার আঘাতে প্রাণ পর্য্যন্ত গেলেও কোন অবলা ফিরেন নাই; অধিক কি শোভা বৃদ্ধির জন্য সকল কার্য্যই অকাতরে বহন করিতে পারিতেন। এক্ষণকার শিক্ষিতা ভগিনীগণেরও সাজ পোসাকের বিলক্ষণ উন্নতি, বহুমূল্য গহনা পরিতে ও বিবিদের অনুকরণ করিতে অনেক যত্ন ও অনেক অর্থ ব্যয়িত হয়। কিছু কিছু ইংরেজি শিখিলে ও একটু টাকার যোগাড় হইলেই অনেক ভগ্নী কালমেম সাজিয়া বসেন। সত্য বটে এইটুকু সভ্যতা বৃদ্ধি হইয়াছে স্বীকার করিতে হইবে যে নাসিকা, কর্ণ বিদ্ধাইয়া নিজ শরীরটাকে কষ্ট দেন না, কিন্তু স্বামীর শোণিত শোষণ করিতে বিলক্ষণ পটু। ভগ্নীরা বিবিদের ন্যায় শিক্ষিতা হইয়া তাহাদের সৎস্বভাবের অনুকরণ করুন, তাহা খুব সুখের বিষয়; কিন্তু তাহার কিছুই লাভ না করিয়া যে শুদ্ধ তাহাদের বেশভূষার অনুকরণ করিলেই সভ্যতা বৃদ্ধি হইল তা নয়। যাহাহউক নব্য মহিলাগণ বিবি সাজুন, গাউন পরুন তাহাতে দুঃখ নাই, দুঃখের বিষয় এই এখন অনেক শিক্ষিতাদের মধ্যে এই হীন নিয়ম এই জঘন্যতা দেখিতেছি যে যাহার বিবি সাজিতে ইচ্ছা নাই অথবা অর্থের অভাবে মনোভিলাষ পূর্ণ হয় না, কিম্বা যিনি বেশভূষাকে জীবনের চির সম্বল মনে করেন না, মনে

করুন যাহার পরিধান সাধারণ ধুতি, শরীর গহনা শূন্য, সেই অবলা নব্য স্ত্রী সমাজে সম্মান পান না। কেবা তাঁহার মানসিক সৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবে, আর কেইবা তাঁরে জিজ্ঞাসা করিবে তুমি কে? যাহাহউক ভগিনি! শিক্ষিতা দলে তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল না বলিয়া দুঃখিতা হইও না; সতীত্ব ভূষণে ভূষিতা হও, গহনা হইতেও উজ্জ্বল হইবে—মণিমুক্তা হীরকের ভাতিও সতীত্ব ভূষণের নিকট মলিন দেখাইবে। সতীত্ব ভূষণের তুল্য কি আর কিছু অমূল্য ভূষণ জগদীশ্বর নারী জাতিকে পুরস্কার দিয়াছেন? এস সকল ভগিনীতে সেই অমূল্য অলঙ্কার পরিধান করিয়া স্বর্গীয় দেবীর ন্যায় নারী জাতির মুখোজ্জ্বল করি। পথচারিণী গণিকাগণেওত স্বর্ণ, রজত হীরক মুক্তার দ্বারা শরীরটাকে সুসজ্জিত করে, কিন্তু তাহাদের চরিত্রের মলিনতা হৃদয়ের মলিনতা কি সেই সকল ধাতুনির্ম্মিত ভূষণের জ্যোতিতে ঢাকিতে পারে? আমাদের চক্ষু কি সেই সকল দুশ্চারিণী পাপীয়সীদের সৌন্দর্য্যে মোহিত হয়? কখনই না। একটী নিরাভরণা সতী সাধ্বীকে দর্শন করিবামাত্র মনে কি অনির্ব্বচনীয় শান্তি রসের উদয় হয়, চক্ষু জগদীশ্বরের রমণীয় রমণীউদ্যানের একটী বিকশিত কুসুম দেখিয়া সহসা যেন ভক্তি রসে গলিয়া যায়। সতীর প্রেমময় মুখচ্ছবিতে ঈশ্বরের পবিত্র জ্যোতিঃ সর্ব্বদা বিরাজমান; তাহাতে সাধুর চক্ষু শান্তি সলিলে নিমগ্ন হয়, পাপীর মনের পাপ পলাইয়া যায়। এখন কি শিক্ষিতা ভগিনীদের মধ্যে কেহ তুচ্ছ গহনা ইত্যাদির জন্যে আবদার করেন? স্বামীর শোণিত শোষণ করেন? যদি করেন তবে ক্ষান্ত হউন, যত্নের সহিত সতীত্ব শুভ্র প্রসূনে দেহ মন সজ্জিত করুন, অতীব শোভনীয়া হইবেন। ঐহিকে পারত্রিকে সতীত্ব ভূষণ সমান প্রভা বিতরণ করিবে। ভগিনীগণ! সতীত্বই আমাদিগের একমাত্র জীবনের রত্ন, হৃদয়ের ভূষণ, প্রাণপণে সেই একমাত্র রত্নকে রক্ষা করিতে যত্নবতী হও। এস সকল ভগিনীতে প্রকৃত সতীত্বে সুসজ্জিত হইয়া হাত ধরাধরি করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হই।

আপনার অনুগত পাঠিকা
শ্রী শ্যামাসুন্দরী।

মাতৃ প্রেম।

মরি কিবা স্নেহ ময়ী জননী আমার,
সতত স্নেহেতে পূর্ণ হৃদয় তাঁহার।
ভজেন সর্ব্বদা মাতা ইষ্ট দেবতারে,
সদা যেন পুষ্পাঞ্জলি সন্তানের তরে।

করিলেন দশ মাস জঠরে ধারণ,
কঠোর যাতনা সহ্য আমার কারণ।
জন্ম মাত্র মা আমার অতি সযতনে,
পালন করিতে রত পুলকিত মনে।
অজ্ঞান বালিকা আমি ছিলাম যখন,
ভাল মন্দ বিবেচনা ছিল না তখন।
সে সময় সযতনে স্নেহ স্বরূপিণী,
সকল বিপদে রক্ষা করেন জননী।
আপনার সুখ ভোগে দিয়ে বিসর্জন,
অহোরাত্র করিতেন আমায় পালন।
মশক দংশন ভয়ে আমার শরীরে,
বাতাস দিতেন মাতা অতি ধীরে ধীরে।
কাঁদিলে অমনি প্রাণ উঠিত কাঁদিয়া,
পয়োদান করিতেন হৃদয়ে টানিয়া।
এইরূপ যতনেতে জননী আমায়,
বাঁচায়ে ছিলেন যবে ছিনু অসহায়
ক্রমে সে শৈশব গত হইল আমার,
দেখিয়া প্রসূতি হৃদে আনন্দ অপার।
বিদ্যা শিখিবারে সদা করিতা যতন,
কিন্তু সে সকল আমি না করি শ্রবণ।
খেলিতাম সখিসনে ধূলা খেলা নিয়ে,
দিতাম পুতুল সনে পুতুলের বিয়ে।
কখন বদন ঢাকি অবগুণ্ঠনেতে,
ধূলা মাটি রাঙ্কিতাম মনের সুখেতে।
মা আসি মধুর ভাষে কত মত তায়,
নীতিগর্ভ উপদেশ দিতেন আমায়।
কিন্তু সে সকল আমি না শুনি শ্রবণে,
দূর করিয়াছি তাঁয় কর্কশ বচনে।
ভেবেছি মায়ের মত শত্রু কেহ নাই,
মাতাই অনিষ্টকারী যারপর নাই।
তথাপি জননী মোরে বিরক্ত না হয়ে,
মিষ্ট অশনীয় বস্তু দিতেন আনিয়ে।
আদর করিয়ে তুলে লইতেন কোলে,
বুঝাতেন কত মত সুমধুর বোলে।

এইরূপে গত হল নবম বৎসর,
ধূলা খেলা সে সময় হইল অন্তর।
গৃহ কার্য্যে মন মোর হইল নিবেশ।
লইলাম জননীর হিত উপদেশ।
ফুটিল জ্ঞানের ফুল হৃদয় কাননে,
শিখিলাম যাহা কিছু মাগের যতনে।
শিখিলে কি হয়? আছে কুচরিত্র যার,
কে শোধিতে পারে তাহা, সাধ্য আছে কার?
এত যে করেন মাতা শুধু ক্ষণে ক্ষণে,
দহেছি অন্তর তাঁর বাক্য হুতাশনে।
কাঁদিতেন মা কেবল চাহি মোর পানে,
তথাপি হতো না দয়া এছার পরাণে।
আবার চক্ষের জল মুছিতা অমনি,
তনয়ার অমঙ্গল হবে মনে গণি।
সন্তাপহারিণী মরি মায়ের মতন,
কে আছে ধরণীতলে কে আছে এমন?
দ্বাদশ বৎসর গত হইল যখন,
বিবাহ দিলেন মোরে পুলকিতমন।
শ্বশ্রূজন শুশ্রূষার সুনিয়ম যত।
বিবিধ বিধানে মাতা বলিলেন কত।
ত্রিবিধ বিষাদে পূর্ণ হইয়ে তখন,
পাঠাইয়া দেন মোরে পতির সদন।
আর সে স্নেহের মূর্ত্তি কবে নিরখিব,
আর সে মধুর ভাষা কবে বা শুনিব?
কবে বা মায়ের কোলে আবার বসিব,
মা, মা, বলি রসনারে কৃতার্থ করিব?
কবে বা শীতল মম হইবে অন্তর,
কবে বা এ দুঃখ রাশি হইবে অন্তর?
সে সুখের দিন যবে হইবে উদয়;
ভাবিলে সে দিন অতি দূর বোধ হয়।
হা মাতঃ! হা স্নেহময়ি! তব ঋণ ভার,
কখনও শোধিবারে না পারিব আর।
উদ্দেশে প্রণমি তব চরণ যুগলে,
ঈশ্বর তোমায় মা গো রাখুন কুশলে।

শ্রীচিন্তামণী গুপ্ত।

CHILD LIFE IN ENGLAND.

(By an Englishwoman.)

IV.

In a former paper we traced the Education of an English girl until she reached the age of eleven. Some description of a girls boarding school may appropriately follow.

Only a small proportion of English girls go to a boarding school. It is of course too expensive for the poor, who attend the public elementary day-schools. But of the class who could afford a boarding School education, if it were desired, many are taught at home by governesses. Since good boarding schools for girls are not plentiful. Many people, if asked their idea of a girl's school, would say it was a place where gossip was rife, where rules were unnecessarily numerous and strict, and where the girls were so incessantly watched that they lost their sense of responsibility — a place in short where they became untrustworthy because they were not trusted. In such establishments, they would say, either the teaching is bad; or the girls are overworked and their health thereby injured; or both evils may be combined. This description may unfortunately fit too many schools, but the one of which I am about to speak was of a very different sort.

It was carried on by two ladies in a good-sized house standing in a garden among fields, yet near enough to a large town and railway station for masters to come and help in the teaching. There were about a dozen girls, from eleven to seventeen years of age, and before entering into any details as to the teaching it may be well to describe the routine of one day.

Before breakfast there was about an hour's preparation of lessons but no class teaching. At 8 o'clock the whole household, servants included assembled in the dining room to join in a short prayer. The servants then retired and breakfast was brought in. Then came the reading of a chapter in the Bible. At 9 o'clock lessons began. The schoolroom was a light airy room, divided by folding doors, so that two classes might be carried on at once without interfering with each other. Or music might be practised in one room without making the teacher's voice inaudible in the next, though it cannot be said that the music was no interruption. Happily the chief part of the practising was carried on in the dining room, and any girl who had an unusually difficult lesson to prepare could usually get leave to take it into a quiet passage for the sake of solitude

and silence. Yet even there the sound of two pianoes, though distant and muffled by its passing walls and doors, was not exactly pleasant to a musical ear. School mistresses would be very glad if it were not the fashion for every girl to learn the piano, whether she shows musical talent or not.

To return to the order of the day. At half past 10 or 11, lesson-books were put away, schoolroom windows thrown wide open, hats and cloaks were put on as fast as possible and the school turned out for an hour's walk. It was not the formal procession,, walking two and two close behind one another, which is the manner of daily exercise for girl's schools in large towns. This was so far in the country that there was no fear of harm happening to stragglers, and so long as they kept within sight on call of one another, they had liberty to stray to right and left after wild flowers or water-creatures. For a small aquarium was kept in the school-room and som e of the girls would now and then take tin cans to catch water snails and tiny fish in a little stream which ran through the neighbouring fields, while others amused themselves in jumping over the brook. The spoils of this primitive kind of fishing were taken home to the aquarium.

On coming home, a plate or two of bread and cake was disposed of for lunch and then lessons went on as usual till dinner, at 3 o'clock.

After dinner a few minutes were spent in listening to some extracts from the newspaper, read aloud by one of the ladies. Few of the girls cared much for this. Yet it was a very good thing for them. One of the evils of boarding schools is their seclusion from the outer world, and the want of intelligent interest in passi ng event which is apt to come of this. If girls hear nothing of the interests which fill the minds of those who are living and walking in the great wor ld, they learn to lay far too much stress on trifles ; and when they leave school, and have to take their part (however small) in deciding some of the difficult questions of the day, they will be apt to bring a small, cramped, gossiping habit of min d to bear on them. In the school of which I am speaking, this danger was acknowledged and as far as possible guarded against, so that those girls at least who came from careful and intelligent homes where they had learnt to take an interest in things worthy of interest did not lose the habit at school.

After the newspaper-reading, half an hour was spent in the garden. So me of the girls spent this time in working in their own little gardens, others made use of the swing or joined in a game at hide and seek. Croque t was unknown in those days. Otherwise no doubt it would have occupied many a garden h alf-hour.

At half past four lessons began again and lasted till tea at seven o'clock, after which the girls brought their sewing into the diningroom, and some a musing book was read aloud till bed time at 9 o'clock, or for the younger ones earlier. This evening reading was much enjoyed. Sometimes one of Sir Walter Scott's delightful historical novels gave a fresh zest to the history lessons.

Sometimes one of Mrs. Stowe's pictures of American slavery roused the girl's quick sympathy with those who suffered under that fearful form of oppression. At that time few dared to hope that it would so soon be destroyed. Now and then the experiment was tried of reading a book of travels or a biography, but these were not so popular. The greatest treat of all came rarely. The gentleman who came once a week to teach elocution and English literature was an excellent reader. It sometimes happened in winter that there was no train which would enable him to reach his distant home after his lesson was over, so that he was obliged to stay till the next morning. If he could be prevailed on to read a poem, perhaps one of Sakespeare's plays, great was the pleasure of his audience.

French, German, history, geography and singing were taught by the ladies who conducted the school, and these lessons never lasted for more than an hour at a time. Other subjects, at least as far as the older girls were concerned, were taught by masters who came once a week. One day it was the drawing master, whose class included nearly the whole school and lasted between two and three hours. His teaching was better than is commonly given in girl's schools, for he preferred that his pupils should draw a flower or jug from the real object, (thereby learning something of how to represent the colours and perspective of Nature, even though the result might be but a poor performance) rather than perform the easy task of copying a drawing which would teach them little.

Another day came the arithmetic master. He was the teacher of an elementary school, and from a certain want of polish in his manners he was not a favourite with his pupils. He offered a little prize to the best scholar each half year. It was the only one given in the school, which except for this was managed entirely without rewards and punishments. It was taken for granted that the girl's were reasonable beings, desirous of doing their duty when it was fairly set before them. And this confidence was not on the whole misplaced. It is true that many girls might have worked harder under the pressure of emulation, but as it was the work was done either from a sense of duty or a love of learning. Any increase in the *quantity* would probably have been dearly bought by lowering the *motive* of work. Where emulation is strong, temptations to jealousy, or even to underhand dealing, arise, and the standard of honour in the school would hardly have stood as high as it did if the girls had been less completely trusted.

I have already spoken of the master who taught reading aloud. This lesson took place in small classes, and was varied by the repetition of poetry which had been learnt by heart. This was followed by a composition class for the elder girls. Here themes or excercises which had been written during the week were corrected and fresh subjects given out.

I have left little space to describe the most original of the teachers. He was an old man with many theories about education, especially as to the a[illegible] vantage of learning several things not usually included in a girl's course study. He taught geometry, not in the usual way but by making his pup[illegible] find out for themselves the answers to the questions which he set them. I[illegible] would never answer a question if he thought the questioner could possibly fi[illegible] the answer for herself, but would spend any amount of pains in showing her ho[illegible] to look for it. His patience with stupidity was simply inexhaustible, and [illegible] was so slow to believe that his pupils were not doing their best, that they we[illegible] usually shamed into taking pains, especially as the interest which he taug[illegible] was infectious. Besides geometry he taught (after the same fashion) a litt[illegible] astronomy and natural philosophy.

On Saturdays no lessons were done after dinner, but the afternoon w[illegible] filled in summer by a long walk, or in winter by the reading of story books [illegible] poetry, together with games and the manufacture of those little articles of fan[illegible] work which (however useless in themselves) delight the hearts of girls an[illegible] train their fingers to neatness.

Many people who sent their daughters to this school did not consider th[illegible] lessons the greatest advantage to be gained there. Teaching might have bee[illegible] had at home, but the opportunity of forming life-long friendships could hav[illegible] been given in no other way than by mixing with other girls of various dispos[illegible] tions, not only for amusement but for work, and with the healthy moral ton[illegible] which I have described prevailing.

The time which each girl spent at school ranged from eighteen months, o[illegible] even less, to three or four years. About three months of each year were spen[illegible] at home in holidays.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHNI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩৫ সংখ্যা | কার্ত্তিক বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

ধৈর্য্য।

" পৃথিবীর মত যেন ধৈর্য্যশীলা হই। "

এদেশের কুমারীগণ কোন ব্রত বিশেষে দেবতার নিকট বর চান "পৃথিবীর মত যেন ধৈর্য্যশীলা হই।" এ কথাটী বড় ভাল, কিন্তু ইহার অর্থ কি সকলে বুঝেন? পৃথিবী ধৈর্য্য গুণের যেমন দৃষ্টান্তস্থল, এমন আর দেখা যায় না। পৃথিবী অসংখ্য ২ জীবের জননী হইয়া সকলকে বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছেন, আপনার শরীর বিদীর্ণ করিয়া কত রাশি রাশি ফল শস্য প্রদান পূর্ব্বক সন্তানগণের প্রাণ রক্ষা করিতেছেন। প্রখর গ্রীষ্ম, দারুণ শীত, ঝটিকা, বৃষ্টি, বজ্রাঘাত সকলি শরীর পাতিয়া গ্রহণ করিতেছেন, কেন না তাহাদ্বারা জীবগণের মঙ্গল হইবে। মনুষ্য আহার তৃপ্তি লাভ ও আপনাকে সম্পত্তিশালী করিবার নিমিত্ত যত ইহাঁর গর্ভ বিদারণ করে, ইনি তত অনুগ্রহ প্রকাশ করেন এবং আপনার উদর মধ্য হইতে বহুকাল সঞ্চিত নানাবিধ রত্নরাজী প্রদান করিয়া থাকেন।

পৃথিবী ইহাঁর সন্তানগণের কত দৌরাত্ম্য যে সহ্য করেন, তাহা বাক্য দ্বারা বর্ণনা করা যায় না। সহস্র সহস্র বন্য জন্তু বনস্থল আকুলিত করিয়া ইহাঁকে উত্ত্যক্ত করিতেছে, লক্ষ লক্ষ জলচর জন্তু সমুদ্র আন্দোলিত করিয়া ইহাকে তাড়না করিতেছে এ সকল সামান্য ব্যাপার। পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জীব মনুষ্য ইহাঁকে যেরূপে পীড়ন করে, এরূপে আর কেহ করিতে পারে

না। মনুষ্য আপনার সমুদায় পাপ ভার পৃথিবীর উপর চাপাইতেছে। একটী পাপের ভার প্রকৃতরূপে অনুভব করিলে পাপকারী মনুষ্য জীবন-ধারণে অসমর্থ হইয়া আত্মহত্যা করিয়া থাকে, কিন্তু সকল মনুষ্যের সকল অত্যাচার ও পাপের বোঝা পৃথিবী বহন করিতেছেন। মনুষ্য আপনার দুষ্প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ জীবের প্রাণবধ করিতেছে, জনপদ সকল জনশূন্য করিতেছে, স্বজাতীয় জীবের শোণিত স্রোতে ধরণীকে ভাসাইয়া দিতেছে, আর পৃথিবী সেই সকল সহ্য করিয়া দুর্দ্দান্ত দৈত্যদিগকে আবার ক্রোড়ে স্থান দিতেছেন, তাহাদিগের আহার ও বিলাসোপযোগী সুখ সামগ্রী সকল যোগাইতেছেন। এত দৌরাত্ম্যেও মাতা বসুন্ধরাকে কি কেহ কখন অনুযোগ করিতে শুনিয়াছে? পুরাণে বর্ণিত আছে বটে, যে দুরাচারদিগের পদভরে যখন বসুমতী থরহরি কম্পান্বিত হইয়াছেন, তখন তিনি গাভীমূর্ত্তি ধারণ পূর্ব্বক নারায়ণের নিকট আপনার অসহ্য ক্লেশের কথা নিবেদন করিয়াছেন এবং বিষ্ণু স্বয়ং ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া ভূভার হরণ করিয়াছেন, কিন্তু এ কথা রূপক ইহা যথার্থ নহে। পৃথিবী অবাক্ হইয়া চিরকাল সকল প্রকার ক্লেশ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া আসিতেছেন। পৃথিবীর এতদূর গাম্ভীর্য্য ও গুরুত্ব আছে যে ইনি আরো কোটি কোটি বৎসর আরো কোটি কোটি গুণ অত্যাচার ভার বহন করিতে প্রস্তুত। যাহারা ইহাঁকে পীড়ন করিবে, ইনি হাস্যবদনে চিরকাল তাহাদিগের হিত চিন্তা ও সুখ সংবর্দ্ধন করিবেন। এমন ধীর, এমন সহিষ্ণু আর কে আছে?

নারীগণ যখন মাতা, ভগিনী বা পত্নী হন, তখন যদি পৃথিবীর এই দৃষ্টান্ত স্মরণ করিয়া রাখেন, তাঁহাদিগের দ্বারা পরিবারের কতদূর কুশল ও শান্তি সংরক্ষিত হয়! পরিবারের প্রকৃত ভার নারীগণের উপরেই পতিত হয়। তাঁহাদিগের কোমল হৃদয় সকলের জন্য যেরূপ ভাবিয়া থাকে, সকলের ব্যথায় যেরূপ ব্যথিত হয়, সকলের সুখের জন্য যেরূপ ত্যাগ স্বীকার করিয়া থাকে এরূপ আর কে করে? নারীপ্রকৃতি যত সহিষ্ণু ও ধৈর্য্যশীল হইবে, ততই তাহার মহত্ত্ব ও সৌন্দর্য্য প্রকাশিত হইতে থাকিবে। পৃথিবীর ন্যায় ধৈর্য্যশীলা হইতে সকল রমণীই দৃঢ়ব্রত হইয়া চেষ্টা

করুন, তাহাহইলে তাঁহারা জগতের যথার্থ হিতকারিণী হইবেন এবং তাঁহাদিগের জীবন ধারণ সার্থক হইবে।

রাজা বল্লাল সেন ও তাঁহার রাজধানী।

কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তক বৈদ্যবংশীয় রাজা বল্লাল সেন কাহার নিকটে অপরিচিত নহেন, তিনি দুঃখিনী কুলীন কুমারীদিগের স্মৃতি পটে সর্ব্বদা বিরাজমান। বল্লালসেন বঙ্গ রাজ্যের অধীশ্বর ছিলেন, ১০৬৬ খৃষ্টাব্দে রাজসিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া পঞ্চাশ বৎসর রাজত্ব করেন। ঢাকা নগরের অনতিদূরে রামপাল নগর তাঁহার রাজধানী ছিল। বনেতে লালিত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি বল্লাল নামে অভিহিত হন। অন্তঃস্বত্ত্বাবস্থায় তাঁহার জননী কোন অপরাধে ঢাকার সন্নিহিত অরণ্যে (যেখানে ঢাকেশ্বরীর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠিত আছে) নির্ব্বাসিত হইয়াছিলেন। বল্লালসেন তথায় জন্মগ্রহণ করেন। এরূপ জনশ্রুতি যে ঢাকেশ্বরী বিগ্রহ তদীয় গর্ভধারিণীর প্রতিষ্ঠিত। বল্লালসেনের জন্ম সম্বন্ধে অনেক প্রবাদ বাক্য ও অলৌকিক উপাখ্যান আছে, তাহা এস্থানে উল্লেখের যোগ্য নহে। কেহ বলেন তিনি ব্রহ্মপুত্রের সন্ততি, কাহার মতে রাজা আদিশূরের পুত্র। কিন্তু কিছু কাল হইল সুন্দর বনের ভূমি খনন করিয়া যে এক খণ্ড তাম্রফলক পাওয়া গিয়াছে তাহাতে লিখিত আছে বল্লালসেন বিজয় সেনের পুত্র। বল্লালসেনের পুত্র লক্ষ্মণসেন এক ব্রাহ্মণকে ভূমি দান করিয়াছিলেন, উক্ত তাম্রফলকে সেই ভূমি দানের সনন্দপত্র অঙ্কিত আছে। ইহা দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে যে বল্লালসেন বিজয় সেনেরই পুত্র।

এক কৌলীন্য প্রথার প্রবর্ত্তন দ্বারাই বল্লালসেন চিরবিখ্যাত হইয়াছেন। "আচারো বিনয়ো বিদ্যা প্রতিষ্ঠা তীর্থদর্শনং। নিষ্ঠা শান্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম্।" সদাচার, বিনয়, বিদ্যা, তীর্থদর্শন, নিষ্ঠা, শান্তি, তপস্যা, দান, রাজা বল্লালসেন কুলের এই নববিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট রাখিয়াছিলেন। যাঁহারা এই শুভ লক্ষণযুক্ত ছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকেই কুলীন এই সম্মানের উপাধি দান করিয়া গৌরবান্বিত করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য

মহৎ ছিল, ইহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু এইক্ষণে উহার সম্পূর্ণ বিপরীত ফল ঘটিয়াছে। কৌলীন্য হইতে ক্রমে মেল বন্ধন প্রথা প্রবর্ত্তিত হওয়াতে বহু বিবাহ, চরিত্রদোষ ভ্রূণহত্যা ইত্যাদি মহাপাপ প্রবল হইয়া বঙ্গদেশকে রসাতলে নিমগ্ন করিতেছে। অধিকাংশ কুলীন পুরুষের অন্য ব্যবসায় নাই; একমাত্র বিবাহই তাঁহাদের জীবিকার উপায়। তাঁহারা বিদ্যাচর্চ্চাও বিষয় কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান কিছুই না করিয়া শিশুকাল হইতে সচরাচর বিবাহ দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া থাকেন। এক এক জন কুলীন মহাপুরুষ যে শতাধিক যুবতীর পাণি পীড়ন করিয়াছেন তাহার দৃষ্টান্তের অভাব নাই। অনেক কুলীন যুবতীর বিবাহের পর হইতেই চিরজীবনের জন্য স্বামীর সঙ্গে আর সাক্ষাৎ হয় না। তাঁহারা স্বামী বিদ্যমানেই আজীবন বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করেন। কখন কখন পঞ্চম বর্ষীয়া বালিকা যষ্ঠিবর্ষীয় বৃদ্ধের বা ৫ম বর্ষবয়স্ক বালক যষ্ঠিবর্ষীয়া বৃদ্ধা কুমারীর করকবলিত হইয়া থাকে। এরূপ বিসদৃশ বিগর্হিত পরিণয় বন্ধন সহ্য করিতে না পারিয়া যে কত কুলীন যুবতী কলঙ্কের গভীর কূপে আত্ম বিসর্জ্জন করিতেছেন, তাহা গণনা করিয়া শেষ করা যায় না।

রাজা আদিশূর যজ্ঞ বিশেষের ঋত্বিকের কর্ম্ম সম্পাদন করিবার জন্য কান্যকুব্জাধিপতি বীরসিংহের নিকটে পঞ্চ গোত্রীয় ৫ জন বিশুদ্ধাচার বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ চাহিয়া পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে শাণ্ডিল্য গোত্রীয় ভট্ট নারায়ণ, কাশ্যপ গোত্রীয় দক্ষ, সাবর্ণ্য গোত্রীয় বেদগর্ভ, বাৎস্য গোত্রীয় ছান্দাড়, ভরদ্বাজ গোত্রীয় শ্রীহর্ষ এই পাঁচ জন ব্রাহ্মণ আদিশূরের নিকটে প্রেরিত হন। ব্রাহ্মণদিগের সঙ্গে মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, দশরথ গুহ, পুরুষোত্তম দত্ত, কালিদাস মিত্র এই পাঁচজন ভৃত্য হইয়া আগমন করেন। কালক্রমে সেই ব্রাহ্মণ ও ভৃত্যগণ বঙ্গদেশ নিবাসী হন। উক্ত পঞ্চ বিপ্রের ৫৬ সন্তান হয়, বল্লালসেন তাহাদিগকে ৫৬ টী গ্রাম ব্রহ্মত্র স্বরূপ দান করেন। তাহাতে ৫৬ গাঁই এই আখ্যা হয়। আবার তাঁহাদের ব্যবহারানুসারে বল্লালসেন ৮ জনকে মুখ্য কুলীন, ১৪ জনকে গৌণ কুলীন, সর্ব্বশুদ্ধ এই ২২ জনকে কুলীন উপাধি দান করিয়া অবশিষ্ট সমুদায় ব্রাহ্মণকে শ্রোত্রীয় শ্রেণিতে পরিণত করেন। আদান প্রদানের দোষে

উক্ত ত্রিবিধ ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে কেহ কেহ কুলভ্রষ্ট হইয়া বংশজ আখ্যা ধারণ করে। এতদ্দেশে যে সকল ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহাদিগকে সাতশত ঘরে গণনা করিয়া পৃথক্ শ্রেণী করা হয়, তাহাতে তাঁহাদের নাম সপ্তশতী হয়। বল্লালসেন কুলীন ব্রাহ্মণদিগকে মুখোপাধ্যায়, চট্টোপাধ্যায়, বন্দোপাধ্যায়, গঙ্গোপাধ্যায়, ব্রাহ্মণের ভৃত্যদিগকে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এই কৌলীন্য উপাধি দান করেন। দত্ত প্রথমে আপনাকে ভৃত্য বলিয়া স্বীকার না করাতে অর্দ্ধকুলীন হন।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে যে রামপাল নগর বল্লালসেনের রাজধানী ছিল। রামপাল ঢাকার প্রায় ৬ ক্রোশ নৈঋত কোণে মুন্সিগঞ্জ উপবিভাগের ২ মাইল পশ্চিমে ধলেশ্বরী নদীর দক্ষিণ তীরে বিদ্যমান। উহা এক্ষণে অরণ্যাকীর্ণ হইয়া রহিয়াছে, নগরের বিশেষ চিহ্ন কিছুই নাই। ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত রাশি রাশি ইষ্টক দেখিতে পাওয়া যায়। মৃত্তিকা খননকালে অট্টালিকার ভগ্নাবশেষ পাষাণময়ী বিচিত্র দেবমূর্ত্তি সকল পাওয়া গিয়াছে। বিগ্রহ সকলের গঠন প্রণালী ও কারু কার্য্য অতি চমৎকার। রামপালে প্রাপ্ত চারিটী পরম সুন্দর বৃহৎ বিগ্রহমূর্ত্তি ঢাকার বিচারালয়ের সম্মুখস্থ উদ্যান পার্শ্বে স্থাপিত আছে। রামপালের মৃত্তিকার নিম্নে কেহ ২ বিপুল গুপ্ত ধন পাইয়া ধনী হইয়া গিয়াছে। রাজভবনের চতুষ্পার্শ্বের পরিখা অদ্যাপি বিদ্যমান। পরিখা উত্তর দক্ষিণ দুই দিকে দীর্ঘে ন্যূনাধিক ১২০০ শত ফিট, বিস্তারে পূর্ব্ব পশ্চিমে ৯ শত ফিট হইবে। তাহা অদ্যাপি জলপূর্ণ আছে। রাজবাটীর দক্ষিণে একটী বৃহৎ সরোবর বর্ত্তমান। দীর্ঘিকাটী দীর্ঘে প্রায় এক মাইল, বিস্তারে ১৪। ১৫ শত ফিট হইবে। সরোবরের অধিকাংশ স্থান দাম পানায় আচ্ছন্ন ও জলশূন্য হইয়া আছে। এরূপ কিম্বদন্তী যে বল্লালসেন এই প্রকাণ্ড সরোবরটী এক রাত্রির মধ্যে খনন করিয়াছিলেন। এক দিবস তিনি মাতার নিকটে প্রতিজ্ঞারূঢ় হইয়াছিলেন যে তিনি (জননী) পদব্রজে অবিশ্রান্ত যতদূর গমন করিতে পারিবেন, তত পরিমাণ স্থান ব্যাপিয়া এক রাত্রির মধ্যে একটী দীর্ঘিকা খনন করিয়া দিবেন। জনশ্রুতি যে এই সরসীর জলে নিমগ্ন হইয়া বল্লালসেনের মাতুল রামপাল পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হন, তাহাতে দীর্ঘিকার নামও

রামপাল হয়। ইহা হইতেই নগরের নাম রামপাল হইয়া থাকিবে। সরোবরের উত্তর কূলে উক্ত ভূমির উপরি একটী পুরাতন গজারি বৃক্ষ বিদ্যমান। প্রবাদ যে সেই স্থানেই রাজভবনের প্রবেশ—দ্বার ছিল। তোরণের বহির্ভাগে রাজহস্তী বন্ধনের জন্য গজারি কাঠের এক স্তম্ভ ছিল। একজন ঋষি মহারাজের জন্য আশীর্ব্বাদ দ্রব্য হস্তে করিয়া সেখানে উপস্থিত হন, তিনি অনেকক্ষণ রাজার প্রতীক্ষা করেন, তখন বল্লালসেন অন্তঃপুরে ছিলেন, তাঁহার দর্শন না পাইয়া আশীর্ব্বাদীয় দ্রব্য স্তম্ভের উপরি রাখিয়া চলিয়া যান। সেই আশীর্ব্বাদের বলে গজারি কাঠ জীবিত হইয়া উঠে। এই গজারি তরুকে দেবাধিষ্ঠিত জানিয়া অনেকে তৈল সিন্দুর দিয়া পূজা করিয়া থাকে। চৈত্র মাসের শুক্লাষ্টমীতে এই বৃক্ষের নিকটে একটী মেলা হয়। কোদাল ধোওয়া নামক আর একটী বৃহৎ সরোবর আছে। জনশ্রুতি যে রামপাল দীঘী খনন করিয়া খনকেরা কোদালী ধৌত করিবার সময় এক স্থান হইতে এক ২ কোদাল মাটী কাটিয়াছিল, তাহাতেই এই বৃহৎ সরোবরটী নিখাত হইয়াছে। কোদাল ধোওয়া দীর্ঘে প্রায় সাতশত হস্ত, পরিসরে ৫ শত হস্ত পরিমিত হইবে। রামপালের স্থানে স্থানে প্রাচীন পুষ্করিণী, পরিখা ও রাজপথের চিহ্ন অনেক দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষ বিশেষ স্থানের খাঁ্যারীপাড়া প্রভৃতি করিয়া বিশেষ বিশেষ নাম বিদ্যমান আছে।

১১১৬ খৃষ্টাব্দে বল্লালসেন পরলোক প্রাপ্ত হন। কথিত আছে যে যখন তিনি বাআদমের সঙ্গে সংগ্রাম করিবার জন্য রাজভবন হইতে যাত্রা করেন, তখন ১টী পোষিত পায়রাপাখী সঙ্গে করিয়া লইয়া যান এবং যাইবার সময় অন্তঃপুরিকাদিগকে এই কথা বলেন যে যদি দৈবযোগে যুদ্ধে নিহত হই, তবে এই পায়রা ছুটিয়া বাড়ীতে চলিয়া আসিবে, পায়রা দেখিলেই যবনের জয় ও আমার মৃত্যু জানিয়া সকলে অগ্নি প্রবেশ পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিবে। বা আদমের সঙ্গে তিনি সমরে জয়ী হন বটে, কিন্তু দৈবাৎ তাঁহার অসাবধানতায় পায়রা ছুটিয়া রাজভবনে চলিয়া আসে উহা দর্শনে যবনের আক্রমণ ভয়ে রাজপুরস্থ সকলে অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া প্রাণত্যাগ করেন। বঙ্গাধিরাজ স্বভবনে প্রত্যাগমন করিয়া যখন দেখিলেন

স্ত্রী পরিজন আত্মীয় বান্ধব সকলেই হুতাশনে জীবনাহুতি দান করিয়াছে, রাজভবন শূন্য কেহই নাই—এই ভাবে একাকী শোকভার লইয়া জীবন ধারণ করা বিড়ম্বনা জানিয়া তখন নিজেও তাঁহাদের অনুগামী হইলেন। শুনা যায় উক্ত অগ্নিকুণ্ড ও মিঠা পুকুর এবং রাজবাটীর পূর্ব্ব তোরণের চিহ্ন এইক্ষণও বিদ্যমান আছে। রাজা বল্লালসেনের মৃত্যুর পর হইতে পূর্ব্বাঞ্চলের রাজধানী ঢাকা ও সুবর্ণগ্রামে উঠিয়া আসে। রামপাল ঘোরারণ্যে পরিণত হয়। রামপালের উত্তর প্রান্তে একটী অতি প্রাচীন জীর্ণ মস্‌জিদ আছে, মস্‌জিদের অভ্যন্তরে পাথরের ২টী বৃহৎ স্তম্ভ বিদ্যমান। দ্বারোপরি প্রস্তরফলকে আরবি অক্ষরে কি লেখা আছে। এই মস্‌জিদকে বা আদমের মস্‌জিদ বলে। মস্‌জিদের সম্মুখদেশে বা আদমের সমাধিপীঠ দেখিতে পাওয়া যায়।

এইক্ষণে রামপালের অনেক স্থান আবাদ হইয়া কদলীকানন এবং ইক্ষু ও বেগুণক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। রামপালের কলা প্রসিদ্ধ।

অদ্ভুত উপাখ্যান মালা।

১। ইংলণ্ডের প্রসিদ্ধ সেনাপতি ডিউক অব মার্লবরোর ভগিনী বিবী গডফ্রে ৭ দিন কাল মৃত অবস্থায় ছিলেন, চিকিৎসকেরা তাঁহার প্রাণবায়ু বহির্গত হইয়াছে বলিয়া স্থির করেন এবং তাঁহাকে কবর দিবার উদ্যোগ হয়, পরে তিনি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠেন। আশ্চর্য্য যে যে দিন যে সময়ে তিনি অচৈতন্য হন, ৭ দিন পরে ঠিক্ সেই দিন সেই সময়ে চৈতন্য লাভ করেন। ইহা এক প্রকার দীর্ঘ নিদ্রা, বিবীর এ কয়েক দিনের কোন কথা কিছুমাত্র স্মরণ ছিল না।

২। ১৭৭২ সালে ল্যাম্বেথ নামে ইংলণ্ডের এক ধনী ব্যক্তির মৃত্যু হয়। তিনি তাঁহার উইল পত্রে এইটী লিখিয়া যান, "আমার স্ত্রী এলিজেবেথের দুরন্ত স্বভাব জন্য বিবাহ দিন অবধি অনেক কাল পর্য্যন্ত আমি যার পর নাই জ্বালাতন হইয়াছি। তিনি কেবল আমার উপদেশ অগ্রাহ্য করিতেন এমত নহে, কিন্তু যাহাতে আমি অসুখী হই, সর্ব্বপ্রকারে তাহারই চেষ্টা করিতেন। তিনি এমত বিকৃত স্বভাবা, যে কোন মতে সংশো-

বিত্ত হইবার নহেন, তিনি আমাকে পোড়াইয়া মারিবার আগুন হইয়া জন্মিয়াছেন ইহাই বোধ হয়। সামসনের (১) বল, হোমারের (২) জ্ঞান, আগস্টসের (৩) বিজ্ঞতা, পিহ্‌সের (৪) চাতুরী, যোবের (৫) ধৈর্য্য, হানিবলের (৬) তীক্ষ্ণতা এবং হার্ম্মোজিনিসের (৭) সতর্কতা সকলই তাঁহার নিকটে হারি মানে, পৃথিবীর কোন বল বা কৌশলে তাঁহাকে ভাল করিতে পারে না। আমরা পরস্পর হইতে অনেক কাল পৃথক্ আছি এবং ৮ বৎসর ছাড়াছাড়ী হইয়া রহিয়াছি। তিনি আমার পুত্রকেও বিকড়াইয়াছেন এবং আমার নিকট হইতে তাহাকে ছিনাইয়া লইয়া গিয়াছেন। এই সকল কারণে আমি তাঁহার জন্য অর্দ্ধ মুদ্রা মাত্র রাখিয়া গেলাম।" মরিবার সময় স্বামী স্ত্রীকে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়া বিদায় গ্রহণ করেন, ইহা অত্যন্ত দুঃখের বিষয়।

---

(১) বাইবেলে সামসন নামে এক অতুল বলশালী ব্যক্তির কথা লিখিত আছে, তাহার মাথায় অতি দীর্ঘ চুল ছিল। ইনি একটী থামে আঘাত করিয়া একটী বৃহৎ অট্টালিকা ভূমিসাৎ করেন।

(২) মহাকবি হোমর ইলিয়ড ও ইনিয়ড নামক মহাকাব্যের রচয়িতা। ইনি আমাদিগের বাল্মিকীর তুল।

(৩) রোমের প্রথম সম্রাট, ইনি অতি ধীরতা ও বুদ্ধি কৌশল সহকারে সাধারণ তন্ত্র রোমকে সম্রাজ্যে পরিণত করেন।

(৪) পিরহস গ্রীসের অন্তঃপাতী ইপায়রসের রাজা। ইনি কৌশলে প্রবল পরাক্রান্ত রোমান জাতিকে বার বার পরাজয় করেন।

(৫) বাইবলে যোবের উপাখ্যান আছে। ইনি কতদূর ঈশ্বরভক্ত তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য সয়তান ইহাঁকে নিগ্রহ করেন। ইহাঁর অর্থসম্পত্তি সকলি যায়, স্ত্রীপুত্রাদি আত্মীয় বর্গ সকলে মরে, শেষে নিজে উৎকট রোগাক্রান্ত ও উন্মাদগ্রস্ত হন। যোবের ন্যায় কষ্ট যন্ত্রণা আর কোন মনুষ্যের জীবনে সংঘটিত হয় নাই।

(৬) হানিবল রোমের চিরশত্রু প্রাচীন কার্থেজের এক বীর পুরুষ। ইনি স্পেনে ছিলেন, আশ্চর্য্য বীরত্ব ও কৌশল সহকারে রোমে আসিয়া উপস্থিত হন এবং রোমানদিগকে চমৎকৃত করিয়া উপর্য্যুপরি ৪ টী যুদ্ধে তাহাদিগকে হারাইয়া দেন।

(৭) ইনি টার্সস নিবাসী এক পণ্ডিত ছিলেন। ইহাঁর এতদূর মেধা যে ১৫ বৎসর বয়সে রোমে গ্রীক বাগ্মিতার অধ্যাপক হন এবং সম্রাট আরিলিয়স্ পর্য্যন্ত তাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হন।

৩। ইউরোপীয় অনেক সভ্য রমণী স্বয়ং সন্তান পালনের ক্লেশ সহ্য করিতে পারেন না এজন্য ধাত্রীশালা সকল স্থাপিত আছে, সন্তান প্রসব করিয়া তথায় প্রেরণ করিয়া থাকেন। পরের দ্বারা সন্তান পালন যে কিরূপ হইয়া থাকে, তাহার একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ১৭৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ রা জুলাই লুইসা নাম্নী এক স্ত্রীলোক ৩৩ টী শিশুর হত্যাকারিণী বলিয়া সপ্রমাণ হয় এবং ফাঁসীদণ্ডে প্রাণত্যাগ করে। কইন্‌স্‌ ব্রুগে একটী ধাত্রীশালা ছিল, এই রমণী তথাকার পরিচারিকা এবং এই শিশুগুলি ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ইহার হস্তে সমর্পিত হয়। প্রত্যেক শিশু গছাইবার সময় একটী বিছানা, ঢাকনী ও কিছু টাকা দেওয়া হয়, তাহারই লোভে এই রাক্ষসী এতগুলি কোমল প্রাণ হত্যা করে। ইহার বয়স ২২ বৎসর মাত্র হইয়াছিল। পিশাচীর মৃত্যুর সময় তপ্ত সাঁড়াসী দ্বারা তাহার গাত্র মাংস ছিন্ন করা হয়, ফাঁসী কাষ্ঠেই তাহার হস্তদ্বয় ছেদন করা হয় এবং যৎপরোনাস্তি অপমান করিয়া তাহার শব দগ্ধ করিয়া ফেলে।

গার্হস্থ্যদর্পণ।

কোন্ কোন্ ঘরে কি কি দ্রব্য রাখিতে হয়, তাহা এক্ষণে বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। শয়নগৃহ পৃথক্ থাকিলে সেখানে অন্যান্য কার্য্যোপযোগী দ্রব্য রাখিবার আবশ্যকতা নাই। খাট বা পল্যাঙ্কোপরি শয্যা করা ভাল, এবং শীতল বা নিম্নতলস্থ গৃহে তাহা অত্যাবশ্যক, নতুবা শয্যা শীতল থাকিয়া পীড়াজনক হয়। শয্যায় নানাবিধ ও অনেক সংখ্যক লেপ তোষকাদি আবশ্যক নয়। গদির উপর লেপ, ও তাহার উপর চাদর, চ্যাপটা বালিশ মস্তকে একটি ও পদতলে একটি এবং লম্বা গোল বালিশ দুই পার্শ্বে দুইটী হইলেই যথেষ্ট, অধিক বাহুল্য। পালকের গদি ভাল নয়, তুলার গদি উত্তম, কিন্তু ধারে নারিকেল ছোবড়া বা কোন কঠিন দ্রব্য থাকিলে গদি দৃঢ় থাকে। বালিসগুলিও কিঞ্চিৎ দৃঢ় থাকা আবশ্যক। লেপ কোমল হইলে ভাল, কিন্তু শরীর বসিয়া যায় এমন হওয়া ভাল নয়। গদি কিঞ্চিৎ অধিক পুরু হওয়া আবশ্যক। মশারি রঙ্গিল অপেক্ষা শাদা

ভাল, কেননা মধ্যে মধ্যে ধোপ দিলে তাহাতে ছারপোকার বাসা হয় না। সুদৃশ্য হইবে বলিয়া কোঁচকা রাখিলেও সেই দশা ঘটে। বালিসের দুই তিন হারা আবরণ বা ওয়াড় থাকা আবশ্যক, লেপেরও ওয়াড় থাকিলে ভাল। শয়নগৃহে শয্যা ব্যতীত আর কোন বস্তুর প্রয়োজন না থাকিলেও আলো জ্বালিবার উপকরণ এবং পানীয় জল কখন কখন এত আবশ্যক বোধ হয় যে দৈবাৎ কোন কারণবশতঃ তদভাবে অত্যন্ত কষ্ট হইতে পারে, অতএব তাহা নিত্য শয়নাগারে নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখা উচিত। শয্যা ব্যতীত আর একটি উপবেশন স্থান থাকিলে কখন কখন তাহা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ হয়। অন্যান্য গৃহসজ্জার দর্শন শোভা ব্যতীত বিশেষ আবশ্যকতা নাই।

আহারের ঘরে আহারের জন্য যে সকল দ্রব্য সামগ্রী আবশ্যক, তৎসমুদায় অর্থাৎ আসনখানি অবধি খড়িকাটি পর্য্যন্ত গুছাইয়া রাখিতে হয়। বাসন তক্তার উপর ঘটি, বাটি, গ্লাস, রেকাবী, থাল ইত্যাদি দ্রব্য সাজান থাকিবে। জলের কুঁজোর মুখে আচ্ছাদন দিয়া ছোট ছোট গামলার উপর রাখিবে। সাঁজালের উপর দুগ্ধের খোলা বসাইয়া রাখিবে, কিন্তু সাঁজালে ঘরের মেজের উপর বসাইবে না, তক্তা খণ্ড বা টাইলের উপর বসাইবে নতুবা উত্তাপে সেখানকার চূর্ণ ফাটিয়া উঠিয়া যাইবে। দুগ্ধের খোলার উপর ঝাঁঝরা বা লৌহ জালের ন্যায় আচ্ছাদন দেওয়া কর্ত্তব্য। সন্দেশ মিঠাই ইত্যাদি মিষ্টান্ন সিকের উপর আচ্ছাদিত মৃন্ময় পাত্রে ঝোলাইয়া রাখিলে উত্তম থাকে; সিকে লোহার শিকে ঝোলাইলে এবং লোহার শিকে তৈল মাখাইয়া রাখিলে পিপীলিকার উপদ্রবের আশঙ্কা থাকেনা। আহারীয় ফলমূলাদি চাঙারি বা মৃন্ময় পাত্রে রাখা কর্ত্তব্য, নতুবা শুষ্ক হইয়া যায়। গুড়, চিনি, মিছরি লবণ ঘৃত ইত্যাদি যে সকল বস্তু আহারের জন্য আবশ্যক, সে সকল প্রত্যহ ভাণ্ডার হইতে বাহির করিয়া আহারের ঘরে সাজাইয়া রাখিতে হয় এবং মক্ষিকাদি হইতে রক্ষার জন্য জলপূর্ণ পাত্র মধ্যস্থ আধারোপরি রাখা আবশ্যক। রন্ধনশালা হইতে আনীত প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীও এই গৃহে রাখিবে। আহারের ঘরের ভিতের মধ্যে তিন চারি থাকে তক্তা বসাইয়া সেল্‌ফ অর্থাৎ পেজ্জেন

করিয়া কাঠমা অর্থাৎ ফ্রেম বেষ্টিত লৌহজালের দ্বার বসাইয়া সেই সেল্ফ রক্ষিত হইলে তন্মধ্যে উক্ত খাদ্যদ্রব্য সমুদয় উত্তমরূপে রক্ষিত হইতে পারে। উক্ত প্রকার দ্বারহীন সেল্ফের মধ্যে ফল মূলাদি কাটিবার জন্য বঁটি, চুণ তুলিবার জন্য উড়কি এবং চাঁচনি, ছুরি প্রভৃতি যে সকল দ্রব্য আহারের পরে আবশ্যক, তৎসমুদয় সেখানে সাজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। বাহির করিয়া পান ও মসলাও সেই ঘরে রাখা কর্ত্তব্য। আম্র, কাঁটাল আদ্রক ইত্যাদির আচার বা উক্ত প্রকার কল্যাম্বা প্রস্তুত খাদ্যসামগ্রীও আহারের ঘরে রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু এই সকল দ্রব্য মৃণ্ময় পাত্রে না রাখিয়া টিনের পাত্রে রাখা আবশ্যক। এই সকল পাত্র আচ্ছাদিত থাকিলে, তাহা কেবল কাঠা অর্থাৎ দ্বারহীন সেল্ফের মধ্যে রাখিলেও ক্ষতি নাই। ঘরের দুদিকে উপর দ্রব্যাদি রাখিলে ভাল দেখায় না, এইজন্য আহারের ঘরে দুইটি সেল্ফ থাকা নিতান্ত আবশ্যক; তন্মধ্যে আহারীয় দ্রব্য সমস্ত বিশেষতঃ যাহা আচ্ছাদিত রাখিতে হয়, তৎসমুদয় রাখিবার নিমিত্ত সেল্ফের লৌহজালবিশিষ্ট দ্বার করিতে হয়।

রন্ধনশালায় ধূমনির্গমের পথের বিষয়ে প্রথম মনোযোগ করা কর্ত্তব্য, তাহা না করিলে সমস্ত বাটী ধূমময় হইয়া লোকের কষ্ট ও দ্রব্যাদি নষ্ট হয়। বাটীর অন্যান্য ঘর হইতে কিছু দূরে রন্ধনশালা করিবার স্থান না থাকিলে রন্ধনশালা উপরে করা ভাল, এবং ইংরাজদিগের রন্ধনশালা বা হোটেলের রন্ধনশালার যেরূপ চিমনিদ্বারা ধূম নির্গমনের পথ রাখা হয়, সেইরূপ করিলে ভাল হয়, সুতরাং রন্ধনশালার উপরে আর ঘর করা বিধেয় নহে। উনান বা চুল্লির বিষয়ে এই মাত্র বলা আবশ্যক যে উহা যথোচিতরূপে নির্ম্মাণ না করিতে পারিলে অধিক কাষ্ঠ বা কয়লা পুড়িয়া নষ্ট হয়। চুল্লী নির্ম্মাণের নিয়ম লেখার আবশ্যকতা নাই। এ সকল বিষয় পাঠদ্বারা শিক্ষা করা অপেক্ষা দেখিয়া শিক্ষা করিলে ভাল হয়। রন্ধনশালার মধ্যে দুইটি সেল্ফ বা পেতেন থাকা আবশ্যক, একটি রন্ধনকারীর পেতেন, আর একটি তাহার সাহায্যকারীর পেতেন। রন্ধনের জন্য যে সকল দ্রব্য আবশ্যক তৎসমুদয় সেই গৃহে থাকিবে, যথা, হাঁড়ি, সরা, খুলুনি, খোলা, তাওয়া, খুন্তি, হাতা, বেড়ি,

ঝাঁঝরা ইত্যাদি, যে সকল বস্তুদ্বারা পাকাদি কার্য্য সাধিত হয়, সে সকল রন্ধনকারীর সেলেফ থাকিবে। অগ্নি উত্তেজিত করিবার নিমিত্ত চিমটা, শলাকা, পাখা, ইত্যাদি চুল্লীর নিকটে থাকিবে। মশলাদি গুঁড়া করিবার নিমিত্ত হামামদিস্তে, ও বাটিবার নিমিত্ত শিল ও নোড়া, ছাঁকিবার জন্য বস্ত্রখণ্ড, ও তরকারি কুটিবার নিমিত্ত বঁটি ও ছুরি. নারিকেলাদি কাটিবার জন্য দা ও কুরিবার জন্য কুরুনি, রুটি ও লুচি বেলিবার জন্য চাকি বেলনী ইত্যাদি যন্ত্র ও অস্ত্র এক সেলফ মধ্যে থাকিবে। তরকারির চেঙ্গারি ও ফোড়ন ডালা সেই ঘরে রাখিতে হইলেও সেই সেলফ বা পেতেনে রাখিবে। ঐ ঘরের মধ্যে একটি জলের জালা থাকা নিতান্ত আবশ্যক; এতদ্ব্যতীত বোকনো, গোরা, থালা, ঘটি, বাটী ইত্যাদি যে সকল পাত্র রন্ধনকার্য্য নিমিত্ত ও অন্ন ব্যঞ্জনাদি রাখিবার নিমিত্ত আবশ্যক, সে সকলও রন্ধনশালায় থাকিবে। এই সকল পাত্রের মধ্যে যে গুলি দ্বারা অন্ন ব্যঞ্জনাদি আহারের ঘর লইয়া যাইতে হয়, সেগুলি পরিষ্কার করা হইলে রন্ধনশালাতেই সাজাইয়া রাখিতে হয়। রন্ধনের আয়োজন কালে ভাণ্ডার ঘর হইতে কাষ্ঠ বা কয়লা আনিয়া রাখিতে হয়, ফোড়ন ডালায় মশলাদি সাজাইয়া ও আর এক থালে বা বারকোষে যথাযোগ্য পাত্রে করিয়া তৈল, ঘৃত, লবণ, গুড়, চিনি ইত্যাদি আনিয়া যে স্থানে বসিয়া রন্ধন করিতে হয়, তৎসন্নিকট রাখিতে হয়। যে রন্ধন কার্য্যে যোগাড় দেয়, তাহার স্থানের নিকট চাল, ডাল, ইত্যাদি যে সকল বস্তু ধুইয়া প্রস্তুত করিতে হয়, ময়দা সুজী যাহা মাখিয়া ও বেলিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, ইত্যাদি বস্তু ভাণ্ডার হইতে আনিয়া উপস্থিত করিতে হয়। বাজার হইতে তরকারী আনীত হইলেও কুটিবার নিমিত্ত সেই স্থানে রাখিতে হয়, কিন্তু মৎস্য বা মাংস কুটিয়া বা ধুইয়া প্রস্তুত করিয়া রন্ধন শালায় উপস্থিত করা কর্ত্তব্য, নতুবা রন্ধনশালা অপরিষ্কার হয়। সাহায্যকারীর দ্বারা বস্তু সকল রন্ধনের জন্য প্রস্তুত হইলে রন্ধনকারীর সম্মুখে উপস্থিত করিতে হয়।

ভাণ্ডার ঘরে বড় পেতেন থাকা আবশ্যক। ডাল, কলাই, মশলাদি যাবৎ বস্তু যাহা বহুদিনের জন্য কিনিয়া রাখিতে হয়, সে সকল ভাণ্ডার

ঘরে রাখা আবশ্যক। এই ঘরে দিবাভাগে বাতায়নাদি খুলিয়া বায়ু সঞ্চালিত করিবে, কিন্তু রাত্রিকালে দ্বার বাতায়নাদি দৃঢ়রূপে বন্ধ করিয়া রাখিবে, না রাখিলে ইন্দুরাদির উপদ্রব ঘটে। গর্ত্ত মধ্যদিয়া ইন্দুরাদির পথ থাকিলেও তাহা যত্নপূর্ব্বক বন্ধ করা কর্ত্তব্য। যে সকল পাত্রে চাল, ডাল, মশলা ইত্যাদি রাখা যায়, সে সকল মৃণ্ময় হইলে ক্ষতি নাই, কিন্তু দৃঢ় ও শক্ত হওয়া আবশ্যক। তৈল, ঘি, গুড়, চিনি ইত্যাদি দ্রব্য টিনের পাত্রে করিয়া রাখা ভাল। ভাণ্ডারস্থ তাবৎ বস্তু উত্তমরূপে আচ্ছাদিত রাখা কর্ত্তব্য, কিন্তু বাতাস না পাইলে প্রায় কোন দ্রব্যই ভাল থাকে না। লৌহ জালে নির্ম্মিত সেল্‌ফ ব্যবহার করিলে এমন উভয় সঙ্কটস্থলে রক্ষা হয়। চাল ডাল কলাই ইত্যাদি বস্তু যে সকল বাজার হইতে আনীত হইলে বাছিয়া, ঝাড়িয়া বা ভাঙ্গিয়া প্রস্তুত করিতে হয়, সে সকল বস্তুর সেই সকল বাছন, ঝাড়ন ভাঙ্গন ইত্যাদি কার্য্য ভাণ্ডার ঘরেই করা যাইতে পারে, অতএব সেই কার্য্যের উপকরণ কুলা, যাঁতা ইত্যাদি ভাণ্ডার ঘরেই রাখা আবশ্যক। ভাণ্ডার ঘরে যথেষ্ট স্থান থাকিলে সেই ঘরেই নতুবা পৃথক্ ঘরে পানীয় জলের জালা রাখিতে হয়, এবং জল পরিষ্কার করিবার জন্য কাষ্ঠের ফ্রেম বা ঘড়াঞ্চি ও মৃণ্ময় কলসাদি যে সকল সরঞ্জাম আবশ্যক সে সমুদয়ও সেই খানে রাখিতে হয়। কিন্তু উক্ত ভাণ্ডার ঘরে স্থান থাকিলেও পোড়াইবার কয়লা রাখিতে হইলে অন্য গৃহে রাখিবে। এই পৃথক্ ভাণ্ডার গৃহে কাষ্ঠ ও কয়লা, বাটীতে গাভী থাকিলে খড়, খোল, ভুষি এবং যে সকল বস্তু সময়ে সময়ে আবশ্যক যথা কোদাল, কুড়াল, শাবোল, ইত্যাদি বস্তু সমুদয় রাখিতে হয়, কিন্তু ভূমির উপর কাঁড়ি করিয়া কিছুই রাখা উচিত নহে. তাহা করিলে ঘর অপরিষ্কার থাকে। কাষ্ঠের পেতেন বা মাচা বান্ধিয়া এই সকল রাখিতে হয়। কয়লা রাখিতে হইলে বস্তা বান্ধিয়া রাখা ভাল, খোল ও ভুষি মৃণ্ময় পাত্রে রাখা কর্ত্তব্য, খড় ও কাষ্ঠ পেতেনে সাজাইয়া রাখিলেই হয়, ঘুঁটেও সেইখানে রাখিতে হয়। এই ঘরে স্থান থাকিলে ঢেঁকি থাকিতে পারে, নতুবা ঢেঁকিশালা একটি স্বতন্ত্র থাকা আবশ্যক।

আবিসিনিয়া দেশীয় রমণী।

আফ্রিকা খণ্ডের উত্তর পূর্ব্বাংশে আবিসিনিয়া নামে একটী দেশ আছে, আমাদিগের পাঠিকাগণ শুনিয়া থাকিবেন। কয়েক বৎসর হইল এই দেশের রাজার সহিত ইংরেজদের যুদ্ধ হয় এবং মাগডালা নামক যুদ্ধক্ষেত্রে সেই রাজা হত ও ইংরেজেরা জয়যুক্ত হন। আমাদিগের প্রধান সেনাপতি নেপিয়র যুদ্ধব্যাপার গৌরবের সহিত সম্পন্ন করেন, সেই জন্য তিনি লর্ড নেপিয়র অব ম্যাগডালা উপাধি পান। মৃত রাজার পুত্র এখন ইংলণ্ডে বাস করিয়া বিদ্যাভ্যাস করিতেছেন।

পাঠিকাগণকে আবিসিনিয়া দেশের সহিত পরিচিত করিবার জন্য এই সকল বিবরণ বলিলাম, এখন প্রকৃত প্রস্তাব আরম্ভ করি। আমরা এই প্রস্তাবে যে একটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছি, ইহা সেই আবিসিনিয়া দেশীয় রমণীর ছবি। স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বত্র অলঙ্কারপ্রিয়। সভ্যদেশের অবলাগণ

মূল্যবান্ পরিচ্ছদ ও স্বর্ণ হীরক প্রভৃতির ভূষণ দ্বারা প্রিয় বাসনা পূর্ণ করেন, অসভ্য দেশের কামিনীগণ যে উপায় তাহাদিগের পক্ষে সহজ তাহাই অবলম্বন করিয়া থাকে এবং তাহাদিগের যত দূর বিশুদ্ধ রুচি তাহাদিগের অলঙ্কারেই তাহার পরিচয় দেয়। শরীরে উল্‌কী পরিবার সাধ ইহাদিগের মধ্যে অত্যন্ত প্রবল। এ দেশের সুন্দরীগণ পূর্ব্বকালে এইরূপ অলঙ্কার দ্বারা আপনাদিগের কোন ২ অঙ্গ সুশোভিত করিতেন। অদ্যাপি ভারতবর্ষের অনুন্নত প্রদেশ সকলে এ প্রথা প্রচলিত আছে। কিন্তু তাঁহারা ইহা দ্বারা যত অঙ্গ শোভা প্রকাশ করুন্ না কেন, আবিসিনীয় কামিনীগণের নিকট তাঁহাদিগকে পরাভব মানিতে হইবে। তাহাদিগের সর্ব্বাঙ্গ উল্‌কী ভূষিত, যে অঙ্গে যে আভরণ ভাল সাজে উল্‌কী দিয়া তাহা চিত্রিত হয়। আপাদ মস্তক এই সাজে সজ্জিত। নখ এবং দাঁত পর্য্যন্ত অবশিষ্ট থাকে না। 'পার্কিন্স আবিসিনিয়া' নামক পুস্তকে এই অঙ্গরাগ ধারণের সবিশেষ বৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। লেখক বলেন "এ কার্য্য প্রণালী তত্রত্য সকলেই অবগত। আমি একটী অন্ধ রমণীদ্বারা আমার বাহু চিত্রিত করিয়া লই। তাহার যন্ত্রের মধ্যে একটী কালীর পাত্র, একটী ছুঁচলো ছোট লৌহ শলাকা, দুই এক গাছি নল এবং একটী খড়। সে আমাকে বলিল এক প্রকার সামান্য কাঠ পোড়াইয়া তাহার কয়লাতে কালী তৈয়ার করিয়াছে। নল আবশ্যক মত কাটিয়া কালীতে ডুবাইয়া গোলাকার চিহ্ন দেওয়া হয় এবং খড় আবশ্যক মত লম্বা করিয়া বাঁকাইয়া দাগ দেওয়া হয়। ক্ষেত্রতত্ত্বে যত প্রকার ক্ষেত্র আছে এইরূপে অঙ্কিত করা যায়। চিহ্ন দেওয়া হইলে স্ত্রীলোকটী শলাকা দিয়া খুঁচিতে লাগিল এবং তাহার মুখে করিয়া ক্রমাগত কালী দিতে থাকে। দাগ চিরস্থায়ী, সবল এবং সুনির্ম্মিত হইবে বলিয়া এক স্থান পুনঃ ২ খুঁচিতে থাকে। উল্‌কী পরিলে স্ত্রীলোকদিগের প্রথম প্রথম শরীর টাটাইয়া জ্বর হয়। টাটানি কমাইবার জন্য নাছেল ছালের এক প্রকার সবুজ পুলটীসে সমুদায় শরীর আবৃত করা হয়। যার উপর এক প্রকার ছাল পড়ে, তাহা খুঁটিয়া তুলিবার নিয়ম নাই, তাহা আপনা হইতে পড়িয়া যাইবে। সেই মড়মড়া উঠিয়া গেলে উল্‌কী পরা সম্পূর্ণ হয় এবং দাগ যাবজ্জীবনের মত থাকিয়া যায়। আবিসি-

নীয়েরা বলে এই দাগ কেবল চামড়ায় থাকে, এরূপ নয়, মরিলে হাড়েতেও তাহা দেখিতে পাওয়া যায়।

সুখের বিষয়, এ দেশের রমণীগণের মধ্যে উল্‌কী পরিবার সাধ ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছে। যাঁহারা ইহাতে দুঃখিত হন, আবিসিনিয়া দেশে গিয়া আশ মিটাইতে পারেন। যদি তাহার সুবিধা না হয়, বামাবোধিনীর এই ছবি খানি চক্ষুর সম্মুখে রাখিলে মনের দুঃখ অনেক দূর হইবে। পাঠিকাগণ মনে করিবেন না, তাঁহাদিগকে উল্‌কী পরিতে নিবারণ করিয়া পুরুষদিগের কিছু লাভ আছে। উল্‌কীর বালা, বাউটী, তাবিজ, হার প্রভৃতি পরিয়া যদি রমণীগণ সন্তুষ্ট হন, তাঁহাদিগের স্বামীদিগের পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

মাংসভোজী বৃক্ষ।

মাংস ভক্ষণ করে পৃথিবীতে এ প্রকার উদ্ভিজ্জ আছে, বিজ্ঞানবেত্তারা ইহা স্থির করিয়াছেন। এক প্রকার ক্ষুদ্র গাছ আছে, উহার পুষ্পের উপর মক্ষিকা বসিবামাত্র পত্র গুলি বদ্ধ হয়। মক্ষিকা হজম হইলে পুষ্পটী পুনর্ব্বার বিকশিত হইয়া থাকে। এক ব্যক্তি সংবাদপত্রে নিম্ন-লিখিত বৃত্তান্তটী প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন, তাঁহার পিতা মধ্য আফ্রিকাতে ইহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। বৃত্তান্তটী কতদূর সত্য তাহা আমরা বলিতে পারি না, তথাপি আমরা পাঠকগণের কৌতূহলার্থ ইহা প্রকাশ করিলামঃ—

প্রিরিজইন ওরিএল সাহেব মধ্য আফ্রিকাতে ভ্রমণ করিতে করিতে একটী বনের নিকটে উপনীত হন। তাঁবুর মধ্যে যাবতীয় ভৃত্যকে রাখিয়া তিনি অটনা নামক একটী কাফ্রি বালককে লইয়া হরিণ মৃগয়া করিতে গেলেন। সায়ংকাল উপস্থিত, কিন্তু হরিণেরা সম্মুখেই ছিল। ওরিএল গুলি করিলেন, একটী শাবক ভূমে পতিত হইল। অটনা এটীকে ধরিতে অগ্রসর হইল। কিন্তু শাবকটী লম্ফ দিয়া অগ্রগামী যূথের পশ্চাৎবর্ত্তী হইল। প্রায় দুইশত হস্ত দূরে একটী বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। হরিণের দল

তাহার নিকটে যাইবামাত্র বৃক্ষটী ভয়ানক সঞ্চালিত হইতে লাগিল। হঠাৎ কি ঝড় আসিল? না, ওরিএল দেখিলেন অন্য অন্য বৃক্ষ স্থির রহিয়াছে। শাখা গুলি ভূমি সম্মার্জ্জন করিতে লাগিল। কিন্তু হরিণেরা লম্ফ দিয়া দূরে পলায়ন করিল। বৃক্ষ পুনর্ব্বার স্থির হইল। ইতিমধ্যে অটনা আহত হরিণ শাবকের পশ্চাৎ ধাবিত হইল। শাবক বৃক্ষের দিগে যাইতেছে, পশ্চাতে অটনা, বৃক্ষ পুনর্ব্বার সঞ্চালিত হইতে লাগিল। শাবক লম্ফ দিয়া তাহার তলে উপস্থিত; অটনা তাহার উপরে লম্ফ দিয়া পতিত হইল। পরক্ষণেই কাফ্রি বালক "রক্ষা কর" বলিয়া চীৎকার করিল; দ্বিতীয় বার শব্দ; কিন্তু এবার বোধ হইল যেন কেহ তাহার শ্বাস রুদ্ধ করিয়া বধ করিতেছে। পরক্ষণেই আর কিছুই শ্রুত হইল না। বৃক্ষ পুনর্ব্বার স্থির হইল। ভ্রমণকারী ভাবিলেন তিনি হয় উন্মত্ত হইয়াছেন, নচেৎ স্বপ্ন দেখিতেছেন। তিনি চক্ষে হস্ত দিলেন, কিন্তু না স্বপ্ন নহে; তিনি প্রকৃত ঘটনা দেখিলেন। অটনা কি হঠাৎ কোন বন্য পশুর গর্ত্তে পতিত হইল? দেখা যাউক। তিনি বন্দুক পূর্ণ করিয়া তাহার উদ্ধারার্থ অগ্রসর হইলেন। বৃক্ষ হইতে দশ হস্ত দূরে যেই তিনি উপস্থিত হইলেন, বৃক্ষ পুনর্ব্বার সঞ্চালিত হইতে লাগিল। তিনি কয়েক পদ পশ্চাদ্গমন করিলেন। শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্প, ফল সকলই সঞ্চালিত। ভাব, এক নদীতীরে থাকিয়া জলে না নামিয়া জলমধ্যস্থ কোন বস্তু ধরিবার নিমিত্ত যে প্রকার হস্ত বিস্তার করে, শাখাগুলি তাঁহাকে ধরিবার জন্য সেই প্রকার বিস্তারিত হইতে লাগিল। কিন্তু ভ্রমণকারী দূরে আছেন। তিনি বুঝিলেন বৃক্ষটী মাংসভোজী, মাংসের গন্ধে এই প্রকার ব্যগ্রতা প্রকাশ করিতেছে, কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছে না। ক্ষুধা অধিক বাড়িতেছে। ব্যগ্রতা নিবন্ধন পত্রে পত্রে সংযুক্ত হইয়া পুনর্ব্বার পৃথক্ হইতেছে; কখন দুটী পত্র একটী ফলকে ধরিয়া যেন তাহাকে শোষণ করিতেছে। কোন স্থলে বড় বড় পল্লবগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লবগুলিকে এককালে শুষিয়া লইতেছে। বৃক্ষ ভয়ানক অবস্থা ধারণ করিল। ফল ও পত্র হইতে রস পতিত হইতে লাগিল। ভ্রমণকারীর শরীরের উপরে যেন কেহ থুতু দিতেছে,

এই প্রকারে রস পড়িতে লাগিল। ইহার অতিশয় দুর্গন্ধ। ক্রমশঃ বৃক্ষের গুঁড়িটা হেলিয়া তাঁহার দিগে আসিতেছে। ওরিএল নিস্তব্ধ, তাঁহার পশ্চাদ্গমন করিবার প্রত্যুৎপন্নমতি হইতেছে না। হস্তে বন্দুক ছিল, তিনি তাহা ছাড়িলেন। একটী শাখা ভয়ানক শব্দে পতিত হইল। সমুদায় বৃক্ষ কম্পবান, বোধ হইল যে ছিন্ন শাখার নিমিত্ত ইহার কষ্ট হইতেছে। পুনর্ব্বার বন্দুক ছুটিল, আবার একটী শাখা পতিত। এই প্রকার যতক্ষণ বারুদ ছিল; ততক্ষণ গুলি করিতে লাগিলেন। ক্রমশঃ বৃক্ষটী শাখাহীন হইল, কিন্তু সে বৃক্ষটী ঘন ঘন কম্পিত হইতেছিল। ওরিএলের ভৃত্যগণ ক্রমাগত বন্দুকের শব্দ শ্রবণ করিয়া তাঁহার নিকটে আসিল; কিন্তু তিনি তখন উন্মত্ত প্রায় হইয়াছিলেন। শেষে এক বৃহৎ ছুরি লইয়া তিনি গুঁড়িতে আঘাত করিলেন। স্রোতের ন্যায় রস নির্গত হইতে লাগিল। ভ্রমণকারী মূর্চ্ছিত হইলেন। ভৃত্যগণ তাঁহাকে লইয়া গেল। পর দিবস সংজ্ঞা লাভ হইলে তিনি পুনর্ব্বার বৃক্ষের নিকটে আসিলেন। কিন্তু বৃক্ষটী মৃত হইয়াছিল, আর সঞ্চালিত হইল না। শাখা পল্লবের মধ্যে হরিণ শাবক ও অজ্ঞাতনামা মৃত দেহ পাওয়া গেল। পল্লব গুলি জলৌকার ন্যায় তাহার শরীরে লিপ্ত ছিল; এক একটী উঠান কঠিন হওয়াতেও অবস্থায় তাহার দেহ সমাহিত হইল। সহচর হইতে উদ্ধৃত।

কলিকাতা হাইকোর্ট।

পর পৃষ্ঠায় যে ছবিটী অঙ্কিত হইয়াছে, উহা কলিকাতা হাইকোর্ট বা প্রধান বিচারালয় গৃহের প্রতিরূপ। ইহা একটী প্রকাণ্ড ও অতি সুন্দর অট্টালিকা। ইহা গড়ের মাঠের উত্তরে ও ভাগীরথীর অনতিদূরে নির্ম্মিত। অনেক টাকা ব্যয় করিয়া গত বর্ষে ইহার নির্ম্মাণ কার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। বাঙ্গালা প্রেসিডেন্সীর মুন্সেফী বা মাজিষ্ট্রেটীতে দেওয়ানী ও ফৌজদারী মোকর্দ্দমার প্রথম বিচার হয়, তাহাতে মীমাংসা না হইলে জজের কোর্টে আপীল করা হয়। জজ আদালতে বিচার শেষ না হইলে হাইকোর্টে পুনরায় আপিল হয় এবং সেখানে চূড়ান্ত বিচার হইয়া যায়। এই বিচারা-

লয়ে যে মোকর্দ্দমার শেষ না হয়, তাহার আপিল বিলাতে মহারাণীর নিকট হইয়া থাকে।
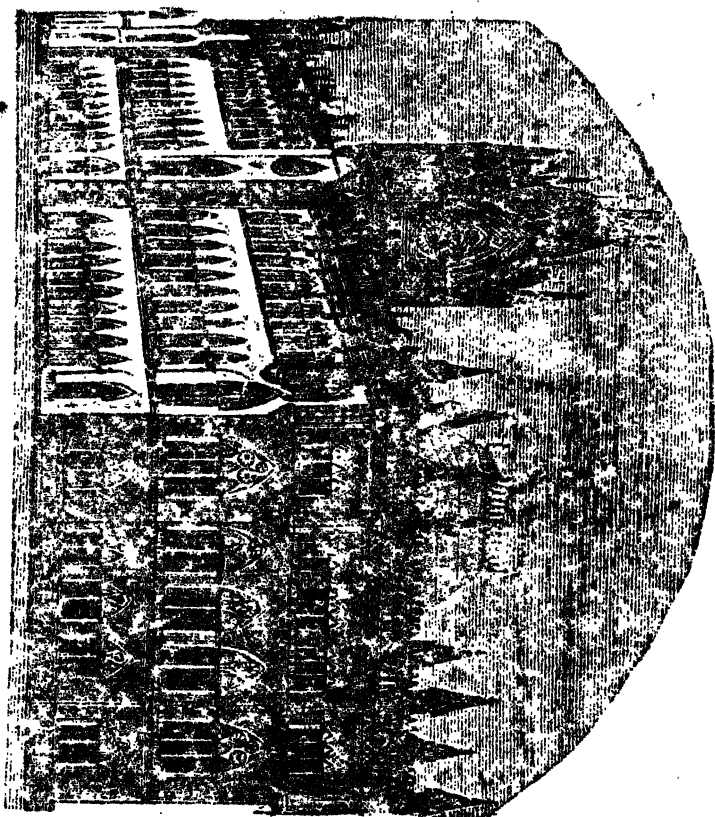
হাইকোর্টের বিষয় ভাল করিয়া জানিতে হইলে ইহার ইতিবৃত্ত একটু আলোচনা করিতে হয়। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি ইংলণ্ডেশ্বরের নিকট হইতে ভারতবর্ষ শাসনের এক নূতন সনন্দ প্রাপ্ত হন এবং তাহাতে তাঁহাদিগের শাসন প্রণালী কিয়ৎ পরিমাণে পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। "রেগুলেটিংআক্‌ট" নামক একটী আইন ব্যবস্থাপিত হয়, তদনুসারে আদেশ হয় যে কলিকাতায় সুপ্রিম কোর্ট নামে একটী বিচারালয় স্থাপিত হইবে এবং একজন চিফজষ্টিস্ অর্থাৎ প্রধান বিচারপতি এবং আর ৩ জন জজ ইহার

বিচার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। সার ইলাইজা ইম্পে এই বিচারালয়ের প্রথম চিফজষ্টিস্ নিযুক্ত হন। ওয়ারেন্ হেষ্টিংস বঙ্গদেশের গবর্ণর ছিলেন, তিনি এই সময়ে ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনারল স্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হন। দেশীয় লোকদিগকে অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং ভারতবাসীদিগকে ইংরাজী আইনের সাহায্য বিধানার্থ সুপ্রিম কোর্ট স্থাপিত হয়। কিন্তু ইহার জজেরা আপনাদিগকে অসীম ক্ষমতাপন্ন মনে করিয়া গবর্ণর জেনরলের উপরেও বিচার আরম্ভ করিলেন এবং জমীদার ও প্রজাদিগের মধ্যবর্ত্তী বিবাদে হস্তক্ষেপ করিয়া রাজ্যমধ্যে অনেক গোলমাল উপস্থিত করিলেন। কলিকাতার সদর দেওয়ানী আদালত নামে আর একটী বিচারালয় ছিল, তাহাতে নিম্ন আদালত সকলের বিচারের উপর আপীল হইত। গবর্ণর জেনারল ও তাঁহার কৌন্সিল ইহার সভাপতিত্ব করিতেন। সুপ্রিম কোর্টের সহিত এই সদর দেওয়ানী আদালতের বিবাদ এত বৃদ্ধি হইয়া পড়িল, যে শাসন কার্য্য নির্ব্বাহ করিবার সমূহ ব্যাঘাত হইল। এই উভয় সঙ্কট নিবারণার্থ হেষ্টিংস একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন; তিনি সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সার ইলাইজা ইম্পেকে সদর দেওয়ানীরও প্রধান বিচারপতি করিলেন। ইহাতে বিবাদ বিসম্বাদ এক প্রকার স্থগিত হয়, কিন্তু ডিরেক্টর সভা ইহা অগ্রাহ্য করিয়া সুপ্রিম কোর্টের ক্ষমতা নির্দ্দিষ্ট হইবার উপায় করেন। যতদিন কোম্পানির রাজত্ব ছিল, সদর দেওয়ানী ও সুপ্রিম কোর্ট পৃথক্ পৃথক্ চলিয়াছিল, কিন্তু মহারাণীর খাস রাজত্ব হইয়া অবধি দুই আদালত একত্র হইয়া হাইকোর্ট নাম প্রাপ্ত হয়।

এক্ষণে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সীতে এক একটী হাইকোর্ট প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। কলিকাতা হাইকোর্ট বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীতে চূড়ান্ত বিচারস্থান। এই বিচারালয়ে একজন চিফজষ্টিস ও ১১ জন জজ সমুদায়ে ১২ জন বিচারপতি আছেন। মহারাণীর অনুগ্রহে দেশীয় এক একজন কৃতবিদ্য ব্যক্তি এই প্রধান আদালতের জজ হইবার নিয়ম হইয়াছে। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রসাদ রায় প্রথম দেশীয় জজ মনোনীত হন, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে পীড়াক্রান্ত ও গতাসু হওয়াতে জজের আসনে উপবিষ্ট

হইতে পারেন নাই। তাঁহার স্থানে বাবু শম্ভু নাথ পণ্ডিত নিযুক্ত হন। ইনি সম্ভ্রমের সহিত কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া পরলোক গত হইলে অনরেবল দ্বারকা নাথ মিত্র তাঁহার উত্তরাধিকারী হন। দ্বারিক বাবু অসাধারণ বুদ্ধিবল ও বিচার ক্ষমতায় সাহেব জজ দিগের উপরেও প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, গত বৎসর সাংঘাতিক পীড়াক্রান্ত হইয়া তিনি ভারতকে শোক সাগরে ভাসাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার পদে বাবু রমেশচন্দ্র মিত্র নিযুক্ত হইয়াছেন। বাবু অনুকূল চন্দ্র মুখোপাধ্যায়ও কিছু কাল অন্যতম জজের প্রতিনিধির কার্য্য করেন, কিন্তু কার্য্য করিতে করিতে অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

এই হাইকোর্টের বর্ত্তমান বিচারপতিগণ ও তাঁহাদিগের মাসিক বেতনের পরিমাণ নিম্নে প্রদত্ত হইল:——

চিফ জষ্টিস সার, রিচার্ড কৌচ	৬০০০	এফ, এ, গ্লোবর	৪১৬৬॥৵৮
এফ, কেম্প	৪১৬৬॥৵৮	রমেশচন্দ্র মিত্র	৪১৬৬॥৵৮
এল, জ্যাকসন	৪১৬৬॥৵৮	সি, পণ্টিফেক্স	৪১৬৬॥৵৮
জে, ..., ফিয়র	৪১৬৬॥৵৮	উইলিয়ম, এনসলি	৪১৬৬॥৵৮
এ, জি, মেকফার্সন	৪১৬৬॥৵৮	ই, জি, [illegible]র্চ	৪১৬৬॥৵৮
ডবলিউ, মার্কবি	৪১৬৬॥৵৮	জি, জি, মরিস	৪১৬৬॥৵৮

ইন্দুমুখীর নিকট হেক্টারের বিদায় গ্রহণ।

(১৯০ পৃষ্ঠার পর)

তিরোহিত বীরভাব স্থির নেত্রে চায়,
বিশাল রসাল বৃক্ষ সুবর্ণ লতায়!
অশ্রুসিক্ত গণ্ডদেশ চুম্বিতে অধরে,
সাত্বিকে সর্ব্বাঙ্গ কাঁপে, অন্তর শিহরে!
হৃদয়ের শোক বহে দীর্ঘ ঘন শ্বাস,
ভাসায় বীরেন্দ্র বক্ষ নয়ন-উচ্ছ্বাস!
পাষাণে অঙ্কিত চিত্র হলে একবার,

না ভাঙ্গিলে পাষাণ, বিনাশ নাহি তার।
বীরেন্দ্র হৃদয়ে স্থির শান্তির প্রতিমা,
ঝলিছে বিদ্যুৎ কান্তি আকাশে নীলিমা,
সোহাগে ললিত দেহ পড়ে এলাইয়া—
ভুবন মোহন শশি-কর পরশিয়া
দোলে নাকি জল-রাশি? মনের উল্লাসে
ঈষৎ বিস্তারি বাম বাহু মূল পাশে
সন্তর্পণে প্রাণধনে ধরিয়া যতনে,
বিভোর চকোর পূর্ণ সুধাংশু মিলনে।
প্রেমে গদগদ ভাসে রূপের হিল্লোলে,
দোলে চারু তরুলতা সহকার কোলে।
কলানিধি কোলে দোলে কুরঙ্গী হেমাঙ্গী,
ত্রয়েশ্বরাঙ্গজ-বর বরাঙ্কে বরাঙ্গী। ২০
সহসা হেরিয়া বীরে ধাত্রী চমকিত,
দ্রুতপদে নিকটেতে আইল ত্বরিত,
কোলে শিশু অস্তানক্ষ কুসুম আকার,
উমার কোলেতে যেন কুমার কুমার। (১)
পূর্ণিমার শশধর বদন মণ্ডল,
হাসি হাসি, ঢলঢল নয়ন চঞ্চল,
সর্ব্বদা প্রফুল্ল ফুল্ল কপোল যুগল,—
রাগরক্ত, ওষ্ঠাধর বিম্ব সমুজ্জ্বল।
মৃদুতেজঃ সম্মিলিত কোমল গঠন,
বালকে হেক্তর—করী করভে দর্শন।
সর্ব্ব সুলক্ষণাক্রান্ত, হৃদয়লালসা,
হেক্তরের ভাবী আশা—ত্রয়ের ভরসা!
হেরি প্রাণ সুতে, মৃদু হাসিলা কুমার, (২)
স্নেহরসে পরিপ্লুত হৃদয় ভাণ্ডার।
চকিতে চঞ্চল আঁখি—স্বভাবে আপনি—
স্বভাবের দাস—ফিরে আবার অমনি
ইন্দুমুখী মুখ ইন্দু—দরশন করে,
'কম্পাস-শলাকা' কোথা থাকে দিগন্তরে! ৩৮
কতক্ষণে ইন্দুমুখী, ইন্দু নিভাননী
দুখিনী সজল-নেত্রে, ঈষৎ অমনি,

---

(১) কার্ত্তিকেয়। (২) রাজকুমার হেক্তর।

চাহি নাথ-মুখ পানে আবার মুদিল
কি জানি, কি বলি, আঁখি ঝরিয়া পড়িল
গণ্ড-যুগ বহি অশ্রু,—প্রভাত নীহার
শতদল কলি বহি পড়ে চারি ধার।
আকুল কুমার মুখ মুছায়ে বসনে
চুম্বিলা;—নীহার দূর করি সমীরণে,
সরোজে সহস্র কর করে আলিঙ্গন।
ফুটিল কোরক। শোভা আশ্চর্য্য নূতন।
ভুরু ভুরু করে হিয়া কাঁপে কলেবর,
আকুল অবশ আত্মা কাতর অন্তর,
দীর্ঘশ্বাস পরিহরি অতিদীন স্বরে,
কন ইন্দুমুখী নেত্রে অশ্রুবিন্দু ঝরে!
"হা নিষ্ঠুর! দিবানিশি মত্ত থাক রণে
এক বারো দারাসুতে নাহি করো মনে!
কি জানি কি আছে মম অদৃষ্টে লেখন,
অভাগিনী আমি—এই অভাগা নন্দন!
নিশ্চয় সাহস হেন সুলক্ষণ নয়,
অভাগীর ভাগ্য দোষে কি জানি কি হয়!
যে ব্রত তোমার নাথ! কিবা আর কব!
জীবনে বিরাগ তব হয় অনুভব?
দুর্ব্বার সেনানী গ্রীক সমর প্রবীণ,
একেশ্বর সকলে যুঝিল এতদিন
নিষ্ফলে—নিরাশে তাই সাহসী এখন,
একবারে করিয়াছে সবে আক্রমণ।
একক কেমনে তুমি প্রবোধিবে বল,
নিশ্চয় নিশ্চয় নাথ স্থির অমঙ্গল!
নাচিছে দক্ষিণ আঁখি আকুলিত মন,
ডুক্ ডুক করে বুক, অস্থির জীবন,
চির অমঙ্গল চিত্র চিত্রিত হৃদয়ে,
কেঁদে কেঁদে উঠে প্রাণ, আশঙ্কিত ভয়ে।
পূর্ব্বে রণ বেশে নাথ, সাজিয়া যখন
আসিতে দাসীর বাসে, বিদায় গ্রহণ
করিবার ছলে; দাসী, কত আশা ভরে,
উৎসাহে উৎফুল্ল চিতে, ধরি প্রিয়করে,

ভাবী স্থির জয় বার্ত্তা নিবেদি চরণে,
কত যে হইত সুখী, পড়ে প্রভু মনে!
আজি তার বিপরীত দেখি সমুদয়,
অভাগীর কপাল ভেঙ্গেছে সুনিশ্চয়।
হা বিধাতঃ! অনাথিনী কিবা চাবে আর
ভিক্ষা তব পদে তুমি অন্তর্যামী, তার
অন্তরের ভাব যত জানিছ তাবত;
দেহ বর, যথা কমলিনী, অস্তগত
দিনমণি না হইতে, মুদে সুনয়ন
ত্যারা নিশামত, হত-ভাগীর জীবন—
পলিত কমল, যেন চির দিন তরে,
মুদে, না হইতে অস্ত সমর-অম্বরে
জয়ের পঙ্কজ রবি! দেহ ভিক্ষা যাচে
ইন্দুমুখী, পদ্মযোনি! এই তব কাছে! ৮৮

—o—

মসোলিয়ম।

আমরা পূর্ব্বে তাজমহলের বিবরণ স্থলে লিখিয়াছি সেই মহার্ঘ প্রাসাদ সাজাঁহা সম্রাট স্বকীয় প্রিয়তমা পত্নীর গভীর প্রণয়ের অনুপম প্রমাণ স্বরূপ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। অদ্যাপি সেই অট্টালিকা বিদ্যমান থাকিয়া সাজাঁহার পত্নীপ্রেমের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। স্থানান্তরে এইরূপ আর একটী মহামূল্য প্রাসাদ প্রতিষ্ঠিত ছিল, তাহাতে এক জন রাজমহিষীর পতিপরায়ণতা সুবর্ণ অক্ষরে সাধারণো প্রচারিত করিয়াছে। পৃথিবীর সপ্ত অদ্ভুত ব্যাপারের মধ্যে এই বিচিত্র প্রাসাদটি গণনীয়। ইহা মসোলিয়ম নামে বিখ্যাত। অদ্যাপি মুসলমানদিগের সমাধি মন্দির মহামূল্য হইলে তাহাতে মসোলিয়ম নাম প্রযুক্ত হয়। কেরিয়া রাজ্যের (১) নৃপতি মসোলিয়সের নামে এই প্রাসাদ আখ্যাত হইয়াছিল। মসোলিয়সের মৃত্যু হইলে তদীয় প্রাণসমা পত্নী মসোলিয়ম নামক অট্টালিকা নির্ম্মাণ করেন।

(১) এসিয়া মাইনরের একটী প্রাচীন রাজ্যের নাম। ইহা আইওনিয়ার দক্ষিণে স্থাপিত ছিল। ইহার প্রধান নগর হালিকার্ণেসস।

মসোলিয়সের মহিষীর নাম আর্টিমিসিয়া। আমরা পূর্ব্বে যে এক জন আর্টিমিসিয়ার বিবরণ দিয়াছি, কেরিয়া রাজ্ঞী সে আর্টিমিসিয়া নন। ইনি হালিকার্ণেসসের নৃপতি হিকাটম্নসের পুত্রী। তাঁহার ভ্রাতা মসোলিয়সের সহিতই তাঁহার বিবাহ হয়। ভ্রাতার সহিত ভগ্নীর বিবাহ প্রথা প্রাচীন গ্রীশ এবং তাহার উপনিবেশ সমূহে প্রচলিত ছিল। পতির প্রতি আর্টিমিসিয়ার প্রণয় এত গভীর ছিল, যে তাঁহার মৃত্যুর পর শবদাহ হইলে, সেই শবভস্মের কিয়দংশ লইয়া আর্টিমিসিয়া কোন পানীয় পদার্থের সহিত মিশাইয়া ভক্ষণ করিয়াছিলেন। তদনন্তর পতির স্মরণার্থ একটি মহামূল্য সমাধিমন্দির প্রস্তুত করিতে কৃতসংকল্প হয়েন। তিনি কেবল এই সমাধি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া ক্ষান্ত হয়েন নাই। স্বরাজ্যে এবং বিভিন্ন দেশীয় সমস্ত পণ্ডিতগণকে নিমন্ত্রণ করেন। তাঁহাদিগের সমক্ষে পতির গুণকীর্ত্তন করিয়া তাঁহার স্মরণার্থ এক খানি কাব্য লিখিতে প্রস্তাব করেন। থিওপম্পসের রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হওয়াতে তিনিই পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েন। অবশেষে আর্টিমিসিয়া পতিবিয়োগ শোকে এতদূর কাতরা হইয়া পড়েন, যে স্বামীর মৃত্যুর দুই বৎসর মধ্যেই তিনি পঞ্চত্ব পান।

আর্টিমিসিয়া পতির স্মরণার্থ যে কীর্ত্তি রাখিয়া যান, তাহা অনেক কাল বিদ্যমান থাকিয়া তাঁহার অতুল্য পতিভক্তির পরিচয় দেয়। কথিত আছে মসোলিয়মের চতুর্দিক তৎকালের চারিজন প্রসিদ্ধ কারিকর দ্বারা বিনির্ম্মিত হয়। এই অট্টালিকার উপর একটি বৃহৎ এবং উচ্চ মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। সেই মন্দিরের শিখর দেশে চতুরশ্ব সংযোজিত একখানি প্রস্তর নির্ম্মিত শকট সংস্থাপিত হয়। এই মনোহর প্রাসাদ নির্ম্মাণ জন্য বিস্তর অর্থ ব্যয়িত হয়। তজ্জন্য ভগবিং এনাক্সাগোরাস এই মহার্ঘ প্রাসাদ অবলোকন করিয়া বলিয়াছেন "এত বিপুল বিত্ত প্রস্তরীভূত হইয়াছে।"

পুরাণ কথা।

পিতৃ আজ্ঞায় শ্রীরামচন্দ্র ভার্য্যা সীতা ও অনুজ লক্ষ্মণের সহিত বনবাসে গমন করেন এবং পঞ্চবটী অরণ্যে কুটির নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন। রাক্ষসপতি রাবণের ভগিনী শূর্পণখা দশরথতনয়দ্বয়কে মায়ারূপে ভুলাইয়া কুপথগামী করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু লক্ষ্মণ তাহার অসৎ চেষ্টার প্রতিফলস্বরূপ তাহার নাসিকা ও কর্ণ ছেদন করিয়া দেন। দুর্বৃত্তা তাহার ভ্রাতার নিকট কাঁদিয়া পড়িয়া বৈরনির্য্যাতনের পরামর্শ দিলে রাবণ সীতা হরণ করিবার অভিলাষী হইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র দুর্দ্ধর্ষ বীর পুরুষ এবং লক্ষ্মণও বড় হীনবল নন, সুতরাং তাঁহাদের সাক্ষাতে কি প্রকারে মনো-

রথ পূর্ণ করিবেন এই ভাবিয়া একটী কৌশল অবলম্বন করিলেন। তিনি মারীচ নামক রাক্ষসকে আদেশ করিলেন যে "মায়াবলে সোনার মৃগ হইয়া পঞ্চবটীর কুটির সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াও এবং কোন রূপে রাম ও লক্ষ্মণকে একটু দূরস্থানে লইয়া যাও।" মারীচ প্রভুর আদেশে স্বর্ণমৃগ হইয়া পঞ্চবটীর কুটীর সম্মুখে নৃত্য করিয়া বেড়াইতে লাগিল। হঠাৎ তাহার প্রতি সীতা দেবীর দৃষ্টি পড়িল এবং তিনি সেই অপূর্ব্ব মৃগের রূপ ও ক্রীড়া দর্শনে মোহিত হইয়া যোড়করে রামচন্দ্রকে নিবেদন করিলেন "প্রভো! এই সোণার হরিণটী যেমন করিয়া হউক আমাকে আনিয়া দিতে হইবে।" প্রিয় লক্ষ্মীর সাধপূরণার্থ শ্রীরামচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ধনুর্ব্বাণ গ্রহণ করিলেন এবং লক্ষ্মণের উপর সীতারক্ষার ভার সমর্পণ করিয়া মৃগ শীকার করিতে বহির্গত হইলেন। মায়াবী হরিণ ধরা দেয় দেয়, আবার পলাইয়া যায়, এইরূপ করিয়া রঘুনাথকে গভীর অরণ্যের মধ্যে লইয়া গেল। রামচন্দ্র শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া অবশেষে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করিলেন। সেই বাণে রাক্ষসের প্রাণ বিয়োগ হইল, কিন্তু মরিবার সময় "ভাই লক্ষ্মণ, প্রাণে মরিলাম" এই বলিয়া বিকট চীৎকার পূর্ব্বক প্রাণত্যাগ করিল। সেই চীৎকার শব্দ বজ্রপাতের ন্যায় পঞ্চবটীর কুটিরে প্রবেশ করিয়া সীতার হৃদয় বিদীর্ণ করিল। সীতা রামচন্দ্রের উদ্দেশে লক্ষ্মণকে পাঠাইয়া শূন্য ঘরে একাকিনী রহিলেন, রাবণের মনোভীষ্ট পূর্ণ হইল, তিনি সেই সুযোগে ছদ্মবেশী যোগী সাজিয়া সীতাকে হরণ করিয়া লইয়া গেলেন।

আমরা উপরে যে উপাখ্যানটী সঙ্কলন করিলাম, ইহা পাঠ করিয়া পাঠিকাগণ হয়ত বলিবেন ইহা পুঁরাতন কথা, আমরা অনেকদিন জানি। তাঁহারা জানেন আমরাও বিশ্বাস করি। কিন্তু কেবল পুরাণ কথা শুনাইবার জন্য আমরা ইহা তাঁহাদিগের গোচর করিতেছি না, ইহার মধ্যে একটী সুন্দর রূপক ও অমূল্য নীতি আছে মনোযোগ পূর্ব্বক তাহাই তাঁহাদিগকে শিক্ষা করিতে বলিতেছি। সংসার রূপ অরণ্যে সীতা আমাদিগের মন। তাহার রক্ষক বৈরাগ্য ও বিবেক রাম ও লক্ষ্মণ। মারীচ পাপ প্রবৃত্তি। পাপ প্রবৃত্তি যে সকল প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত করে, তাহাই সোণার হরিণ। পাপ মনকে সর্ব্বক্ষণ কুপথে লইয়া যাইবার জন্য সচেষ্ট, কিন্তু তাহার আপনার ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি দেখায় না; মন যাহাতে ভোলে এমনি মনোহর রূপ ধরিয়া আমাদিগের নিকট আইসে। ঈশ্বর আমাদিগের রক্ষার জন্য বৈরাগ্য অর্থাৎ ঈশ্বরানুরাগকে প্রধান সহায় করিয়া দিয়াছেন, আমরা প্রলোভনে ভুলিয়া তাহাকে অগ্রে বিদায় করিয়া দি। মনে যতক্ষণ বৈরাগ্য থাকে, সংসারাসক্তি বা পাপ ততক্ষণ নিকটে আসিতে পারে না। প্রলোভনে

অধিক মোহিত হইলে কেবল বৈরাগ্যকে বিদায় দিয়া ক্ষান্ত থাকি না, কনিষ্ঠ সভায় যে বিবেক তাহাকেও তাহার পশ্চাৎ গমন করিতে বলি। সোণার হরিণ অর্থাৎ অসার সুখের জন্য এইরূপ মনের সকল রক্ষককে বিদায় করিলে তখন পাপ রাক্ষস আসিয়া মনকে হস্তগত করিয়া ফেলে এবং তাহার দুর্ভেদ্য পুরীর মধ্যে লইয়া বন্দী করিয়া রাখে। এ স্থলে পাঠিকাগণ স্বর্ণমৃগের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। সেইটীই সীতাদেবীর সকল দুর্ঘটনার মূল। সে যদি তাহার মোহন মূর্ত্তি না দেখাইবে সীতা রামলক্ষ্মণকে বিদায় করিয়া একাকিনী শূন্য ঘরে থাকিবেন কেন এবং রাবণই বা তাঁহাকে হরণ করিতে সাহসী হইবে কেন? অতএব পাপ প্রলোভন হাজার সুখজনক হইলেও তাহাকে 'স্বর্ণ মৃগরূপী মারীচ' জানিয়া যেন আমরা সতর্ক হই এবং কোন সংসারের সুখের জন্য ঈশ্বরপ্রেম. ও বিবেক বুদ্ধিকে পরিত্যাগ না করি।

নূতন সংবাদ।

১। আমরা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইলাম, একটী পারসী স্ত্রীলোক লর্ড চেষ্টার ফিল্ডের বিখ্যাত লিপি সকল গুজরাটী ভাষায় অনুবাদ করিয়া প্রকাশ করিতেছেন।

২। বিশাখা পত্তনের দুইটী স্ত্রীলোক ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষার্থ মান্দ্রাজে গমন করিয়াছেন। বঙ্গদেশে এবিষয়ে রমণীগণের উৎসাহ কৈ?

৩। গত বৎসর মধ্য ভারতবর্ষে সর্ব্ব শুদ্ধ ৯০০ গবর্ণমেণ্ট বিদ্যালয়ের মধ্যে ৯১টী বালিকা বিদ্যালয় ছিল। নর্ম্মাল স্কুল সর্ব্বশুদ্ধ ৭টী, তন্মধ্যে তিনটী শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়। এরূপ অনুন্নত প্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার এরূপ উন্নতি আনন্দকর বটে।

৪। কলিকাতায় যে মোহন্ত চাঁপাতলার চঞ্চলা নাম্নী স্ত্রীলোককে লোভ দেখাইয়া বাহির করিয়া লইয়া যায়, তাহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৩ মাস মেয়াদ হইয়াছে। দুইজন মোহন্ত কারাগারবাসী হইল, দুরাত্মারা কি ইহা দেখিয়া সতর্ক হইবে না?

৫। বিখ্যাত রাজবিদ্রোহী নানা সাহেব ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মহা আন্দোলন হইতেছে। সিন্ধিয়ার মহারাজার নিকট এক ব্যক্তি আপনাকে নানা বলিয়া পরিচয় দিয়া গোপনে পত্র লিখে এবং তাঁহার আশ্রয় চায়। সিন্ধিয়া তাঁহাকে ধৃত করিয়া ইংরেজদিগের হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন। এ ব্যক্তিকে এখন কাণপুরে রাখা হইয়াছে। কিন্তু এ ব্যক্তিকে নানা বলিয়া কেহ স্বীকার করিতেছে না এবং সে নিজে অনেক দিন হইতে বলিয়াছে যে ভাঙ্গ খাইয়া মিথ্যা করিয়া আপনাকে নানা বলিয়াছে।

৬। এবার পূজার সময় আবার-

ভয়ানক ঝড় হইয়া গিয়াছে। বর্দ্ধমান ও মেদিনীপুরে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক অনিষ্ট হইয়াছে। মেদিনীপুরে হাজার লোকের অধিক মরিয়াছে। ইহা ছাড়া কত লোকের যে ঘর বাড়ী ভগ্ন হইয়া গিয়াছে তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ইহাদিগের প্রতি দয়া প্রকাশ করা আবশ্যক।

৭। শিবি ঘটকী নাম্নী জনৈক বৃদ্ধা স্ত্রীলোক কলিকাতার অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির বাটীতে ঘটকালী করিয়া বেড়াইত। সম্প্রতি সে এক ভদ্রলোকের স্ত্রীলোকের কণ্ঠাভরণ চুরি করিয়াছিল, ইহাতে উহার কঠিন পরিশ্রমের সহিত ৪ মাস মেয়াদ হইয়াছে। কলিকাতার গৃহস্থগণ ঘটকীদিগের প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিবেন।

৮। কলিকাতার গঙ্গার উপর পুল বাঁধা হইয়াছে। ইহার উপর দিয়া প্রতিদিন প্রায় ৫০ হাজার লোক গতায়াত করিতেছে, গাড়ী ঘোড়া সকলি অক্লেশে যাইতেছে। এখনো ইহার উপর মাসুল হয় নাই।

৯। সম্প্রতি ইংলণ্ডের সামাজিক বিজ্ঞান সভায় মিস্ কার্পেণ্টার এক বক্তৃতা পাঠ করেন। তিনি প্রস্তাব করেন যে ভবিষ্যতে যাহাতে ইতর শ্রেণীর লোকদিগের শিক্ষার সঙ্গে শিল্প কার্য্য শিক্ষার বিশেষ যোগ থাকে এবং যাহাতে ভারতবর্ষস্থ কুঠির লোকগণ বিদ্যা শিক্ষা করিতে পারে, এই অভিপ্রায়ে গবর্ণমেণ্টের "ফ্যাক্টারি আক্ট" নামে একটী আইন করা নিতান্ত কর্ত্তব্য। তাহা না হইলে সামান্য ব্যক্তিদিগের সন্তানেরা গণ্ডমূর্খ হইয়া দেশকে একেবারে উৎসন্ন প্রায় করিয়া তুলিবার সম্ভাবনা। তিনি আরো প্রস্তাব করেন ১৪ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক যে সকল বালক বিচারে দণ্ড পাইয়াছে, এবং পিতা মাতা ও উপায় বিহীন হইয়া ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তাহাদিগকে শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে কোন গবর্ণমেণ্টশিল্প বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা উচিত। ভারতবর্ষের হিতার্থ মিস্ কার্পেণ্টারের যত্ন ও অনুরাগকে ধন্যবাদ।

বামাগণের রচনা।

আহা মা গো বঙ্গভূমি কি শুনি শ্রবণে।
হারি মিত্র জজে নাকি হরিল শমনে॥
হায়রে নিদয় যম কি বলিব তোরে।
অকালে লইলি তুই হেন নিধি হরে॥
হারাইলে বঙ্গ মাতঃ অমূল্য রতন।
এ হেন বিচার পতি সুমতি সুজন॥
হরিল কএক মাস শ্রীমধু সূদনে।

তার পর দীন বন্ধু কবি রত্ন ধনে॥
ক্রমেতে লইল আসি কিশোরী মোহনে।
তব ক্রোড় শূন্য করি হরিল শমনে॥
আজ সেই শোকে যত বঙ্গবাসীগণ।
হাহাকার করি সবে করিছে রোদন॥
আবার দুরন্ত যম শত্রুতা করিয়া।
সুবুদ্ধি দ্বারকা নাথে লইল হরিয়া॥
এস হে বিচারপতি কর দরশন।
এবে সবে অবিরত করিছে রোদন॥
অন্ধকার করি বঙ্গ যাইলে কোথায়।
আসিয়া শীতল কর মায়ের হৃদয়॥
তব শোকে বঙ্গ মাতা হইয়ে মগন।
দিবা রাত্রি করিতেছে শোকাশ্রু মোচন॥
আর ঐ দেখ মিত্র তোমার জননী।
তোমার শোকেতে কাঁদে দিবস রজনী॥
পাগলিনীমত কত করিছে রোদন।
বোঝালে নাহিক বোঝে না মানে বারণ॥
কেবল বলিছে কোথা হারিয়ে আমার।
দেখা দিয়ে মা বলিয়ে ডাক একবার॥
দুখিনী মায়ের দশা কিছু না ভাবিলে।
আমায় ছাড়িয়া বাপু কোথায় যাইলে॥
জজের জননী হয়ে হলাম দুখিনী।
সকলে করিবে ঘৃণা দেখে কাঙ্গালিনী॥
দশ মাস করিয়াছি গর্ভেতে ধারণ।
যে দিনে যে দুঃখ মম হতেছে স্মরণ॥
কত কষ্টে করিয়াছি লালন পালন।
সকলি হইল বৃথা আমার এখন॥
আর কি দেখিব আমি তোমার বয়ান।
আর কি হইব সুখী জুড়াইব প্রাণ॥
আর কি মা বোলে মোরে ডাকিবেরে বাপ।
আর কি করিব দূর যত মনস্তাপ॥
প্রাণের অধিক তব নন্দিনী নন্দন।
তাদের ছাড়িয়া কোথা করিলে গমন॥
আর না শুনিতে পারি তাদের রোদন।

মনে হয় নীরে গিয়া ত্যজিগে জীবন ॥
তাহাদের মুখ আমি দেখিতে না পারি।
হৃদয় বিদীর্ণ হয় আহা মরি মরি ॥
আর না বলিবে কেহ বারিকের মাতা।
আর না কহিবে মোরে মানামানে কথা ॥
আর খেদ করো না গো জজের জননী।
বিধাতা করিল তোমা জনম দুঃখিনী ॥
তুমি কি করিবে বল কপালে লিখন।
নতুবা অকালে কেন হইবে এমন ॥
আসিয়া বিচারপতি কর দরশন।
প্রাণসমা ভার্য্যা তব করিছে রোদন ॥
ধূলায় ধূষর অঙ্গ যেন পাগলিনী।
বিনায়ে বিনায়ে কত কাঁদিতেছে ধনী ॥
হা নাথ কোথায় তুমি করিলে গমন।
অধীনীর দশা আসি কর দরশন ॥
জনমের মত মোরে অকূলে ভাসায়ে।
কোথায় যাইলে নাথ নিশ্চিন্ত হইয়ে ॥
একবার প্রাণনাথ দেখা দাও আসি।
বলিতে যে প্রাণপ্রিয়ে বড় ভাল বাসি ॥
এখন কেমনে নাথ আমায় ভুলিলে।
জনমের মত মোরে ত্যেজি পলাইলে ॥
আর কি হে নাথ আমি দেখিব তোমায়।
আর কি শীতল আমি করিব হৃদয় ॥
আর কি শুনিব আমি তব গুণ গান।
আর কি হইব সুখী জুড়াইব প্রাণ ॥
আর কি শুনিব সেই মধুমাখা কথা।
আর কি করিব দূর যত মনোব্যথা ॥
আর কি আসিবে ফিরে ওহে প্রাণনাথ।
আর কি অধীনী সনে করিবে সাক্ষাৎ ॥
আর না লিখিতে পারি চক্ষে এলো নীর।
লেখনী অবশ হোলো অস্থির শরীর ॥

এক জনপাঠিকা।

(১) এই লেখাটী আমরা অনেক দিন পাই, ছাপাইতে বিলম্ব হইয়াছে। স।

CHILD LIFE IN ENGLAND.

[*By an English-woman.*]

V.

Games of course form an important part of a child's life, all the world over. Possibly some of what I am about to describe may be as familiar to Indian children as to English, but the different climate must tend to make our games more rough and active, less dependent on skill than yours.

For hearty firm and wholesome exercise "Blind man's buff" is the best, especially if rain or snow prevents the usual out-door exercise, and makes the children inclined to sit lazily over the fire. Imagine a party of school-girls, disappointed of their morning's walk and chilly with setting over their works. Lessons over, there is a wish to the fire place, till some one (perhaps a girl who cannot herself get very near the fire) suggests that blind man's buff is warmer than standing about. So the table is wheeled into a corner, the fire-place is fenced off by a row of chairs from the rest of the room, and one of the party is blinded, by having a handkerchief found lightly over her eyes. She is led into the middle of the room and told to turn round three times and catch whom she can. It is not easy to know in what part of the room she is standing after turning round three times with her eyes shut, but if our "blind man" is worthy of her position she will make a sudden dart in some direction, trusting to her friends to warn her if she is running into danger. Then follows a running, scrambling and screaming of inattentive players taken by surprize, or rash ones who have crept too near in their desire to brave the catcher by pulling her dress, and find themselves suddenly in her clutches. Her work is not over however when she has caught her victim. She has to say who it is, judging by touch alone. If the name is rightly guessed the bandage is taken off and put on the child who is caught, and the game goes on afresh.

Another kind of blind man's buff is suited to a large party out of doors. Three or four children are blinded, and try to catch one who carries a little hand-bell, all the rest of the players joining hands to make an enclosure through which the others may not come. The amusing part of this game is that the "blind men" continually catch each other and let their prey escape.

Hide and seek is played in many ways. The following is one. Two catchers are chosen, who stand at the goal hiding their eyes for a certain time, say while they count a hundred. They then give a shout to warn the others that they are coming and set out to look for them, scattered in all the hiding-places available. The object of the seekers is to catch the hiders, either in their hiding place, or before they can reach the goal which is a place of safety. So if the seekers go too far from the goal, the hiders can slip out unobserved and make good their escape, but it is not considered fair for the seekers to stay long close by the goal. It is very exciting to be hidden in some safe

corner, and hear the steps of the pursuer, coming nearer and nearer, till one begins to think, am I really hidden? Cannot that corner of my dress be seen? But, I cannot help it,—if I move I shall be heard. And the thought of fugitives hiding for their lives comes into one's mind, till a child of lively imagination may begin to feel as if life and death were really at stake.

Another way of playing hide and seek is for the seekers to be pursued instead of pursuers, so that directly they leave the goal they are in danger of being pounced on by their hidden enemies.

"Tom Titler's ground" is another favourite game. Here a piece of ground,—say a grass-plot,—is guarded by one child who tries to catch the others as they try to run across it. Those who are made prisoners in this way are made to stand by themselves in the middle of the ground, till rescued by some of their own party. They have to lay their plans cunningly for this, one child trying to divert "Tom Titler's" attention while another runs up to the prisoners, and leads them off one by one.

All these games are played by girls or little children. Boys would think them very tame compared with their rough cricket and foot-ball.

His Honour the lieutenant Governor of Bengal in his Minute, published in a special supplement to the Calcutta Gazette of the 25th instant, thus notices the liberality of some of the charitable ladies of Bengal on the occasion of the late Bengal Famine :—

MAHARANI SURNOMAI OF COSSIMBAZAR.—This lady owns estates in Moorshidabad, Dinagepore, Rajshahye, Rungpore, Pubna and Nuddea. Her munificent subscriptions towards schools, hospitals, and other public improvements have on many occasions been acknowledged by Government. This year she helped her tenants and aided the Government relief officers in every possible way. She imported grain and distributed it in her villages, remitted or suspended the rent of distressed ryots, and made herself responsible for the repayment of Government advances. By her beneficent conduct on this occasion she has continued to merit the commendation bestowed by my predecessor, who mentioned her as being among the best zemindars in Bengal.

MUSSUMAT SHAM MOHINEE OF DINAGEPORE.—This lady (locally called Maharanee) owns large estates (with a rental of £40,000) in the distressed portions of the Dinagepore district. She refrained from collecting rents during the year of scarcity. She bought and distributed to her tenants about £50,000 worth of rice and seed-grain; caused tanks to be dug on her estate; gave land free of charge to her villagers for their tanks, maintained a relief-house where, from first to last, about 90,000 persons received relief; and made herself responsible for the repayment of all advances of grain made by Government to her ryots.

SRIMUTTEE SHURUT SOONDREE DEBIA, OF POOTEAH, locally called Ranee, holds estates in the Rajshahye and Rungpore districts. She has in the past years been well-known for the liberal support given by her to schools and hospitals. At the beginning of the distress in 1874, she came forward with subscriptions, maintained at her own cost relief-houses, at one of which 3,500 people were fed daily, advanced money and grain to her ryots, supplied large funds to a local association for importing grain, and though she was a native lady of high rank, she personally superintended the distribution of her charities.

DARUMBA DABYA:—BABOO BISSESSUR MELYA in behalf of his mother-in-law, DARUMBA DABYA of SEARSOLE in the Burdwan district, showed distinguished liberality. He executed relief works for the convenience of his villages at a cost of about £1,000, distributed charitable relief daily at a poor-house near his home, and was personally active in directing the due administration of his own charities and of the Government relief operations.

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHNI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩৬ সংখ্যা | অগ্রহায়ণ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

হিংসা।

" হিংসায় সরস শুকায়, রূপ গুণ দুই লুকায়।

অন্যের মন্দ করিবার ইচ্ছার নাম হিংসা। হিংসা মনের একটী অতি নীচ প্রবৃত্তি। মনে এই প্রবৃত্তির সঞ্চার হইলে অন্যের ভাল দেখিলে অসহ্য কষ্ট হয় এবং অন্যের মন্দ দেখিলে হৃদয় আনন্দ পূর্ণ হয়। সাধু ব্যক্তি পরের সুখে সুখী ও দুঃখে দুঃখী হন, হিংসক ব্যক্তির ভাব ঠিক্ তাহার বিপরীত। করুণার সাগর ঈশ্বর কেবল সকলের মঙ্গল করিবার জন্য ব্যস্ত রহিয়াছেন, অমঙ্গল ঘটনা হইতে মঙ্গল ফল উৎপন্ন করেন, হিংসক আপনার নরক সমান মন হইতে কেবল কুচিন্তা ও কুচেষ্টাই করিয়া থাকে; সুতরাং হিংসক ব্যক্তি ঈশ্বরেরও বিরোধী।

হিংসার রাজ্য অতি বিস্তৃত। ঈশ্বরের দয়া যত বেশ ধারণ করিয়া জীবের কল্যাণ সাধন করে, হিংসাও তত বেশ ধারণ করিয়া পরের অনিষ্ট চেষ্টা করিয়া থাকে। ধন, মান, বিদ্যা, বুদ্ধি, শারীরিক রূপ ও পারিবারিক সৌভাগ্য—এমন্ কি ধর্ম্মের উপরেও লোকের হিংসা হয়। অন্যের ধন, ঐশ্বর্য্য কেন আমার অপেক্ষা অধিক হইল, অন্যে লোকের নিকট এত পূজ্য ও যশস্বী হইবে কেন, অন্যে জ্ঞানে ও বুদ্ধি কৌশলে আমাকে ছাপাইয়া গেল, অন্যের রূপ লাবণ্য যেমন আমার তেমন নয়, অন্যের যতগুলি পুত্র কন্যা, ভাল ভাল কুটুম্ব আমার তেমন নাই এই ভাবিয়া

ভাবিয়া হিংসকের মন পীড়িত ও বিকারগ্রস্ত হইয়া থাকে। হিংসক কি অন্য অপেক্ষা আপনাকে ভাল করিতে চায়? না, সেটী আত্মোন্নতিসাধন ও উচ্চাভিলাষের কার্য্য, তাহা একটী গুণ। হিংসক আপনি যেমন আছে তেমনি থাকিবে, অন্যের সৌভাগ্য কমিয়া তাহার প্রাধান্য হইবে এই চেষ্টা করে। বরং আপনার মন্দ হইয়া অন্যের যদি অধিক মন্দ হয় সে তাহাতে অনিচ্ছু নহে। একটী গল্প আছে, এক ব্যক্তি ঈশ্বরের নিকট বর পাইয়াছিল, সে যাহা প্রার্থনা করিবে, তাহাই পাইবে, কিন্তু তাহার প্রতিবাসীরা দ্বিগুণ পাইবে। সে ব্যক্তি হিংসক, সে প্রথমে ধন ধান্য প্রার্থনা করিয়া দেখিল, সে যাহা পায়, তাহার প্রতিবাসীরা তাহার দ্বিগুণ পায়। সে ব্যক্তি ইহা সহ্য করিতে না পারিয়া প্রার্থনা করিল 'আমার এক চক্ষু অন্ধ হউক;' ইহাতে আর সকলের দুই চক্ষু অন্ধ হইয়া গেল! সে তখন দেখিয়া সুখী হইল, কিন্তু বন্ধু বান্ধব বিহীন অসহায় হইয়া মারা গেল।

হিংসা অতি স্বার্থপর ও সঙ্কীর্ণ মন হইতে উৎপন্ন হয়। যে আপনার সুখকেই সুখ বলিয়া জানে, অন্যের সুখে কখন সুখানুভব করে না, সে সর্ব্বাপেক্ষা হিংসাপরায়ণ হয়। আপনার পরিবার অতিক্রম করিয়া যাহার চিন্তা কখন যায় না, তাহার হৃদয় উদার হইতে পারে না। জ্ঞানের অল্পতাতেও মনকে সঙ্কীর্ণ করিয়া রাখে। এই কারণে দেখা যায় এদেশের পুরুষদিগের অপেক্ষা স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে হিংসা বৃত্তি প্রবল। আমাদিগের সামাজিক নিয়মের দোষ যে ইহার কারণ সন্দেহ নাই। যাঁহারা গৃহের চতুঃসীমা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পান না, যাঁহারা বিদ্যা দ্বারা আপনাদিগের চিত্তকে প্রশস্ত করিতে পারেন না, তাঁহাদিগের মনের অবস্থা যে হীন হইয়া থাকিবে সন্দেহ কি? এক সময় অধিক সংখ্যক সপত্নী করিয়া দিবার প্রথা থাকাতে এই হিংসা বৃত্তিকে আরো প্রবল করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। স্ত্রীলোকেরা অবলা বলিয়া মুখ ফুটিয়া প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারে না, কিন্তু ইহাতে তাঁহাদিগের যে কত দূর চিত্তবিকার উপস্থিত হইয়াছে তাহা তাঁহাদিগের অনুষ্ঠিত ব্রতাদিতে প্রকাশ পায়। সপত্নীব্রত বা আলপানা পূজার এক একটী কথা শ্রবণ

করিলে কর্ণে অঙ্গুলি দিতে হয়। "হাতা হাতা হাতা, খা সতীনের মাতা" এইরূপ এক একটী চিত্রের নাম করিয়া যখন কটূক্তি বর্ষণ করা হয়, তখন সেখানে নরক মূর্ত্তিমান বলিয়া বোধ হয়।

যাহাহউক হিংসা দ্বারা কেবল কুফলই লাভ হয়। হিংসকের মন ঈশ্বরের ইচ্ছার বিরোধী, সুতরাং তাহার মনোবাঞ্ছা কখন পূর্ণ হয় না। হিংসা দ্বারা অন্যের অনিষ্ট করা যায় বটে, কিন্তু তাহাতে অন্যের যত, তদপেক্ষা নিজের অনিষ্ট অধিক হইয়া থাকে। এজন্যই পৃথিবীতে মনুষ্যের ভাগ্যে সুখের অপেক্ষা দুঃখের পরিমাণ অধিক। যাঁহারা এ পৃথিবীতে সুখী হইতে চান, জগতের সকলের সুখে তাঁহারা সুখী হইতে অভ্যাস করেন। যখন আপনার ভাগ্যে দুঃখ, তখন অন্যত্র সুখ অবশ্য কোথাও না কোথাও দেখা যায় এবং তাহাতে সুখ লাভ হয়। হিংসক-দিগের নিকট সে পথ রুদ্ধ। অন্যের সুখ তাহাদিগের গাত্রে শেল বিদ্ধ করে এবং জগতে যাহার যে সুখ দেখে, তাহাতে তাহাদিগের দুঃখানল প্রবল হইয়া উঠে, সুতরাং তাহারা চির অসুখী। তাহারা আপনাদিগকে সুখী করিবার জন্য যতদূর সাধ্য অন্যকে ক্লেশ দিতে যায়, কিন্তু তাহাতে তাহাদিগেরই মন বিকৃত হয়। কত লোক হিংসাতে পাগল হইয়া গিয়াছে, আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছে। ঈশ্বরের জগতের এমনি নিয়ম, যাহাদিগকে হিংসা করা যায়, কোথা হইতে তাহাদিগের সুখ সৌভাগ্যের বৃদ্ধি হইতে থাকে, আর যাহারা হিংসা করে কোথা হইতে তাহাদিগের বিপদ্ উপস্থিত হয়। হিংসায় স্ত্রীলোক লজ্জা হীনা হয়, সুরূপা হইলেও কদাকার হয় এবং তাঁহার যত সদ্গুণ থাকুক, সকলি বিনষ্ট হইয়া যায়। অনেকে গল্পে "এক রাজার দো ও সো দুই রাণীর" উপকথা শুনিয়াছেন, তাহাতে সো রাণীর শেষে সর্ব্বনাশ এবং দো রাণীর সুখোন্নতি অবশ্য দর্শন করিয়াছেন। 'হিংসায় সরম শুকায়, রূপ গুণ দুই লুকায়' ইহার অনেক দৃষ্টান্ত আছে, পরে তাহা উদাহারণস্বরূপ কিছু কিছু বলিব।

ভারত পরিভ্রমণ।

আমাদের অধিষ্ঠানভূমি ভারতোপদ্বীপ অতি বিচিত্র ও রমণীয় স্থান। এখানকার প্রাকৃতিক বিভব ও বিচিত্রতার সঙ্গে ভূমণ্ডলের কোন অংশের তুলনা হইতে পারে না। এখানে প্রকৃতি সুন্দরী কতই না অপূর্ব্ব গম্ভীর বেশে ও দিব্য লাবণ্যে দর্শকের নয়ন মন নিরন্তর বিস্ময়-বিস্ফারিত ও বিমুগ্ধ করিয়া থাকেন। স্থানে স্থানে তুঙ্গ তরঙ্গমালিনী সুদূর-বাহিনী প্রকাণ্ড স্রোতস্বতী, অভ্রভেদী তুষার-গৌর দুরারোহ অচল রাজি, তরু লতিকাদি-বিহীন সুদূর-প্রসারিত বিশাল প্রান্তর, শত শত ক্রোশ ব্যাপিনী হিংস্র শ্বাপদ সঙ্কুল ভীম অরণ্যানী যেমন ভ্রমণকারীর মনে যুগপৎ ভয় বিস্ময় ও গাম্ভীর্য্য ভাবের সমুদ্রেক করে, তদ্রূপ শ্যামল—শস্যপূর্ণ স্নিগ্ধ সমতল ভূমি, স্বর্গীয় কান্তি বিশিষ্ট প্রফুল্ল পুষ্পকানন, ফলভারাবনত পাদপ রাজি-মণ্ডিত সতেজ বৃক্ষবাটিকা, বিহঙ্গ কাকলিকূজিত তরুচ্ছায়া, শীতল নির্ঝরমালালঙ্কৃত রম্য উপত্যকা সকল সৌন্দর্য্য প্রভাবে মন প্রাণ বিমোহিত করে। পাঠিকা ভগিনি! একবার ভারতভূমির উত্তর প্রান্তে গমন কর, হিমগিরির সুবিশাল সুন্দর সমুন্নত দেহ সন্দর্শন করিয়া প্রীতিরস সম্বলিত বিস্ময়ার্ণবে নিমগ্ন হইবে। এই হিমাচল উচ্চতাতে পৃথিবীর সমুদায় পর্ব্বতকে পরাভূত করিয়া 'শৈলরাজ' এই গৌরবান্বিত উপাধি ধারণ করিয়াছে। বিদ্যুন্মালা মণ্ডিত শক্রধনু চূড়াধারী বারিদ বৃন্দ গগণবিহার করিতে করিতে সময়ে সময়ে ইহার কটীদেশ চুম্বন করিয়া থাকে। মেঘাবলী কোন দিনও সাহস করিয়া নগাধিরাজের উত্তুঙ্গ শিখরদেশ স্পর্শ করিতে পারে না। হিমালয়উপত্যকার স্বভাবজাত কুসুম কানন সকল সৌন্দর্য্যে ও খর স্রোত নির্ঝর সকলের কুল কুল মধুর নাদে কাহাকে না বিমুগ্ধ করে? কবিগণ কাশ্মীর উপত্যকাকে 'ভূস্বর্গ' বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। কাশ্মীরের ন্যায় রমণীয় প্রদেশ পৃথিবীতে আর নাই। এখানকার জল বায়ু নদী নির্ঝর, লতা পাদপ, ব্যোমভূমি সকলই অত্যাশ্চর্য্য মনোহর। কাশ্মীর চিরবসন্ত-বিরাজিত সুশোভন কুসুমোদ্যান বিশেষ। পাঠিকা! এখন তুমি

হিমালয় প্রদেশের বিস্তৃত পর্ব্বত রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া আর্য্যাবর্ত্তের প্রসারিত সমতল ভূমিতে আগমন কর, সেখানে প্রকৃতির অন্যবিধ ভাব ও অন্য প্রকার শোভা দেখিবে। স্থানে স্থানে স্বচ্ছসলিলা সরিৎবৃন্দ সুমার্জ্জিত শুভ্র মৌক্তিক হারের ন্যায় ভারতের বক্ষঃস্থলকে সমুজ্জ্বল করিয়া রাখিয়াছে দেখিতে পাইবে। স্থলান্তরে শস্যভারাবনত নয়নানন্দকর হরিৎক্ষেত্র দেখিয়া পুলকিত হইবে। মুল্‌তানাদি প্রদেশের শতাধিক ক্রোশ বিস্তীর্ণ তৃণতোয়াদি বিহীন অনুর্ব্বর প্রান্তর ধূ ধূ করিতেছে অবলোকন করিয়া ভয় পাইবে। পূর্ব্ব বঙ্গের মেঘনা পদ্মা প্রভৃতি ভীষণ তরঙ্গাকুল দুস্তর স্রোতস্বতী সকল মহাবেগে গ্রাম নগরাদি সহিত তীরভূমি সহসা সমুৎখাত করিয়া সাগরাভিমুখে চলিয়া যাইতেছে দর্শন করিয়া ভীত ও স্তম্ভিত হইবে। আমেরিকার নদী বিশেষ ভিন্ন পৃথিবীর কোন স্থানের স্রোতস্বতী ভয়ঙ্করত্ব বিষয়ে এই সকল নদীর তুলনাস্থল হইতে পারে না। এ সমস্ত তরঙ্গিণীর পর পার অনেকানেক স্থানে চক্ষুর অদৃশ্য। সর্ব্বদা কল্লোল ধ্বনি সহকারে জলে ভয়াবহ তরঙ্গ আবর্ত্ত সমুত্থিত হইতেছে। ব্রহ্মপুত্র গঙ্গা যমুনা কৃষ্ণা নর্ম্মদা প্রভৃতি কয়েকটী ভারতের বিখ্যাত নদী দেখিবে। বঙ্গের সাগর কূলস্থ সুন্দর বন প্রভৃতি শার্দ্দূল ভল্লুকাদির আলয় নিবিড় অরণ্যানী সকল দেখিলে পাঠিকা! তুমি ভয়ে বিচেতন হইবে। গারো কুকী ভীল পুলিন্দ প্রভৃতি অসভ্য বন্য জাতির আবাস সকলও সামান্য ভয়সঙ্কুল নহে। এইক্ষণ দাক্ষিণাত্যে গমন কর, বিন্ধ্যাচল ও ঘাটগিরির শোভা তোমাকে মোহিত করিবে। স্থানে স্থানে গণ্ড শৈল অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমি, ভঙ্গিমৎ দার্ঘদ প্রান্তর এবং নদীমাতৃক বিচিত্র হরিৎ ক্ষেত্র ও উদ্যান ভূমি, নিবিড় বনস্থলী তোমার মনে নানা ভাবের উদয় করিয়া দিবে। নীল জলধি মহা উচ্ছ্বাসে বিশাল তরঙ্গ বাহু বিস্তার করিয়া প্রাচ্য প্রাশ্চাত্য উপকূলকে সর্ব্বদা আলিঙ্গন করিতেছে দেখিয়া তোমার হৃদয়েও ভাব তরঙ্গ উথলিয়া উঠিবে। ভারতের কোথাও পরম সুন্দর মার্ব্বল শ্বেতগিরি ও জল প্রপাত, কোথাও উষ্ণ প্রস্রবণ, স্থানে স্থানে বাড়বাগ্নি তোমার মনকে আকর্ষণ করিবে।

ভারতবর্ষের নানা বিভাগে ঋতু পর্য্যায়েরও যেরূপ বিচিত্র ভাব, এমত

আর কোন স্থানে দেখা যায় না। হিমাচল প্রদেশে চিরকালই শীত। চেরাপুঞ্জি অঞ্চলে চিরবর্ষা, তথায় প্রায় সকল সময়েই অবিরাম ধারায় জল বর্ষণ হইয়া থাকে। পঞ্জাবের অধিকাংশ স্থানে বর্ষাঋতুতে বৃষ্টির প্রাদুর্ভাব নাই, শীত কালে বারিবর্ষণ হইয়া ধরাতল সিক্ত করে। মুলতান অনাবৃষ্টি দেশ, তথায় সংবৎসরে কদাচ ২। ১ বার যৎসামান্য বৃষ্টি হইয়া থাকে। প্রকৃতির ক্রীড়া উদ্যান কাশ্মিরে বসন্তঋতু চিরবিরাজমান বলা যাইতে পারে। আর্য্যাবর্ত্তের ও দাক্ষিণাত্যের অনেক স্থান নাতি-শীতোষ্ণ ও রমণীয়। আবার কোথাও বা গ্রীষ্ম কালে নিদারুণ গ্রীষ্ম সন্তাপ, শীতকালে অস্থিভেদী প্রখর শীত। কোথাও বর্ষাকালে ভয়ানক জল বৃদ্ধি হইয়া দেশ প্লাবিত করে। আরবের সমুম নামক বায়ুর ন্যায় দিল্লী প্রদেশে গ্রীষ্ম কালে সময়ে সময়ে এক প্রকার সাংঘাতিক উষ্ণ বায়ু প্রবাহিত হয়।

আর্য্য ভূমি ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক অবস্থা ও সৌন্দর্য্যের বিষয় সংক্ষেপে উক্ত হইল। এখানকার হিন্দু মুসলমানদিগের বিরচিত শিল্পসাধন কীর্ত্তি সকলও পরমাশ্চর্য্য ও সুবিখ্যাত। আগ্রার তাজমহল, দিল্লীর কুতুব মিনার, দাক্ষিণাত্য নিবাসী জৈনধর্ম্মাবলম্বীদিগের অনেক দেব মন্দির, বৌদ্ধদের নির্ম্মিত ইলোরার গুহা ইত্যাদি ভূমণ্ডলে অসামান্য কীর্ত্তি বলিয়া বিখ্যাত। পাঠিকা! তুমি তাজমহলাদির অনুপম কারু কার্য্য ও সৌন্দর্য্য দেখিলে চক্ষু আর অন্য দিকে ফিরাইতে পারিবে না। রেলওয়ে কোম্পানির নির্ম্মিত এলাহাবাদের পরম সুন্দর যমুনা সেতু, পঞ্জাবস্থ সুবিশাল শতদ্রুসেতু যাহা পৃথিবীতে দ্বিতীয় সেতু বলিয়া উক্ত হইয়াছে এবং বোম্বাই প্রদেশে এক পর্ব্বতের শৃঙ্গ হইতে শৈলান্তরের চূড়ায় সেতুযোগে এবং নিম্নদেশে অন্ধকারময় পার্ব্বত্য সুরঙ্গ পথে বাষ্পীয় শকটের গমনাগমন দেখিলে বিস্ময়চকিত হইবে। কলিকাতা বোম্বাই মান্দ্রাজ দিল্লি লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি আধুনিক ও প্রাচীন শোভাময় সমৃদ্ধ নগর গুলি অবলোকন করিলে মনে অপার আনন্দ লাভ করিবে। শ্যামল বিটপি নিকুঞ্জ শোভিত বন নিবসতি জনপদ সকলও তোমার মনে অল্প আহ্লাদ প্রদান করিবে না।

সমুদায় পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে, এক ভারতবর্ষে অল্পাধিক পরিমাণে তাহা বিদ্যমান। এজন্য পণ্ডিতগণ ভারতবর্ষকে ভূমণ্ডলের প্রতিকৃতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। সাধারণতঃ ভারতবর্ষ প্রাকৃতিক সুখৈশ্বর্য্যের ভাণ্ডার। ভারতের মৃত্তিকা মহোর্ব্বরা—প্রচুর ফল শস্যশালিনী ভারতভূমি কন্দর সমতল ক্ষেত্র, প্রিয় দর্শন ও রত্নগর্ভ। ভারতবর্ষে নানা বিভাগে সুখে পর্যটন কর ও জগৎপতির অচিন্ত্য রচনা ও ভারতবাসি দিগের প্রতি তাঁহার অপার করুণা দেখিয়া তাঁহাকে ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা সহিত নমস্কার কর।

মার্গারেট মার্শার।

স্ত্রীজাতির মধ্যে যাঁহারা পরদুঃখহারিণী এবং স্ত্রীশিক্ষার উন্নতিকারিণী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছেন, মার্গারেট মার্শার তাঁহাদিগের মধ্যে একজন অগ্রগণ্য। ১৭৯১ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেড ষ্টেটসের মেরিলাণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত আনাপোলিস নামক স্থানে ইহাঁর জন্ম হয়। মার্শার পরিবার ইংলণ্ড হইতে আমেরিকাতে উপনিবেশ স্থাপন করিয়া আপন বংশের মুখোজ্জ্বল করিয়াছিল। মার্গারেটের পিতা একজন সুশিক্ষিত, মার্জ্জিতবুদ্ধি ও ধনাঢ্য লোক ছিলেন। মার্গারেটের যখন জন্ম হয়, তখন তিনি মেরিলাণ্ডের শাসনকর্ত্তা। তিনি কিছুকাল পরে শাসন কর্ত্তৃত্ব পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জমীদারী শিডার ফর্কে বাস করেন এবং কৃষিকার্য্য ও সন্তানগণের শিক্ষাকার্য্যে সম্পূর্ণরূপে নিযুক্ত হন। মার্গারেট তাঁহার একমাত্র কন্যা তিনি অন্য শিক্ষকের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া স্বয়ং তাঁহাকে শিক্ষা দিতেন এবং সর্ব্বদা বলিতেন "মার্গারেট তাহার পিতার নিকট সুশিক্ষিত হইয়াছে।" পূর্ণভাবে মনোবৃত্তি সকল চালিত হইলে নারীপ্রকৃতি যে কি মনোহর হয়, বুদ্ধি শক্তির উন্মেষের সহিত ধর্ম্মভাব সকল যে কতদূর উন্নত ও কার্য্যকর হইয়াথকে, মার্গারেট মার্শার তাহার একটী উদাহরণ স্থল। যেখানে পিতা আপনার কন্যার মানসিক উন্নতির সহকারিতা ও উৎসাহদান করিয়াছেন, সেখানেই দেখা যায়, শিক্ষিতা কন্যা তাঁহার যত্ন ও পরিশ্রমের

যথেষ্ট পুরস্কার প্রদান ও তাঁহার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছেন। মার্শার বংশ অতি সম্ভ্রান্ত বটে, কিন্তু মার্গারেট ঐ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে সমধিক পবিত্র ও গৌরবান্বিত করিয়াছেন। তাঁহার চরিতাখ্যায়ক ডাক্তার কাম্পার মরিস নানা স্থান হইতে তাঁহার আখ্যায়িকা সকল সংগ্রহ করিয়া একত্রে প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি বলেন এই রমণী অতি নম্রপ্রকৃতি, সকলের প্রতি স্নেহবতী ছিলেন; দুঃখ যেখানে দেখিতেন সেইখানে তাঁহার দয়ার স্রোত প্রবাহিত হইত, তাঁহার জীবনে ইহার অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়; এদিকে তাঁহার দৃঢ়ব্রত ও উদ্যোগিতা এতদূর ছিল যে একাধারে এরূপ গুণের সমন্বয় দেখা যায় না। তাঁহার উদার বিদ্যাবত্তাই তাঁহার এপ্রকার মহোচ্চ চরিত্র সংগঠনের মূল কারণ।

উদ্ভিজ্জবিদ্যা ও উদ্যানের প্রতি মার্গারেটের অনুরাগের বিষয় বর্ণন করিয়া তাঁহার চরিতাখ্যায়ক ডাক্তার মরিশ বলেনঃ—

কেবল আমোদকর শিক্ষাতেই তাঁহার মনোবৃত্তি সকল সঞ্চালিত হইয়াছিল, এরূপ নহে। গভীর বিষয় সকলে তাঁহার চিত্ত নিবেশিত হইয়াছিল এবং তদ্দ্বারা তাঁহার চিন্তাশক্তিকে সুদৃঢ় ও তেজস্বিনী করিয়াছিল অন্যান্য বিষয় দ্বারা তাঁহার কল্পনার সরসতা ও উৎকর্ষ সাধিত হইত ইতিহাস ও সাহিত্যের কতকগুলি মনোনীত পুস্তক তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত এবং তদন্তর্গত সমুদায় বিষয় তাঁহার অভ্যস্ত ছিল। কখন দেখা যাইত, গণিতবিদ্যা অধ্যয়ন দ্বারা চিন্তার স্থিরতা হয় এজন্য তিনি তাহাতে গভীররূপে অভিনিবিষ্ট হইতেন; কখন ধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনাতে নিমগ্ন হইয়া যাইতেন এবং অন্য মনুষ্যের সাহায্য নিরপেক্ষ হইয়া বাইবেলে যথার্থ ভাব বুঝিবার জন্য অনন্যমনে হিব্রু ভাষা অধ্যয়ন করিতেন ইহার কিছুদিন পরে তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের গভীর তত্ত্ব অনুশীলন করেন পীড়া ও ঔষধের যথার্থ লক্ষণ অবগত হইয়া পরোপকার করাই তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। যে মনোবিজ্ঞানের গভীর তত্ত্ব সকল আলোচনা করিতে গিয়া মন অতলস্পর্শ অকূল সমুদ্রে নিমগ্ন হইয়া পড়ে, তাহার অনুশীলনেও তিনি ভীত হয়েন নাই। তিনি একটী বন্ধুকে লেখেন “মনোবিজ্ঞ

শাস্ত্রে আমার বড় অনুরাগ হইতেছে না। এরূপ অনিশ্চিত বিষয় সকল আমি ভাল বাসি না এবং একটী দেবতা যদিও পাকচক্রে কথা কন তাহাতে ক্লান্ত হইতে হয়।” তিনি “চুম্বকের উপর চিন্তা’ এই নামে এক প্রবন্ধ লেখেন, তাহাতে পদার্থ বিদ্যায় তিনি যে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন এবং বর্ত্তমান বিজ্ঞান যে সকল বিষয়ের আভাস মাত্র পাইতেছে, তিনি অনেক কাল পূর্ব্বে সে সকল বিষয় আয়ত্ত করিতে যে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহা সহজে প্রতিপন্ন হয়। তিনি এক দিকে যেমন সহজ ও অনর্গলরূপে এই সকল বিষয়ে বলিতে পারিতেন, অন্য দিকে তাঁহার স্বভাব এরূপ সরল ও সলজ্জ ছিল যে তদ্দ্বারা পুরুষচেতসী, সমুদায় রমণীকুল হইতে তাঁহাকে সম্পূর্ণ বিভিন্ন প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়। উক্ত রমণীরা অন্যান্য স্ত্রীলোক অপেক্ষা প্রাধান্য প্রদর্শন জন্য স্ত্রীজাতি শোভন শীলতা ও নম্রতা বর্জ্জন করেন। স্ত্রীলোক এ গুণ গুলি পরিত্যাগ করিলে ঈশ্বরের সৃষ্টিরাজ্যের শোভা ও সামঞ্জস্য বিনাশ পায়। তাঁহার সমুদায় জীবনে যেরূপ স্ত্রীশোভন মনোহারিতার দৃষ্টান্ত দেখা যায়, এরূপ কোথাও দেখা যায় না। যাহারা আত্মীয় সম্পর্কীয় প্রথমে তাহাদের এবং যাহারা অধীনস্থ তৎপরে তাহাদের সুখ সচ্ছন্দতা সাধন করা যে স্ত্রীলোকের বিশেষ কর্ত্তব্য তাহা তিনি কখন বিস্মৃত হন নাই। এই সকল কর্ত্তব্য সাধন তিনি চিরলক্ষ্য করিয়া রাখিয়াছিলেন এবং তৎসম্পাদনে একাগ্রচিত্তে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি একটী বন্ধুকে লেখেন, “ক্ষুদ্র ছুঁচা যেমন অন্ধকার গর্ত্তের মধ্যে পরিশ্রম করিয়া খেদ করে, আমি তেমন করিতেছি। কিছু দিন অবধি আমার প্রধান খেদ এই যে আমি কাহার কোন উপকারে আসিতে পারিতেছি না এবং পৃথিবীতে এমন কোন কাজও করিতে পারি না, যাহা না করিলে চলে না। আমার কিছু করিবার নাই বলিয়া ভাবনা, তোমার অত্যন্ত অধিক কর্ম্ম লইয়া ভাবনা। কোন ব্যক্তি বলিয়াছেন, সুখের গুপ্ত কারণ এই—পরিশ্রমীরা অবকাশ পায়, অলসেরা ব্যস্ত, আমার ও তোমার মধ্যে তাহাই ঘটিয়াছে। যাহাহউক সুখ ঈশ্বরেরই কাছে এবং আমরা তাঁহার সদৃশ না হইলে সুখী হইতে পারি না, এ বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই।”

গ্রীক জাতি যখন স্বাধীনতার জন্য চেষ্টা পায়, তখন তাঁহার পেনশীল, কলম এবং সূচী তাহাদিগের সাহায্যার্থ ব্যাপৃত হইয়াছিল অর্থাৎ তিনি চিত্র, লেখা এবং সূচী কার্য্য দ্বারা তাহাদিগের অর্থ সাহায্য ও পক্ষ সমর্থনে বিশেষ যত্নশীল হইয়াছিলেন। স্ত্রীলোকের এরূপ অসাধারণ দৃষ্টান্ত নিতান্ত দুর্লভ।

মার্গারেটের বয়স যখন ২২ বৎসর, তখন তিনি প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম প্রচার ব্রত গ্রহণ করেন। তিনি এ বিষয়ে এক বন্ধুকে লেখেন—

"আমি পদস্থ হইয়াছি এবং আমাদিগের ভক্তিভাজন প্রাচীন ধর্ম্মাচার্য্যেরআশীর্ব্বাদ লাভ করিয়াছি। আমি এখন যে কিরূপ নম্র, অনুতপ্ত এবং সুখী হইয়াছি, তাহা তুমি অনুভব করিতে পার না। আমি বোধ করি আমি বিবাহিত স্ত্রীলোক হইবার জন্য জন্মগ্রহণ করি নাই; আমি সাংসারিক বিষয়ে অধিক লিপ্ত হইতে আসি নাই। যদি তাহা হই আমার ঈশ্বরকে হয়ত ভুলিয়া যাইব। ইহা অপেক্ষা ঈশ্বর বরং আমার মস্তকে পৃথিবীর সমুদায় দুঃখ ভার নিক্ষেপ করুন্ এবং সমুদায় ঐহিক সুখ বিনষ্ট করুন্।" (ক্রমশঃ)

ইন্দুমুখীর নিকট হেক্তরের বিদায়।

(২২১ পৃষ্ঠার পর)

জনম দুঃখিনী আমি, এ জনম মম।
দুখময়, চিরদিন গেল দুখে মম!
এখনো মরণ হলে, পাই অব্যাহতি,
দয়াময় দূর করো দাসীর দুর্গতি!
এ ঘোর সংসারে আর কে করে উদ্ধার?
অভাগীর দুঃখ ভাগী কেহ নাহি আর।
রাজার নন্দিনী আমি, রাজ রাজেশ্বর
শ্বশুর ত্রয়াধিপতি, শূরেন্দ্র হেক্তর
পতি মম, অদৃষ্টের ফলে হেন গতি!
কার সাধ্য অতিক্রমে বিধির নিয়তি!
চির বৈরী একিলিস, নিষ্ঠুরপ্রধান—
নির্দ্দয় হৃদয় তার, পাষাণে নির্ম্মাণ;
সহসা পিতার সহ সাধিয়া বিবাদ
অদৃষ্টের বলে দুষ্ট পাড়িল প্রমাদ!

সসৈন্যে সাজিয়া আসি বেড়িল নগর,
পোড়াইল রাজধানী। বিদরে অন্তর
স্মরিলে সে কথা, নাথ, জাননা কি তুমি?
পৃথিবীর অহঙ্কার—বীবী—মহাভূমি—
মরুভূমি আজি! দৈব বলে স্পর্দ্ধা তার,
নতুবা কি সাধ্য রণে পিতারে আমার—
বিখ্যাত প্রবুদ্ধ যোধে—বধে দুরাশয়?
সমূলে পিতার কুল করে আসি ক্ষয়?
একবারে নাশি সপ্ত সহোদরে মম!
অবশেষে জননীরে, নর কুলাধম
বন্দী করি রাখিয়াছে সেসব কথন
প্রাণ ফাটে তিলআধ বাঁচিতে জীবন
নাহি ইচ্ছে!—দুরাচার স্বচ্ছন্দে চলিল!
আহা! মা গো! কত দুঃখ তব ভাগ্যে ছিল!
তোমারি তো কন্যা আমি! তবে কেন মন্দ
না ঘটিবে দুঃখ! বল! কিন্তু মাতা, যম,
দয়া করি, নরকের সম গৃহ হতে
রক্ষিল তোমারে। মাতা, সদা ধর্ম্ম পথে
ছিলে যে [illegible], ধর্ম্ম আপনি তাহার
করেন রক্ষণ; সেই পুণ্যে, মা, তোমার
আপনি ধরম-রাজ সাক্ষাৎ হইয়া
আপনার দিব্য ধামে নিলেন তুলিয়া!
কিন্তু, হায় অভাগিনী, আমি মন্দমতি,
কোন্ পুণ্যে ইচ্ছা করি, হেন শুভ গতি!
না জানি অদৃষ্টে দুঃখ কত আছে আর।
হা বিধাতা! ভবিতব্য বিদিত তোমার!
তথাপি এখনো তুমি, আছ যত দিন
জীবিত, জীবিতেশ্বর! দাসী তত দিন
কেমনে অভাগী, বলি! নিদাঘ তপনে,
মধ্যাহ্নে গগনে হেরি, নলিনী কি গণে
সায়াহ্ন বিপদ ভয়? কোন্ ভাগ্যবান,
চড়ি সম্পদ শিখরে, ভোগ অবসান
কবে হবে, ভেবে দুখে করে বিলাপন?
তবে কেন দাসী, নাথ, কিসের কারণ

অভাগিনী হবে, বল, কি অভাব তার ?
যতক্ষণ আছে দাসী চরণে তোমার
আশ্রিত জীবিত নাথ ! ততক্ষণ সব—
পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভগ্নী, আত্মীয় বান্ধব
সম্পদ বিভব সুখ—আছে বর্ত্তমান
তোমাতে দাসীর, ধন, জন, মন, প্রাণ !
সকলি তো তুমি মম, তব অদর্শন—
ভাবিতে হৃদয় কাঁপে—বিকল জীবন—
কেমনে বলিবে মুখ ! অদর্শনে তব,
পুনর্ব্বার পিতা, মাতা, সোদর, বান্ধব—
বিয়োগ বিষাদ নাথ ! হৃদয় দহিবে ।
তোমা বিনে প্রাণেশ্বর ! নিশ্চয় মরিবে
চরণের সেবদাসী ! অদর্শনে তার,
কে আর রক্ষিবে তব প্রাণের সংসার ?
তাই বলি প্রাণ নাথ ! তোমার বিভব,
এ দাসী অপ্রমাদ, চাহে পুত্র মুখ !
তুচ্ছ ! সমর ক্ষেত্রে কোরো না গমন
নগরে থাকিয়া কর, নগর রক্ষণ !
প্রাকারে সংলগ্ন এই বৃক্ষ শ্রেণী সনে,
বিপক্ষ সেনানী সব, দেখ দলে দলে
উঠিতেছে সমবেত, মনের উল্লাসে,
নগর প্রাচীর দেশ উল্লঙ্ঘন আশে !
ওই দেখ বিপুবাক্ষ শ্রীশ অধিপতি
আদেশিছে সৈন্য গণে অক্ষাক্ষ প্রভৃতি
দুর্দ্ধার যোদ্ধাগণ, করি দৃঢ় পণ,
এই স্থান লক্ষ্য করি করে আক্রমণ !
কার সাধ্য উঁহাদের গতি রোধ করে ?
কে আছে এমন বীর ভুবন ভিতরে,
তোমা বিনা ? তাই নাথ ! বলিতেছি সার,
নগরে থাকিয়া, রক্ষ নগর তোমার ।
বাহিরে সমর ক্ষেত্রে আর আর যত
বীরগণ করুক প্রয়াণ, সাধ্যমত
যুঝুক অপার, তুমি থাকিয়া ভিতরে.
রক্ষ পুর, কর দূর বিপক্ষ নিকরে ।   (ক্রমশঃ)

সাবিত্রী।

সে কালের গৃহিণীরা সাবিত্রীব্রত করিয়া থাকেন এবং সাবিত্রীর কথ শ্রবণ করেন। এখনকার নব্য বয়সের কুলাঙ্গনাদিগের সে দিকে রুচি নাই। সাবিত্রী ভারতীয় রমণীকুলের একটী রত্ন, সতীত্বের অত্যুজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। সাবিত্রীর উপাখ্যান শুনিতেও বড় সুন্দর। এইরূপ কথিত আছে যে তিনি একদিন বন সখী সঙ্গে বনে ভ্রমণ করিতে গিয়া সত্যবান নামক একজন বনবাসী রাজ কুমারের প্রতি অনুরাগিণী হন; এবং মনে মনে তাঁহাকে পতিত্বে বরণ করেন। বরপক্ষ ও কন্যা পক্ষ, উভয় পক্ষের মধ্যে যখন বিবাহের কথা চলিতেছে তখন একজন জ্যোতির্ব্বেত্তা গণনা করিয়া দেখিলেন যে সত্যবান্ আর অধিক দিন বাঁচিবেন না। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়াও সাবিত্রীর প্রতিজ্ঞা কিছু মাত্র বিচলিত হইল না; তিনি সত্যবানকেই পতিরূপে গ্রহণ করিবার জন্য দৃঢ়সংকল্প হইলেন। পিতা মাতা অনিচ্ছার সহিত বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন করিলেন। অবশেষে গণকের নির্দ্দিষ্ট দিন উপস্থিত হইল। সত্যবান্ প্রাতে উঠিয়া কাষ্ঠ আহরণ করিবার জন বনে গমন করিলেন; সাবিত্রী তাঁহার সঙ্গ ছাড়িলেন না। কাষ্ঠ কাটিতে ২ সত্যবানের শরীর হঠাৎ অবসন্ন হইয়া আসিতে লাগিল, তিনি বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া সাবিত্রীর ক্রোড়ে মস্তক রাখিয়া শয়ন করিলেন। অচিরে তাঁহার শরীর স্পন্দহীন হইয়া আসিল। মৃত্যু উপস্থিত। এরূপ কথিত আছে সাবিত্রী আপনার সতীত্বের গুণে যমকে পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট করিয়া পুনরায় স্বীয় পতিকে লাভ করিয়াছিলেন।

পতি আগুলিয়া থাকিব জাগিয়া
ভাবি মনে মনে নিশি জাগরণে
আছেন সাবিত্রী পতি সোহাগিনী।
ধীরে ধীরে আসি চেতনা বিনাশি
আলু থালু বেশে প্রাণ পতি পাশে
ফেলিল তাঁহারে তন্দ্রা কুহকিনী।

আধ বিনিদ্রিত আধ জাগরিত
ক্ষণেক চমকি মুছিছেন আঁখি
ঢুলু ঢুলু ঘোরে মুদিছে আবার।
দেখিলা রমনী যেন কাল ফনী
কি জানি কি দোষে গর্জ্জিয়া সরোষে
নাথের চরণে দংশে বারবার।

প্রাণ চমকিল   নিদ্রা পলাইল
উঠি ত্বরা করি   বসিলা সুন্দরী
দেখেন নিদ্রিত পাশে প্রাণেশ্বর।
সজল নয়নে   সেচন্দ্র বদনে
হায়! যত চান   তত কাঁদে প্রাণ
দুকপোলে ধারা বহে দর দর।

আজ সেই দিন   গণক প্রবীণ
যাহা গণে দিল,   তাই উথলিল
পতি মুখ দেখি শোক পারাবার!
তাই পাগলিনী   বলে বিনোদিনী
থাকিতে চেতনা   করে প্রবঞ্চনা
তোমাকে হরিবে হেন সাধ্য কার।

আজ ছাড়িবনা   যাইতে দিবনা
পায় জড়াইয়া   রব আগুলিয়া
দেখিব শমন কিরূপে লয়!
রমণীর ধন   সতীর রতন
কে পারে কাড়িতে   এই পৃথিবীতে
কাড়েত সাবিত্রী সাবিত্রী নয়।

এ প্রসন্ন মুখ   হরে সর্ব্ব দুঃখ
এ মুখ তোমার   দেখিব না আর
না না প্রাণেশ্বর! তাহাত হবে না।
হায় অভাগীর   তব সাবিত্রীর
আর কিছু নাই   আর কিছু নাই
থাকিতে জীবন তাহাত হবে না।

বলি বাহু দিয়া   নাথে আলিঙ্গিয়া
রহিল রমণী   এদিকে রজনী
ক্রমে অবসান, আঁধার টুটিল।
সাবিত্রীর প্রাণ   কিন্তু রহে ম্লান
সে ঘোর আঁধার   ঘুচিল না আর
সে মুখ কমল আর না ফুটিল।

(ক্রমশঃ)

জগন্নাথের পুরী।
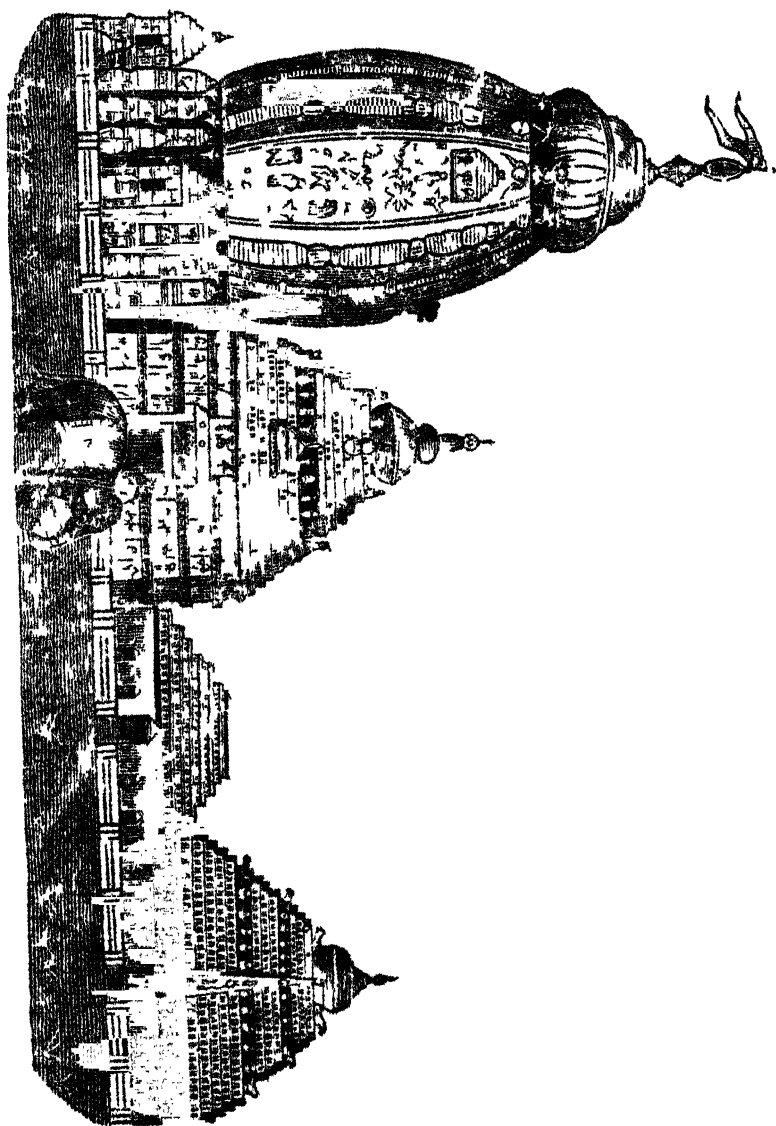
জগন্নাথের পুরী বা শ্রীক্ষেত্র ভারতবর্ষের মধ্যে একটী প্রসিদ্ধ তীর্থ স্থান। বর্ষে বর্ষে লক্ষ লক্ষ হিন্দু নর নারী এই তীর্থ স্থান দর্শন করিতে গমন করেন। এখানকার অধিষ্ঠাতা জগন্নাথ দেব। তাঁহার রথ যাত্রা, স্নান যাত্রা ও দোল যাত্রা মহোৎসব সহকারে সম্পন্ন হইয়া থাকে। জগন্নাথ দেব বিষ্ণুর নবম অবতার বা বুদ্ধ অবতার বলিয়া প্রসিদ্ধ। ইহাঁর পুরীতে যে মন্দির আছে, তাহারই ছবি পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় প্রকাশিত হইল। এই ছবির প্রথমে যে সর্ব্বোচ্চ নিশানধারী মন্দিরটী রহিয়াছে, এইটীই জগন্নাথ দেবের মন্দির। ইহার মধ্যে এক বেদীর উপরে জগন্নাথ, বলরাম ও সুভদ্রার মূর্ত্তি আছে। এই মন্দিরটী ১২৬ হাত উচ্চ ও ২৮ হাত প্রশস্ত। কলিকাতার গড়ের মাঠে যে অকটারলোনি মনুমেণ্ট আছে, ইহা তাহা অপেক্ষা দেড় গুণ উচ্চ। লোক প্রবাদ এইরূপ যে বিশ্বকর্ম্মা স্বয়ং এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বাস্তবিক ইহাতে যেরূপ শিল্পনৈপুণ্য প্রকাশিত আছে, তাহাতে কারীকরকে যার পর নাই প্রশংসা করিতে হয় এবং পূর্ব্বকালে হিন্দুরা স্থপতি বিদ্যার যে মহোন্নতি সাধন করিয়াছিলেন, ইহাদ্বারা তাহার পরিচয় পাওয়া যায়। ইতিহাসের গণনানুসারে ৬০১ সালে উড়িষ্যার রাজা অনঙ্গ ভীমদেব এই মন্দিরটী নির্ম্মাণ করান। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় হইয়াছে। মন্দিরের সহিত কয়েকটী সুন্দর অট্টালিকা সংযুক্ত আছে। মন্দিরের সম্মুখে যে বাটী, ইহাতে বৎসর২ বিগ্রহ সকলের অঙ্গরাগ ও সজ্জা হইয়া থাকে। ইহার পরে নাট মন্দির, তৎপরে ভোগ গৃহ। এতদ্ব্যতীত পুরীতে আরো অসংখ্য দেবালয় ও মন্দির আছে। আমরা জগন্নাথ দেব ও তাঁহার ঐশ্বর্য্যাদির বিবরণ পশ্চাৎ প্রকাশ করিব।

গার্হস্থ্য দর্পণ।

পাঠগৃহে চৌকি মেজ ইত্যাদি প্রকার সরঞ্জাম অধিক সুবিধাজনক, ভূমির উপর বা তক্তার উপর বিছানায় বসিয়া পাঠাভ্যাস করা আলস্যকর ও কষ্টদায়ক। মেজের উপর দোয়াত, কলম, পেনসিল, রুল, শ্লেট, কাগজ ইত্যাদি লিখনের সরঞ্জাম ও নিত্য পাঠ্য পুস্তক সাজাইয়া রাখা

উচিত। যে সকল পুস্তক নিয়ত পাঠ্য নহে, সে সকল সেল্ফ মধ্যে রাখিতে হয়। ম্যাপ, জীবজন্তুর ছবি, ও শিক্ষোপযোগী নক্সাদি, দিনপঞ্জী এবং কর্ত্তব্য কার্য্যের সময়ও নিয়ম পত্র ইত্যাদি সেই ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখিতে হয়। অন্তঃপুরের পাঠগৃহে পশম ও বুনিবার যন্ত্র সমুদয় বাক্স করিয়া মেজের উপর রাখিবে। এই গৃহে উপবেশন স্থান অধিক থাকা আবশ্যক, কেননা অন্তঃপুরের পাঠগৃহে শিশুদিগকে গল্প শুনাইতে হয় এবং বাহিরের পাঠগৃহে সময় বিশেষে ও লোক বিশেষের আগমনে বৈঠকখানা হইয়া থাকে।

সজ্জাগৃহে বস্ত্রাদি রাখিবার জন্য দেরাজ ও আলমারি থাকিবে, তন্মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বস্ত্রাদি তোয়ালে বা বোচকা বান্ধিয়া এমন শৃঙ্খলাপূর্ব্বক সাজাইয়া রাখিবে যে অমুক ছেলের এই প্রকার কাপড় খানি বা জামাটি চাহিবামাত্র কোন্ থাকের কোন বোচকায় আছে তাহা গৃহিণী একেবারে বাহির করিতে পারেন। উক্ত শৃঙ্খলা গৃহিণী নিজের বিবেচনানুসারে করিয়া লইবেন, যথা—এক প্রকার এই, শীতবস্ত্রের থাক, পোসাকি কাপড়ের থাক, আটপোরে কাপড়ের থাক, স্কুলের কাপড়ের থাক, এবং কি থাকে প্রথম বোচকা অমুকের, দ্বিতীয় অমুকের ইত্যাদি। আর এক প্রকার এই, অমুক ছেলের কাপড়ের থাক, অমুক মেয়ের কাপড়ের থাক, গৃহিণীর কাপড়ের থাক, এবং কি থাকে প্রথম বোচকা পোসাকি কাপড়, দ্বিতীয় স্কুলের ইত্যাদি। গৃহিণী সুবিধা বুঝিয়া স্বয়ং শৃঙ্খলা করিয়া লইবেন। যে সকল বস্ত্রাদি ব্যবহৃত হইতেছে, সে সকল আলনায় সাজাইয়া রাখা উচিত। সূচি কার্য্যের সরঞ্জামও এই ঘরে বাক্স মধ্যে অথবা দেরাজের এক ক্ষুদ্র টানার মধ্যে রাখা কর্ত্তব্য। আর্সি, চিরুণি, ব্রুস, তোয়ালে ইত্যাদি সরঞ্জাম এই ঘরে রাখিতে হয়। এই ঘরে বা ঘর অধিক থাকিলে সন্নিকটস্থ ঘরে সোফা বা বসিবার বিছানা থাকা আবশ্যক এবং সুন্দর সাজাইবার দ্রব্য বা খেলেনা ইত্যাদি শোভনীয় সামগ্রীও এই ঘরে সাজাইয়া রাখা কর্ত্তব্য। অন্তঃপুরে যেমন সজ্জাগৃহ ও উপবেশন স্থান থাকা আবশ্যক, বাহিরেও তেমনি সজ্জাগৃহ ও বৈঠকখানা থাকা আবশ্যক, কিন্তু সে সকলের শৃঙ্খলার প্রতি গৃহী পুরুষকে দৃষ্টি রাখিতে হয়।

বাহিরের যে গৃহে গ্লাশ, লণ্ঠন, সেজ, গালিচা, তামাক, হুকো ইত্যাদি নানা প্রকার বস্তু রাখিতে হয়, তাহা বহির্ব্বাটীর ভাণ্ডারগৃহ অথবা তোষাখানা কহা যায়, ইহার রক্ষার ভার প্রধান ভৃত্যের উপরে থাকে। যাহাহউক বহির্ব্বাটীর ব্যবস্থার উপর গৃহিণীর দৃষ্টি রাখা সম্ভব নয়, অতএব গৃহস্বামীর তৎপ্রতি দৃষ্টি থাকা আবশ্যক।

স্নানাগারের সরঞ্জাম বসিবার নীচু চৌকি, টব, ঘড়া, ঘটি ইত্যাদি। মুখ ধুইবার মঞ্জন বা দাঁতন, জীবছোলা, সাবান, তেলের বাটী ইত্যাদিও সেই স্থানে থাকা উচিত।

পাইখানার কথায় কাজ নাই; গাড়ু বা ঘটি ও মৃত্তিকা আবশ্যক। মৃত্তিকা পোড়া হইলে ভাল।

শিশুদিগের ক্রীড়ার নিমিত্ত নির্দ্দিষ্ট স্থান থাকা আবশ্যক, তাহা না থাকিলে তাহারা যেখানে সেখানে খেলিয়া বেড়ায় ও সকল স্থান অপরিষ্কার করে। ব্যায়ামের নিমিত্ত কাটগড়া বা ঢেঁকির ন্যায় নির্ম্মিত খেলিবার কাষ্ঠঘোটক থাকিলে বহির্ব্বাটীর উঠানে রাখা আবশ্যক। অনেক দাস-দাসী থাকিলে তাহাদিগের জন্যও দুই একটী পৃথক ঘর থাকা আবশ্যক।

বাটীর মধ্যে যে সকল ঘর থাকা আবশ্যক এবং যে ঘরে যেরূপ দ্রব্য সামগ্রী রাখা আবশ্যক তাহা এক প্রকার লিখিত হইল, কিন্তু গৃহিণী স্বয়ং আপনার স্থান, ঘর ও দ্রব্যাদি বিবেচনা করিয়া তাহার নিয়ম করিয়া লই-বেন। প্রত্যেক বস্তু রাখিবার স্থান থাকিবে, এবং প্রত্যেক বস্তু ইহার যথোচিত স্থানে থাকিবে, এই নিয়মটী গৃহিণী কণ্ঠস্থ ও হৃদয়স্থ করিয়া রাখিবেন। সকলের বিষয় লিখিয়া শেষ করা অসাধ্য, অতএব যে সকল দ্রব্যের বিষয় কিছুই লিখিত হয় নাই, এমন আরো কতিপয় বস্তু রাখিবার নিয়ম দেখান যাইতেছে, যথা, দাঁড়ি পাল্লা, করাত, গজ, মোমরকম, ছিচকে, ঔষধ, ছাতা ও সিঁড়ি।

দাঁড়িপাল্লা রাখিবার যথাযোগ্য স্থান ও চাল ডাল ইত্যাদি বস্তুর ভাণ্ডার ঘর চাই কারণ, দ্রব্যাদি কিনিয়া আনা হইলে ওজন বা মাপ করিয়া ভাণ্ডারে রাখা কর্ত্তব্য এবং ভাণ্ডার হইতে বাহির করণ সময়েও ওজন ও মাপ করিয়া বাহির করা আবশ্যক।

করাত স্তূত্রধরের অস্ত্র বটে, কিন্তু বাটীতে থাকিলে অনেক সময়ে আবশ্যক বোধ হয়। ইহার ব্যবহার নিত্য আবশ্যক নহে, অতএব ভাণ্ডার ঘরে শাবোল, কুড়াল ইত্যাদি অস্ত্রের সহিত থাকা ভাল। কাজ বস্ত্রাদি রাখিবার স্থানে রাখা কর্ত্তব্য। খোঁপরকম সজ্জাগৃহের চিরুণি, আর্শি ইত্যাদি বস্তু রাখিবার স্থানে রাখা উচিত।

ছিঁচকে জুতাঝাড়া তোষাখানায় রাখা হইবে। ঔষধ নানাপ্রকার সঞ্চিত রাখিতে হইবে, তাহা গৃহস্বামীর বা গৃহিণীর শয়নগৃহে রাখা উচিত, কিন্তু যাহার ব্যারাম তাহার ঔষধ তাহার শয়ন ঘরেই রাখিবে।

ছাতা বাহার তাহার বহির্গমন কালীন পরিধেয় বস্ত্রাদি যে আলনাতে থাকে, সেই আলনার ধারে থাকিবে, সুতরাং বহির্ব্বাটির সজ্জাগৃহের আলনার পার্শ্বদেশে ছাতা রাখিবার স্থান।

নিক্তি একটি রন্ধন শালার সাহায্যকারীর নিকট থাকিতে পারে, কিন্তু সামান্য পাকক্রিয়ার দ্রব্যাদি প্রায় অনুমানানুসারেই দেওয়া যায়। সঞ্চিত ঔষধের স্থানে নিক্তি থাকা নিতান্ত আবশ্যক।

উল্লিখিত কয়েকটি বস্তু রাখিবার স্থানের উদাহরণ বিবেচনা করিয়া সাংসারিক সমস্ত বস্তু রাখিবার স্থান বিবেচনা করিয়া লইবে।

কোন বস্তু কর্ম্মানুরোধে ইহার নিরূপিত স্থান হইতে গৃহীত হইলে কর্ম্ম শেষ হইবা মাত্র পুনরায় তন্নিরূপিত স্থানে রাখা নিতান্ত আবশ্যক। কোন বস্তু ইহার নিরূপিত স্থানের অন্যত্র থাকিবে না, এই নিয়মটী গৃহিণী কণ্ঠহার করিয়া রাখিবেন।

স্ত্রীলোকদিগের অকাল পরিণাম।

দুইটি বিষয়ে স্ত্রীলোক—বিশেষতঃ এদেশীয় স্ত্রীলোক এবং পুরুষদিগের মধ্যে বিভিন্নতা লক্ষিত হয়। প্রথম,—স্ত্রীলোকদিগের মনোবৃত্তি সমুদায় অপেক্ষাকৃত অকালে স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয়; দ্বিতীয়—সেই সমুদায় বৃত্তি প্রায় চিরকাল এক ভাবেই থাকে। একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয় বালক এবং একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার পরস্পর তুলনা করিয়া দেখিলে তাহাদের মধ্যে

অনেক প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যাইবে; আবার একটি ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকার সহিত একজন প্রৌঢ়ার তুলনা করিয়া দেখিলে অল্পই প্রভেদ লক্ষিত হইবে। এরূপ হইবার কারণ কি তাহা আমরা লিখিতে যত্ন করিব, বিশেষতঃ প্রথমটির বিষয় আন্দোলন করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য।

ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে পুরুষ নিতান্ত বালক; তাহার জ্ঞান, বুদ্ধি, আহ্লাদ, আমোদ, ক্রীড়া, কৌতুক, চর্য্যা প্রভৃতি সকলই বালকের ন্যায়; কিন্তু ত্রয়োদশ বর্ষ বয়সে স্ত্রীলোক গৃহিণী, তাহার বুদ্ধি, জ্ঞান, চর্য্যা প্রভৃতি সকলই (সম্যক্ না হউক) বয়স্থার ন্যায়। ত্রয়োদশ বর্ষীয়া বালিকা বুদ্ধি করিয়া সংসার চালাইতেছে, গৃহ কর্ম্ম, শিশু লালন প্রভৃতি গুরুতর কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছে; সেই বয়সেই লোকের মান, মর্য্যাদা রক্ষা করিতে শিখিয়াছে;—কেবল তাহাই নহে তাহার সৎ এবং অসৎ উভয়বিধ মনোবৃত্তি—ঈর্ষা, দ্বেষ, রাগ, অভিমান, দয়া, বাৎসল্য, ভক্তি, প্রভৃতি স্ফূরণোন্মুখ হইয়াছে। শৈশবোচিত কোন বিষয়ই তাহার ভাল লাগে না। শৈশব কালের ন্যায় এখন আর কোন বিষয় তাহার অকারণ বিষাদ অথবা হর্ষ উৎপাদন করিতে পারে না, এখন সে কুটিল মানব স্বভাবের অধিকারিণী হইয়াছে।

সহসা বোধ হয় যে স্ত্রীদিগের এইরূপ অকাল পরিণাম অতি সুখের বিষয়। সামান্য পুত্তলিকা লইয়া খেলা না করিয়া তাহারা যে গৃহ কর্ম্ম করিতেছে, মৃত্তিকাতে প্রতিমূর্ত্তি না গড়িয়া যে মানবচরিত্র অনুসন্ধান করিতেছে, পক্ষীর পালক দেখিয়া না হাসিয়া যে সুবর্ণ অলঙ্কারে আনন্দিত হইতেছে ইহা দেখিলে আপাততঃ সন্তোষ লাভ হয় বটে, কিন্তু একটু বিশেষ চিন্তা করিয়া দেখিলে আমাদিগের সন্তোষ বিষাদে পরিণত হয়, দেখিতে পাই যে এই সকলের পরিণাম নানা দোষের আকর। ইহাতে তিনটী প্রধান অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে।

প্রথম—অল্প বয়সে যে সমুদায় বৃত্তির স্ফূরণ হয়, সে সমুদায় অতি শীঘ্রই নিস্তেজ হইয়া যায়। নৈসর্গিক সকল বিষয়েই দেখিতে পাওয়া যায় অকালে যাহা উদ্ভূত হয় তাহা অধিক কাল থাকে না, অথবা যতদূর

হওয়া আবশ্যক, ততদূর সতেজ থাকে না। শরীর তত্ত্ববিৎদিগের মত এই যে, যাহারা যৌবনের পূর্ব্বে যৌবনাবস্থা প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগের স্বাস্থ্য ভঙ্গ, মানসিক দৌর্ব্বল্য, অসময়ে জরা প্রভৃতি নানা অনিষ্ট সংঘটিত হইয়া থাকে। মনের সম্বন্ধেও এইরূপ; যদিও অনেক স্থলে দেখিতে পাওয়া যায় যে শৈশবে যে মনোবৃত্তিগুলি প্রবল থাকে, বৃদ্ধাবস্থাতেও তাহাদের অধিক তেজ থাকে, কিন্তু সেইরূপ হইবার আনুষঙ্গিক অনেকগুলি কারণ আছে এবং বিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে অনেক স্থলেই ইহার ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়।

কেবল ইহাও নহে, অসময়ে বালিকা হৃদয় কুসুমে চিন্তাকীট, সংসার ভাবনা, প্রভৃতি প্রবেশ করিয়া একবারে তাহা নষ্ট করিয়া ফেলে। যে সময়ে মানুষ স্বচ্ছন্দে বেড়াইবে, যখন তাহার হৃদয়ে চিন্তার লেশ মাত্র থাকিবে না, সেই সময়ে যদি দারুণ চিন্তা আসিয়া তাহাকে জর্জ্জরিত করিল, তবে আর তাহার সুখ কোথায়? মনের বিকারের সহিত, তাহার শরীরও গ্লানিযুক্ত হইয়া উঠে।

দ্বিতীয়—বালিকা যত কেন বিজ্ঞ হউক না, তাহার বুদ্ধি বালিকার ন্যায়, অপরিপক্ক, দুর্ব্বল, এবং পরিবর্ত্তনশীল, সুতরাং যখন সে কোন গুরুতর কর্ম্ম করিতে যায়, তখন অনেক স্থলে আপন হীনবুদ্ধিতা ও অজ্ঞতা দোষে তাহা করিতে অক্ষম হয়, এবং অনেক স্থলে বিপরীত করিয়া বসে। যাঁহারা অল্পবয়স্কা বালিকার হস্তে গৃহ কর্ম্মের ভারার্পণ করেন, তাঁহারা এ বিষয়ের সত্যাসত্য বিশেষ বুঝিতে পারেন।

তৃতীয়—সংসারে সৎ অপেক্ষা অসৎ প্রবৃত্তির প্রলোভন এবং শক্তি অধিক। বিশেষতঃ অল্প বয়সে তাহাদের প্রকোপ অধিক হইয়া থাকে। যখন মানবের বুদ্ধি অপরিপক্ক, যখন সে ভবিষ্যতের ফলাফল চিন্তা করিতে এবং তদনুযায়ী কর্ম্ম করিতে অক্ষম, তখনই তাহার অসৎ প্রবৃত্তি সকল সাতিশয় প্রবল হইয়া উঠে, তখনই তাহার ইন্দ্রিয় বৃত্তি আপাত মনোরম বিষয় সমুদায় আপনার উপযোগী করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া উঠে। বালিকাদিগের পক্ষেও এইরূপ, যখন তাহাদের হৃদয়ে সদসৎ উভয় বিধ বৃত্তি স্ফুরিত হইতে আরম্ভ হয়, তখন অসৎ বৃত্তিগুলিই অধিকতর প্রবল হইয়া

টং এবং সেই গুলি আপাত মনোরম বলিয়া অধিকতর বেগে বালিকার কোমল হৃদয়কে আকর্ষণ করিয়া থাকে। আবার আমরা যে “ মেয়ে জেটা ” দেখিতে পাই তাহারও কারণ এই। অল্প বয়সে সংসারের তার গতিক শিখিয়া স্ত্রীলোক “ জেটা ” হইয়া যায়। অবিনয়, অহঙ্কার, অভিমান, প্রভৃতি যে গুলি স্ত্রীলোকদিগের পরম শত্রু, অকালে পক্ক হইলে সেই সমুদায় গুলি আসিয়া উপস্থিত হয়। “ জেঠামর ” সঙ্গে সঙ্গে অনেক স্থলে স্ত্রীলোকের চরিত্র ভ্রংশও লক্ষিত হয়। লীলাবতীর নদের চাঁদ বলিয়াছিল “ সব্ সওয়া যায় ত মেয়ে জেঠা সওয়া যায় না। ” বাস্তবিক যে বিনয়, লজ্জাশীলতা, ও পবিত্রতা স্ত্রীলোকদিগের অলঙ্কার—অনুপম অলঙ্কার, যদি তাহাই না রহিল তবে রহিল কি? যে স্ত্রী লজ্জাহীনা অবিনয়ী, ও ইন্দ্রিয় পরায়ণা সে কি ভয়ঙ্কর পদার্থ! স্ত্রীলোকদিগের মনোবৃত্তি অসময়ে স্ফুরিত হওয়াতেই “ জেঠা মেয়ে ” “ পাকা মেয়ে ” প্রভৃতি এবম্বিধ ভয়ঙ্কর পদার্থের উৎপত্তি হইয়া থাকে!

অকালে পক্ক হইলে স্ত্রীলোকদিগের এই তিনটী প্রধান অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। এখন কেন পক্ক হয়, ইহার কারণানুসন্ধান করিলে দেখিতে পাই যে অবস্থা এবং শিক্ষার দোষে এরূপ ঘটিয়া থাকে। এ দেশে যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে, তাহাতে স্ত্রীগণের অকালে প্রৌঢ়ভাব প্রাপ্ত হওয়া বিচিত্র নহে, কিন্তু এতদ্ভিন্ন ইহার আর একটী কারণ আছে, তাহা সকলের লক্ষ্য হয় না;—সেটি কর্ত্তৃপক্ষের অসাবধানতা এবং বয়স্কা[illegible]ত বালিকার সৌহার্দ্দ!

বালকেরা প্রায়ই সমবয়স্কের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে, বালকদিগের সহিতই তাহাদের সখ্য, ক্রীড়া, শিক্ষা প্রভৃতি সমস্ত কার্য্যই হইয়া থাকে। বয়স্কের সহিত বালকদিগের অতি অল্পই ঘনিষ্ঠতা হইয়া থাকে; বয়োজ্যেষ্ঠ গুরুজনেরা বালকদিগকে বালকের ন্যায় ভাবেন এবং তদনুযায়ী ব্যবহার করিয়া থাকেন। যে স্থানে তাঁহারা আপন বন্ধুবান্ধব লইয়া আমোদ আহ্লাদ করিয়া থাকেন, সে স্থানে বালকেরা যাইতে পারে না; যখন তাঁহাদিগের মধ্যে বিশ্রম্ভালাপ হইয়া থাকে, তখন বালকগণ তাহা শুনিতে পায় না। যখন কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন কুৎসিত বিষয় লইয়া কথোপ-

[illegible] করেন, তখন কোন বালক আসিলে অমনি তাহা হইতে ক্ষান্ত হন। সুতরাং বালকেরা বয়স্থদিগের আলাপ, আমোদ, বুদ্ধিবৃত্তি প্রভৃতির বিষয় জানিতে পারে না এবং অকালে পক্বও হয় না। যে বালক অধিক বয়স্ক লোকের সহিত বেড়ায়, সে অতি অল্প দিনের মধ্যেই কুচরিত্র হইয়া উঠে; এজন্য সকলেই বালকদিগকে অধিক বয়স্কের সহিত মিশিতে দেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সেরূপ কোন নিষেধ নাই। যতদিন তাহারা নিতান্ত বালিকা থাকে, ততদিন প্রায় সমবয়স্কের সহিত ক্রীড়াদি করিয়া থাকে, কিন্তু একটু বড় হইলেই পরিবার মধ্যে আবদ্ধ হয় এবং অধিক বয়স্কাদিগের সহিত মিলিত হয়। তাঁহাদিগের মধ্যে কোন সংযম দেখিতে পাওয়া যায় না; পুরুষেরা অল্প বয়স্কের নিকট যেরূপ সঙ্কোচ প্রকাশ করেন, ইঁহারা সেরূপ করেন না। তাঁহাদিগের আহ্লাদ, আমোদ, অন্তরের ভাব প্রকাশ প্রভৃতি সকল বিষয়ই অল্পবয়স্কাদিগের সমক্ষে হইয়া থাকে। অমুকের স্বামিনিন্দা, অমুকের জামাতার নির্লজ্জতা, অমুকের বধূর মুখরতা, অমুকের স্ত্রৈণ স্বভাব, অমুকের স্বামি বিরাগ, অমুকের বেশ্যাবৃত্তি প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা কালে অল্প বয়স্কা বালিকা উপস্থিত থাকিলেও তাঁহাদের কোন সঙ্কোচ হয় না। তাঁহাদের জিহ্বাও সংযত নহে, কন্যা হউক, বধূ হউক, কনিষ্ঠা ভগিনী হউক অথবা নবোঢ়া কোন স্ত্রী হউক কাহারও নিকট কোন অশ্লীল বিষয়ের আলোচনা [illegible]তে তাঁহাদের মুখ বাধে না। বাসর গৃহে জাগরণ, জামাতা ভগিনীপতি প্রভৃতির সহিত আমোদ কৌতুক, পুষ্পোৎসবাদি ব্যাপারে মিশ্রিত হওয়া ইত্যাদিরও অনিষ্টকর ফল বালিকাদিগের উপরে অধিক সংক্রামিত হয়। কেবল ইহাও নহে, অনেক বালিকা অন্য বয়স্থার নিকট হইতে কুৎসিত ভাবাদি শিক্ষা করিয়া থাকে, অনেক বালিকা আপন জ্যেষ্ঠা ভগিনী, ভ্রাতৃজায়া অথবা অন্য কোন গুরুজনের নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া "ইয়ার" হইয়া থাকে। যে বাটীর পরিবার বর্গের সংখ্যা অধিক, তথাকার বালিকাদিগকে এই কারণে অধিক পক্ব হইতে দেখা যায়।

স্ত্রীলোকের হস্তে অকালে গৃহ কার্য্যের ভার অর্পিত হয়, ইহাও তাহাদের অকাল পরিণামের এক কারণ। আমরা এমন বলিতেছি না যে বালিকারা

গৃহ কর্ম্ম শিক্ষা করিবে না। আমাদের ইচ্ছা, বালিকারা শত শত বার গৃহকর্ম্ম শিক্ষা করুক, কিন্তু অল্প বয়সে যেন তাহাদের হস্তে সংসারের গুরু ভার অর্পিত না হয়। পুরুষেরা অনেকে বিংশতি বৎসরেরও অধিক কাল পর্য্যন্ত সংসার চিন্তা হইতে মুক্ত থাকে, স্ত্রীলোক যে ত্রয়োদশ বৎসর বয়সে গৃহের কর্ত্রী হইবে তাহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

আমরা উপরে স্ত্রীলোকদিগের অকাল পরিণামের যে তিনটী কারণ দেখাইলাম তাহার মধ্যে বাল্যবিবাহ সর্ব্ব প্রধান, তৃতীয় কারণটী বাল্য বিবাহের অনুচর। হায়! কতকালে এই জঘন্য প্রথা এদেশ হইতে অন্তর্হিত হইবে।

অল্প বয়স্কার সহিত অধিক বয়স্কার ঘনিষ্ঠতা হেতু যে অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে, একটু সাবধান হইয়া চলিলেই তাহা অপনীত হইতে পারে। পুরুষেরা অল্পবয়স্ক বালকদিগের সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, বালিকাগণের সহিতও সেইরূপ সাবধানে ব্যবহার করা উচিত। অশ্লীল বিষয় সকল অল্প বয়স্কাদিগের সমক্ষে আলোচনা কোন মতে কর্ত্তব্য নয়। কথোপকথন কালে বিশেষ সাবধান হওয়া আবশ্যক, যাহাতে বালিকাদিগের নীতি শিক্ষা হয়, তাহাদের সম্মুখে এরূপ কথা কহা উচিত। তাহাদের সমক্ষে স্ব স্ব স্বামী অথবা অন্য কোন পুরুষ সম্বন্ধে কোনরূপ আলোচনা করা একান্ত অবিধেয়।

পুরাণ কথা।

লক্ষ্মণের গণ্ডী।

গত বারের পুরাণ কথায় আমরা সোণার হরিণের বিষয় লিখিয়াছি। তাহারই রূপে মোহিত হইয়া সীতাদেবী আপনার বিপদ্ আপনি আনয়ন করিলেন। কিন্তু তাঁহার শেষ রক্ষার একটী উপায় ছিল. সীতা সতর্কতা পূর্ব্বক সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকিলে দুরাচার রাক্ষসের হস্তে পতিত হইয়া এত ক্লেশ ভোগ করিতেন না। লক্ষ্মণ যখন সীতাকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের উদ্দেশে যান, তখন পঞ্চবটীর কুটির দ্বারে গণ্ডী দিয়া

যান এবং বলেন কোনক্রমে সীতা গণ্ডীর বাহিরে যেন গমন না করেন। রাবণ ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকট ভিক্ষা চাহিতে আসিল, তিনি গণ্ডীর ভিতরে যতক্ষণ রহিলেন, তাঁহার অঙ্গস্পর্শ করিতে পারিল না। কিন্তু যেই তিনি গণ্ডীর বাহিরে আসিলেন, অমনি কেশাকর্ষণ পূর্ব্বক আপন রথে লইয়া তুলিল।

পাপ ছদ্মবেশ ধরিয়া মনকে ভুলাইতে আইসে। পাপ ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে না, ভিক্ষুকের বেশ ধরিয়া যেন অনুগ্রহ প্রার্থনা করিতেছে, এই রূপ ভাণ করে। পাপ যত কেন ছদ্মবেশ ধরুক না, মন যতক্ষণ বিবেকের গণ্ডীর ভিতরে থাকে, ততক্ষণ তাহার হস্তগত হয় না। কিন্তু ছলে কৌশলে মনকে সেই গণ্ডীর বাহির করিতে পারিলেই পাপ রাক্ষস ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া বলপূর্ব্বক আপনার পুরীতে লইয়া তাহাকে বদ্ধ করে। পাঠিকাগণ! লক্ষ্মণের গণ্ডীর প্রতি বিশেষ রূপে দৃষ্টিপাত করিবেন। আমরা লক্ষ্মণকে বিবেক বলিয়াছি। বিবেক যখন উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে আমাদিগের নিকট না থাকে, তখন তাহার গণ্ডী অর্থাৎ নীতি সূত্র সকল আমাদিগের নিকট রাখিয়া যায়। আমরা পুস্তকে পড়িয়া, লোকের মুখে শুনিয়া অথবা জীবনের পরীক্ষাতে পড়িয়া যে নীতি সূত্র সকল সংগ্রহ করি, প্রাণপণে সেই গুলি যদি পালন করি আমাদিগের ভয় নাই। পাপ রাক্ষস বাহিরে থাকিলে মন্ত্র বা ক্রন্দন করিতে২ চলিয়া যাইবে। কিন্তু পাপের মন্ত্রাতে যেন আমরা না ভুলি। ভিক্ষুক আসিলেই তাহার প্রার্থনা পূর্ণ করিতে হইবে, যাঁহারা মনে করেন তাঁহারা ভ্রান্ত। ভিক্ষুক কিরূপ লোক এবং সে কি প্রার্থনা করিতেছে তাহা বুঝিয়া ভিক্ষা দিতে হইবে। শত্রু আপনার স্বার্থ সাধন এবং আমাদিগের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য ভিক্ষুক বেশ ধরিয়া আসিতে পারে, কিন্তু তাহাকে শত্রু বলিয়া চিনিয়া আমাদিগকে নিষ্ঠুর হইতে হইবে। সে যখন আমাদিগকে নীতিসূত্র সকল উল্লঙ্ঘন করিয়া তাহার অভিলাষ-সাধনার্থ আকর্ষণ করিবে, তখন "দূর হও" বলিয়া তাহাকে বিদায় করিতে হইবে। সীতা দেবী যদি বিবেচক হইয়া তাহা করিতেন, এত বিপদে কখনই পড়িতেন না। তাহার প্ররোচনায় আমরা যেন লক্ষ্মণের গণ্ডী অতিক্রম না করি।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়।

সু। মা! এ বৎসর বড় শীত। এই রূপ শীত কি পৃথিবীর সর্ব্বস্থানে হচ্চে?

সত্য। এ বা কি শীত, আমি শুনেছি এমন জায়গা আছে যেখানে লোকে শীতে বাটীর বাহির হইতে পারে না, নদী সমুদ্রের জল জমিয়া বরফ হইয়া যায়, দিবা রাত্রি আগুন জ্বালিয়া শরীর গরম রাখিতে হয়।

মা। তোমরা কি জান না, আমাদের বাসস্থান ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রায় মধ্যস্থলে আছে। এখন এখান হইতে যত উত্তরে যাইবে, ততই দারুণ শীত। ভারতের উত্তর সীমা যে হিমালয় পর্ব্বত, সেখানকার শীতের সহিত তুলনা করিলে বঙ্গদেশের শীতকে গ্রীষ্ম বলিতে হয়। পৃথিবীর উত্তরাংশে রুসিয়া, নরওয়ে, গ্রীণলাণ্ড প্রভৃতি স্থানে শীতের দৌরাত্মে একটী ঘাস বা সবুজ বৃক্ষ পত্র নাই, নদী সমুদ্রের উপরিভাগ বরফে জমাট হইয়া এমন কঠিন হইয়াছে যে তাহার উপর দিয়া শকটাদি অনায়াসে চলিতে পারে। ইহার উপর বৃষ্টি ঝড় বরফপাত মধ্যে মধ্যে হইয়া ঘোর উপদ্রব করিতেছে। কিন্তু পৃথিবীর সর্ব্বত্র এক ভাব নয়। ভারতবর্ষ হইতে উত্তরে যেমন শীতাধিক্য, আবার দক্ষিণে তেমনি গ্রীষ্ম। এই সময়েই আফ্রিকা ও আমেরিকার দক্ষিণ দেশবাসীরা এবং অষ্ট্রেলিয়া প্রভৃতি দ্বীপের লোকেরা গ্রীষ্মের জ্বালায় অস্থির হইয়া শীতল বাতাস, শীতল জল ও শীতল ভূমি অন্বেষণ করিতেছে এবং গরমীতে প্রাণ যায় বলিয়া চিৎকার করিতেছে।

সু। বাবা! এখন আবার গ্রীষ্ম, আমরা যে তা একটু পেলে বাঁচিয়া যাই। আচ্ছা মা! এক সময়ে এরূপ শীত ও গ্রীষ্ম হইবার কারণ কি?

মা। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন কাকে বলে, তোমরা জান?

সু। সূর্য্য একবার দক্ষিণে ও একবার উত্তরে যায়।

সত্য। সূর্য্য ত চলে না। আমি পড়িয়াছি, পৃথিবীর গতিতেই দিবা রাত্রি ও শীত গ্রীষ্ম ইত্যাদি ঋতুর পরিবর্ত্তন হয়।

মা। পৃথিবীই চলে সত্য। পৃথিবীর আহ্নিক গতিতে দিবা রাত্রি, আর বার্ষিক গতিতে ঋতু সক-

লের পর্য্যায়ক্রমে অর্থাৎ পরে২ পরে গমনাগমন হয়। এই বার্ষিক গতিতে পৃথিবীর মধ্যস্থিত বিষুব রেখা ৬ মাস সূর্য্যের উত্তরে ও ৬ মাস দক্ষিণে গিয়া পড়ে, ইহাতেই সূ- র্য্যকে ৬ মাস সেই রেখার উত্তরে ও ৬ মাস দক্ষিণে দেখা যায় এবং ইহাকেই সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন বলে। বৈশাখ হইতে আশ্বিন উত্তরায়ণ এবং কার্ত্তিক হইতে চৈত্র দক্ষিণায়ন বলা যায়।

সত্য। বৈশাখ হইতে আশ্বিন কি সূর্য্য ক্রমাগত উত্তরে যায়?

মা। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ আষাঢ় এই তিন মাস সূর্য্য ক্রমাগত উত্তরে যায়, পরে ক্রমশঃ ফিরিয়া আসিয়া ১১ ই আশ্বিন বিষুব রেখার ঠিক্ উপরে আসে, তখন সমুদায় পৃথি- বীতে দিন রাত্রি সমান। ইহার পরে কার্ত্তিক অগ্রহায়ণ পৌষ তিন মাস ক্রমাগত দক্ষিণে গিয়া ১১ ই চৈত্র বিষুব রেখাতে ফিরিয়া আ- ইসে, তখনও সমুদায় পৃথিবীতে দিন- রাত্রি সমান হয়।

সু। এখন বুঝিতেছি সূর্য্য যখন উত্তরে থাকে, তখন উত্তরের দেশ সকলের নিকট হয়, এই জন্য সে- খানে গ্রীষ্ম কাল হয়; আর যখন দক্ষিণে যায়, তখন পৃথিবীর দক্ষি- ণস্থ দেশ সকলের নিকট হয় এই জন্য সেখানে গ্রীষ্ম হয় এসময় কি সূর্য্য দক্ষিণে গিয়াছে?

সত্য। এখন সূর্য্যের দক্ষিণায়ন বটে, সুতরাং দক্ষিণের দেশ সকলে গ্রীষ্ম ও উত্তরের দেশ সকলে শীত হইয়াছে।

মা। গ্রীষ্মকাল অপেক্ষা শীত কালে সূর্য্য যে আমাদের অধিক নিকট হয়, তাহা মনে করিও না বরং এখন সূর্য্য হইতে পৃথিবীর দূরত্ব অধিক। শীত হইবার কারণ- সূর্য্য ঠিক আমাদের দেশের সম্মুখে থাকে না, সুতরাং তাহার কিরণ সকল সরল ভাবে না আসিয়া বক্র- ভাবে আইসে। মধ্যাহ্ন কাল অ- পেক্ষা প্রাতঃ ও সন্ধ্যাকালে সূর্য্য আমাদিগের হইতে অধিক দূরে থাকে না। কিন্তু মধ্যাহ্ন কালে সূর্য্য ঠিক্ মাথার উপর বলিয়া তাহার কিরণ সরলভাবে পড়িয়া ভূমি উত্তপ্ত করিয়া তোলে, প্রাতঃ সন্ধ্যার বক্র কিরণ তাহা করিতে পারে না। সূর্য্যের কিরণ সরল বা বক্রভাবে পড়াতে গ্রীষ্ম ও শীত ঠিক্ এইরূপে হইয়া থাকে।

সু। শীতকালে উত্তর হইতে

যে বাতাস বয়, তাহাতেই আমাদিগকে অধিক ক্লেশ দিয়া থাকে। সে বাতাস কোথা হইতে আইসে?

মা। আমি তোমাদিগকে বায়ুর বিষয় বলিবার সময় বলিয়াছি, সূর্য্য পৃথিবীর যখন দক্ষিণে থাকে, তখন দক্ষিণের বাতাস অধিক গরম ও লঘু হয়। এই গরম ও লঘু বাতাস স্বাভাবিক নিয়মে আকাশের উপর দিকে উঠিয়া যায়, সুতরাং ইহার স্থান ক্রমশঃ শূন্য হইতে থাকে। উত্তর হইতে শীতল বাতাস আসিয়া এই শূন্য স্থান পূর্ণ করিতে থাকে। এই জন্য শীতকালে উত্তরে বাতাস বহিয়া থাকে।

সত্য। আচ্ছা মা! শীতকালে এক এক দেশে আদবে দিন হয় না, কেবল রাত্রি, সে কিরূপে হয়?

মাতা। সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়ন হইতেই ইহার কারণ বুঝিতে পারিবে। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ ভাগ সূর্য্যের সম্বন্ধে ঠিক সোজা থাকে না। উত্তরায়ণের সময় উত্তর ভাগ এবং দক্ষিণায়নের সময় দক্ষিণ ভাগ সূর্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। এই জন্য আমাদের দেশে যখন শীতকাল, তখন পৃথিবীর দক্ষিণ কেন্দ্র সূর্য্যের দিকে ঝুঁকিয়া থাকাতে সেখানে ক্রমাগত ৬ মাস দিন এবং উত্তর কেন্দ্র সূর্য্য হইতে দূরে পড়াতে সেখানে ক্রমাগত ৬ মাস রাত্রি হয়। শীতকালে যে দেশ উত্তর কেন্দ্রের যত নিকট, সেখানে দিন তত ছোট ও রাত্রি তত বড় হয়; দক্ষিণ কেন্দ্রের নিকটবর্ত্তী দেশ সকলে ঠিক ইহার বিপরীত হয়।

নূতন সংবাদ।

১। রাজপুতানায় একজন চিকিৎসক এক ব্যক্তির চর্ম্ম রোগ আরোগ্য করিবে বলিয়া উহার দুটী পা কয়েক সপ্তাহ কর্দ্দমে প্রোথিত করিয়া রাখিতে বলে। কোথায় সেই ব্যক্তি রোগ হইতে মুক্ত হইবে, না ইহাতে দুই বৎসর গতি শক্তি হীন হইয়া পড়িল। অবশেষে একজন ইউরোপীয় ডাক্তার তাহাকে পুনরায় গতি শক্তি প্রদান করেন।

২। মালাবারবাসী এক ব্যক্তি সুরাপানে মত্ত হইয়া দুটী বালক, একটী প্রৌঢ় এবং দুটী স্ত্রীলোককে হত্যা করিয়াছে। নরঘাতিনী মদিরাকে কি কেহ বিনাশ করিতে পারে না?

৩। কান্দিতে একটী শ্বেত কাক দেখা গিয়াছে। প্রত্যহ হাজার হাজার যাত্রী দর্শনার্থ গমন করিতেছে। সে দিন কলিকাতায় লং সাহেবের গিরজার নিকট একটী অর্দ্ধ শ্বেত কাক দেখা যায়। বোধ হয় কোন রোগে ইহার রঙটী উঠিয়া গিয়াছে।

৪। সে দিন গোয়ার একটী গবর্ণমেণ্ট নর্ম্মাল বিদ্যালয়ের এক জন অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। কয়েকটী স্ত্রীলোক পদাকাঙ্ক্ষিণী হইয়া পরীক্ষা দেন। পরীক্ষা সাহিত্য এবং শিল্প কর্ম্ম বিষয়ে গৃহীত

হয়। দুইটী ফরাশি রমণী এই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছেন। প্রথমটী ১৬১ এবং দ্বিতীয়টী ১৫২ নম্বর প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উভয়কেই অধ্যাপকরূপে মনোনীত করা হইয়াছে।

৫। একটী মুসলমান ও একজন ইতর জাতীয় স্ত্রীলোক বেশ্যাবৃত্তির জন্য একটী বালিকা বিক্রয় করাতে হাইকোর্টের বিচারে উভয়েই কঠিন পরিশ্রমের সহিত এক বৎসর কারাবাসের দণ্ডাজ্ঞা পাইয়াছে।

৬। মাদুরার দুইটী ব্রাহ্মণ স্বজাতীয় এক ব্যক্তিকে কতকগুলি টাকার লোভে বধ করিয়া ধৃত হয়। বিচারে ইহাদের প্রাণদণ্ড হইয়াছে। টাকার মহিমা বুঝা ভার।

৭। কুর্গের একটী স্ত্রীলোক ১১০ বৎসর বয়সে প্রাণত্যাগ করিয়াছে। উক্ত স্ত্রীলোক ৬৫ বৎসরের এক পুত্র, একটী কন্যা এবং ২০টী পৌত্র পৌত্রী রাখিয়া পরলোক গমন করিয়াছে।

৮। এক ইন্দুর একটী মান্দ্রাজী স্ত্রীলোকের গৃহে অগ্নি দিয়া তাহাকে শমন ভবনে প্রেরণ করিয়াছে। স্ত্রীলোকটীর নিদ্রাকালে ইন্দুর জ্বলন্ত প্রদীপের পলিতা লইয়া প্রস্থান করে। উক্ত পলিতার অগ্নি গৃহের আচ্ছাদক তৃণের উপর পতিত হয় এবং সমুদায় গৃহকে ক্ষণকালের মধ্যে ভস্মীভূত করিয়া ফেলে। রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার সময় প্রদীপ নির্ব্বাণ করা নিতান্ত আবশ্যক।

৯। গত ১২ ই ডিসেম্বর বোম্বাইর বিখ্যাত গোকুলদাস তেজপালের ভবনে একটী বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হইয়াছে। বর পণ্ডিত বিষ্ণু শাস্ত্রী, কন্যা কৃষ্ণা বাই, উভয়েই মহারাষ্ট্রীয়। বিষ্ণু শাস্ত্রী বোম্বাই প্রদেশের বিদ্যাসাগর। তিনি কেবল বিধবা বিবাহের উৎসাহদাতা নন, স্বয়ং তাহার অনুষ্ঠাতা হইয়া বিধবা বিবাহের পক্ষ সুদৃঢ়রূপে সমর্থন করিলেন।

১০। জন ষ্টুয়ার্ট মিলের আত্মচরিত পুস্তক প্রকাশিত হইয়া অবধি তাঁহার গ্রন্থ সকল বিক্রয়ের হ্রাস হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক পণ্ডিতদিগের মধ্যে তিনি নাস্তিক বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, কিন্তু তাঁহার এই শেষ পুস্তকে ঈশ্বর ও ধর্ম্মের প্রতি বিলক্ষণ আস্থা প্রদর্শন করিয়াছেন।

১১। আমেরিকায় স্ত্রীলোকের যত্নে অনেক মদের দোকান উঠিয়া গিয়াছে এবং অনেক মাতাল ভাল মানুষ হইয়াছে। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, সম্প্রতি কলিকাতার কয়েকটী বিবী এইরূপ মহৎ ব্রতে ব্রতী হইয়াছেন।

১২। বঙ্গদেশে স্ত্রীশিক্ষার তত্ত্বাবধান জন্য একটী ইনস্পেক্‌ট্রেস নিযুক্ত হইবেন এই সংবাদে আমরা যার পর নাই আনন্দিত হইলাম।

বামাগণের রচনা।

মহাশয়! কলিকাতা চোরবাগানের ডাক্তার বাবু ভুবনমোহন সরকার মহাশয়ের বিজ্ঞাপিত স্ত্রীলোকের বাধক বেদনার ঔষধ অতীব

কার্য্যকারী। আমার স্বামী অনেক গুলি রোগীকে ঐ ঔষধ দ্বারা আরোগ্য করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের সন্তানার্থে আগ্রহ ও চিন্তা কাহার ও অবিদিত নাই এবং যে ভগিনীগণের পক্ষে বাধক বেদনা প্রধান বাধা স্বরূপ হইয়াছে, তাঁহাদিগকে আমি অনুরোধ করিতেছি যে তাঁহারা ডাক্তার ভুবন বাবুর ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখুন। ইতি তাং ২৫ অগ্রহায়ণ ১৭৯৬ শক।

গৌহাটি। } জনৈক পাঠিকা
আসাম। } শ্রীমতী কান্তমণি দেবী

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

দুঃসহ পাপের ভার,
সহিতে পারি না আর,
দীনবন্ধো! এদীনার না দেখি উপায়,
ওহে নাথ! এই অসময়,
দেহ পিতা তব পদাশ্রয়।

মনে মনে পণ করি,
তব আজ্ঞা শিরে ধরি,
অচল অটল ভাবে করিব পালন,
যতদিন থাকিবে জীবন,
কদাচ না করিব হেলন।

এই আশা করি চিতে,
কিন্তু পারি না পালিতে,
কেমনে এমন দোষে পাব পরিহার,
জানি না হে! বিধান ইহার,
তোমা বিনা নাহিক নিস্তার।

আমার সর্ব্বস্ব তুমি,
কেবল আধার আমি,
তোমার স্নেহেতে নাথ! সুখে করি বাস,
হায়! একি মহা সর্ব্বনাশ!
মন কেন তোমাতে উদাস!

অলীক সুখের তরে,
ভাবনা সদা অন্তরে,
অমূল্য জীবন রত্ন বৃথা করে ক্ষয়,
কিছুমাত্র নাহি করে ভয়,
এই মম পামর হৃদয়।

যেরূপ পাপিনী আমি,
জান তুমি অন্তর্যামী,
অন্য কেহ জানে যদি মম বিবরণ,
কভু নাহি করে আলাপন,
দেহে তাঁর থাকিতে জীবন।

তোমার শাসন বলে,
অভ্যন্তর পাপানলে,
দহিতেছে, কিন্তু নহে নয়ন গোচর,
তাই সবে করে সমাদর,
দেব! এই সংসার ভিতর।

যেমন দয়ালু তুমি,
তেমনি পাপিনী আমি,
ক্ষমিছ হে! নিজ গুণে যত মম দোষ,
কভু নাহি দেখি অসন্তোষ,
তাই পিতা আছে হে সাহস।

যতই অবাধ্যা হই,
তব কন্যা ছাড়া নই,
থাকিতে নারিবে কভু না দিয়া চরণ,
অনুতাপে দগ্ধ হয় মন,
হৃদে আসি দেহ দরশন।

কবে হবে শুভক্ষণ,
লভিব ও শ্রীচরণ,
শুদ্ধ করি হৃদাসন সেবিব শ্রীপদ,

দূরে যাবে সকল বিপদ,
নাহি চাহি বিভব সম্পদ।

ওহে পিতা দয়াময়!
জান তুমি সমুদয়,
প্রকাশ্যে বলায় আছে কিবা প্রয়োজন,
শুদ্ধ করি অনাথার মন,
তুমি দেব! দেহ দরশন।

তোমারে সহায় করে,
জয়ী হই সর্ব্বোপরে
পাপের কুবাত্যা যেন না করে
স্পর্শন,
অধীনীর এই নিবেদন,
কৃপা করি কর হে শ্রবণ।

জানি না হে স্তুতি নতি,
লহ মম এ প্রণতি,
দয়া করি দয়াময় হইয়ে সদয়,
দূর কর কৃতান্তের ভয়,
দিয়া নিজ চরণ আশ্রয়।

পাইলে মহান বল,
যাবে দুঃখ পাপানল,
থাকিব হে ছায়া তুল্য তব সঙ্গ ধরে,
তব পদ লয়ে নিজ শিরে,
এই ভিক্ষা দেহ অধীনীরে।

রামমতি——কৃষ্ণনগর

তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি বন্ধু জন।
তুমি অগতির গতি, মুক্তির কারণ॥
তুমি কৃপাময় হরি, কাঙ্গালের ধন।
তোমা বই আমাদের নাহি অন্য জন॥
কৃপাকরি এদাসীর হৃদয় মন্দিরে।
প্রকাশিত হও প্রভু দুঃখ যাক্ দূরে॥
তুমি বাঞ্ছাকল্পতরু জানে ত্রিভুবন।
তারিলে তারিতে পার এ পাতকী জন॥
কেমনে তরিব হরি তোমা বিনে আর।
দয়াময় দয়া করি উদ্ধার এবার॥
ভজিব বলিয়া হরি আসিয়া সংসারে।
মায়া মদে ভুলে সদা থাকি হে তোমারে॥
করিতে ভকতি স্তুতি নাহি সরে বাণী।
কেমনে পাইব মুক্তি কিছুই না জানি॥
কৃপাবলোকন করি করুণা নিধান।
সংসারের পাপ হতে কর পরিত্রাণ॥
সংসারের সুখ যত সকলি বৃথায়।
সকলি থাকিবে পড়ে যাইব কোথায়॥
অতএব সাবধান হও ওরে মন।
সাবধানে ডাক তাঁরে করিয়া যতন॥
আর কি বলিব হরি তব সন্নিধানে।
মোরে কৃপাকরি রাখ বাঁধিয়া চরণে॥

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHNI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩৭ সংখ্যা। | পৌষ বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

মার্গারেট নার্শার।

(২৪৩ পৃষ্ঠার পর)

মার্গারেটের চরিতাখ্যায়ক তাঁহার যৌবনাবস্থার এইরূপ বর্ণন করিয়াছেন:—

"কুমারী মার্শার দেখিতে অতি সুন্দরী ছিলেন; তাঁহার গঠন দীর্ঘাকার এবং তাঁহার চলন বড় প্রিয়দর্শন ছিল, তাঁহার প্রতি চাহিলে বোধ হইত যেন তাঁহার চক্ষু হইতে তীক্ষ্ণতার জ্যোতি ফাটিয়া বাহির হইতেছে এবং তাঁহার সমগ্র মুখমণ্ডল রমণীশোভন সৌন্দর্য্যের পরিচয় দান করিতেছে। উত্তর কালে পীড়া এবং চিন্তা ব্যাধিতে তাঁহার মুখ ম্লান এবং শরীর শীর্ণ করিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার দৃষ্টির জ্যোতিঃ পূর্ণতা কিছুতেই নিস্তেজ করিতে পারে নাই এবং তাঁহার আত্মার জ্যোতিঃ অম্লানভাবে চিরজীবন তাঁহার আননের সৌন্দর্য্য রক্ষা করিয়াছিল।" চিত্তমোহন শোভা এবং অসাধারণ ক্ষমতা এই উভয় তাঁহার জীবনে সম্মিলিত হইয়াছিল। তিনি যখন অতি সামান্য বিষয় লইয়া কথোপকথন করিতেন, তখন একদিকে যেমন সুন্দর ভাব ও বিশুদ্ধ ভাষা বিন্যাস করিয়া সঙ্গীদিগকে আমোদিত করিতেন, সেইরূপ আবার ভাবের উচ্চতা ও বাক্যের দৃঢ়াঙ্কন ক্ষমতা দ্বারা তাঁহাদিগকে এই পৃথিবী হইতে যেন কোন উচ্চতর লোকে উত্তোলন করিতেন। যাঁহারা তাঁহার ব্যবহারের সহানুভূতি করিতে ও গুণের মূল্য বুঝিতে না পারিতেন, তাঁহারাও ইহা স্বীকার করিতেন।

স্ত্রীলোকের শিক্ষা কার্য্য যখন প্রকৃত রূপে সম্পন্ন হইবে এবং সমাজে তাঁহার প্রকৃত অধিকার সংস্থাপিত হইবে, তখন স্ত্রীগণ পুরুষদিগের উপর এবং সমাজের উপর এই নীতি প্রভাব বিস্তার করিবেন। কুমারী মার্শার স্ত্রীলোকের এই নীতি প্রভাব হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, সেই জন্য সমাজের অসার গর্ব্বিতা গুণবতী আখ্যাধারিণী রমণীগণের বাগাড়ম্বর তিনি একান্ত ঘৃণা করিতেন। তিনি ওয়াসিংটন দর্শন করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেন:—

"আমার চারিদিকে আমা অপেক্ষা অনেক গুণে উত্তম অনেক রমণী আছেন তাহা আমি স্বীকার করি, কিন্তু আমি স্ত্রী সমাজের কথা বলিতেছি, ব্যক্তি বিশেষের কথা উল্লেখ করিতেছি না। আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি রমণীগণের নিরর্থক বাক্যব্যয় আমার অসহ্য হইয়াছে। তাঁহারা ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল কাজ করিতে পারেন, কিন্তু কে তা চায়? তাঁহারা যে ইহা অপেক্ষা আর কিছু ভাল কাজ করেন না, এটী কি কষ্টকর নয়? ষোল বৎসরের সময় সঙ্গিনীগণের সহবাসে যত না বিরক্ত হইতাম, এখন হইতেছি। আমিও প্রাচীনা হইয়াছি, কিন্তু যখন আমি কোন উৎসব স্থানে যাই, আর আমাকে প্রাচীনা বলিয়া ভ্রম হয় না, আলোক মালা মণ্ডিত ভবনকে কেবল সুখ ভোগ ও আমোদের মায়াভবন বলিয়া বোধ হয়। মাহাত্মা ফেলেনবর্গ সমুদায় জীবন ক্ষয় করিয়া যে উদার শিক্ষার আদর্শ প্রদর্শন করিলেন, আমি তাহারই বিষয় চিন্তা করি। সকলেই তাহার প্রশংসা করে, সকলেই তাহার কথা বলে, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে একটীকেও দেখিতে পাই না। বিবী ফ্রাই কারাগারের দ্বার উন্মুক্ত করিতেছেন, কারাবাসীদিগের বন্ধন মোচন করিতেছেন, ভগ্ন হৃদয়ে আরামকর ঔষধ ঢালিয়া দিতেছেন, এবং যেখানে কেবল পাপ কণ্টকী লতা ছিল, সেখানে ধর্ম্মতরু রোপণ করিতেছেন। কিন্তু এই বাগাড়ম্বরী রমণীগণ কি মহৎ কার্য্যে ব্যস্ত রহিয়াছেন, যে সামান্য পরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ পূর্ব্বক জেল, হসপিটাল এবং দরিদ্র কুটীরে যাইতে পারেন না, যেখানে এত সৎকার্য্য করিবার আছে, সেখানে যদি কিছু না করিতে পারি, তথাপি আমি নির্ব্বোধ রমণীদিগের ন্যায় বৃথা আমোদে কাল হরণ করিব না।"

মার্শার বিবীদিগের বিষয়ে যে আক্ষেপ করিলেন, অধুনাতন বঙ্গাঙ্গনা-

গণের রীতি চরিত্র দর্শনে সে আক্ষেপ আরো কত প্রবল হইয়া উঠে। কিন্তু বঙ্গ রমণীগণের মধ্যে কে আছেন, মার্শারের ন্যায় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিতে পারেন?

কুমারী মার্শার অল্প বয়সে মাতৃহীন হন, এখন তাঁহার পিতারও মৃত্যু হইল। পিতার ধনে এবং আদরে মার্শার বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন, দুঃখ কাহাকে বলে জানিতেন না। এখন তিনি নিরাশ্রয় ও নিঃসম্বল হইয়া পড়িলেন। বস্তুতঃ ঈশ্বরের প্রতি তাঁহার কতদূর বিশ্বাস এবং আত্মচেষ্টার উপর কতদূর নির্ভর, এখন তাহার কঠোর পরীক্ষাকাল উপস্থিত হইল। তাঁহার পৈতৃক ধনের মধ্যে অনেক গুলি দাস ছিল। মনুষ্যকে ক্রীতদাস করিয়া রাখা অন্যায়, তাহার বিশ্বাস ছিল। তিনি দাসদিগকে মুক্ত করিয়া দিলেন, কেবল তাহাই নয়, সঙ্গে কিছু কিছু অর্থ দিয়া তাহাদিগকে লিবিরিয়াতে প্রেরণ করিলেন। ডাক্তার নবিন্ তাঁহার এই সময়ের সংক্ষেপ বৃত্তান্ত এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—

"তিনি এই সময়ে অনেক গুলি দয়ার কার্য্য করিয়া আপনাকে ঐশ্বর্য্যবতীর অবস্থা হইতে এককালে নিঃস্ব অবস্থায় আনয়ন করেন, দাস ব্যবসায় তন্মধ্যে একটী প্রধান। তিনি যে না জানিয়া এবং ক্রমশঃ চেষ্টা করিয়া ইহা করিলেন তাহা নহে, ভবিষ্যতে তাঁহার অসীম কষ্ট হইবে জানিয়া শুনিয়াও এককালে এরূপ দুরূহ কার্য্য স্বীকার করিলেন। তিনি এরূপ কার্য্য করিয়া তাঁহার বন্ধু গালি সাহেবকে লেখেন 'এ কার্য্য করাতে কেহ যদি আমাকে দোষ দেন, আমি তাহা অকাতরে সহ্য করিব। অমুক অমুক ব্যক্তি আমার এই কার্য্যের প্রতিবাদ করিয়া চিটী লেখেন। কিন্তু ঈশ্বরের হস্তনির্ম্মিত শরীর ও আত্মা দিয়া যদি নিগ্রোরা সৃজিত না হইত, আমি তাঁহাদিগের কথায় সম্মত হইতাম। এখন আমার ভাগ্যে যা থাকে হইবে, আমি দৃঢ়পণ হইয়াছি।' তাঁহার ভাগ্যে কি হইল? পরিশ্রম, কষ্ট ও দারিদ্র্য, কিন্তু ২৫ বৎসর কাল রুগ্ন শরীরে অকাতরে সে সকল সহ্য করিলেন। আফ্রিকার দুর্ভাগ্য জীবদিগের জন্য যে স্ত্রীলোক এতদূর ত্যাগ স্বীকার ও এতদূর চেষ্টা করিতে পারেন, তিনি হিতৈষিণী নারীগণের মধ্যে এক জন অগ্রগণ্য বলিয়া চিরস্মরণীয় থাকিবেন, অন্য কার্য্য দ্বারা তাঁহার গৌরব প্রকাশের আবশ্যকতা নাই।"

দূত বেশধারী আলেকজাণ্ডার

ও

রাজ্ঞী নওসাবা।

বর্দ্দা রাজ্যাধিশ্বরী নওসাবার নিকটে একজন কিঙ্কর আসিয়া নিবেদন করিল, আর্য্যে! সম্রাট আলেকজাণ্ডার যিনি সম্প্রতি দিগ্বিজয়ানুসরণ ক্রমে এদেশে আগমন করিয়াছেন, তাঁহার প্রেরিত এক দূত দ্বারদেশে উপনীত, সেই দূতের আকৃতি দর্শনে তাহাকে মহা প্রতিভাশালী ও গম্ভীর-প্রকৃতি বলিয়া বোধ হয়, তাহার মুখমণ্ডল হইতে মহত্বের প্রখর তেজ বিকীর্ণ হইতেছে, তিনি রাজ্ঞী চরণ দর্শন প্রার্থনা করেন।

নওসাবা শ্রবণ মাত্র সভামণ্ডপ সুসজ্জিত করিলেন। প্রাসাদের প্রবেশমার্গ পর্য্যন্ত হেমমণ্ডিত হইল। তাঁহার প্রিয়দর্শন পারিষদগণ সুবিচিত্র পরিচ্ছদ ও মণিমুক্তাভরণে বিভূষিত হইয়া সভাকে সমুজ্জ্বল করিয়া বসিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং মণি কাঞ্চন প্রদীপ্ত রাজ সিংহাসনে উপবিষ্ট হইলেন। তিনি আসীন হইয়াই সমীপস্থিত এক সম্ভ্রান্ত কিঙ্করীকে ইঙ্গিত করিলেন যে সত্বর বার্ত্তাবাহককে সসম্মানে সাক্ষাতে আনয়ন কর। কিঙ্করী আদেশ পালন করিল। দূত বেশধারী আলেকজাণ্ডার রাজ্ঞীর সম্মুখে উপনীত হইয়া উন্নত মস্তকে দণ্ডায়মান রহিলেন। তিনি রীতিমত তরবার ও কটী বন্ধন খুলিয়া রাজ্ঞীকে অভিবাদনাদি কিছুই করিলেন না। প্রাসাদের চারিদিকে দৃষ্টি সঞ্চারণ করিতে লাগিলেন, নওসাবার বিপুল ঐশ্বর্য্য ও সভার অপূর্ব্ব শোভা দেখিয়া চমৎকৃত হইয়া রহিলেন।

সুবুদ্ধি নওসাবা সমাগত দূতের ব্যবহার দর্শনে বিস্ময়স্তব্ধ হইলেন। মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে এই গম্ভীর পুরুষ যথারীতি আমাকে নমস্কারাদি করিল না কেন? আমাকে দেখিয়া কি কারণে কিঞ্চিন্মাত্র সঙ্কুচিত ও বিনত হইল না? ইহার সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক হইয়াছে। এই ভাবিয়া তিনি তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন, যখন সূক্ষ্ম দৃষ্টি করিলেন, তাঁহাকে রাজ লক্ষণ সমন্বিত দেখিতে পাইলেন এবং চিনিলেন যে ইনি রাজকুলমুকুট, মহাপ্রতাপ আলেকজাণ্ডার,

এই পরিচয় লাভ করিয়াই আদর পূর্ব্বক আপন হৃদয় সিংহাসনে তাঁহাকে বিশ্রাম স্থান দিলেন। বাহিরে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হইয়া মুখমণ্ডল আবৃত করিলেন। প্রথমে কিছুই বলিলেন না, মনে মনে এই ভাবিয়া আহ্লাদিত হইলেন যে আজ উত্তম শিকার ফাঁদে পড়িয়াছে।

সেই ছদ্মবেশী আলেকজাণ্ডার আপনাকে দূত রূপে প্রতিপাদন করিয়া দৌত্য প্রথানুসারে কবীর কল্পিত প্রভুর ধন্যবাদ নওসাবাকে জানাইলেন। অনন্তর বলিতে লাগিলেন "ভুবন বিখ্যাত সম্রাট এই জানাইতেছেন যে তুমি আমার প্রতি অনুকূলাচারে কেন বিমুখ থাকিলে? কি জন্য একবারও আমার সভায় উপস্থিত হইলে না? আমা হইতে কি অকল্যাণ দেখিয়াছ, যে অবাধ্য হইলে? কি অহিত করিয়াছি, যে শত্রু হইলে? কোন্ তরবারি আমার তরবারি অপেক্ষা তীক্ষ্ণতর? আর কোন্ শর আমার শর অপেক্ষা অধিক অগ্নি বর্ষণ করে যে তুমি আমাকে ছাড়িয়া অন্যের আশ্রয় লইবে? আমার শরণ লও, তাহাতে তোমার মঙ্গল। আমার সন্নিধানে আগমন কর, আমার প্রতাপে ভীত হও, যখন আমি এ রাজ্যে পদার্পণ করিলাম, আমার শুভাগমনে এদেশকে সৌভাগ্যশালী করিলাম, তুমি অবিলম্বে আসিয়া আমার সেবায় কেন নিযুক্ত হইলে না? কেন আমার প্রতি বিমুখ হইলে? তুমি কেবল নানা উপঢৌকন পাঠাইয়া আমাকে প্রবঞ্চিত করিতেছ, প্রথমে যাহা করিয়াছ ক্ষমা করিলাম, এইক্ষণ সদ্বুদ্ধির অনুসরণ কর।" দূত এই সন্দেশ বলিয়া উত্তরের প্রতীক্ষায় মৌনভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন।

দূতের কথা শুনিয়া নওসাবা প্রসন্নবচনে বলিলেন, "সিংহের ন্যায় এরূপ দুঃসাহসীকে ধন্যবাদ করি। হে বীর! তোমার আকার, ইঙ্গিত ও রাজযোগ্য তেজঃ প্রভাব দেখিয়াই বুঝিতে পারিয়াছি, তুমি প্রেরিত নও, প্রেরক, রাজপ্রতিনিধি নও, স্বয়ং স্বাধীন রাজা। তোমার কথা শাণিত অসির ন্যায়, কাহার সাধ্য আমার উপরি এরূপ তীক্ষ্ণ অসির আঘাত করে? তুমি আলেকজাণ্ডারের অস্ত্রের ভয় কি দেখাইতেছ? তুমি স্বয়ংই আলেক্জাণ্ডার, আপন উপায় দেখ। আমাকে নিমন্ত্রণ করিতে আসিয়া স্বয়ং জালে পড়িলে, সূক্ষ্ম চিন্তা করিয়া দেখ স্থূলবুদ্ধি ও অপরিণাম দর্শীর

কার্য্য করিয়াছ। ভাগ্য প্রসন্ন হইয়া তোমাকে আমার নিকটে প্রেরণ করিয়াছে। আমার আশ্চর্য্য সম্পদশালী অদৃষ্ট।!"

এই কথা শুনিয়া নরপতি বলিলেন, "রাজ্ঞি! অযোগ্য কল্পনা পরিত্যাগ কর, আলেকজাণ্ডার গভীর সাগর স্বরূপ, আমি ক্ষুদ্র নদী, খদ্যোতের জ্যোতি সূর্য্যেতে আরোপ করিও না। যেমন ব্যক্তির স্থলে আমাকে ভাবিতেছ, আমার ন্যায় তাঁহার অসংখ্য কিঙ্কর দেখিতে পাইবে। এই নিকৃষ্ট কল্পনা হইতে আপন হৃদয়কে বিমুক্ত রাখ। সম্রাটকে আমা অপেক্ষা পরম সুন্দর মনে কর। তুমি কি ভাবিয়াছ, যে আলেকজাণ্ডার এতদূর দুর্ভাগ্য যে তাঁহার লোক জন নাই, আপনার সংবাদ আপনি বহন করেন, মনে করিও তাঁহার সভাতে সংবাদবাহক ভৃত্য আছে, স্বয়ং তাঁহাকে গমনের ক্লেশ স্বীকারকরিতে হয় না।"

এই সকল বাক্য শ্রবণ করিয়া যুবতী পুনর্ব্বার তেজস্বিতার সহিত বলিলেন "নিরস্ত হও আর অধিক প্রবঞ্চনাবাণী বলিও না, অসত্যের সঙ্গে প্রণয় করিও না। তোমার মহীয়সী খ্যাতি, তোমার সন্দেশ বাক্যও মহৎ, মৃগচর্ম্মে গাত্রকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিও না। দূতের এরূপ ক্ষমতা নাই যে আমার নিকটে অতদূর তেজঃ প্রকাশ করে, বিনয়াচার পরিত্যাগ করে ও আমাকে দেখিয়া মস্তক উন্নত রাখে। রাজা ব্যতীত এরূপ সাহস অন্য কাহার হইতে পারে? এতদ্ভিন্ন আমার গোপনীয় প্রমাণ আছে, তদ্দ্বারা এই প্রহেলিকার স্পষ্ট সিদ্ধান্ত হইবে।"

সুন্দরীর কথা শেষ হইলে ওজস্বী সম্রাট্ এই উত্তর করিলেন। দুর্ব্বল শশক দুর্দ্ধর্ষ সিংহের বার্ত্তাবাহক হইতে পারে না। তোমার চক্ষে আমি একজন শ্রেষ্ঠ লোক, সত্য, কিন্তু আলেক্জাণ্ডার নই, বাস্তবিক তাহার একজন সন্দেশহারী ভৃত্য। নরপালের সন্দেশ বাক্যের সঙ্গে আমার অন্য কোন সম্বন্ধ নাই, সেই বাক্যের হিতাহিতের জন্য আমি দায়ী নহি, যাহা বলিয়াছি তাহা কঠোর হইলেও আমার কি অপরাধ এ সম্বন্ধে তুমি জান ও যিনি সংবাদ বলিয়া পাঠাইয়াছেন, তিনি জানেন। এই দৌত্যকার্য্যে আমি-দুঃসাহসিকতা প্রদর্শন করিয়াছি বলিতেছ, তাহাতে আমার ভয় কি? আমি কি হরিণ শিশু হইয়া শার্দ্দূলের নিকটে আসিয়াছি! রাজনীতি ও প্রচ-

লিত প্রথা অনুসারে সন্দেশহারী অবধ্য। আমার কোন দোষ নাই, শাস্তি-দিবারও তোমার কোন অধিকার নাই; আমার প্রতি যাহা আদেশ ছিল, তোমাকে বলিয়াছি এই ক্ষণ তোমার যাহা কর্ত্তব্য কর, রাজাজ্ঞার সমুচিত উত্তর দাও, আমি তৎসন্নিধানে চলিয়া যাই।

নওসাবা এই ব্যাপারে উত্ত্যক্ত হইয়া ভাবিলেন আশ্চর্য্য দুঃসাহস! সূর্য্যমণ্ডলকে কর্দ্দম পিণ্ড দ্বারা আচ্ছাদন করিতে চাহে! তখন তিনি বিতণ্ডা ছাড়িয়া ঈষদ উগ্রভাবে বলিলেন, "আমার সঙ্গে এইরূপ কপট ব্যবহারে তোমার কি ফল? পঙ্ক দ্বারা সূর্য্যের মুখ কেন ঢাকিতে চাও? এই বলিয়াই একজন কিঙ্করীকে ইঙ্গিত করিলেন যে সত্বর নৃপমণ্ডলীর চিত্র আনয়ন কর। পরিচারিকা দ্রুতপদে গৃহান্তর হইতে আলেখ্য লইয়া আসিল। নওসাবা চিত্রপটের এক প্রান্ত দূতবেশধারী আলেক্‌জাণ্ডারের হস্তে প্রদান করিয়া বলিলেন "চাহিয়া দেখ এই কাহার মুখের প্রতিকৃতি, যদি তোমার হয় আর অধিক বাগ্‌ বিতণ্ডা করিও না।" আলেক্‌জাণ্ডার নওসাবার কথায় আলেখ্যের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন, তাহাতে আপনার আকৃতি অবিকল চিত্রিত দেখিয়া স্বয়ং চিত্রার্পিতের ন্যায় নিস্পন্দভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন আর বিবাদ বিসম্বাদের ক্ষমতা রহিল না, নিরুত্তর হইলেন। আপনার রাজ্য সম্পত্তি শত্রুর হস্তে পতিত, ভাবিতে লাগিলেন। আতঙ্কে তাঁহার মুখকান্তি বিবর্ণ হইল। আপনাকে অনন্যগতি দেখিয়া কাতর প্রাণে বিশ্বপতি ঈশ্বরের নিকটে আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন।

যুবতী দেখিলেন যে উদ্ধত সিংহ ভয় পাইয়াছে, ও ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করিয়া বিনম্র হইয়াছে, তখন প্রসন্নবদনে বলিলেন "মহারাজ! কাল চক্রে অনেক আশ্চর্য্য ঘটনা হইয়া থাকে। ভয় নাই, আমার প্রেম তোমাকে আলিঙ্গন করিতেছে, আমার এই গৃহকে তুমি আপন গৃহ বলিয়া জান, আমি তোমার কিঙ্করী, যে স্থানে থাকি তোমারই সেবিকা। এই সিংহাসন তোমার, তুমি উপবেশন কর, এই বলিয়া স্বয়ং অবতরণ করিয়া আলেক্‌-জাণ্ডারকে মহা যত্নে হস্তধারণ পূর্ব্বক সিংহাসনে বসাইলেন। *

---

* পারসি সেকন্দর নামা পুস্তক হইতে গৃহীত।

অসভ্য গারো জাতি।

ময়মনসিংহ ও গোয়াল পাড়ার পাহাড়ে এবং আসামের অন্য কোন কোন পার্ব্বত্য বিভাগে গারো জাতির নিবাস। গারো দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণীর নাম আব্রি গারো, অপর শ্রেণীর নাম লামদানী গারো।

আবরিরা হিংস্র ও ভীষণাকৃতি। তাহারা উচ্চতর পর্ব্বত মালায় বাস করে, উলঙ্গ থাকে, অর্দ্ধদগ্ধ বা আম মাংস ভক্ষণ করে। ইহারা লামদানি গারোদিগকে ঘৃণা করিয়া থাকে।

লামদানী গারোগণ ক্ষুদ্র পর্ব্বতে বা শৈলোপান্ত অরণ্যাকীর্ণ সমতল ভূমিতে বসতি করে। ইহারা দীর্ঘাকার খুঁটীর উপরি বাঁশ বা কাঠের ভিত্তি প্রস্তুত করিয়া এক প্রকার গৃহ নির্ম্মাণ করিয়া থাকে, তাহাকে চাঙ্গ বলে। এই চাঙ্গের মধ্যেই সপরিবারে অবস্থিতি করে। পুরুষেরা স্বহস্ত প্রস্তুত নীল লোহিতাদি রেখাযুক্ত ৪।৫ অঙ্গুলি পরিসর স্থূল বস্ত্রের কৌপিন ধারণ করিয়া থাকে। অনেকে মস্তকে বস্ত্র খণ্ড বন্ধন করে। স্ত্রীলোকেরা মোটা কাপড়ে কটিতল ঢাকিয়া রাখে। দৈর্ঘ্যে সেই বস্ত্র দুই হস্ত পরিমাণের অধিক হইবে না, পরিসর ও এত খর্ব্ব যে তাহা জানু দেশ পর্য্যন্ত স্পর্শ করিতে পারে না। তাহারা অন্য এক খণ্ড বস্ত্রে বক্ষঃস্থল আবৃত রাখে। স্ত্রী পুরুষেই অলঙ্কার প্রিয়, তাহারা উভয় কর্ণে অঙ্গুরীয়াকার বাজনি নামক পিত্তল নির্ম্মিত বড় বড় কর্ণাভরণ রাশি পরিধান করিয়া থাকে। বাজনি পুঞ্জের ভারে কখন কখন কর্ণ লতিকা ছিঁড়িয়া পড়ে, তাহারা এরূপ ছিন্ন হওয়াকে গৌরবের বিষয় মনে করিয়া থাকে। এতদ্ভিন্ন হস্তে কাংশ বা পিত্তলনির্ম্মিত এক প্রকার অলঙ্কার ধারণ করে। যুবতীরা কণ্ঠদেশে কাওয়া কাটী নামক ফলের এবং স্ফটিক ও শঙ্খ শলাকার মালাগুচ্ছ পরিয়া থাকে। অনেক যুবা ময়ূর পুচ্ছ দ্বারা শরীর সজ্জা করে।

সাধারণতঃ গারোগণ ঈষৎ পিঙ্গল বর্ণ, খর্ব্বাকার, দৃঢ় ও সবল শরীর, তাহাদের মুখের গঠন গোল, চক্ষু ক্ষুদ্র, নাসিকা চাপটা, গোপ শ্মশ্রু বিরল,

স্ত্রীলোকেরাও দীর্ঘ কেশে বঞ্চিত। কিন্তু স্ত্রী কি পুরুষ সকলেই লাবণ্য শূন্য। চরিত্র বিষয়ে কোন কোন অংশে ইহারা বাঙ্গালি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাদের মধ্যে ব্যভিচার দোষ প্রায় দেখা যায় না। ইহারা সরল প্রকৃতি, মিথ্যা বলিতে জানে না। এইক্ষণে অনেকে কখন কখন মিথ্যা কথা বলিয়া থাকে, তাহাও বাঙ্গালিদিগের সংসর্গগুণে। ইহারা ভীরুস্বভাব, কিন্তু এক গুঁয়ে, কেহ তাহাদের অপকার করিলে চির জীবন ভুলে না। যখন সুযোগ হয় দেখে, তখনই প্রতিহিংসার অনুসরণ করে। বৈরসাধনে পিতা অকৃত কার্য্য হইয়া মরিয়া গেলে, পুত্র সুযোগ মতে পিতৃশত্রু আক্রমণ করে।

গারো দলপতিকে ভূয়াঁ বলে, এক জন ভুঁয়ার অধীনে শত সহস্র গারো থাকে। শান্তি স্থাপন ও গারোদিগের শাসনের ভার ভুঁয়ার হস্তে। গারোরা ভুঁয়াকে মান্য করে ও তাহাকে যথাসম্ভব কর দিয়া থাকে। আব্‌রি গারোর ভুয়ার মৃত্যু হইলে তাহার অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় নরমুণ্ডের প্রয়োজন হয়। তখন আব্‌রিরা নিশাযোগে পর্ব্বত হইতে অবতরণ করিয়া অলক্ষিত ভাবে কোন বাঙ্গালি বা লামদানী গারোর মস্তক ছেদন করিয়া লইয়া যায়। প্রতি বৎসরই ২।৪ কি ততোধিক এইরূপ লোমহর্ষণ হত্যাকাণ্ড হইত। গবর্ণমেণ্ট অনেক কাল তাহার প্রতিবিধান কিছুই করিতে পারেন নাই। প্রায় ১৫ বৎসর হইল কোন কারণে কতকগুলি গারো রাত্রিকালে রোসল মণ্ডল নামক সুসঙ্গ নিবাসী এক যোত্রশালী গৃহস্থকে সপরিবারে কাটিয়া ফেলে, ও তাহার গৃহ সম্পত্তি সমুদায় অগ্নি সংযোগে ভস্মীভূত করে। গবর্ণমেণ্ট সেই অত্যাচারীদিগের শাসনের জন্য একদল শিখ ও এক দল আসামী সৈন্য প্রেরণ করেন। সিপাহীরা পাহাড়ে যাইয়া গারোদের ঘর বাড়ী ছিন্ন ভিন্ন করিয়া দেয়, তাহাদের উপরি মহা উৎপাত উপস্থিত করে। সেই আক্রমণে কতকগুলি গারো ধরা পড়ে, বিচারে অনেকের ফাঁসি কাহার কাহার কারাদণ্ড হয়। উক্ত ঘটনার পর হইতে গারো কর্তৃক হত্যাকাণ্ড প্রায় শুনিতে পাওয়া যায় না।

গারোদের মধ্যে বিলক্ষণ একতা। কোন শত্রুর আক্রমণ দেখিলে ইহারা ডিগুিডি বাদ্য করে, সেই বাদ্য শুনিয়া চারিদিক্ হইতে সকলে সশস্ত্রে দৌড়িয়া আসে। গারবা, গারো ছোরা, ডিগ্রি ইহাদের অস্ত্র।

গারোদের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই। যৌবনকালে স্বেচ্ছানুসারে ইহারা স্বামী স্ত্রী মনোনীত করিয়া লয়। বর বিবাহের পর হইতেই শ্বশুর গৃহবাসী হইয়া থাকে, তৎপরে পিতা মাতার সঙ্গে আর তাহার বড় সম্বন্ধ থাকে না।

আবরি গারো ও লামদানি গারোর ভাষা স্বতন্ত্র। ইহাদের ভাষা বাঙ্গালিদের দুর্ব্বোধ্য। অনেক লামদানি গারো কিছু কিছু বাঙ্গালা বুঝিতে ও বলিতে পারে। তাহারা রাজা জমীদারদিগের সঙ্গেও তুই, নেরে, দেরে, এই ভাবে কথাবার্ত্তা কহিয়া থাকে। লামদানি গারোরা বাঙ্গালিদিগকে বাঙ্গাল বলিয়া ঘৃণা করে। সুসঙ্গের রাজার অনেক গুলি গারো প্রজা আছে, গারোদের রাজভক্তি বিলক্ষণ দেখা যায়। ইহারা পশুচর্ম্ম, কার্পাস ও নানা ফল মূল কর স্বরূপ ভূস্বামীকে প্রদান করে।

গারোগণ ধান্য চোওয়াইয়া এক প্রকার সুরা প্রস্তুত করে, তাহাকে পঁচা সরাপ বলে। গারোরা সকলেই সেই মদ্যপান করিয়া থাকে। ইহাদের আহার অতি কদর্য্য। ভেক সর্প গোধিকা কুকুর ইত্যাদির মাংস আনন্দের সহিত ভোজন করে। শুষ্ক বিকৃত দুর্গন্ধময় মৎস্য, মাংস খাইতে ইহাদের কিছুমাত্র অরুচি নাই। ইহারা অগ্নিদগ্ধ বা অর্দ্ধপক্ক করিয়া মাংসাদি ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহাদের বিড়ালের প্রতি বড় ভক্তি, ইহারা বিড়ালকে মেকুড়া দেও নামক উপদেবের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করে এবং কখন বধ করে না। অনেকে গো বরাহাদি পশু পুষিয়া থাকে। ইহারা গোদুগ্ধ পান করে না, গো-পুষ বলিয়া ঘৃণা করে।

গারোগণ কার্পাস, ধান্য, ভুট্টা গারো কচু, কোরকুমর, চেঙ্গড়ি ইত্যাদি ফল শস্যের চাষ করিয়া থাকে। ইহাদের কৃষিকর্ম্ম অন্য প্রকার। কতকদূর মৃত্তিকা খনন করিয়া সকল প্রকার ফসলের বীজ একত্র এক সময়ে সেই স্থানে বপন করে। বর্ষাকালে ভিন্ন ভিন্ন ঋতুতে এক এক প্রকার শস্য ফলিয়া উঠে। অনেক লামদানি গারো হাটে বাজারে কার্পাস, ভুট্টা, কোরকুমর, চেঙ্গড়ি ইত্যাদি এবং কাষ্ঠভার বিক্রয় জন্য লইয়া যায়। পুরুষেরা কাহারদিগের ন্যায় স্কন্ধযোগে ভার বহন করে। স্ত্রীলোকেরা জোঙ্গরা নামক বংশ নির্ম্মিত চুপড়ি বিশেষের মধ্যে দ্রব্যাদি পৃষ্ঠদেশে লইয়া থাকে, জোঙ্গড়া মস্তকের সঙ্গে কঠিন রজ্জুতে সম্বদ্ধ থাকে।

গারোদের শিল্প কার্য্যের মধ্যে ঝোঙ্গড়া নির্ম্মাণ, পূর্ব্বোক্ত বস্ত্রবয়ন করাই প্রধান। ইহারা বাঁশ ঝাড়কে দেবাধিষ্ঠিত জানিয়া পূজা করিয়া থাকে। পূজাকে বিধান বলে। বিধানকালে আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। দেবোদ্দেশে কুক্কুট বলিদান করে। ইহারা মনসাদেবীকে মান্য করিয়া থাকে।

বাঙ্গালির সহবাসে অনেক অনেক লামদানী গারোর আচার ব্যবহার ও চরিত্রের কিছু ২ পরিবর্ত্তন হইয়াছে। কেহ কেহ কিঞ্চিৎ লেখাপড়াও শিখিয়াছে। গবর্ণমেণ্ট কয়েকটী স্কুল স্থাপন করিয়া নানা প্রলোভন প্রদর্শনে ইহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষার জন্য আকৃষ্ট করিতেছেন। খ্রীষ্টান মিশনরিগণ তাহাদিগকে মানুষ করিতে যত্ন পাইতেছেন। ভরসা করা যায় ইহারা শীঘ্রই সভ্যপদে আরোহণ করিবে।

দুর্গাবতী।*

(প্রাপ্ত)

দুর্জ্জয় যবন অই জয়ধ্বজা তুলে
আসিছে নর্ম্মদা কূলে!—আইসে আসুক,
কি ভয় তোমার ক্ষত্র বীর! নিষ্কোষিয়া
তীক্ষ্ণ তরবার, শুধু দাঁড়াও আসিয়া;
পড়িবে যবন মুণ্ড শিলা বৃষ্টি প্রায়,
যবন শোণিত স্রোত, প্রক্ষালি চরণ
তোমার, বহিবে বেগে!—শুনিছ, শুনিছ
কি গর্ব্বে যবন আজি বাজাইছে ডঙ্কা?
সিংহ হয়ে সহিবে কি শৃগালের রব?—
একি এ! কি দেখি আজি ভারত ভিতরে
নূতন ব্যাপার!—জন্ম ক্ষত্রিয়ের কুলে
পলাইছ আজি তুমি শত্রু মুখ দেখি?

---

* নর্ম্মদা নদীর উপকূলে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল; দুর্গাবতী এই রাজ্য শাসন করিতেন। ১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে আসফ খাঁ নামক আকবর শাহের এক জন সেনাপতি এই রাজ্য জয় করেন।

ধিক্ তোরে কুলাঙ্গার ডুবাইলি তুই
ভারতের বীর গর্ব্ব ক্ষত্রিয়ের নাম!—
কোথায় তোমরা আজি ক্ষত্র বীরগণ
কোথা রঘু রামচন্দ্র, পাণ্ডুর নন্দন,
কোথা ভীষ্ম কর্ণবীর, ভীম সিংহ প্রায়,
হাম্মীর প্রতাপ কোথা! আসি দেখ সবে
কি কাজ সাধিছে তব বংশধর গণ!
ডুবাতে কলঙ্ক জলে ভারত গরিমা
দিয়াছিলে জনম কি এ সব সন্তানে?
অনাথ শরণ মাতঃ কৈলাস বাসিনি!
তুমি নাকি স্নেহময়ী ভারতের প্রতি?
দুর্জ্জয় অসুর যবে বাহুবল দাপে
ভারত কাঁপায়েছিল পদতলে দলি
তখন তুমি না মাতঃ শক্তিরূপ ধরি
নাশিয়া নিশুম্ভ শুম্ভে রক্ষিলা ভারতে।
যবন অসুর-মুখ দূরেতে দেখিয়া
পলাইছে এবে দেখ আর্য্যাসুতগণ,
অভয় করগো দান অভয়দায়িনি!
দেখরে চাহিয়া ওই দেখরে চাহিয়া,
উজলিয়া দশ দিক রূপের ছটায়
ত্যজিয়া কৈলাস ধাম আপনি আসিয়া,
ভয় নাই বলি আজি করিছেন দান
অভয় অভয়া। অসি করে তূণী পৃষ্ঠে,
রণ রঙ্গিণীর বেশ করিয়া ধারণ,
ডাকিছেন মাতা সবে যাইতে সমরে,
অই শুন ডাকিছেন—ভারত সন্তান!
এক প্রাণ এক মনে, আইস ধাইয়া!
নির্ম্মূলি যবন কুল, তুল আজি রঙ্গে,
ভারতের হৃদি শেল, সুখের কণ্টক!
ভারতের রত্নাগার যবনে লুঠিবে,
ভারতের সুখ পুঞ্জ যবনে ভুঞ্জিবে,
গালে মারি চণ্ড চড় হাসিতে হাসিতে
ভারতের গ্রাস অন্ন কাড়িয়া লইবে,
নাসিকায় রজ্জু বাঁধি পশুর মতন,
দাসত্ব করাবে লয়ে ভারত সন্তান,

(অস্পৃশ্য যবন অহো আর্য্য সুতগণে)!
জানিয়া শুনিয়া এত বিমুখ সমরে,—
তবুও বিমুখ রণে! ফের বীরগণ!
বায়ুপথে তৃণ যথা, উড়াও তেমতি,
যবনের সেনা দল!"—ফিরহে সকলে
চল রণে চল যত ক্ষত্রাধমগণ!—
নমি আজি জগন্মাতঃ নমি তব পদে—
কি বলিলে, কি বলিলে;—গিরীশ মহিষী,
জগন্মাতা নহ তুমি, তাঁহার কিঙ্করী,
জন্ম তব নর কুলে দুর্গাবতী নাম?—
ধন্য দুর্গাবতী, ধন্য তুমি নারীকুল!—
কেঁদনা ভারত তুমি, কেঁদনাক আর,
কা পুরুষ পুত্র কথা বিস্মৃত হইয়া,
স্মিত মুখে কন্যা কীর্ত্তি দেখগো চাহিয়া!
উড়িল আকাশ পথে বিজয় নিশান,
"ব্যোম ব্যোম হর হর" উঠিল নিনাদ,
দলে দলে গজ বাজী পদাতি চলিল
পদোত্থিত ধূলি জাল ছাইল গগণ।
তুরঙ্গম আরোহণে দুর্গাবতী সতী
সেনা মুখে আগে আগে চলিলা রঙ্গিণী।
"আল্লা ল্লা হু আকবর"—আর্য্য সেনা সহ
মিলিল যবন তবে, আকাশ মণ্ডলে
মেঘ সহ মেঘ যথা বরিষার কালে!
বরিষার ধারা সম শত্রু শস্ত্র মাঝে
বিদ্যুতের প্রায় দেখ চমকি ভুবন,
ছুটিছে অঙ্গনা অই সেনার চৌদিকে,
পরাভবোন্মুখ জনে আশ্বাসিয়া কভু,
কম্পমান শত্রু ব্যূহ কভুবা ভেদিয়া,
কভু কাটি শত্রু মুণ্ড, অতুল সাহসে!
ভয়! বামা হৃদয়ে না তোমার আবাস?
বিলাস! রমণী জন তোমারি না বশ?
অলসতা কীট! নারী কোমল শরীরে
তোমারি না অধিকার?—কে বলে এমন?
কি করিলা লিয়নিডা'এ হতে অধিক,

শিপিও ওয়েলিংটন বীর! কেন আজ বাজে
তাহাদের যশো ভেরী জগত জুড়িয়া?
একি! শত্রুবাণ আসি বিঁধিল নয়ন
তোমার রোধিল গতি? হায়রে ভুবনেতে
বিদ্যুতের গতি আজি করিল কি রোধ?
—আবার, একি এ রঙ্গ —আয়ু যোধগণ!
কেন পলাইছ পুনঃ রণে ভঙ্গ দিয়া?
ডাকেন আবার অই দুর্গাবতী সতী—
" কি ভয়ে পলাও সবে ক্ষত্র বীরগণ?
অবলা রমণী যদি সাহসের ভরে
মর্দ্দিল অরাতি দল, বল দেখি তবে
কিবা অসম্ভব তেজে সাহস মিলিলে"—
বৃথায় ডাকিছ হায়! রড়ে ঊর্দ্ধশ্বাসে
অই শৃগালের দল! আ নির্ব্বোধ পশু,
কোথা পলাইবি তোরা? ব্রহ্মাণ্ড মাঝারে
আছে কিরে হেন স্থান, কভু নাহি যথা
সঞ্চরে মরণ? তবে কেন এ কলঙ্ক!
সমর মাঝারে যবে ফেলিয়া বামারে
পলাইল একে একে যত যোধ গণ
কহিল্য তখন সতী—"নর নারী মাঝে
পুরুষি প্রধান! যাও সুখে, যাও সবে
পুরুষ রতন গণ! নীচা আমি,—নীচা
পারি না লইতে কভু প্রধানের ধন!
চলিল অধমা এবে ইহলোক ত্যজি,
অন্তরীক্ষে থাকি নীচা দেখিবে নয়নে
যবনের পদ রজ, লুণ্ঠিত মস্তকে,
লইবে কেমন সুখে আর্য্যসুতগণ!—
আয় তরবারি আয় প্রিয় সহচরি,
প্রেম ভরে আয় তোরে করি আলিঙ্গন;
অই দেখ জয়োন্মত্ত অস্পৃশ্য যবন
মোরে ধরিবার আশে আসিছে সত্বর;—
আসুক উহারা সবে, দেখুক নয়নে,
সতীত্ব কি ধন সতী ভারতে কেমন,
না দেয় স্পর্শিতে পরে অঙ্গ আপনার!—
তুই তরবারি মম প্রিয় সহচরী,

চরম সময়ে তুই সহায় আমার ;
অভয়া অভয় পদ করিয়া স্মরণ
প্রেমভরে আয় তোরে করি আলিঙ্গন।”
সকলি হইল শেষ! ধরা পনিভ্রিয়া
বেগেতে বহিল সতী হৃদয় শোণিত!
সস্নেহে পৃথিবী সতী বাহু পসারিয়া
ধরিলেন অঙ্কে সতী পবিত্র শরীর।
বিস্মিত নয়নে তুমি কি আর দেখিছ
আসফ?—নাহিক দুর্গা, জগত মাঝারে,
সতীধামে গিয়া সতী, দেব কন্যা সনে
অই দেখ নাচে আজি প্রফুল্ল বদনে।

নব উপন্যাস।

স্বপ্ন।

কিবা অপরূপ রূপে হেরিয়া স্বপনে।
দহিতেছে এহৃদয় যেন হুতাশনে॥

যামিনী প্রভাত হইল, চতুর্দ্দিকে বিহঙ্গম কুল নানাবিধ স্বরে ডাকিতে লাগিল। কাকগুলি কর্কশ শব্দে আসিয়া চালে চালে বসিতেছে। মধ্যে মধ্যে কোন কোন বিহঙ্গম সুমধুর তানে সঙ্গীত করিয়া জনগণের মনঃপ্রাণ হরণ করিতেছে। ক্ষীণালোকে ধবল সৌধাবলী উজ্জ্বল তেজে জ্বলিতে লাগিল, মৃদু মৃদু সমীরণ প্রবাহিত হইয়া কুসুম কলাপের সুসৌরভে দশদিক পরিপূর্ণ করিল। সূর্য্যদেব লোহিত বর্ণ ধারণ করিয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হইলেন; তদ্দর্শনে পৃথিবীর জীবগণ যেন আনন্দে কোলাহল করিয়া উঠিল; ক্রমশ প্রভাকরের উজ্জ্বল প্রভা অল্প অল্প প্রকাশিত হইল। তখন দ্বিতল প্রাসাদোপরি কোন যুবা স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে ছিলেন। যুবার দেহ সৌন্দর্য্যে সমস্ত গৃহ আলোকিত হইয়াছে। এমন সময়ে যুবার শিরঃ পার্শ্বে তাঁহার প্রিয় বয়সা পূর্ণচন্দ্র আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন। পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন যুব গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত, তখন পূর্ণচন্দ্র মৃদু মৃদু স্বরে যুবাকে ডাকিতে লাগিলেন, কিন্তু কোন উত্তর পাইলেন না, যুবার কোন উত্তর না পাইয়া তিনি

ইতস্ততঃ পদসঞ্চালন করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। সহসা নিম্নস্থ পুষ্পোদ্যানের প্রতি দৃষ্টিপাত হইল।

পূর্ণচন্দ্র দেখিলেন উদ্যানে নানাবিধ কুসুম শ্রেণী প্রস্ফুটিত হইয়াছে, কোন কোনটী অর্দ্ধবিকশিত, কোন কোনটী হেলিয়া আছে, কোন কোনটী মৃদুল সমীরণ ভরে দুলিতেছে, কোনটীতে অলিকুল গুন্ গুন্ রবে আসিয়া বসিতেছে—একবার বসিতেছে আবার উড়িতেছে, বৃক্ষ পত্র হইতে দুই একটী শিশির বিন্দু টুপ টাপ করিয়া ভূতলে পতিত হইতেছে। উদ্যানে অসংখ্য প্রসূন রাশি বিকশিত হওয়াতে বোধ হয় যেন, পুষ্পোদ্যান প্রেমভরে হাস্য করিতেছে। শিশির সিক্ত পুষ্প দলোপরে সূর্য্য রশ্মি পতিত হওয়াতে কুসুমচয় অনির্ব্বচনীয় শোভা ধারণ করিয়াছে।

পূর্ণচন্দ্র এইরূপ অলৌকিক শোভা সন্দর্শন করিয়া পুনরায় নিদ্রিত যুবার নিকট উপনীত হইলেন, এবং যুবাকে পুনর্ব্বার ডাকিতে লাগিলেন, জগৎ, জগৎ, কোন উত্তর নাই, পুনরায় ডাকিলেন, কোন উত্তর নাই। পূর্ণচন্দ্র ক্ষণকাল নীরবে দণ্ডায়মান থাকিয়া পুনর্ব্বার ডাকিলেন; সহসা নিদ্রাভঙ্গ হওয়াতে যুবা চকিতের ন্যায় চক্ষু উন্মীলন করিয়া চতুর্দ্দিকে দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন, এবং ক্ষণকাল পরেই পুনরায় চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। কিন্তু অধিক কালও থাকিলেন না, শশব্যস্তে শয্যা পার্শ্বে উঠিয়া বসিলেন এবং ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিয়া বলিতে লাগিলেন, কোথায়, আহা কোথায়? পূর্ণচন্দ্র উত্তর করিলেন, আমি এখানে। জগৎমোহন অতিশয় আগ্রহ সহকারে পূর্ণচন্দ্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তেই সেই প্রফুল্ল দৃষ্টি একেবারে মলিন হইয়া গেল, জগৎমোহন মুখ অবনত করিলেন। নাসিকা হইতে ঘন ঘন প্রশ্বাস বায়ু বহিতে লাগিল, যুগল নেত্রে বারি সঞ্চার হইল, এবং মধ্যে মধ্যে বলিতে লাগিলেন, আহা কি দেখিলাম, আর দেখিব না, আহা কোথায় গেল!

জগৎ স্বপ্ন দেখিয়াছে জানিতে পারিয়া পূর্ণচন্দ্র জগতের নিকট গিয়া বসিলেন, এবং জিজ্ঞাসিলেন জগৎ কি দেখিলে?

জ। সে অপূর্ব্ব রূপ!

পূর্ণ। তাহা কোথায়?

জ। বক্ষস্থলে অঙ্গুলি দিয়া (অন্তরে)।

পূর্ণ চন্দ্র নিশ্চয় বুঝিলেন জগৎ কোন অপূর্ব্ব মোহিনী মূর্ত্তির স্বপ্ন দর্শন করিয়া এরূপ অধৈর্য্য হইয়াছে, একারণ তিনি জগৎকে অন্যমনস্ক করিবার জন্য নানাবিধ গল্প উত্থাপন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোন ফল দর্শিল না; তখন পূর্ণ চন্দ্র জগতের হস্ত ধারণ করিয়া পুষ্পোদ্যানে লইয়া গেলেন। জগতের মন নিতান্ত ব্যাকুল, সুতরাং পূর্ণচন্দ্র যাহা বলিলেন, যাহা দেখাইলেন, কিছুতেই তাঁহার মন সুস্থির হইল না।

ক্ষণপরে জগৎমোহন বলিতে লাগিলেন বান্ধব, আহা! কি দেখিলাম, নিদ্রায় অচেতন ছিলাম কোন্ ব্যক্তি স্তরে স্তরে কুসুম রাশি আমার শয্যোপরি সাজাইয়াছিল, আহা! আর দেখিলাম, সৌদামিনী ভূতলে পতিত হইয়াছিল, কোন্ ব্যক্তি আমার শয্যা পার্শ্বে তাহা তুলিয়া রাখিল। আহা! আর দেখিব না, বিশুদ্ধ সুবর্ণরাশি কে আমাকে আনিয়া দিল, আহা! আমি এ জন্মের মত তাহা হারাইলাম, বোধ হয় সমস্ত জগৎ খুঁজিলেও তাহা মিলিবে না। তাহা এজন্মে আর পাইব না, বান্ধব! এ প্রাণ যায় তাহাতেও খেদ নাই, কিন্তু সেই অপূর্ব্ব রূপরাশি কোথায় দেখিতে পাইব? কোন্ ব্যক্তি তাহা আমাকে দেখাইয়াছিল; যদি দেখাইল, তবে কেনই বা তাহা হরণ করিল? বান্ধব! আমাকে বলিয়া দাও কোন্ গভীর সমুদ্রে সেই অমূল্য রত্ন পাওয়া যাইতে পারে, আমি তাহার অন্বেষণ করিব; সেই অমূল্য রত্নের অনুসন্ধানে এ পাপ প্রাণ বিসর্জ্জন করিব। বান্ধব! আমি নিশ্চয় বলিতেছি, যদি সেই রূপমাধুরী আর ক্ষণকালের জন্যেও অদৃশ্য থাকে, তবে অদ্যাবধি এ জগতে জগতের নাম বিলুপ্ত হইবে।

(ক্রমশঃ)

পত্র লেখা।

আজি কালি অনেক স্ত্রীলোক লেখা পড়া শিখিতেছেন। লেখা পড়া করিয়া যে অনেক প্রকার লাভ হয়, তাহাও তাঁহারা বুঝিতেছেন। আমরা দেখিয়া সন্তুষ্ট হইতেছি যে অনেক স্ত্রীলোক স্বহস্তে ঘর খরচ ও চাকর

দাসী প্রভৃতির মাহিনার হিসাব রাখিতে পারেন, কেহ কেহ বিষয় সম্পত্তিও বিচক্ষণতার সহিত রক্ষা করিতেছেন। অনেক স্ত্রীলোক সাহিত্য বিষয়ক বিবিধ পুস্তক পাঠ করিয়া অপূর্ব্ব আনন্দ সম্ভোগ করিতেছেন এবং নিজে যাহা জানেন অন্যকে তাহা শিক্ষা দিয়া দ্বিগুণ সুখ আস্বাদন করিতেছেন। লেখা পড়া শিখিয়া যে সকল উপকার হইতেছে তন্মধ্যে দূরস্থ আত্মীয় বন্ধুগণের সহিত পত্রালাপ করিয়া যে সুখ পাওয়া যায়, তাহা একটী প্রধান বলিয়া জানিতে হইবে। পূর্ব্বে স্ত্রীলোকের একখানি চিটী লিখিয়া পিতা, ভ্রাতা, ভগিনী, স্বামী, পুত্র প্রভৃতির নিকট আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারিতেন না অথবা কাহার নিকট হইতে একখানি চিটী আসিলে তাহা নিজে পড়িতে পারিতেন না অন্য কাহার নিকট পড়াইয়া শুনিবার জন্য অস্থির হইয়া বেড়াইতেন। ঈশ্বরেচ্ছায় এখন নারীগণের আর সেরূপ অন্ধতা নাই যে পরের চক্ষু না হইলে তাঁহাদের চলে না, এখন তাঁহারা নিজের হাতে নিজের চক্ষে এ সকল কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন। স্ত্রীলোকেরা পত্র লিখিতেছেন বটে, কিন্তু সকলে রীতিমত তাহা লিখিতে পারেন না দেখিয়া আমাদিগকে দুঃখিত হইতে হয়। কাহারে পত্রে কিরূপ পাঠ লিখিতে হইবে এবং কিরূপ শিরোনাম দিতে হইবে, অনেকের তাহা জানা না থাকাতে বিষম বিপদ উপস্থিত হয় এবং অনেকে তাহা না জানিয়া যেরূপ করিয়া লেখেন তাহাতে হাস্যাস্পদ হয়েন। উচ্চ, সমান ও নীচ সম্পর্ক অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার পাঠ লেখা নিতান্ত আবশ্যক, নতুবা যাহাকে লেখা যায়, তাহা মনে কষ্ট না হউক সন্তোষ হয় না। আরও টাকা কর্জ লইলে অথবা দিলে জমীর পাট্টা লইতে বা দিতে হইলে কিরূপ পাঠাদি চাই তাহাও জানা সময় বিশেষে অত্যন্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে। যাঁহাদিগের লেখা পড়াওয়ালা আপনার লোক আছে, তাঁহাদিগের চলিতে পারে বটে, কিন্তু যাঁহাদিগের নাই, তাঁহাদিগের এজন্য অনেক ক্ষতি হইয়া পড়ে। টাকা কড়ী সম্বন্ধে অন্যে ফাঁকী দিতে ও প্রতারণা করিতে সুযোগ পায়। আত্মীয়তা করিতে আসিয়া একটী লেখার গোলযোগে সর্ব্বনাশ করিতে পারে, এই জন্য রীতিমত আবশ্যক বলিয়া পত্র লিখিবার

জানাও স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে শ্রেয়স্কর। পত্রাদি লিখিবার প্রণালী শিক্ষা দিবার জন্য দুই একখানি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে, নারীগণকে তাহা পাঠ করিতে আমরা অনুরোধ করি।

আমরা সাধারণ পাঠিকাগণের অবগতির জন্য বামাবোধিনীতেও আবশ্যক পত্রাদি লিখিবার কয়েকখানি আদর্শ প্রকাশ করিব, তাঁহারা মনোযোগ পূর্ব্বক তাহা পাঠ করিলে অনেক উপকার লাভ করিবেন।

হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি।*

ঋগ্‌বেদের সময় হইতেই হিন্দু জাতির মধ্যে বিবাহ প্রণালী দেখা যায়; ঋগ্‌বেদের পূর্ব্বের কোন বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সুতরাং তৎপূর্ব্বে বিবাহ প্রথা কিরূপ ছিল, অবগত হইবার উপায় নাই। ঋগ্‌বেদে বর ও কন্যার আচরণ বিষয়ে কিঞ্চিৎ উপদেশও প্রদত্ত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন তৎকালের বিবাহ প্রথার বিস্তারিত বিবরণ প্রাপ্ত হইবার উপায় নাই। হিন্দু জাতির বিবাহ, আচার ও ব্যবহার উভয়াত্মক সংস্কার; ইহা ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের দশবিধ সংস্কারের শেষ সংস্কার, ও শূদ্রের এই একমাত্র বৈদিক সংস্কার। হিন্দু জাতির মধ্যে বিবাহ অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। অবিবাহিত ব্যক্তির অনেক প্রকার ধর্ম্ম ক্রিয়ার অধিকার নাই। মনুসংহিতার ষষ্ঠ অধ্যায়ে লিখিত আছে:—

ঋষি ঋণ, দেব ঋণ ও পিতৃ ঋণ পরিশোধ করিয়া মোক্ষ লাভে মনোনিবেশ করিবে। যে ঐ তিন ঋণ পরিশোধ না করিয়া মোক্ষ চেষ্টা করে, তাহার অধোগতি হয়। বিধিবৎ বেদাধ্যয়ন ও ধর্ম্মতঃ পুত্রোৎপাদন করিয়া মোক্ষ সাধনে মনোনিবেশ করিবে। ইত্যাদি।

মনুসংহিতার তৃতীয়াধ্যায়ে বিবাহের আট প্রকার লক্ষণ কথিত হইয়াছে। ১ ব্রাহ্ম, ২ দৈব, ৩ আর্ষ, ৪ প্রাজাপত্য, ৫ আসুর, ৬ গান্ধর্ব্ব, ৭ রাক্ষস, ৮ পৈশাচ। প্রথম চারি প্রকার বিবাহ ব্রাহ্মণের, গান্ধর্ব্ব ও

---

* এই প্রবন্ধটী উইলসন্‌স্ ক্রিটিক, [illegible], [illegible] [illegible] [illegible], জ্ঞানাঙ্কুর ও শুভকরী পত্রিকা হইতে সঙ্কলিত হইল।

রাক্ষস বিবাহ ক্ষত্রিয়ের, আসুর বিবাহ বৈশ্য ও শূদ্রের বিধেয়। পৈশাচ বিবাহ কাহারও কর্ত্তব্য নহে। মনুতেও পৈশাচ বিবাহ অধম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। কিন্তু নিকৃষ্ট বর্ণেরা ইচ্ছানুসারে উৎকৃষ্ট প্রণালীতে বিবাহ করিতে পারে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়েরা নিকৃষ্ট প্রণালীর বিবাহ করিবে না।

বেদ ও উপনিষদাদি গ্রন্থের পরেই মনুর সময়। বোধ হয় মনু লিখিত ৮ প্রকার বিবাহের মধ্যে অনেক প্রকার বিবাহ বৈদিক সময়ে প্রচলিত ছিল।

পুরাণাদি পাঠে বোধ হয়, তৎকালে ক্ষত্রিয় জাতির মধ্যে রাক্ষস ও গান্ধর্ব্ব বিবাহের বিলক্ষণ প্রাদুর্ভাব ছিল। মহাভারতের আদি পর্ব্বে লিখিত আছে, ভীষ্ম কাশীরাজ তনয়াদিগকে হরণ করিয়াছিলেন। এতদ্ব্যতীত সুভদ্রাহরণ, রুক্মিণী হরণ প্রভৃতি প্রস্তাবেও রাক্ষস বিবাহের প্রমাণ পাওয়া যায়। এইরূপে পুরাণে গান্ধর্ব্ব বিবাহেরও প্রমাণ আছে। শর্ম্মিষ্ঠার সহিত যযাতির ও শকুন্তলার সহিত দুষ্মন্তের বিবাহ গান্ধর্ব্ব প্রণালীতে সম্পন্ন হইয়াছিল।

এই গান্ধর্ব্ব প্রণালী ব্যতীত স্বয়ংবরের প্রথাও বিলক্ষণ প্রচলিত ছিল। স্বয়ংবর দুই প্রকারে সম্পন্ন হইত,—১ম বহুতর বিবাহার্থী উপস্থিত হইলে কন্যা তন্মধ্যে এক জনকে মনোনীত করিয়া লইতেন। ২য়, একটী বিশেষ বিষয়ে পণ থাকিত, যে বিবাহার্থী ঐ বিষয়ে পাণ্ডিত্য দেখাইতে পারিতেন, তিনিই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিতেন। ইন্দুমতীর সহিত অজের এবং দময়ন্তীর সহিত নল রাজার বিবাহ প্রথম বিষয়ের উদাহরণ, ধনুর্ভঙ্গ করিয়া রামচন্দ্রের সীতা লাভ ও লক্ষ্য ভেদ করিয়া অর্জ্জুনের দ্রৌপদী প্রাপ্তি শেষোক্ত বিষয়ের প্রমাণ।

গান্ধর্ব্ব বিবাহ ও স্বয়ংবরের প্রথা পর্য্যালোচনা করিলে বোধ হয়, কি প্রথম সময়ে, কি শেষ সময়ে, কোন কালেই উন্নত হিন্দুদিগের মধ্যে, বিবাহ বিষয়ে একপ্রকার ন্যায় বর কন্যার নিতান্ত স্বাধীনতার অভাব ছিল না। কোন কোন স্মৃতিতে বাল্য বিবাহের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু এ ব্যবস্থা যে সাধারণ্যে প্রচলিত ছিল না, তাহা বলা

বাহুল্য। ইন্দুমতী, দময়ন্তী, সুভদ্রা, রুক্মিণী প্রভৃতি হিন্দু রমণীগণ যেমন নানা বিষয়ে গুণবতী ছিলেন, সেইরূপ এক্ষণকার নিতান্ত পরাধীনা হিন্দু নারী অপেক্ষা তাঁহাদের অনেক স্বাধীনতাও ছিল। তাঁহারা সকলেই স্ব স্ব ইচ্ছানুসারে পতি মনোনীত করিয়াছেন। এক্ষণকার কুল বা ধন লুব্ধ পিতা ও আত্মীয়দিগের ন্যায় তাঁহাদিগের অভিভাবকেরা তাঁহাদিগকে ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাত্রস্থা করিতে পারেন নাই। মনু সংহিতায় বাল্য বিবাহের আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এই সংহিতারই স্থানান্তরে লিখিত আছে, ঋতুমতী হইয়াও কন্যা তিন বর্ষ কাল অপেক্ষা করিবে। যাহাহউক অন্যান্য স্মৃতিকারেরা এ ব্যবস্থা মান্য করেন নাই। কেহ কেহ বাল্য বিবাহের স্পষ্ট বিধান করিয়া গিয়াছেন। পুরাণাদি পাঠ দ্বারা স্পষ্ট বলা যাইতে পারে যে, এ ব্যবস্থা পুস্তকগত ছিল। কেন না স্বয়ংবর বা গান্ধর্ব্ব বিবাহে পতি মনোনীত করিয়া লওয়া কখনও অষ্টম বর্ষীয় বালিকার সাধ্য নহে। প্রাচীন চিকিৎসা শাস্ত্রেও বাল্যবিবাহের এক প্রকার নিষেধ দেখা যায়।

> ঊন ষোড়শ বর্ষায়ামপ্রাপ্তঃ পঞ্চবিংশতিং
> যদ্যাধত্তে পুমান্ গর্ভং কুক্ষিস্থঃ স বিপদ্যতে।
> জাতো বা নচিরং জীবেৎ জীবেদ্বা দুর্ব্বলেন্দ্রিয়ঃ॥

যে পুরুষ পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়ঃক্রম প্রাপ্ত হয় নাই, তৎকর্ত্তৃক যদি ষোল বর্ষের ন্যূন বয়স্কা স্ত্রীর গর্ভ সঞ্চার হয়, তবে সেই গর্ভস্থ সন্তান গর্ভে মরিবে, অথবা যদি জীবিত ভূমিষ্ঠ হয়, তাহা হইলেও বহুদিন জীবিত থাকিলেও দুর্ব্বলেন্দ্রিয় হইবে।

যিনি যথার্থ অনুসন্ধিৎসু হইয়া পুরাণাদি গ্রন্থগুলি পাঠ করিবেন, তিনি অবশ্যই বলিবেন, উন্নত হিন্দুদিগের মধ্যে কখনও বাল্যবিবাহ ছিল না; এই প্রথা হিন্দু সন্তানগণের অবনতির সময় তাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া ক্রমে ক্রমে স্বাধিকার বিস্তার করিয়াছে, এখন পর্য্যন্তও বাল্য বিবাহ প্রথা বাঙ্গালীদিগকে যতদূর আক্রমণ করিয়া বশীভূত করিয়াছে, অপেক্ষাকৃত বলবীর্য্যসম্পন্ন উত্তর পশ্চিম প্রদেশবাসীদিগকে ততদূর আক্রমণ করিতে পারে নাই। এখনও গুজরাট দেশীয় রাজপুত প্রভৃতি

জাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত হয় নাই। তাহাদের মধ্যে কন্যার অন্ততঃ ষোড়শ বর্ষ না হইলে বিবাহ দিবার রীতি নাই। লাহোর দিল্লি প্রভৃতি স্থানে যদিও কন্যার বয়ঃক্রমগত কোন নিয়ম নাই, কিন্তু ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণের মধ্যে বাল্যবিবাহ নাই, বলিতেই হয়। বলিতে লজ্জা ও দুঃখ হয়, যে এ বিষয়ে ভারতবর্ষীয় অন্যান্য হিন্দু সন্তানের অগ্রে আমরাই অধিক অধঃপাতে গিয়াছি।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে সময়ের পুরাবৃত্ত অনুসন্ধান কর, তাহাতেই দেখিতে পাইবে, হিন্দুগণ একাধিক দার পরিগ্রহে বিমুখ ছিলেন না, পুরাণাদি পাঠে দেখা যায়, অনেক রাজা বহুপত্নী পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু সংহিতাকারেরা বিশেষ কারণ ব্যতীত একাধিক ভার্যা গ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন।

মনু সংহিতার ৯ ম অধ্যায়ে লিখিত আছে, স্ত্রী মদ্যপায়িনী, দুশ্চরিত্রা, প্রতিকূলা, ব্যাধিযুক্তা, হিংস্রা ও অর্থনাশিনী হইলে, তাহার পতি অবশ্য ভার্যান্তর গ্রহণ করিবে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আট, মৃত বৎসা হইলে দশ, কন্যা মাত্র প্রসব করিলে এগার বৎসর অপেক্ষা করিয়া ভার্যান্তর গ্রহণ করিবে, কিন্তু স্ত্রী অপ্রিয়বাদিনী হইলে সদ্য অন্য স্ত্রী গ্রহণ করিবে। স্ত্রী রোগিণী হইয়াও যদি সুশীলা হয়, ও পতি হিতে রত থাকে, তাহা হইলে স্বামী তাহার অনুমতি লইয়া অন্য বিবাহ করিবে, কদাচ তাহাকে অবজ্ঞা করিবে না।

হিন্দুগণ এই ব্যবস্থা কতদূর মানিয়া চলিতেন, বলা যায় না। আমাদিগের প্রাচীন রাজগণ অনেক সময়ে কন্যা পাইলেই বিবাহ করিতেন। বোধ হয় না যে, তাঁহারা শাস্ত্রের এই সকল ব্যবস্থা সকল সময়ে মান্য করিয়া চলিয়া গিয়াছেন। পরন্তু একাধিক পত্নীর পাণিগ্রহণ হিন্দু জাতি মধ্যে দোষাবহ না হউক, এক্ষণকার রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের ন্যায় তৎকালীন হিন্দুগণ বিবাহিতা পত্নীর অনাদর করিতেন না, এবং এক্ষণে যেমন কুলীন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে অনেক ব্যক্তির বিবাহই উপজীবিকা, এরূপ বিবাহোপজীবী লোক হিন্দু জাতির মধ্যে ছিল না। বিবাহিত পত্নীর ভরণপোষণ, ধর্মনীতি মাত্রে, [illegible] পতির প্রধান কর্তব্য

বলিয়া পরিগণিত ছিল। মনুসংহিতার এক স্থলে লিখিত আছে, স্ত্রীলোক বাল্য কালে পিতার বশে, যৌবনে স্বামীর বশে, এবং স্বামীর মৃত্যুর পরে পুত্রের বশে থাকিবে; কখনও স্বতন্ত্রা হইয়া থাকিবে না। অন্য স্থলে আছে, বৃদ্ধ পিতা মাতা, সাধ্বী স্ত্রী, এবং শিশুদিগকে যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবে। যে পরিবারে স্বামী ভার্য্যার প্রতি, ভার্য্যা স্বামীর প্রতি সন্তুষ্ট, সেই পরিবারে নিরন্তর সুখ বৃদ্ধি হয়। সন্তানোৎপত্তির নিমিত্ত স্ত্রী সকলেরই কল্যাণ পাত্রী, তাহারা গৃহের দীপ্তি স্বরূপ, স্ত্রী ও শ্রীতে (লক্ষ্মীতে) কিছুমাত্র বিশেষ নাই। শাস্ত্রের এই সকল বচন দৃষ্টে বোধ হয়, তৎকালে বহুবিবাহ প্রথা থাকিলেও এক্ষণকার বহুপত্নীক কুলীনদিগের পত্নীগণ অপেক্ষা তৎকালের বহুবিবাহ সম্পন্ন ব্যক্তিদিগের পত্নীগণ অপেক্ষাকৃত অনেক পরিমাণে সুখী ছিলেন। ফলতঃ ভারতবর্ষের অন্যান্য স্থলে এবং আশিয়া খণ্ডের অন্যান্য দেশে বহুবিবাহ প্রথা আছে, কিন্তু কোন দেশেই বিবাহ একটা ব্যবসায় নাই; সকল দেশেই বিবাহিতা পত্নীর ভরণ পোষণ পরম কর্ত্তব্য বলিয়া পরিগণিত, প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যেও এরূপ বহুবিবাহ প্রচলিত ছিল।

বহুবিবাহের ন্যায় বিধবা বিবাহও হিন্দু জাতি মধ্যে প্রচলিত ছিল। মনুসংহিতার নবম অধ্যায়ে লিখিত আছে, "যে নারী পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা অথবা বিধবা হইয়া অন্য পুরুষের ভার্য্যা হইয়া সন্তানোৎপাদন করে, তাহার সন্তানের নাম পৌনর্ভব।" পরাশর বলেন "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব বলিয়া স্থির হইলে, অথবা সংসার ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলে, কিম্বা পতিত হইলে স্ত্রী অন্য পতি আশ্রয় করিবে।" নারদ সংহিতারও এই মত। অধিকন্তু অনুদ্দেশ হইলে কোন্ অবস্থায় অর্থাৎ সন্তান প্রসব করিয়া থাকিলে, কত বৎসর ও সন্তান প্রসব না করিয়া থাকিলে কত বৎসর অপেক্ষা করিয়া বিবাহ করিবে, নারদ সংহিতায় তাহার বিধান পর্য্যন্ত ও দেখা যায়।

মনু বিবাহিতা বিধবার গর্ভজাত সন্তানকে পৌনর্ভব বলিয়াছেন। কিন্তু কালে ঐ সকল সন্তান ঔরস বলিয়া গণ্য হইত। মহাভারতে ভীষ্ম পর্ব্বে লিখিত আছে, নাগরাজার কন্যাতে অর্জ্জুনের ইরাবান নামে শ্রীমান বীর্য্য-

বান পুত্র জন্মে। সুপর্ণ কর্তৃক ঐ কন্যার পতি হত হইলে "নাগরাজ মহাত্মা ঐরাবত সেই দুঃখিতা বিধবা পুত্রহীনা কন্যা অর্জ্জুনকে দান করিলে, অর্জ্জুন সেই বিবাহার্থিনী কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন।" ঐ গ্রন্থের স্থানান্তরে লিখিত আছে, "অর্জ্জুন ঐ ঔরস পুত্রকে হত জানিতে না পারিয়া ভীষ্ম রক্ষক পরাক্রান্ত রাজাদিগকে প্রহার করিতে লাগিলেন।"

দময়ন্তীর পুনঃ স্বয়ম্বরের প্রস্তাব অনেকেই অবগত আছেন। যদিও নল রাজাকে পুনঃ প্রাপ্ত হওয়াই দময়ন্তীর এই উদ্যোগের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল, কিন্তু তৎকালে এই রূপ বিবাহের প্রথা না থাকিলে, কখন রাজ পরিবারে এরূপ উদ্যোগ হইত না, এবং সমাজ মধ্যে বিধবা বিবাহ পবিত্র বলিয়া বোধ না থাকিলে কখনও তদ্‌গর্ভজাত সন্তান ঔরস বলিয়া সমাদৃত হইত না।

হিন্দুদিগের মধ্যে বিজ্ঞানের উন্নতি হইলেই বক্ষ্যমাণ ব্যবস্থা সকল বিধিবদ্ধ হইয়াছিল। রক্ত সম্বন্ধ বর্জ্জন পূর্ব্বক বিবাহ করা যে নিতান্ত আবশ্যক, বর্ত্তমান সময়ে শারীর তত্ত্বজ্ঞ মাত্রেই এই ব্যবস্থা দিয়া থাকেন, কিন্তু এখন পর্য্যন্ত হিন্দু ব্যতীত পৃথিবীর প্রায় কোন জাতিতে বিবাহের এই সুপ্রণালী কার্য্যতঃ বদ্ধমূল দেখা যায় না।

(ক্রমশঃ)

বানরের আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত।

মনুষ্যের সহিত বানরের আকৃতির যত সাদৃশ্য আছে, এত আর কোন জন্তুরই নাই। এই জন্য বানর নরের অন্য নাম বলিয়া উক্ত হয়। মহাকবি বাল্মীকি রাম রাবণের মহা যুদ্ধে রামের অনুচর দাক্ষিণাত্যবাসী লোকদিগকে বানর বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন। এক্ষণকার প্রসিদ্ধ প্রাণিবিদ্যাবিদ্‌ ডারউইন প্রভৃতি সাহেবগণ বানর হইতে নরকুলের উৎপত্তি সপ্রমাণ করিতেও ত্রুটি করেন নাই। কবির কল্পনা ও পণ্ডিতদিগের যুক্তি যুক্তির সিদ্ধান্ত সত্য বলিয়া গ্রাহ্য হউক না হউক, বানরদিগের ন্যায্য প্রাধান্য আমাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে। বানরদিগের শরীরের গঠন কেবল মনুষ্যদিগের তুল্যাকৃতি নয়, তাহাদিগের কতকগুলি মানসিক বৃত্তিও

মানুষের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। বানরেরা অত্যন্ত অনুকরণ প্রিয়। অন্য কতকগুলি ইতর জন্তুকে শিক্ষা দিলে মানুষের কাজ শিখিতে পারে বটে, কিন্তু বানর নিজের মেধাবলে যা দেখে তাই শিখে, অনেক সময় জটিল বুদ্ধি কৌশল সকলও শিক্ষা করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পরিহাস ও দুষ্ট বুদ্ধিতে ইহারা এরূপ পটু, যে তাহার বিবরণ সকল পাঠ করিলে যার পর নাই আশ্চর্য্য হইতে হয়।

কিছু দিন হইল এ দেশে একটী বেদিয়া একটী বানর ও ছাগল নাচ দেখাইয়া কিছু কিছু অর্থ উপার্জ্জন করিত। এক দিন বেদিয়া একটী নির্জ্জন স্থানে এক ভাঁড় দধি কিনিয়া বানর ও ছাগলটীকে রাখিয়া স্নান করিতে গেল। সে স্নান করিয়া আসিয়া দেখিল তাহার ভাঁড়ে দধি নাই এবং ছাগলটীর মুখ ও দাড়ীতে দধি মাখা রহিয়াছে। ছাগল ভাণ্ড হইতে দধি খাইয়াছে দেখিয়া বেদিয়া আশ্চর্য্য হইল, কিন্তু পরে অনুসন্ধান দ্বারা জানিল বানর নিজে দধি ভক্ষণ করিয়া ছাগলকে দোষী করিবার জন্য তাহার মুখ ও দাড়ীতে দধি মাখাইয়া দিয়াছে। এরূপ কার্য্য করা সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম নয়।

স্পেনের একজন নাপিতের কিছু টাকা ছিল। সে তদ্দ্বারা লাভ করিবার বাসনায় কতকগুলি লাল টুপি ক্রয় করে এবং আফ্রিকা ও তুরুস্কে ইহা অধিক মূল্যে বিক্রয় হয় জানিয়া কিউটাতে তাহা বিক্রয় করিতে যায়। মধ্যাহ্ন সময়ে রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া ঐ ব্যক্তি টুপির পুঁটুলী এক বৃক্ষতলে রাখিয়া গভীর নিদ্রা যায়। নিদ্রাভঙ্গ হইয়া উঠিয়া দেখে, একটীও টুপি নাই। পরে বৃক্ষের দিকে চাহিয়া দেখিল, এক দল বানর লাল টুপি মাথায় দিয়া বসিয়া আছে। নাপিতের মাথায় একটী টুপি ছিল, তাহারই দেখাদেখি একটী বানর একটী টুপি লইয়া মাথায় দেয় এবং পরে সকলে তাহার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করে। বানরদিগের হস্ত হইতে টুপি উদ্ধার করা অসাধ্য ব্যাপার দেখিয়া নাপিত মাথায় হাত দিয়া কাঁদিতে লাগিল। পরে রাগে দুঃখে সে আপনার মাথার টুপি ছুড়িয়া ফেলিয়া দিল, ইহাতে সকল বানর তৎক্ষণাৎ আপনাপন মাথার টুপি খুলিয়া ভূমিতলে নিক্ষেপ করিল। তখন নাপিত অনির্ব্বচনীয় আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক টুপিগুলি কুড়াইয়া লইল।

মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থস্থানে অনেক বানর তীর্থ যাত্রীদিগের বস্ত্র হরণ করিয়া লইয়া যায় এবং ভোগ পাইলে আবার ফিরাইয়া দেয়। ইহাদিগের বিষয়ে আরো অনেক আশ্চর্য্য বিবরণ আমরা শ্রবণ করিয়া থাকি।

আরব দেশের বিবরণ।

ভারতবর্ষের পশ্চিমে আরব সাগর, তাহা পার হইয়া গেলেই আরব দেশে উপনীত হওয়া যায়। এই দেশ অত্যন্ত উষ্ণ, ইহার মধ্যে ভয়ানক বালুকারণ্য আছে, গ্রীষ্মকালে তাহা প্রচণ্ডরূপে উত্তপ্ত হইয়া সাক্ষাৎ মৃত্যুর আকার ধারণ করিয়া থাকে। এই অরণ্য মধ্যে সাইমুম নামে এক প্রকার বায়ু প্রবাহ বহে, তাহার সম্মুখে কোন ভ্রমণকারী পতিত হইলে বালুকারাশিতে মগ্ন ও উত্তাপে দগ্ধ হইয়া মরিয়া যায়। এ দেশে নদী নাই বলিলেই হয়, যে দুই একটী আছে তাহা গ্রীষ্মকালে শুকাইয়া যায়। ইহার মধ্যে বৃক্ষপূর্ণ বৃহৎ অরণ্যও নাই। এ দেশকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হয়, পর্ব্বতময়, বালুকারণ্যময় এবং সুখময় আরব দেশ। পশ্চিম দিক্ পর্ব্বতময়, উত্তর ও মধ্যভাগ বালুকারণ্য এবং দক্ষিণাংশ উর্ব্বর ও সুখময় স্থান। আরব দেশে খাজুর, বাওলা প্রভৃতি বৃক্ষই অধিক জন্মে। এখানে কাফী নামক এক প্রকার বৃক্ষ জন্মে, তাহার ফল ভাজিয়া জলের সহিত খাইলে নিদ্রা নিবারণ হয়। এখানে অনেক সুগন্ধি বৃক্ষ জন্মে, সময় সময় তাহার গন্ধে আরব সমুদ্রকে আমোদিত করে এবং তাহার গুণে পীড়া আরোগ্য হয়। আরবদিগের প্রধান পালিত জন্তু ঘোড়া এবং উট। আরব ঘোড়া সৌন্দর্য্য ও তেজের জন্য বিখ্যাত। ঘোড়াকে আরবেরা সন্তানের ন্যায় প্রতিপালন করে এবং সন্তানদিগের সহিত একত্র শিক্ষিত করে। আরবেরা তাহাদের ঘোড়াদের কুলজী যত্নের সহিত রক্ষা করে এবং সহজে তাহাদের কুলভঙ্গ হইতে দেয় না। আরবদের প্রধান উপকারী জন্তু উট। তাহারা ইহার দুগ্ধ পান করে, লোমে তাম্বু প্রস্তুত করে, মাংস ভক্ষণ করে, এবং বিষ্ঠা গোময়ের ন্যায় জ্বালাইয়া থাকে। আরব দেশের যে ভয়ঙ্কর বালুকা অরণ্যের কথা বলা হইয়াছে, তাহার মধ্যে উষ্ট্রের সহায়তায় আরবেরা অনায়াসে ভ্রমণ করিয়া

থাকে। উষ্ট্রেরা বৃহৎ ভার বহন করে, প্রভুদিগকে পৃষ্ঠে করিয়া লইয়া যায় এবং সাইমুম বহিলে আপনাদের শরীর পাতিয়া দিয়া তাহাদিগকে রক্ষা করে। ইহারা এক অত্যাশ্চর্য্য স্বাভাবিক সংস্কার দ্বারা ৩ পোয়া পথ দূর হইতে কোথায় জলাশয় আছে জানিতে পারে এবং আরোহীদিগের অজ্ঞাতে তথায় তাহাদিগকে লইয়া যায়। আরবে উট পক্ষী নামে এক জাতীয় পক্ষী আছে, অত্যন্ত বেগবান্ অশ্বও তাহাদিগের সহিত ছুটিতে পারে না, ইহার সবিশেষ বিবরণ বামাবোধিনীতে লেখা হইয়াছে।

আরবেরা অত্যন্ত বলবান্, সাহসী, এবং অতিথিসেবক। মুসলমান ধর্ম্মের সংস্থাপক মহম্মদ প্রায় ৬০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশের একটী নগর মক্কাতে জন্মগ্রহণ করেন, মদিনাতে তাঁহার কবর হয়। আরবেরা মহম্মদের ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া প্রায় ১০০ বৎসরের মধ্যে সিন্ধু হইতে আটলাণ্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী দেশ সকল জয় করে এবং তাহার সর্ব্বত্র আপনাদিগের ধর্ম্ম প্রচার করে।

আরব রমণীদিগের কিছু আশ্চর্য্য বৃত্তান্ত আছে, তাহার ছবি প্রস্তুত না হওয়াতে এবারে আমরা প্রকাশ করিতে পারিলাম না।

নূতন সংবাদ।

১। দক্ষিণ ভারতবর্ষে বরদা নামে একটী রাজ্য আছে। গুইকুমার মহারাজা মহ্লার রেও তাহার রাজা। এই মহারাজ কিছু কাল হইল লক্ষ্মী বাই নাম্নী একটী দরিদ্র রূপবতী স্ত্রীলোককে বিবাহ করিয়া রাজ্য মধ্যে এবং সমুদায় ভারবর্ষে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত করেন। ইনি ইংরাজদিগের একজন মিত্র রাজা বলিয়া পরিগণিত, ইহাঁর সম্মানার্থ ২১ টী তোপ নির্দ্দিষ্ট আছে। ইংরাজ গবর্ণমেণ্ট মিত্ররাজদিগের রাজ্যে আপনাদিগের প্রতিনিধি স্বরূপ এক এক জন 'রেসিডেণ্ট' নিযুক্ত রাখেন। গুইকুমারের রাজ্যে কর্ণেল ফেয়ার রেসিডেণ্ট ছিলেন এই সাহেব এক দিন সরবত পা করিতে করিতে তাহাতে বিষে সন্দেহ করেন এবং তাঁহার ডাক্ত সরবত পরীক্ষা করিয়া বিষ দেখিে পান। কর্ণেল ফেয়ার গুইকুমারা জব্দ করিবার জন্য বহুদিনাবধি চে করিতেছিলেন, গুইকুমারও অে

দুষ্ট সহচর লইয়া ও হীনভাবে জীবন ধারণ করিয়া লোকের নিকট নিন্দিত ছিলেন। গত বৎসর ইংরেজ গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে চরিত্র শোধন ও রাজ কার্য্যের সুব্যবস্থা করিবার উপদেশ দেন। এক্ষণে এই বিষ প্রয়োগে মহারাজা জড়িত বলিয়া সন্দেহ হওয়াতে লর্ড নর্থব্রুক তাঁহাকে আপাততঃ রাজ্যচ্যুত ও বন্দী করিয়াছেন। কর্ণেল পেলি নামক এক রেসিডেণ্ট দ্বারা বরদার শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইতেছে। মহলার রেওর অপরাধের বিচার মহা সমারোহে হইতেছে। ইহাতে তিনি দোষী সপ্রমাণ হইলে এককালে রাজচ্যুত হইবেন। নির্দ্দোষী হইলে কি হয় বলা যায় না।

২। আমরা শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, ভারত সংস্কার সভার স্ত্রী শিক্ষা বিভাগে হাইদ্রাবাদের নিজাম সালার জঙ্গ ৫০০ টাকা এবং হলকারের মহারাজ টুকাজি রাও ৫০০ টাকা দান করিয়াছেন।

৩। রাণাঘাট বালিকাবিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ কার্য্য অতি সমারোহে সম্পন্ন হইয়াছে। এই উপলক্ষে তত্রত্য ডেপুটী মাজিষ্ট্রেটের স্ত্রী ও কন্যা উপস্থিত ছিলেন। অধিক আহ্লাদের বিষয়, এই বিদ্যালয়টী ভারত সংস্কার সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের ছাত্রী শ্রীমতী কৃষ্ণকামিনী দেবী কর্ত্তৃক সংস্থাপিত এবং তাঁহা দ্বারা ইহার শিক্ষাকার্য্য নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। ইহার ছাত্রী সংখ্যা প্রায় ৪০ টী।

৪। জাপানের য়াকোহামা সন্নিহিত এক স্থানে ৮ হস্ত পরিমিত এক শিরোভুজ মৎস্য ধৃত হইয়াছে।

৫। ধাত্রী শিক্ষার জন্য মান্দ্রাজে যে চেষ্টা হইতেছিল, তাহার বড় সুফল দৃষ্ট হয় নাই। কলিকাতা মেডিকাল কলেজে ইহার জন্য পুনরায় চেষ্টা করা হইতেছে। ডাক্তার চার্লস হিন্দু কিম্বা মুসলমান স্ত্রীলোকদিগকে ছাত্রীরূপে গ্রহণ করিতে চান। তাঁহার মতে ইহাদিগের বয়স ২০ হইতে ৩০ বৎসর পর্য্যন্ত হইবে এবং নিজ নিজ মাতৃভাষায় পারদর্শিতা থাকিবে। এখন ছাত্রীরা পড়িতে পারে, এইরূপ বিদ্যা থাকিলেই যথেষ্ট বলিয়া মানা কর্ত্তব্য। এদেশীয়া নারীগণ এবিষয়ে উৎসাহ প্রদর্শন করিলে আমরা সুখী হই।

৬। অসভ্য নাগাদিগের দেশ জরিপ করিবার জন্য প্রায় ২০০ লোক সমভিব্যাহারে লেপ্টনেণ্ট হোলকোম্ব সাহেব গিয়াছিলেন, নাগারা তাঁহাকে ও

সমভিব্যাহারী ৭৯ জনকে হত এবং ৫১ জনকে আহত করিয়াছে। ইহাদের সঙ্গে গবর্ণমেণ্টের আবার যুদ্ধ বাঁধিবার সম্ভাবনা।

৭। সম্প্রতি গ্রেট ন্যাসনাল থিয়েটরের অভিনেত্রী শ্রীমতী গোলাপমণির (এক্ষণে সুকুমারীর) সহিত তথাকার গোষ্ঠবিহারী দত্ত নামক জনৈক অভিনেতার ১৮৭২ সালের ৩ আইন মতে শুভ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। পাঠিকাগণ ইহা শুনিয়া অবশ্য কৌতূহল লাভ করিবেন।

বামাগণের রচনা।

দুর্ভিক্ষ।

হে কৃষক!

এক দৃষ্টে ক্ষুণ্ণ মনে গভীর চিন্তায়।
বসিয়া মনের দুঃখে কি ভাবিছ হায়॥
ফেলিতেছ দীর্ঘ শ্বাস থাকিয়া থাকিয়া।
নয়ন আসারে মুখ যাইছে ভাসিয়া॥
কি দেখিছ এক মনে নিরাশ হৃদয়ে।
যেন মায়াবিনী আশা গিয়াছে ত্যজিয়ে॥
বন্ধুর বিরহ কিম্বা নির্দ্দয় শমন।
অকালে হরেছে কোন হৃদয়ের ধন॥
বলহে কৃষকবর ইহার কারণ।
কেবা তব দশা হায় করিল এমন॥
সরল হৃদয় তব সদা হৃষ্ট মন।
বহু ধন মান আশা করনা কখন॥
উপাদেয় রাজ ভোগে নাহিক বাসনা।
সম্রাটের সুখ তুমি করনা কামনা॥
তবে কেন হেথা বসি দুঃখিত আনন।
দেখিতেছ শস্য শিখা মৃদুল কম্পন॥

বুঝিয়াছি কিহে তব দুঃখের কারণ।
পুড়িয়াছে ধান্য ক্ষেত্র বঙ্গের জীবন॥
শ্যামল শস্যের শীর্ষ শোভিত সুন্দর।
প্রীতি ভরে সমীরণ করিত আদর॥
কৃষক দম্পতিগণ সহাস্য বদনে।
শস্য ক্ষেত্র নিরখিয়া আহ্লাদিত মনে॥
আগত সুখের কথা করিয়া স্মরণ।
তৃপ্তিকর শ্রম ফল করি আহরণ॥
ভাসিত বিমল সুখে, কতই আহ্লাদ।
গাইত সুন্দর গীত পুরাইত সাধ॥
বুভুক্ষু নির্ম্মম সেই দুর্ভিক্ষ রাক্ষস।
তাদের সুখের আশা করিয়া বিনাশ॥
পশিল বঙ্গের মাঝে ঘোর কক্ষম বেশে।
পীড়িত ভারতভূমি পীড়নের আশে॥
নাহি মনে নিশাচর উৎকলের কথা?
দিয়াছিলি নিরদয় ভয়ানক ব্যথা॥
নিবারি জঠর জ্বালা মনসাধ পুরি।
ছিলে ভাল এত দিন বঙ্গ পরিহরি॥
পুন কেন জ্বালাইতে আসিলে হেথায়॥
অনাথিনী বঙ্গ মাতা নাহিক সহায়।
পূর্ব্বের ভারতভূমি নাহিরে এখন।
কাল বশে সব হায় হয়েছে যবন॥
মরুভূমি শিলাভূমি ছিল যেই স্থান।
পূজ্যতম হইয়াছে ভারত কারণ॥
ভারতের স্বর্ণ খনি মাণিক্য প্রবাল।
সকলই অধিকার করিয়াছে কাল॥
নির্ধন সহায়হীনা ভারত জননী।
পালিত সন্তানগণে কোন রূপে ধনী॥

তাহাদের মূলাশ্রয় কেন হরিবারে।
আইলি আবার তুই বিকট আকারে॥
প্রবেশিলি আগে আসি দরিদ্র কুটিরে।
যাহাদের আশা মাত্র শ্রমের উপরে॥
শ্রম করি শেষে শুষ্ক শস্য গৃহে নিল।
তোমার ভীষণ কাল কবলে পড়িল॥
ক্রমে ক্রমে আচ্ছাদিলি এ বঙ্গ ভবন।
আতঙ্কেতে বঙ্গবাসী ব্যাকুলিত মন॥
অনাথিনী অসহায়া দরিদ্র ললনা।
ভাসিল নয়ন নীরে মলিন বদনা॥
রাজ্ঞী প্রতিনিধি-কর্ণে পশিল যখনি।
নিবারিতে বহু যত্ন করিলেন তিনি॥
মাননীয় নর্থব্রুক দয়ালু হৃদয়।
বদান্যতা গুণে তিনি বাঁচান সবায়॥
বিতরেন মুক্ত হস্তে জীবন উপায়।
পরিপূর্ণ দশ দিশ যশের প্রভায়॥
অগণিত ধন্যবাদ দিতেছে তাঁহায়।
দীর্ঘজীবী হয়ে থাক দীনের সহায়॥
দুঃখিনী ভারতমাতা সতত কাতর।
শান্তিসুখ বরষিয়া জুড়াও অন্তর॥
দয়াবতী মহারাজ্ঞী বঙ্গ হিতে রত।
তাঁহার কুশল তুমি করহে নিয়ত॥
অনন্ত তোমার কার্য্য অনাদি ঈশ্বর।
কুশলে সতত রক্ষ এই চরাচর॥

৩১ শে জানুয়ারী
কৃষ্ণনগর

শ্রীমতী প্রসন্নময়ী দেবী।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

কোথা ওহে জগদীশ জগৎ আধার।
কৃপা করি কৃপাময় হের একবার॥
তোমা বিনে দীন নাথ নাহি অন্য গতি।
নাহি জানি পিতা আমি তব স্তুতি নতি॥
তুমি হে করুণাময় জগত জীবন।
দয়া করি কর মম পাপ বিমোচন॥
জগদীশ নাম তব জগৎ ঈশ্বর।
কৃপা করি তনয়ারে তারহে সত্বর॥
ওহে পিতা জ্ঞান দাতা অনাথের নাথ।
অবলা কন্যার প্রতি কর দৃষ্টিপাত॥
আমরা তোমার কন্যা পশুর সমান।
অজ্ঞান তনয়া গণে কর জ্ঞান দান॥
দীন দয়াময় তুমি অগতির গতি।
পাপ হতে মুক্ত কর অখিলের পতি॥
থাকিতে তুমি গো পিতা ডাকিব কাহারে।
কাহার বা সাধ্য আছে ত্রাণ করিবারে?
পাপে পরিপূর্ণ দেহ হইয়াছে ভারি।
তুমি না তারিলে, পিতঃ! কিসে ভাবে তরি॥
করুণা সাগর পিতা করুণা নিধান।
দয়া করে তনয়ারে কর পরিত্রাণ॥
তত্ত্ব জ্ঞান হীন আমি ওহে দয়াময়।
কৃপা করি দীন বন্ধু দিও পদাশ্রয়॥
তোমার নিকট নাথ এই নিবেদন।
দিবা নিশি তোমা প্রতি থাকে যেন মন॥

(ক্রমশ)

তারিখ ৯ ই ডিসেম্বর। জনৈক বঙ্গমহিলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা

THE BAMABODHNI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৩৮ ও ১৩৯ সংখ্যা | মাঘ ও ফাল্গুন বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

আমেরিকাস্থ মহিলাগণ। *

আমেরিকায় দিন দিন স্ত্রীগণের শরীর সম্বন্ধে নিতান্ত অবনতি উপস্থিত [হই]তেছে। অনেকে আশঙ্কা করিতেছেন, আর কিছু দিন যদি এইরূপ [হই]তে থাকে সমুদায় জাতির ঘোরতর হীনতা হইবে। কিছু দিন [হই]ল অতি প্রসিদ্ধ ডাক্তার এডওয়ার্ড এইচ ক্লার্ক এম. ডি. এ সম্বন্ধে এক[খা]নি পুস্তক * লিখিয়াছেন। তাহা দ্বারা ঘোর আন্দোলন উপস্থিত। এই [পুস্ত]ক প্রচারিত হইয়া বর্ষ মধ্যে পঞ্চমবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইহাতে অনা[য়া]সে বুঝিতে পারা যায়, আমেরিকার জন সাধারণের দৃষ্টি এই বিষয়ের [উপ]রে কেমন নিপতিত হইয়াছে! ক্লার্ক সাহেবের মতে স্ত্রী জাতির শিক্ষা[প্র]ণালীর দোষ এই অবনতির কা[র]ণ। তিনি বলেন স্ত্রীসাধারণে বিদ্যাশিক্ষা [ক]রিতে গিয়া সময় বিশেষে বিশ্রাম না করিয়া পুরুষগণের ন্যায় অবি[শ্রা]ন্ত পরিশ্রম করিবে ইহা শারীর শাস্ত্রের নিয়ম বিরুদ্ধ। এই নিয়ম [অ]প্রতিপালন জন্য আমেরিকার মহিলাগণের ঈদৃশ দুর্গতি উপস্থিত। এই [মতে]র প্রতিবাদ স্বরূপ আর একখানি পুস্তক প্রচারিত হইয়াছে †। ইহাতে

* American Woman : Their Health and Fducation. West Min[st]er Review. no XCII October 1874.

* Sex in Education ; or, a Fair Chance for Girls. by Edward H. Clarke. M. D. Boston. 1874.

† The Education of American Girls, Considerded in a Series of Essays, Edited By Amma C. Bracket. New York 1874.

প্রতিপন্ন করা হইয়াছে স্ত্রীগণকে পুরুষদিগের সমকক্ষরূপে বিদ্যাশিক্ষা দেওয়াতে শরীর সম্বন্ধে কোন অবনতি উপস্থিত হয় নাই বরং উন্নতিই হইয়াছে। শেষোক্ত গ্রন্থে স্ত্রী জাতির অবনতির যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহাতে বিলক্ষণ বুঝিতে পারা যায়, পাঠের গুরুতর পরিশ্রম স্ত্রীজাতির শরীর সম্বন্ধে অনুপযোগী স্বীকার করিলেও আমেরিকার স্ত্রীগণ পক্ষে উহা বর্ত্তমান সময়ে দৈহিক অবনতির কারণ না হইয়া বরং উন্নতির কারণ হইবে। অন্যায় ভয়ুশযুক্ত স্বাধীনতা শরীর মন ও আত্মার পক্ষে কি প্রকার হানিকর, আমেরিকা তাহার প্রমাণ প্রদর্শন করিতে যেন দণ্ডায়মান হইয়াছে। আমেরিকা সাধারণ তন্ত্র। আমেরিকানদিগের গৃহেও সাধারণ পরতন্ত্রতার প্রাদুর্ভাব। পুত্র কন্যাগণ পিতা মাতাকে দৃক্‌পাত করে না। উত্থানশীল বংশীয়দিগের নিকট পিতা মাতা সর্ব্বদা তটস্থ হইয়া অবস্থান করেন। সেখানে বৃদ্ধ বৃদ্ধাগণের প্রতি এমনি অনাদর, যে এক জন বৃদ্ধাকে লণ্ডনে কেহ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন তিনি আমেরিকা অথবা ইংলণ্ডকে ভাল বাসেন? তাহাতে তিনি উত্তর করিয়াছিলেন, ইংলণ্ডকে, কারণ ইংলণ্ডে বৃদ্ধা স্ত্রী বাঁচিয়া আছেন বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হয় না। ইউরোপের অন্যান্য সভ্যতর স্থানে যে বয়সে গৃহের বহির্ভাগে গমন করে না, আমেরিকায় সেই বয়সে সর্ব্ববিধ আমোদে বালক বালিকাগণ প্রাধান্য গ্রহণ করিয়া থাকে। সমুদায় রাত্রি যে রমণী যুবাদিগের সহিত নৃত্য জাগরণ করিয়াছে, সে পর দিন গৃহে আসিয়া সঙ্গিনীগণসহ বিশ্রম্ভালাপ করিয়া থাকে। সেখানে গৃহের কর্ত্তৃপক্ষের অবস্থিতি করিবার অধিকার নাই, কেননা তাহাতে তাহাদের স্বাধীনতার উপরে অন্যায় হস্তক্ষেপ করা হইল বলিয়া তাহারা সর্ব্বদা অসন্তোষ প্রকাশ করিয়া থাকে। প্রত্যেক আসন্ন বয়স্ক বালক বালিকার পরিণত বয়স্কোচিত আমোদ প্রমোদে এত সময় অতিবাহিত হয়, পরিচ্ছদের আড়ম্বর এবং সংগ্রহে এত মনোনিবেশ করিতে হয় যে তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট ঘটিয়া থাকে। বালকগণ অপেক্ষা বালিকাগণের সময় শেষোক্ত কারণে অধিক অপব্যয় হয়, কেনন পরিচ্ছদের আড়ম্বরে স্ত্রীগণই বিশেষ অনুরক্ত। এই পরিচ্ছদ আবার এমনি ভাবে রচিত হয়, যে স্বাস্থ্যরক্ষা জন্য যে অঙ্গ সমধিক আচ্ছাদন

করা আবশ্যক, তাহা এক প্রকার অনাচ্ছাদিত থাকে, যাহা অনাচ্ছাদ্য তাহা ঘনীভূতরূপে আচ্ছাদিত হয়। পরিচ্ছদ শরীরে এমনি দৃঢ়রূপে আবদ্ধ যে প্রমুক্তভাবে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস গ্রহণ এক প্রকার অসম্ভব। স্বাস্থ্যভঙ্গ দেখিলেও ঈদৃশ ব্যবহার হইতে প্রতিনিবৃত্ত করা দুঃসাধ্য। অথবা আমোদ প্রমোদে অতি অল্পবয়স্ক বয়সে মানসিক বিকার উপস্থিত হয়, তাহার উপরে আবার বালিকারা অতি কদর্য্য গ্রন্থ সকল পাঠ করিয়া থাকে। কেহ যদি জিজ্ঞাসা করে "কি পড়িতেছ?" "যা কিছু হাতে পড়ে" এই তাহার উত্তর। সংক্ষেপতঃ আহার, বিহার, পরিচ্ছদ, পাঠ সকল বিষয়েই তাহাদিগের যথেচ্ছাচারিতা।

আমেরিকায় ৬০ বৎসরের মধ্যে সম্ভ্রান্ত সন্তান সংখ্যা দিন দিন অতিমাত্র হ্রাস হইয়া পড়িতেছে। ৫০ বৎসরের মধ্যে শতকরা প্রায় ২০টী সন্তান সংখ্যা হ্রাস হইয়াছে। ফলকথা পাপাধিক্যই এই প্রকার অসাধারণ হ্রাস ও বন্ধ্যত্বের প্রধান কারণ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই—সেখানে অনেক স্ত্রী ইচ্ছাসত্ত্বেও সন্তানদিগকে স্তনপান করাইতে সমর্থ হন না। কারণ, অনেকের স্তনে স্তন্যাধার বিকৃত এবং শরীরে স্তন্য সঞ্চারোপযোগী পোষণ সামগ্রীর অভাব। কোন কোন স্থলে স্ত্রীর দেহের কান্তি রক্ষার্থে সন্তানকে স্তনপান করান হয় না। এ কার্য্যটী অতি নিন্দনীয় এবং ঘৃণাকর। প্রাকৃতিক প্রবৃত্তির অযথা অবরোধ করিলে চরিত্র দূষিত না হইয়া থাকিতে পারে না। এদিকে আবার শারীরিক যন্ত্রের স্বাভাবিক গতি প্রতিরোধ করাতে আপাততঃ কোন ব্যাধি দৃষ্ট না হইলেও কালে তাহা হইতে যে অনিষ্ট উপস্থিত হইবে, সহজ বুদ্ধিতে ইহা অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়।

বর্ত্তমান সময়ে আমাদিগের দেশীয় মহিলাগণের প্রতি আমেরিকার স্ত্রী সমাজের দোষ আরোপ করা যাইতে পারে না কিন্তু আমাদিগের সম্মুখে যে অতি প্রশস্ত ভবিষ্যৎ বিস্তৃত রহিয়াছে, তাহার অভ্যন্তরে কোন প্রকার অমঙ্গলের বীজ নিহিত আছে কি না, নিঃসংশয়ে নির্ণয় করা কঠিন। কঠিন হইলেও ইহা এক প্রকার নিশ্চয় করিয়া বলা যায়, পূর্ব্ব আচার ব্যবহার সকলের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞতাবশতঃ দেশীয় অনেক গুলি প্রকৃষ্ট পদ্ধতি বিলুপ্তপ্রায় হইবে, অনেকগুলি বিজাতীয় অনিষ্টজনক পদ্ধতি

আসিয়া জনসমাজে প্রবেশ করিবে। এ দেশে কোন কোন স্থানে এ সম্বন্ধে যে প্রকার আন্দোলন ও মত দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এক জন অনায়াসে আশঙ্কা করিতে পারেন, আমেরিকার অমঙ্গল বা অত্যল্প কাল মধ্যে আমাদিগের দেশেও উপস্থিত হয়! অসত্য ও অমঙ্গল নিবারণের জন্য যদি মনুষ্য জাতির স্বাভাবিক অতি প্রবল প্রবৃত্তি না থাকিত, আমরা এ সম্বন্ধে অত্যন্ত ভীত হইতাম। অত্যল্প কালের মধ্যে আমেরিকার অমঙ্গলের প্রতি যখন তৎপ্রদেশীয় লোকের দৃষ্টি পড়িয়াছে, তখন আশা করা যাইতে পারে, সে দেশের অনিষ্ট এ দেশে সংক্রামিত হইবার পূর্ব্বে, তাহাদিগের আন্দোলন এবং আলোচনা দ্বারা আমাদিগের চক্ষু প্রস্ফুটিত হইবে। পাঠিকাগণের দৃষ্টি সুপরিষ্কৃত করা যদি আমাদিগের চিরদিনের উদ্দেশ্য না থাকিত, আমরা এ প্রবন্ধটী তাঁহাদিগের নিকট উপস্থিত করিতাম না। জ্ঞানাদিতে উন্নত সভ্য দেশীয় আচার ব্যবহার, রীতি স্বভাবতঃ আমাদিগের মনকে আকর্ষণ করে সত্য, কিন্তু তন্মধ্যে যে সকল অনিষ্ট বা অনিষ্টের বীজ নিহিত আছে, তাহা সর্ব্বথা পরিহার্য্য। হীনাবস্থা বঙ্গরমণীর পক্ষে অনুকরণ নিন্দনীয় নয় যথার্থ, কিন্তু হীন ব্যক্তি বা জাতি অনুকরণীয় বিষয়ের দোষ গুণ পর্য্যালোচনা করিয়া দোষ পরিত্যাগ এবং গুণ গ্রহণ করিতে পারে না, এটী একটী মহৎ অনিষ্টের নিদান। আমাদিগের মতে বাহ্য বিষয়ে অনুকরণের পূর্ব্বে অনুকরণীয় ব্যক্তি বা জাতির জ্ঞানে যাহাতে আমরা জ্ঞানী হইতে পারি ও সাধু ভাবে সম্পন্ন হইতে পারি ঈদৃশ যত্ন আমাদিগের সর্ব্ব প্রথমে কর্ত্তব্য। ইহা হইলে আমরা অনুকরণীয় রীতি নীতি আচার ব্যবহার দেশীয় আচার ব্যবহার রীতি নীতির সঙ্গে তুলনা করিয়া যাহা মঙ্গলজনক তাহা গ্রহণ করিতে পারিব, এবং যাহা অমঙ্গলকর তাহা পরিত্যাগ করিয়া তদ্বিনিময়ে দেশীয় প্রকৃষ্ট রীতি নীতি রক্ষা করিতে সমর্থ হইব। আমাদিগের জাতীয় সদ্‌গুণ ও সদাচার সকল রক্ষা করিয়া তৎসঙ্গে বিজাতীয় সদ্‌গুণ সকল মিলিত হইলেই আমাদিগের সর্ব্বতোভাবে মঙ্গল হয়।

স্ত্রীলোকের আমোদ।

যাঁহারা বলেন আমোদ করা একটী পাপ কার্য্য, আমরা তাঁহাদিগকে জ্ঞানী বলিয়া গণনা করিতে পারি না। ঈশ্বর মনুষ্যকে পরিশ্রম ও বিশ্রাম উভয়েরই জন্য সময় দিয়াছেন, কার্য্য এবং আমোদ উভয়েরই উপযোগী করিয়া শরীর ও মনকে গঠন করিয়াছেন। ক্রমাগত কেবল কার্য্য করিলে শরীর মন শীঘ্রই অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়ে। কার্য্য কর অথচ মধ্যে মধ্যে আমোদ সম্ভোগ কর, ইহা হইলে শরীর মনের স্ফূর্ত্তি ও বল বৃদ্ধি হইবে। বাইবেল ধর্ম্ম-পুস্তকে বলে "ঈশ্বর ছয় দিন সৃষ্টি কার্য্য করিয়া সাত দিনের দিন বিশ্রাম করিলেন।" এই জন্য ইহুদী ও খৃষ্টানেরা সপ্তাহের মধ্যে ছয় দিন কর্ম্ম কার্য্য করে এবং রবিবার বিশ্রাম করে। সর্ব্বশক্তিমান্ পরমেশ্বর ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন একথা বলা যদিও অসঙ্গত ও হাস্যকর, কিন্তু মনুষ্যের পক্ষে এটী একটী উৎকৃষ্ট নিয়ম সন্দেহ নাই। সপ্তাহে মাসে বা বর্ষে বিশেষ আমোদ করিবার একটু বিশেষ সময় থাকিলে শরীর মন নূতন হইয়া আবার অধিক কার্য্য করিতে পারে, দিনের মধ্যে অন্ততঃ কিছু সময়ও আমোদে কাটাইতে পারিলে উপকার ভিন্ন অপকার হয় না।

আমরা যদিও আমোদের এত পক্ষপাতী, কিন্তু ইহার জন্য লোকে যত ইচ্ছা তত সময় ব্যয় করিবে, অথবা যে উপায়ে হউক, ইহা সম্ভোগ করিবে, এ কথা কখনই বলিতে পারি না। সকলেরই সদ্ব্যবহার এবং অপব্যবহার আছে; সদ্ব্যবহারেই কল্যাণ ও সুখ, অপব্যবহারেই অকল্যাণ ও দুঃখ। কিন্তু আমোদের দ্বারা যত অপকার হয়, আর কিছুরই অপব্যবহারে তত অপকার হয় না। পৃথিবীর যত লোক পাপে নিমগ্ন হইয়া নষ্ট হইয়াছে অথবা দুঃখের অবস্থায় পড়িয়া কষ্ট পাইতেছে, অতিরিক্ত আমোদই তাহাদিগের দুরবস্থার কারণ। যত স্ত্রীলোক পাপ পথে গিয়া ভ্রষ্টচরিত্র হইয়াছে এবং দগ্ধ উদর পূরণের জন্য পাপব্যবসায় অবলম্বন করিয়াছে; আমোদই তাহাদিগের সর্ব্বনাশ করিয়াছে। অতএব আমোদ সম্ভোগ অতি সাবধানে করিতে হইবে।

একজন পণ্ডিত বলিয়াছেন স্ত্রীলোকেরা যে আমোদ করেন, তাহা

স্ত্রীজাতিরই উপযুক্ত, মনুষ্য জাতির উপযুক্ত নহে।” এই কথাটীর অর্থ বামাগণকে অভিনিবেশ পূর্ব্বক বুঝিতে হইবে। মনুষ্য জাতির উপযুক্ত আমোদ কি? যাহা যুক্তিসঙ্গত ও উপকারী। কিন্তু স্ত্রীজাতি যে আমোদ করেন তাহা অতি নিকৃষ্ট। স্ত্রীজাতির কার্য্যই অদ্যাপি জনসমাজে অত্যন্ত নিকৃষ্ট হইয়া রহিয়াছে। নিকৃষ্ট জন্তুতে বা ক্রীত দাস শ্রেণীতে যে কার্য্য করে, অনেক স্থানের স্ত্রীলোকেরা সেই কার্য্য করিয়া থাকেন। তাঁহাদিগের কার্য্যে মনুষ্যের উচ্চ জ্ঞান ও ধর্ম্মের অতি অল্পমাত্র পরিচয় পাওয়া যায়। যখন তাঁহাদিগের কার্য্য এত নিকৃষ্ট, তখন তাঁহাদিগের আমোদ যে আরো নিকৃষ্টতর হইবে সন্দেহ নাই। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকদিগের প্রধান কার্য্য পুরুষের পরিচর্য্যা করা। পরিচর্য্যা করা যদিও আমরা প্রশংসনীয় জ্ঞান করি, কিন্তু যাঁহারা কেবল শরীরের পরিচর্য্যা করেন, তাঁহাদিগের কার্য্য তত গৌরবজনক নয়। মন ও আত্মার পরিচর্য্যা করা আরো উচ্চতর কার্য্য এবং তাহাতেই স্ত্রীলোকদিগের অধিকতর গৌরব। এ দেশের স্ত্রীলোকদিগের আমোদের বিষয় কি আছে, অনেক সময় আমাদিগের জানিবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু তাহার অনুসন্ধান করিয়া আমাদিগের মনে দুঃখেরই উদয় হয়। স্ত্রীলোকেরা অধিক বয়স্কা হইয়াও বালক, তাঁহারা বালকের ন্যায় অতি সামান্য আমোদ প্রমোদে সন্তুষ্ট হন। ভাল পুতুল, ভাল পোষাক ও সাজ, ভাল গহনা এই সকল তাঁহাদিগের প্রিয় বস্তু। তাঁহারা সঙ্গিনীগণের সহিত মন খুলিয়া কথোপকথন ও হাস্য পরিহাস করেন বটে, কিন্তু সে কথোপকথন, হাস্য পরিহাস অনেক সময় অর্থহীন, সময় সময় এরূপ জঘন্য যে তাহা সারবান্ বা জ্ঞানবান লোকে শ্রবণ করা পাপ জ্ঞান করেন। স্ত্রীগণ স্বামী বা আত্মীয় সম্পর্কীয়দিগের সহিতও যে সকল বিষয় লইয়া কৌতুক করেন, তাহাও নিতান্ত অপরুচির পরিচয় দেয়।

এ দেশে কেবল স্ত্রীজাতির আমোদই মনুষ্যজাতির অনুপযুক্ত, এ কথা বলা অন্যায়, পুরুষ জাতির আমোদও কম দূষণীয় নয়। এমন কি স্থল বিশেষে পুরুষদিগের আমোদ সাক্ষাৎ নরক বলিয়াও বর্ণনা করা যায়। তবে কি না, পুরুষ জাতির মধ্যে জ্ঞানজনিত আমোদের অনেক পথ আছে,

এবং তাঁহারা সময় সময় তাহাতে বিচরণ করিয়া বিশুদ্ধ সুখ সম্ভোগ করেন, স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে সে পথ প্রায় রুদ্ধ। স্ত্রীগণের পক্ষে জ্ঞান ও সদ্ভাবজনিত বিশুদ্ধ সুখের পরিমাণ যাহাতে অধিক হয়, তাহারই উপায় করা আবশ্যক। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য দর্শন, নীতিগর্ভ পুস্তক পাঠ, কাব্য ও সঙ্গীত আলোচনা, সঙ্গীগণের সহিত সদালাপ ও বিশুদ্ধ কথোপকথন, শিল্পকার্য্য ইত্যাদি বিশুদ্ধ আমোদের অনেক উপায় হইতে পারে, স্ত্রী সমাজে যাহাতে এ সকলের সমাদর হয় তাহার পথ করিতে হইবে। দেশাচার এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থা এখনও এ পথে প্রতিবন্ধক হইয়া আছে সত্য, কিন্তু তাহা দূর না করিলে মঙ্গল নাই। স্ত্রীলোকেরা বিশুদ্ধ আমোদ সম্ভোগ করিতে না পারিলে আমাদিগের গৃহ বিশুদ্ধ সুখের স্থান হইবে না এবং পুরুষগণও বিশুদ্ধ রুচি সম্পন্ন হইয়া কুৎসিত আমোদ বিষবৎ পরিত্যাগ করিবে না। এ বিষয়টী অতি গুরুতর; আমরা এ বিষয়ের অন্যান্য অভিপ্রায় পশ্চাৎ ব্যক্ত করিব।

হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি।

(২৮৮ পৃষ্ঠার পর।)

এখনও সুসভ্য ইউরোপীয় জাতি মধ্যে পিতৃব্যকন্যা, মাতুল কন্যা মাতৃ স্বস্কন্যার পাণি গ্রহণ দৃষ্ট হইয়া থাকে। হিন্দুগণ বহুকাল পূর্ব্বে এরূপ বিবাহের অপকারিতা অবগত ছিলেন।

মনুসংহিতায় লিখিত আছে যে "যে কন্যা বিবাহার্থীর মাতার অসপিণ্ডা ও পিতার অসগোত্রা, দ্বিজ অর্থাৎ ব্রাহ্মণাদি ত্রিবর্ণ তাহাকে বিবাহ করিবে।" সপ্তম পুরুষে সপিণ্ডতা নিবৃত্তি হয়, মাতার সপিণ্ডা অর্থে মাতামহের সহিত যাহার সপিণ্ডতা আছে, তাহাকে বুঝায়। কোন কোন ঋষির মতে মাতামহের সগোত্রাকেও বিবাহ করিবে না। কিন্তু এই মত বিশেষ চলিত নাই। অধিকাংশ ঋষির মতে মাতৃ সপিণ্ডা বর্জ্জন করাই বিহিত। মাতামহ সগোত্রা বিবাহ অন্যায় নহে।

সগোত্রা ও সমান প্রবরাকে ভার্য্যা করিবে না, এবং মাতা হইতে পঞ্চমী, পিতা হইতে সপ্তমী পর্য্যন্ত বিবাহ করিবে না। বিষ্ণু সূত্র।

নারদ প্রভৃতি ঋষিরও এই মত, বিষ্ণু পুরাণেও প্রসঙ্গত এই ব্যবস্থা দেখা যায়। যে কন্যার সহিত জল বা পিণ্ড দ্বারা সম্পর্ক না থাকে অথবা যে কন্যা ত্রিগোত্রান্তরিতা তাহাকে বিবাহ করিবে। বৃহন্মনু।

যে সকল স্মৃতি বচনার্থ উদ্ধৃত হইল, তদ্ব্যতীত যাবদীয় স্মৃতিরও এই মত। বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ, প্রভৃতিতেও এই সকল ব্যবস্থার আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু এই সকল ব্যবস্থা বদ্ধমূল হইতে বোধ হয়, বহুকাল লাগিয়াছে। সুভদ্রা অর্জ্জুনের মাতামহের পৌত্রী ছিলেন। কিন্তু অর্জ্জুন তাঁহাকে বিবাহ করেন, ইহাতে বোধ হয়, মহাভারতের সময় পর্য্যন্তও এ সকল ব্যবস্থার অন্যথা হইত। কিন্তু এরূপ অনুমান অন্যায় নহে, যে তৎকালে অর্থাৎ মহাভারতের সময় অথবা তাহার বহুকাল পূর্ব্ব হইতে জন সাধারণে এই সকল ব্যবস্থা মান্য করিয়াই চলিতেন। কারণ যখন সমুদায় ঋষি একবাক্যে এই ব্যবস্থা দিতেছেন, তখন দেশ মধ্যে এটী বহুকালের রীতি, তাহার সন্দেহ নাই। কেন না যে সকল আচার দেশ মধ্যে সর্ব্বদা প্রচলিত থাকে, অনেক সময় তাহাই ব্যবস্থা বলিয়া পরিগণিত হয়। বিশেসতঃ বিষ্ণুপুরাণ, মৎস্যপুরাণ প্রভৃতিতেও ইহার দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

আমাদিগের বিবেচনায় এখনও যে হিন্দু সন্তানদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি দেখা যায়, উহা অনেকাংশে এই সুনিয়মের ফল। পৃথিবীতে হিন্দুদিগের সমকালীন সভ্য জাতি, বোধ হয়, এক্ষণে আর বিদ্যমান নাই। এই হিন্দু-জাতির কনিষ্ঠ স্বরূপ কত জাতি উন্নতি লাভ করিয়া বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, কত বুদ্ধিমান জাতির বংশধরগণ নির্ব্বোধ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে, কিন্তু হিন্দু সন্তানগণ যদিও পূর্ব্ব পুরুষদিগের অন্যান্য গুণরাশির উত্তরাধিকার করিতে পারেন নাই, বুদ্ধি সম্বন্ধে এখন তাঁহারা সেই মহানুভাব হিন্দুগণের সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতে নিতান্ত অযোগ্য নহেন। বিবাহের এই প্রণালীই ইহার এক মাত্র কারণ না হউক, প্রধান কারণ বটে।

এ দেশে পাত্রীর সম্বন্ধ প্রায় ঘটক বা ঘটকীতে স্থির করিয়া থাকে। কোষ্ঠির যোটক মিলন দ্বারা ঐ সম্বন্ধ স্থির হয়। সম্বন্ধ স্থির হইবার সময় বরকর্ত্তা কন্যাকে কি অলঙ্কার দিবেন এবং কন্যাকর্ত্তাও কন্যার কি অলঙ্কার

এবং বরের কত টাকা মূল্যের দানীয় জিনিষ দিবেন তাহা অগ্রে স্থির হইয়া থাকে। কোন ২ স্থলে দানীয় দ্রব্যাদির পরিবর্ত্তে দ্রব্যের মূল্য স্বরূপ অর্থ গৃহীত হইয়া থাকে। অবস্থা অনুসারে অলঙ্কার ও দানীয় দ্রব্যের মূল্য স্থির হইয়া থাকে। সম্বন্ধ স্থির হইয়া বিবাহের দিন ধার্য্য হইলে বরকর্ত্তা কন্যার বাটীতে একটী বা দুইটী ব্রাহ্মণ দ্বারা জবাব বা লগ্নপত্র পাঠান, এই পত্রেতে বিবাহ সম্বন্ধীয় সমুদায় সার কথা লিখিত থাকে। কন্যাকর্ত্তা এই ব্রাহ্মণদিগকে বস্ত্র ও কিঞ্চিৎ মুদ্রা প্রদান করেন।

বিবাহ কার্য্য সম্পন্ন হইবার অন্ততঃ দুই দিন পূর্ব্বে শুভ দিন ও শুভ লগ্ন দেখিয়া গাত্র হরিদ্রা ও আয়ুর্ব্বৃদ্ধান্নভোজন বা অবিবাহিতা ভোজন আইবড় ভাত হইয়া থাকে। গাত্র হরিদ্রা ও অবিবাহিতা ভোজন একই দিবসে সম্পন্ন হইয়া থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময়ে বর এক খণ্ড নূতন বস্ত্র পরিধান পূর্ব্বক একখানি আলপানাযুক্ত পিঁড়িতে উপবেশন করেন। পরে বাটীর কর্ত্রীর আদেশক্রমে পাঁচটী কি সাতটী আয়তে অর্থাৎ সধবা স্ত্রীতে এক বাটী বাটা হরিদ্রা ও কিঞ্চিৎ তৈল উলু উলু ও শঙ্খধ্বনি করত বরের কপাল দেশে মাখাইয়া দেন ও তাঁহাকে একখানা জাঁতি প্রদান করেন। আহা এই সময়ের ভাব কি চমৎকার!—বাটী উৎসব কোলাহলে পরিপূর্ণ, কোন স্থানে বালকেরা চীৎকার করিতেছে—কোন স্থানে শিশু সন্তান ক্রন্দন করিতেছে—কোথাও বা পুরনারী গণ্য বাক্যালাপ ও কৌতুক পরিহাসে নিমগ্ন রহিয়াছে, কোন পৌরনারী লগ্ন বহিয়া যায় বলিয়া ত্বরা করিতেছে—কেহ বা দ্রব্যাদির আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছে। বাটীর কর্ত্রী ঠাকুরাণীকে সকল কর্ম্ম দেখিতে ও সকল লোকের জবাব দিতে হয়। তাহাতে তাঁহার অধিক পরিশ্রম ও বাক্য ব্যয় করিতে হয় বলিয়া তাঁহার শোণিত উষ্ণ হইয়া ক্রমশঃ তিনি উগ্রভাবাপন্ন হইয়া উঠেন ও অনেক সময়ে অনেক কার্য্য বিস্মৃত হইয়া যান। এইরূপে বরের গাত্র হরিদ্রা সমাধা হইলে ঐ হরিদ্রার কিয়দংশ লইয়া কন্যার বাটীতে পাঠাইয়া দেওয়া হয়, আর উহার সঙ্গে বরকর্ত্তার যোগ্যতা অনুসারে কন্যার পরিধেয় নূতন বস্ত্র মিষ্টান্ন মৎস্য দধি দর্পণ ও চিরুণী ও খেলেনা প্রভৃতি বহুবিধ দ্রব্যাদি প্রেরিত হইয়া থাকে। উক্ত হরিদ্রা কন্যার বাটীতে পৌঁছিলে

পাঁচটী বা সাতটী আয়তে কন্যাকে হরিদ্রা দ্বারা অভিষিক্ত করেন যেমন বরকে একখানা জাঁতি প্রদত্ত হয়, কন্যাকে এই সময়ে একখান কাজললতা প্রদত্ত হইয়া থাকে। লৌহ সমভিব্যাহারে থাকিলে ভূত যোনি আক্রমণ করিতে পারে না, এই বিশ্বাসে বোধ হয় বর ও কন্যাকে জাঁতি ও কাজললতা বিবাহের শেষ পর্য্যন্ত ধারণ করিতে হয়। ধনি গৃহে জাঁতি ও কাজললতা রূপা বা সোনানির্ম্মিত হইয়া থাকে, কিন্তু তাহাতে লৌহও সংযুক্ত করিয়া রাখিতে হয়। অনন্তর কন্যাকর্ত্তা ওবরের বাটীতে বরের পরিধেয় নূতন উৎকৃষ্ট বস্ত্র, মিষ্টান্ন, মৎস্য, দধি, বাক্স দোয়াত কলম প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য উপহার পাঠাইয়া দেন। যে সকল ব্যক্তি ঐ সকল দ্রব্য বহন করিয়া আনে, তাহাদিগকে কিছু কিছু পয়সা প্রদান করিতে হয়।

এই দিবস মধ্যাহ্ন সময়ে বর ও কন্যা স্ব স্ব গৃহে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় নানাবিধ ব্যঞ্জন ও পায়সাদি আলপনাযুক্ত পিড়িতে বসিয়া আহার করেন ও তৎসঙ্গে অন্যান্য আমন্ত্রিত ব্যক্তিরাও আহার করেন। এই দিন বর ও কন্যা উভয়ের বাটীতে প্রায় পালকী নিযুক্ত করা হয় ও একটী চাকরকে পালকীর সঙ্গে দিয়া নিমন্ত্রিত বাটী হইতে স্ত্রীলোকদিগকে আনয়ন করা হয় ও তাহাদিগকে মধ্যাহ্নে উত্তমরূপ আয়োজন ও অপরাহ্নে জলপান করাইয়া সন্ধ্যাকালে কিছু কিছু মিষ্টান্ন দিয়া পুনর্ব্বার পালকী যোগে স্ব স্ব বাটীতে পৌঁছিয়া দিতে হয়। * যাহারা বর বা কন্যার অত্যন্ত আত্মীয় তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর বা কন্যার বাটীতে বিবাহ শেষ পর্য্যন্তও অবস্থিতি করেন।

ধনাঢ্য ব্যক্তিরা গাত্র হরিদ্রার দিন আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধুবর্গকে বাটীতে হরিদ্রা মকুনা ও কলসীতে করিয়া তৈল, নূতন কাপড়, দর্পণ, সিন্দুর ও চিরুণী, মৎস্য দধি ও মিষ্টান্ন প্রভৃতি বিতরণ করিয়া থাকেন। যে সকল ব্যক্তিকে ঐ দিবস নিমন্ত্রণ করা হয়, তাহারা সকলেই বর ও কন্যাকে নূতন বস্ত্র মিষ্টান্নের সহিত পাঠাইয়া দেয়। যাহারা বহন করিয়া আনে; তাহাদিগের প্রত্যেককে কিছু কিছু পয়সা দিতে হয়। (ক্রমশঃ)

* সহরে যেরূপ প্রথা তাহাই প্রধানতঃ লিখিত হইল, পল্লীগ্রামে ইহার অনেক ইতরবিশেষ হইয়া থাকে।

অসভ্য গারো জাতি।

(২৭২ পৃষ্ঠার পর)।

গারো জাতির বিবরণ আমরা পূর্ব্ব পত্রে প্রকাশ করিয়াছি, এ বারেও কিছু লেখা যাইতেছে। উপরে একটী গারো স্ত্রীলোকের ছবি চিত্রিত হইল। গারো স্ত্রীলোকেরা বাঙ্গালী স্ত্রীলোকদিগের অপেক্ষা অনেক স্বাধীন। ইহারা শ্বশুর গৃহে বাস করে না, ইহাদিগের স্বামীদিগকেই শ্বশুর গৃহে আসিয়া থাকিতে হয়।

"গারোরা ব্যভিচারকে বড় দোষ মনে করে। ব্যভিচারের কঠিন শাসনে তাহাদের মধ্যে ব্যভিচার নাই। কাহা হইতে ইঙ্গিতেও ব্যভিচারের ভাব প্রকাশ পাইলে তাহার রক্ষা পাওয়া ভার। স্ত্রী পুরুষ বয়ঃপ্রাপ্ত না হইলে বিবাহ হইতে পারে না। অথচ তাহাদের চরিত্র খুব ভাল থাকে। তাহারা অতি বিশ্বাসী ও সরল, মিথ্যা প্রবঞ্চনা কপটতা এ সমস্ত জানে না বলিলেই হয়। খুন করিয়া গোপন করিবার চেষ্টা করে না, স্পষ্টতঃ স্বীকার করে। ১০। ১৫ টাকা অগ্রিম দেও, তাহারা নির্দ্দিষ্ট দিনে উত্তম

কাষ্ঠ আনিয়া দিবে, একটী পয়সার কি একটী কথার কোনরূপে গোল হইবে না। ইহাদের হাতে সর্ব্বস্ব রাখিয়া দিলেও নির্ভয়ে থাকা যায়। যে জিনিষ বিক্রয় করিবে তাহারা এক দর ব্যতীত দুই দর বলিবে না। তবে এক্ষণে লামদানি অনেক গারো বাঙ্গালী গুণপুরুষদিগের গুণে কিছু কিছু মিথ্যা শিখিয়াছে।

গারোদের বিবাহের বিশেষ কিছু আড়ম্বর নাই। পাত্র ও কন্যার পরস্পর সম্মতি ও ইচ্ছা ক্রমে বিবাহ হয়। বিবাহের দিন কন্যা বরের ডেকাচাঙ্গে (অবিবাহিত যুবার মাচাঙ্গে) যাইয়া বাস করে। বিবাহের দিন বর ও কন্যার আত্মীয়গণ সুরাপান ও আমোদ প্রমোদ করিয়া থাকে। বিবাহের পর বর শ্বশুর পরিবারভুক্ত হয়। কন্যা কখন কখন বর অপেক্ষা বয়োধিকা হইয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে দুই বিবাহ নাই। মাতুলের মৃত্যুর পর ভাগিনেয় অবিবাহিত থাকিলে মাতুলানীকে বিবাহ করে ও মাতুলের সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। মাতুলানী নিতান্ত বয়োজ্যেষ্ঠা হইলে ভাগিনেয়কে একটী অন্য স্ত্রী জুটাইয়া দেন, নিজে পাটরাণী মত থাকেন। সন্তানকে ক্রোড়ে করিয়া বেড়াইবার প্রথা নাই। মাতা শিশুকে কাপড়ে বাঁধিয়া পিঠে বহন করে।

গারোরা শব দাহ করে, ভুঁয়ার মৃত্যু হইলে তাহার শব প্রথমতঃ যত্ন পূর্ব্বক চাঙ্গের উপর রাখিয়া আত্মীয় স্বজন ও প্রতিবেশী গারোদিগকে সংবাদ দেয় ও সকলে আসিয়া বিলাপ করে এবং সকলে মিলিয়া—বাঘ হইও না, ভালুক হইও না, কোন পশু পক্ষী হইয়া এস না, এই সকল কথা বলে; পরে ২। ১ বাঙ্গালী বা কোন পাহাড়ী জঙ্গলী লোকের মাথা কাটিয়া আনিয়া তাহার সহিত শব দাহ করে।"

গারোদিগের ভাষা বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন। গুটিকত শব্দের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে:—

গারো।	বাঙ্গালা।	গারো।	বাঙ্গালা।
মিত্তো।	দেবতা।	আফা, বা, বাবু।	পিতা।
মান্দে।	মনুষ্য।	আমা, বা, মাই।	মাতা।
আম্বু।	পিতামহ।	আদা।	ভ্রাতা।

আবি।	ভগিনী!	জা।	চন্দ্র।
মিয়াসা।	পতি।	চুন্না।	কাপড়।
মিছিক্মা।	স্ত্রী।	থাল্পি।	আসন।
পিসা।	পুত্র।	মেই।	ভাত।
বিছা।	বন্ধু।	চিক্।	জল।
শিকো।	মস্তক।	সক্।	দুগ্ধ।
খু।	মুখ।	আম্বল।	কাষ্ঠ।
মুকরুং।	চক্ষু।	সুম।	লবণ।
নাচুল।	কর্ণ।	জুকৈ, বা, ওয়াল।	অগ্নি।
জাক।	হস্ত।	নাথোক্।	মৎস্য।
চাক্কেক্।	পদ।	মাচু।	গাভী।
[illegible]।	দক্ষিণদিক্।	দাঙ্গা, বা, চাকি।	টাকা।
সি।	বামদিক্।	আঙ্গা।	আমি।

গারোদিগের বর্ণমালা নাই। সুতরাং গারোদিগের মধ্যে কোন লিখিত পুস্তক নাই। ইহারা বন দেবতা সকলকে 'দেও' বলিয়া পূজা করে। কালী কামাখ্যা প্রভৃতি হিন্দু দেবতা গণের প্রতি শ্রদ্ধা করিয়া থাকে। ইহাদিগের মধ্যে যাহারা কিছু ভদ্র ও সভ্য, তাহারা বৈষ্ণব ধর্ম্ম অবলম্বী।

ব্রহ্মদেশীয় প্রবচন।

ভারতবর্ষের পূর্ব্ব দিকেই ব্রহ্মদেশ। ইহা 'মগের মুল্লুক' নামে প্রসিদ্ধ। শ্বেত হস্তী কেবল এই দেশে পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কুত্রাপি পাওয়া যায় না। ব্রহ্মদেশ এক সময় একটী বৃহৎ স্বাধীন রাজ্য ছিল, এখন ইংরাজেরা ইহার প্রায় অর্দ্ধাংশ অধিকার করিয়াছেন। এই অংশকে ব্রিটিষ ব্রহ্ম বলে। ব্রহ্মদেশীয় লোকেরা মগ বলিয়া বিখ্যাত। মগেরা বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী, ইহারা ইতর জন্তুদিগের প্রতি অত্যন্ত দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহাদিগের আকার অনেকটা চিনদেশীয় লোকের ন্যায়, কিন্তু বর্ণ অনেক কাল। মগী ভাষা বাঙ্গালা হইতে বিভিন্ন। মগদিগের বিদ্যা, বুদ্ধি, সভ্যতা ও আচার

ব্যবহার তাহাদিগের দেশীয় কতকগুলি প্রবচন শুনিলে বুঝিতে পারা যায়, এই জন্য তাহা এ স্থলে অনুবাদ করিয়া দেওয়া গেল।

১। নদীর জল যদি নির্ম্মল হয়, তাহার বক্র গতির জন্য ক্ষোভ করা যায় না; মনুষ্য বিবেচক হইলে কদাকৃতির জন্য ঘৃণিত হইতে পারে না।

২। যদি দেও এখনি দেও, যদি বাণিজ্য কর, নগদ টাকা ফেল।

৩। শয়নের পূর্ব্বে বিছানা ঝাড় এবং আহারের সময় প্রথম গ্রাস ফেলিয়া দেও।

৪। বাঙ্গালী বাক্যের পর্ব্বত, মগেরা বিবাদপ্রিয়।

৫। মাতা ভাল বাসে পুত্রকে, কিন্তু পুত্র ভাল বাসে স্ত্রীকে।

৬। বাল্যকালের জ্ঞান কালীর লেখা, বৃদ্ধকালের জ্ঞান কয়লায় আঁকা।

৭। যদি পথ শেষ করিতে চাও, শীঘ্র চল। যদি উদর পূর্ণ করিতে চাও, আস্তে খাও।

৮। নাপিত দেখিলে নখ বাড়ে, ধোবা দেখিলে কাপড় ময়লা হয়।

৯। ভারী মেঘে বৃষ্টি হয়, স্বামীর মুখ ভারি হইলে স্ত্রীর কপালে মুষ্ট্যাঘাত। *

১০। দেখত দেখ, কিন্তু ছোঁও যদি টাকা দেও।

১১। ছেঁড়া জামা সেলাইয়ে অনেক সুতা চাই। ভাঙ্গা বাড়ী সারাইতে অনেক বাঁশ চাই।

১২। অতি মিষ্ট আম পোকা খেকো, অতি সুন্দরী স্ত্রীলোককে বিশ্বাস নাই।

১৩। বিড়ালের ক্রীড়ায় ইন্দুরের মৃত্যু। রাজার ক্রোধে প্রজার বিনাশ।

১৪। দূরে থাকিলে ভাল বাসি, কাছে আসিলেই ছাড়া ছাড়ি।

১৫। সতের বন্ধুত্ব শুক্ল পক্ষের চন্দ্র, ক্রমশই বাড়ে; অসতের বন্ধুত্ব কৃষ্ণ পক্ষের চন্দ্র, ক্রমশই কমে।

১৬। যে মাছ পলায় সে সর্ব্বাপেক্ষা বড়।

১৭। অধিক শাণ দিলে ছুরী ভোঁতা, অধিক ধমকে ছেলে বেহায়া।

---

* মগেরা স্ত্রীলোকদিগের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহার করিয়া থাকে।

১৮। ইঁদুরের উপর রাগ করে ঘরে আগুণ দেও।

১৯। উপস্থিত অন্ন যে ত্যাগ করে, সে সাত বাড়ী ঢুঁড়েও কিছু পায় না।

২০। নাই ডাক নাই উত্তর, নাই বাক্য নাই জ্ঞান।

২১। সব পুকুরে পদ্ম নাই, সব পাহাড়ে চন্দন বৃক্ষ হয় না, সব মনুষ্য জ্ঞানী নয়।

২২। ঘুষ মন্ত্রীকে নষ্ট করে, মন্ত্রী রাজাকে নষ্ট করে।

২৩। গরিব লোকের রোহিত মৎস্য ভিন্ন আহার হয় না।

২৪। নখে কাঁটা ফোটা যেমন, আত্মীয়দের দাসত্ব তেমনি অসহ্য।

২৫। পথ শ্রান্ত হইয়া যে লোক আসে, তাহার নিকট গুরুতর বিষয় বলিও না।

২৬। মূর্খের বিবেচনা কাজ ফুরাইলে আইসে।

২৭। বার বার চাপড়াইলে ঢাক বাজান যায়, বার বার যাচ্ঞায় ভার্য্যার মনোরথ পূর্ণ হয়।

২৮। সে আসিল চাউল ধার করিতে, দিল তারে উকুন দেখিতে।

২৯। পুষ্টি দেখিয়া গরু, কৃশতা দেখিয়া দাস, এবং ধার দেখিয়া ছুরি বাছিয়া লও।

৩০। আপনার গাঁর মোরগ, পরের গাঁর মুরগী।

৩১। মাটী ভাল বাসিলে পোকা হয়, ভাত্ ভাল বাসিলে দাস হয়।

৩২। যদি ভাল হাঁড়ি চাও, বাজাইয়া লও, যদি ভাল স্ত্রী চাও, প্রথমে তার সঙ্গে পরিচিত হও।

৩৩। বড় দেশ ভ্রমণকারী নিজের গাঁর পথ চিনে না।

৩৪। বাঁশ দিয়া বাঁশ বাঁধ, হাতি দিয়া হাতী ধর। †

৩৫। বেশী কথায় বিপদ্ ঘটে, বেশী ডাক্তারে মৃত্যু।

৩৬। পচা মড়া ভেসে উঠে, মিথ্যা কথা সাধারণের কাছে ছাপা থাকে না।

৩৭। নূতন নৌকা বাও, নূতন স্ত্রীকে মার।

† মগেরা বাঁশের এক প্রকার শক্ত দড়ি তৈয়ার করে।

৩৮। পুরাতন ঘর ঠেকা দিয়া রাখ, পুরাতন স্ত্রীকেও যত্ন কর।

৩৯। গাঁট কাটিতে কুড়ুল নষ্ট, মদ খেয়ে মানুষ ভ্রষ্ট।

৪০। জলের হাড় নাই, রাজারও আত্মীয় নাই।

৪১। যদি লাভ না করিতে পার, খোয়াবে কেন? ভাল না বাসিতে পার, ঘৃণা করিবে কেন?

৪২। মানুষেরা বড় গাছ চায়, কিন্তু বড় লোককে দেখিলে তাহাদের চক্ষু টাটায়।

৪৩। যার ঘরে যত খাই—তার ঘরে তত হাঁকাই।

৪৪। ভাত পাইলে সকল স্থানই বাস করা যায়, ভাল স্ত্রী পাইলে সকল স্থানেই সুখ লাভ হয়।

৪৫। ঝিনুক মাছের মত লাফাতে গেলে ভাঙ্গিয়া যায়, বড় লোকের সহিত মোকদ্দমা করিতে গেলেই মৃত্যু।

৪৬। টিকটিকী কুমীর হলে নদীর বড় বিপদ্, দাস রাজা হলে রাজ্যেরও বিপদ্।

৪৭। অন্ধ লোকদিগের ভূতের ভয় নাই, নির্ব্বোধ লোকেরা বিপদ মানে না।‡

৪৮। যে গাছ ছায়া দেয়, তারই ডাল ভাঙ্গে।

৪৯। দুষ্টা স্ত্রীলোক স্বামীকে বেচে, দুষ্ট বিচারক বিচার বেচে।

৫০। চৌমাথা পথে ঘর করিও না, অন্যের বাটীতে স্ত্রী কখন রাখিও না।

৫১। মেগে আসিয়া চালের নিন্দা।

৫২। বনে গিয়া একটী গাছে আগুন দেও, নূতন গ্রামে গিয়া এক-জনকে বন্ধু কর।

৫৩। স্ত্রীলোকের দুষ্ট স্বভাব, নদীর মুখে বালি চড়।

৫৪। অনেক পাতায় ফল হয় না, অতি সুন্দরীর সন্তান হয় না।

৫৫। স্ত্রীলোকের পশ্চাতে পুরুষ দৌড়িলে বিবাহ লাভ করে, পুরুষের পশ্চাতে স্ত্রীলোক গেলে নষ্ট হয়।

‡ মগেরা ভূতের ভয় করে।

৫৬। ছুঁচ সুতাতে কাপড় ছেঁড়ে না, জ্ঞানী লোকে স্ত্রীপুরুষকে বিচ্ছিন্ন করে না।

৫৭। দুই গাছের মধ্যে যে বাঁশ পোতা হয়, ভাঙ্গিয়া যায়, যে লোকের দুই স্ত্রী তাহার অতি কষ্ট।

৫৮। লম্বা কথার মানে নাই, লম্বা লাঠির জোর নাই।

রাম বাবুর পুত্রবধূর সাধ।

রাম বাবু কলিকাতার একজন বাসিন্দা, ট্রেজরিতে কর্ম্ম করেন, মাহিনা ৯০ টাকা। [illegible] অনেক গুলি বাড়ি কলিকাতায় ও বাহির অঞ্চলে [illegible] গুলি সুন্দর। [illegible] আসেন, পরিবারে ছেলেপিলে এবং লোক লৌকিকতা অনেক আছে তবু রাম বাবুর সকলেই [illegible] পায়, এমন কি মাস গেলে দশ বিশ টাকা ধার হয়। রাম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ অবিনাশচন্দ্রের বয়স ১৮ [illegible] কলেজে পড়েন। অবিনাশচন্দ্রের বাটীতে আদর বড়। বাপের জ্যেষ্ঠ পুত্র বলিয়া আবদারের আখড়া তিনি এক চেটিয়া করিয়াছেন। এক বধূ। পুত্রবিবাহ, পাকস্পর্শ প্রভৃতি কোন কর্ম্মই ফাঁক যায় নাই। তিনি এই প্রথম [illegible] সকলে ঝুঁকিয়া আছেন খুব ঘটা করে সাধ হবে। রাম বাবুর গৃহিণী নাতির মুখ দেখিবেন বলিয়া আহলাদে আটখানা, যার সঙ্গে দেখা হইতেছে তাঁকেই সাধের সময়ে আসিবার নিমন্ত্রণ করিতেছেন; রাম বাবু এ সকল বিষয় কিছুই জানেন না, কিন্তু গৃহিণীর নিমন্ত্রণের ঘটা [illegible] বলিয়া মনে মনে কিছু ভাবিত আছেন, অথচ সাহস করিয়া কিছু বলিতে পারেন না। এক দিন আফিস হইতে আসিয়া হাত মুখ ধুইয়া, রাম বাবু তমাক টানিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার গৃহিণী আসিয়া নিকটে বসিলেন, এবং এ কথা ও কথার পর জিজ্ঞাসিলেন, "বউ মার এই ভরা আট মাস, একটা দিন পরেই ন' মাস পড়বে—সাধের কি আয়োজন করলে?"

"মনে করেছি এবার কিছু কর্‌ব না;—এবার নূতন কাপড় দিয়ে পাঁচ ব্যঞ্জন ভাত রেঁধে অমনি সেরে নেও।"

" ও মা সে কি ?"

" এই সে দিন এত খরচ হয়ে গেল; আবার আঁতুড় খরচ, এ ও তা চাই, সেও ৪০। ৫০ টাকার ফের; এর উপর আর খরচ পেরে উঠি না।"

"সে কি কথা, তা বল্লেত চলবে না, যেমন কোরে হোক ভাল করে সাধটি দিতেই হবে।"

"দিতে হবে তা তো জানলাম, এখন হয় কোথা থেকে; আমার ত আর নয় শ' পঞ্চাশ টাকার চাকরি নয় আর তালুক থেকেও মাস গেলে ছালায় করে টাকা আস্‌ছে না, যে সকল খরচ কুলিয়ে উঠবো ?"

"তা আমি কি জানি ? সাধটিতে ঘটা না করলে কি ভাল দেখায়—শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে এই আমার প্রথম কর্ম্ম, এখন করব না ত কখন করব ?"

"বেশ কথা !—সব কর্ম্মই খুঁটিয়ে কর্‌তে হয়, একটা নাই বা কর্‌লে; বৌ মার কোন্ কর্ম্মটা ফাঁক গিয়েছে ?"

"ও মা! তা বলে কি সাধ দিবে না? আসল কর্ম্মেই বিরূপ ?—আচ্ছা এইটে কর না হয় আর কিছু করো না।"

"হুঁ। তোমাদের কোন্‌টা আসল, কোন্‌টা নকল তা ত বোঝা ভার। প্রতি কর্ম্মেই ত ঐ কথা বলে এসেছ! গৃহস্থ মানুষ কোথা থেকে পেরে উঠি বল দেখি ?—যা আনি ভাত খেতেই কুলায় না।"

"তা হোক না; এতে কতই বা পড়বে ?"

"শুধু কি এই;—আঁতুড় খরচ কি নাই ?"

"সেই বা কত ?"

"আর যদি প্রসবের সময় কষ্ট হয়; সেটাও ত ভাবতে হয়।"

"বালাই কষ্ট হতে যাবে কেন ? কষ্ট গিয়ে শত্রুর হোক। তোমার ঐ কেমন এক কথা!"

"আমার কি ইচ্ছা যে কষ্ট হউক; যদিই হয় ত পূর্ব্বে ভেবে কাজ করা ভাল নয় ?"—আর এ দিকে হিমিটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে বড় হয়ে উঠলো—"

"তুমি ভাব গে। স্পষ্ট বল্‌লেই ত হয় যে সাধ দিব না"। এই

বলিয়া গৃহিণী রাম বাবুর নিকট হইতে উঠিয়া গেলেন। রাম বাবু দেখিলেন তাঁহার চক্ষু অশ্রুতে ভরিয়া গিয়াছে। বাবুও বিরক্ত হইয়া বলিলেন "আঃ ভাল আপদেই পড়েছি; বোঝালে বুঝবে না—এমন মানুষ ত দেখি নাই; আর এরই বা দোষ কি, মেয়ে মানুষের স্বধর্ম্মই এই," বলিয়া বাবু কর্ম্মান্তরে গেলেন।

এই ভাবে কিছু দিন যায়; গৃহিণীর মুখ সদাই ভার ভার; তিনি আর বাবুর নিকটে আইসেন না, কোন কথাও বলেন না।—রাম বাবু দেখিলেন যে সাধ না দিলে গৃহিণীর কোন মতে রাগ পড়িবে না। অবশেষে নাচার হইয়া এক দিন ডাকিয়া বলিলেন "ভাল গোঁসা কর্‌তে শিখেছিলে যা হৌক; নেও এখন বল কাকে কাকে বল্‌তে হবে?"

গৃহিণীর মুখে একটু হাসি দেখা দিল, বলিলেন "সাধের সময় আমাকে এক খানা গহনা ও বৌমাকে এক খানা গহনা দিতে হবে।"

"আবার গহনা;—আচ্ছা তাই হবে। বাজে খরচ না করে যদি গহনা গড়িয়ে রাখ, তা হলে কতকটা সুবিধা, সে গুলা ঘরে থাকে। নেও এখন কত লোককে বল্‌বে বল।"

ফর্দ্দ করিতে ৩ ঘণ্টা গেল। বাবু যাদের না বলিলে নয় তাহাদেরই নাম ধরিতেছেন, কিন্তু গৃহিণী তার তিন গুণ বলিয়া দিতেছেন। শেষে হিসাব করিয়া দেড় শত স্ত্রীলোকের নিমন্ত্রণ সাব্যস্ত হইল, তবু পাছে সাধ না হয় এই ভয়ে গৃহিণী সকলের কথা বলেন নাই, নতুবা এ ভিন্ন তাঁর আর এক শত লোক বলিবার মনন ছিল। বলিলেন না বটে কিন্তু তিনি মনে মনে করিলেন "তুমিত বল তার পর আমার মনে যা আছে তা হবে।" বন্দোবস্ত অনুযায়ী উদ্যোগ হইতে লাগিল। বাবু বুদ্ধিমান লোক এবং গৃহিণীর স্বভাব জানেন, দেড় শতের স্থানে দুই শত লোক ধরিলেন এবং স্ত্রী নিমন্ত্রণ বলিয়া প্রায় চারি শতের প্রয়োজন মত আয়োজন হইতে লাগিল। যাহাতে অল্প ব্যয় হয় বাবু তাহার বিশেষ যত্ন করিতে লাগিলেন, কেন না খরচটা সমুদায়ই ধারের উপর।

আজি সাধ হইবে। ঘোষেরদের বড় বধূ মুখ ভার করিয়া বসিয়া আছেন, বেলা সাড়ে আট টা বাজিয়াছে তবু উনানে আগুণ দেন নাই; গত রাত্রে

ঘোষ বাবুর সহিত গহনার কথা লইয়া মহা কন্দল হইয়া গিয়াছে। বধূ বলিয়াছিলেন "এ গহনা পরে কি কোথাও যাওয়া যায়? সেখানে পাঁচজন কুটুম্ব সাক্ষাৎ আস্‌বে, তারা বল্‌বে কি বল দেখি?" বড় বাবু বলিয়াছিলেন "যার নাই সে কোথা হতে দিবে?" আর গহনা পরে আড়ষ্ট ঠাকুর না হয়ে গেলে কি নিমন্ত্রণ রক্ষা হয় না?" নয়টা বাজিল, বাবু স্নান করিয়া আসিলেন আহারের ঠাঁই হয় নাই; রন্ধন ঘরে আসিয়া দেখিলেন, উনন পর্য্যন্ত জ্বলে নাই; এদিক ওদিক অনুসন্ধানের পর সিঁড়ির পরে বধূকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "বলি ব্যাপারটা কি, আজ কি রান্না বান্না হয় নাই?"

বধূ। "হবে বই কি? গতর খরচ করে রাঁধবার বেলা আমি, আর গহনা পরিবার বেলা কেউ নই। মরছি আমি রাঁধবার জন্যে!" দুই এক কথাতে মহা ঝগড়া বাধিয়া উঠিল; অবশেষে বাবু অনাহারেই কাপড় পরিয়া আফিসে গেলেন।

ঘোষবধূ দেখিলেন রাগ করিয়া কিছু হইল না; এদিকে বেলা হইয়াছে, পাল্‌কি এই আসে আসে; নিমন্ত্রণ যাইতে হইবেই, তবে গহনা না পরিয়া গেলেও নয়। রাগ করিয়া বসিয়া থাকিলে কি হইবে? বড় বধূ উঠিয়া মনে ভাবিলেন "আর কোথা পাই, দেখি মুখুযোদের বাড়ীতে।— ওঝি ঝি—আঃ মাগি যেন সং, থাকেন থাকেন উড়ে যান,—বলি ও ঝি, ঝি" মুখুযোদের বাড়ী পাঠাইবেন বলিয়া ঝিকে ডাকিতেছেন, এমন সময় তারণ মুখুয্যের কন্যা আসিয়া বলিল "বড় মাসিমা—মা বল্লে ঘোষেদের বাড়ী নিমন্ত্রণ যাবে, তা তোমার মল চার গাছা আর তাগা দুগাছা দাও, মার মল আর তাগা বড় কাকিমার ভাইঝি পরে যাবে।"

"ও দশা! আমিও যাব যে রে; আমি আরও মনে কর্‌ছিলাম তোদের বাড়ী থেকে ডায়মন্‌ কাটা সুট্‌টো আনাবো।" ঝি আসিল, বড় বধূ গহনার অনুসন্ধানে ঝিকে পাড়ায় পাড়ায় পাঠাইলেন। কাহারও নাই, কেহ বিশ্বাস করিয়া দাসীর হস্তে দিতে পারিল না। অবশেষে, রাধু মজুমদারের স্ত্রী নিজ পুত্রের হাতে করিয়া কতকগুলি গহনা পাঠাইয়া দিয়া বড় বধূর প্রাণ ঠাণ্ডা করিলেন।

ঘোষ বধূর গহনা ছিল না সুতরাং তিনি ভিক্ষা করিতে পাঠাইয়াছিলেন, এ তত দূষ্য নয়। তারণ মুখুয্যের বাটীতে ভিন্ন ভিন্ন বাটী হইতে ৫।৬ সুট গহনা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল; গৃহিণী ও বধূরা তাহার মধ্যে বাছিয়া বাছিয়া ভাল সুট গুলি পরিয়া গেলেন।

তিনকড়িদের বাটীর মেয়েরা সাজিয়া গুজিয়া সদর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইয়া আছেন; এক এক বার উঁকি মারিতেছেন কখন পালকি আসে, কখন পালকি আসে;—কিন্তু পোড়া পালকি আর আসে না। এদিকে নবীন নন্দের বাটীতে পালকি বসিয়া আছে, মেয়েরা সাজ করিতেছেন; কেহ চুল বাঁধিতেছেন;—একবার বাঁধিতেছেন, আর বার খুলিতেছেন, বাঁধা কোন মতে মনস্থ হইতেছে না; কেহ গাত্র পরিষ্কার করিতেছেন মধ্যম বধূ কিছু কাল, গামোছা দিয়া রগড়াইতে রগড়াইতে তাঁহার কপাল, ছড়িয়া রক্ত বাহির হইল তথাপি তিনি ঘসিতেছেন, ছোট বধূ কোন কাপড় খান পরিবেন ঠিক করিতে পারিতেছেন না, বড় খুটীর কাণের ছেঁদা বুজিয়া গিয়াছে বলিয়া সে কতকগুলা কিল খাইল, পুনরায় নূতন ছেঁদা করিয়া তাহার কাণে মাকড়ি পরান হইল, তথাপি সে কাঁদিল না,—এই রূপে দেড় ঘণ্টা কাটিয়া গেল—বেহারারা "আস না গো, আস না গো" বলিয়া কিচির মিচির লাগাইল, পরিশেষে তাঁহাদের বার হইল। পাঁচজনে এক পালকিতে উঠিবেন, বেহারা তাহা লইবে না, পরে অনেক বাক্যব্যয়ের পর বেহারারা তিন জনকে লইয়া গেল, যাঁহারা রহিলেন তাঁহাদের চক্ষু ছল ছল করিতে লাগিল। বলা বাহুল্য যে ইহাদের জন্য পুনরায় পালকি আসিয়াছিল।

রাম বাবুর বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য! বাবু দেখিলেন ফর্দ্দে যাহাদের নাম নাই এমন স্থান হইতেও অনেক লোক আসিতেছেন, বুঝিলেন, এ সব নিমন্ত্রণ গৃহিণীর! অত্যন্ত ক্রোধে গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন "একি আমায় মজাতে বসেছ? আগে কোন্ বল্লে যে এদের বল্‌তে হবে!" গৃহিণী নির্ব্বিকার ভাবে উত্তর করিলেন "তা এদের রেখে কি ওদের বলা যায়?" যত লোক আন্দাজ করা হইয়াছিল প্রায় তাহার দেড় গুণ হইয়াছে। বাবু তাড়া তাড়ি নগদ জিনিস পত্র আনাইলেন, নচেৎ মহা বিপদেই পড়িতেন!

অবিনাশচন্দ্রের শ্যালিকাগণের অনুরোধ পাঁচালি হয়। রাম বাবু ও অবিনাশচন্দ্র ইহা ভাল বাসেন না, তথাপি কুটুম্বিনীগণের অনুরোধে দিতে বাধ্য হইলেন। পাঁচালি যেরূপ হইল তাহার উল্লেখে প্রয়োজন নাই, ভদ্র ঘরের স্ত্রীগণ যে ইহা শুনিতে ভাল বাসেন, ইহাই আশ্চর্য্যের বিষয়!

আহারের পাত হইল সকলে উঠিলেন; একজন গহনার ভারে আড়ষ্ট হইয়া উঠিতে পারিতেছেন না, তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া একজন নবীনা বলিলেন "তা এর সঙ্গে কোম্পানির কাগজ গুলোও গলায় ঝুলিয়ে এলে ভাল হইত।"

যাঁহারা দাসী সঙ্গে করিয়া আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের পাতে বসিতে কিছু বিলম্ব হইল, কেন না দাসীদের ভাল করিয়া না বসাইয়া তাঁহারা বসিলেন না। পরিবেশন করিতে পরিবেশনকারীদিগের কাল ঘাম ছুটিল! তাহারা যে দিকে যাহা লইয়া যায়, নিমেষেই তাহা ফুরাইয়া যায়, পুনরায় সে জিনিস আনিতে ছুটে! রামীর মা কিছু খাইবেন না, পাতা লইয়া বসিয়া আছেন, সম্মুখে লুচি তরকারি মণ্ডা প্রভৃতির পর্ব্বত হইয়াছে বলিলেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না, তথাপি সম্মুখে কাহাকে দেখিলেই অমনি "ওগো এইটা চাই" বলিয়া উঠিতেছেন। সিদ্ধেশ্বর মজুমদারের বাটী হইতে যাঁহারা আসিয়াছেন তাঁহারা সকলে আপনাপন পাত হইতে দ্রব্যাদি তুলিয়া পুঁটির পাত বোঝাই করিতেছেন, পাতের সামগ্রী পুঁটীর মাথা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। লালমোহনের স্ত্রী মুখে লুচির গ্রাস তুলিতেছেন আর আড় চক্ষে পাশের দিকে তাকাইতেছেন ছেলেদের চার দিনের মত জল খাবার হইল কি না। কানাই বাবুর পরিবার পরের বাটী হইতে যাচিয়া বারাণসী সাটী পরিয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে করিয়া আর কোন কাপড় অথবা রুমাল আনেন নাই বলিয়া আপনাকে শত ধিক্কার দিতেছেন। কিসে লুচি বাঁধিবেন ভাবিয়া উঠিতে পারিতেছেন না, অবশেষে অগত্যা বারাণসীর আঁচল বিছাইয়া তাহাতেই তুলিতে আরম্ভ করিলেন, কাপড়ের এক স্থলে ছানাবড়ার রস লাগিয়া গেল। নিধুর পিসি একখান লুচি টুকিছেন, বাকি সমুদায় স্বতন্ত্র রাখিয়া দিয়াছেন, তাঁহার অভিপ্রায় দধি ও ক্ষীর খাইয়া পেট ভরাইবেন ও বাকি সব তুলিবেন।

আহার শেষ হইল শ্যামীর পাতে সকলে যাহা দিয়াছিল, পোঁটলা বাঁধিয়া শ্যামী (তাহার বয়স ১০ বৎসর) তাহা তুলিতে পারিল না। আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি শ্যামীর দিদি তৎপরে কষ্টে সৃষ্টে সে গুলি লইয়া গেল। অনেকক্ষণ বসিয়া নৃত্যকালীর পায় ঝিঁঝিঁ ধরিয়াছে, সে পা ছড়াইয়া আপন সরা লইতে যায়. না ও মা সরা নাই, কে সরাইয়াছে! নৃত্যকালী চোরকে উদ্দেশে কত গালি দিল, পরে গৃহিণী পুনরায় নূতন সরা আনিয়া দিলে তাহার রাগ পড়িল।

আহার সমাপ্ত হইলে পরই সকলে রাম বাবুর সদর এবং মাঝের দ্বারে ভিড় করিয়া দাঁড়াইলেন এবং "ওগো আমি আগে যাব," "ওগো আমি বাড়ীতে রোগা ছেলে ফেলে এসেছি," "ওগো আমি গেলে তবে ঠাকুর সেবা হবে" ইত্যাদি রব তুলিলেন। একখান পাল্কি আসিলেই অমনি পাঁচ সাত জন ঝাঁকিয়া পড়েন, যাঁর গায় বল অধিক তিনি চাপিয়া বসেন। রাম বাবু অবিনাশচন্দ্র প্রভৃতি "হাঁ হাঁ" করিয়া থামাইয়া রাখিতে পারেন না; তাঁহাদের দেখিয়া তখন কেহ লজ্জায় সঙ্কুচিতও হন না!

রাত্রি সাড়ে দশটা পর্য্যন্ত এইরূপ গেল, তাহার পর গোলযোগ থামিল। এইরূপে ঘটা করে রাম বাবুর পুত্রবধূর সাধ হয়, এবং আমরা জানি যে তাহাতে বাবুর ৩৯৫ টাকা ধার হয় আরো এই উপলক্ষে বাবুর একটী ছোট মেয়ে সর্দ্দি গরমি হইয়া মর মর হয় এবং একটী কুটুম্বের ছোট ছেলে বাটী হইতে বাহির হইয়া কোথায় গেল উদ্দেশ পাওয়া যায় না।

সাধ সম্বন্ধে গুটি কত কথা বলিতে ভুলিয়াছি; প্রথম পটলডাঙ্গার মোড়ে একখান পাল্কি ছিঁড়িয়া পড়ে, দ্বিতীয় পরিবেশন করিতে করিতে একজন লুচিভাজা ব্রাহ্মণ বাবুকে বলে "মহাশয় উত্তর দিকে গৃহিণীকে পরিবেশন কর্‌তে বলুন্" কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলে "মহাশয় ও দিকে যাইতে লজ্জা করে তাঁহারা যে কাপড় পরিয়া আসিয়াছেন, তা মাকশার জাল বল্‌লেই হয়।" যাঁরা হাস্য মুখে নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেককেও ঘরে গিয়া কাঁদিতে হইল। ঘোষ বধূ মজুমদারদের গহনা পরিয়া গিয়াছিলেন, চিকখান ভাঙ্গিয়াছেন এবং ঝুমকার ফুটা ফুল খোয়াইয়াছেন। তাঁহার স্বামী দুর্ব্বলশরীর ছিলেন সমস্ত দিন অনাহারে জ্বর হইয়া

বাড়ীতে আসিয়াছেন। কানাই বাবুর স্ত্রী ধার করিয়া বারাণসীর চেলি পরিয়া গিয়াছিলেন, ২।৩ সরা সন্দেশ আনিতে কাপড় নষ্ট ও ছিন্ন হইয়া গিয়াছে, তাঁহাকে নূতন কাপড় কিনিয়া দিতে হইবে। রামীর মা মিঠাইয়ের পোঁটলা লইয়া তাড়াতাড়ি পাল্কীতে উঠিতে ছেলেকে ফেলিয়া আসেন, পথে কান্নাকাটি করেন, বেহারারা আর পাল্কী ফিরায় নাই। আমরা আর সকল বাড়ীর সংবাদ পাই নাই, কিন্তু শুনিলাম নিমন্ত্রিতাদিগের আরো অনেকে বাটী গিয়া কান্নাকাটি করিয়াছেন।

এক্ষণে সুবুদ্ধি পাঠিকা! এই সাধ সম্বন্ধে প্রতিকত উপদেশ দিব মনে করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহা না করিয়া তোমাদিগকে ভাবিতে অবসর দিলাম। কেবল পড়িয়া ফেলিয়া রাখিও না, এ সম্বন্ধে একটু চিন্তা করিও, তাহা হইলেই আপনাকে কৃতার্থ মনে করিব।

আরবদিগের পরিচ্ছদ।

আরবেরা গ্রীষ্মকালে কার্পাস-সূত্র নির্ম্মিত জামা গায় দেয়। যাহারা ধনী, তাহারা ইহার উপরে এক একটী গাউন পরিয়া থাকে। এই গাউন লোকদিগের অবস্থানুসারে রেশমী বা কার্পাসী কাপড়ে প্রস্তুত হয়। অধিকাংশ আরব জামার উপরে এক একটী পসমী কোরতা পরিয়া থাকে, এই কোরতা সকল সকল প্রকারের ও সকল রঙের দেখা যায়। যে সকল পোষাক অধিক জমকাল, তাহা সোনার পাতে মোড়া ও অত্যন্ত দামী।

আরবেরা জুতা বড় পায় দেয় না, কিন্তু বড় ভাল বাসে। কোন প্রকার উজ্জ্বল রঙের জুতা তাহাদিগের অধিক মনোনীত। এক যোড়া হরিদ্রা বর্ণের জুতা পাইলে তাহারা বড় সুখী হয়।

আরবেরা মাথায় একখানা চৌকোণা রুমাল বাঁধে। তাহারা উহা মাথায় জড়াইয়া পাগড়ী করে। রুমালের এক কোণ পশ্চাৎ দিকে ফেলিয়া দেয়, আর দুই কোণ সম্মুখ দিকে ঝুলিতে থাকে। যখন সূর্য্যের তাপ অধিক হয়, তাহারা এই দুই কোণ মুখের উপর টানিয়া ঘোমটার মত ঝুলাইয়া দেয়। যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইবে না ইচ্ছা হয়, রুমাল

দিয়া আপনাকে ঢাকিয়া ফেলে। রুমাল খানির বর্ণ পীত বা হরিৎ ও পীতে মিশ্রিত। আরবেরা তদুপরি উষ্ট্রের বাল্‌কি দিয়া মাথা বাঁধে।

ধনী আরবেরা উত্তম শাল মাথায় জড়ায়। তাহারা যে কোনরূপে হউক সূর্য্যের তাপ হইতে মস্তক বাঁচাইয়া রাখে।

শীতকালে আরবেরা অপেক্ষাকৃত গরম কাপড় পরে। ভেড়ার চামড়া সেলাই করিয়া তাহারা এক প্রকার কাপড় তৈয়ার করে। শীত ও গ্রীষ্ম তাহাদিগের মত কোন জাতি সহ্য করিতে পারে না। শীতকালে অত্যন্ত শীতের প্রাদুর্ভাব হইলে আরবেরা খোলা তাঁবুতে নিদ্রা যায়, তাহাদের পা অনাবৃত থাকে এবং নিকটে আগুণ থাকে না। গ্রীষ্মকালে গায় কোরতা জড়াইয়া তপ্ত বালির উপর প্রখর সূর্য্যের তাপে শয়ন করে এবং নিদ্রা যায়। আরবদিগের ন্যায় দৃঢ়কায় ও বলবান্ জাতি অতি বিরল।

মরুভূমিবাসী আরব রমণী।

আরব রমণীদিগের পরিচ্ছদ আশ্চর্য্য। তাহারা এক প্রকার কাল কার্পাসী গাউন পরিধান করে। তাহাদের মাথার চারিদিকে রুমাল বাঁধ

থাকে। তাহারা অত্যন্ত ভূষণপ্রিয়, তাহাদের নাকে ও কাণে রূপার মাকড়ী পরে। তাহারা ঠোঁট বিঁধায় ও তাহাতে নীলরঙ দেয় এবং সেইরূপ করিলে সুন্দর দেখায় মনে করে। তাহাদের পায় জুতা নাই। তাহারা এক অদ্ভুত প্রকার অবগুণ্ঠন বা ঘোমটা পরিয়া থাকে। পাঠিকাগণ, এখানে সেই অবগুণ্ঠনবতী একটী আরব রমণীর ছবি দেখুন। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ লজ্জাশীলা, লজ্জাপ্রযুক্ত তাঁহারা প্রায় সর্ব্বত্র বদন মণ্ডল ঢাকিয়া রাখেন। আমাদিগের দেশের স্ত্রীলোকেরা মাথায় কাপড় ঝুলাইয়া দিয়া অবগুণ্ঠন প্রস্তুত করেন, অনেকে ইউরোপীয় রমণী-মুখে জাংতী ধারণ করেন। কিন্তু আরব কামিনীরা যে প্রকার আয়াস স্বীকার পূর্ব্বক অবগুণ্ঠন প্রস্তুত করেন, এরূপ আর কুত্রাপি দেখা যায় না। ইহাঁরা এক একটী থলীর মত মুখস পরেন, কিন্তু দর্শন ক্রিয়ার ব্যাঘাত না হয়, এজন্য চক্ষু হইতে মস্তকের উপরিভাগ পর্য্যন্ত অনাবৃত রাখেন। বিবাহিতা স্ত্রীলোকেরাই এইরূপ রীতি অবলম্বন করেন, কুমারীরা অনাচ্ছাদিত মুখেই সর্ব্বত্র ভ্রমণ করে।

মার্গারেট মার্শার।

(২৬৭ পৃষ্ঠার পর)

মার্গারেট এক্ষণে সংসারে প্রবিষ্ট হইলেন। বার্জিনিয়াতে একটী বালিকা বিদ্যালয় ছিল, তিনি তাহারই শিক্ষয়িত্রী পদ গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ইহাতে তাঁহার দয়ার অনুষ্ঠানের কোন ব্যাঘাত হইল না। তিনি তাঁহার এই সময়ের বৃত্তান্ত এক বন্ধুকে লিখিয়াছেন:—

"আমি এখন কিরূপে দিন কাটাইতেছি, তুমি জান না। সপ্তাহের কয়েক দিন স্কুলের কার্য্যে যেরূপ পরিশ্রমে কাটাইতে হয়, শনিবার 'লিবিরিয়ান' সভার জন্য সেই রূপ পরিশ্রম করিতে হয়। রবিবার একটী রবিবাসরীয় বিদ্যালয়ে শিক্ষা দান করিতে হয়। এক দিন অন্তর ৬ ঘণ্টা করিয়া চিত্র বিদ্যা শিখাইতে হয়। ২৩ টী বালিকার কেহই একটী সরল রেখা টানিতে জানিত না, তাহাদিগকে কেমন করিয়া চিত্র শিখাইব, প্রথমে ভাবিয়া

পাই নাই।—কিন্তু যে সকল কার্য্য কঠিন, তাহাতে অধিক পরিশ্রম করিবার সুযোগ পাওয়া যায়। যদিও আমরা সকল সময় কার্য্যের আশানুরূপ সফলতা দেখিয়া আনন্দ ভোগ করিতে পাই না, কিন্তু সাধু উদ্দেশে কঠোর পরিশ্রম করিলে ঈশ্বর অবশ্যই আশীর্ব্বাদ করেন। বিবী জি, কখন কখন নিরুৎসাহ হইয়া পড়েন, অনেক সময় অকারণে বিরক্ত হন। আমার মতে বালিকাদিগের দুষ্টতার যত দৃষ্টান্ত দেখা যায়, ততই তাহাদিগের মনে সাধু ভাব দৃঢ়রূপে মুদ্রিত করিবার অধিক প্রয়োজন।"

আত্মা সকলকে অনন্তকালের জন্য প্রস্তুত করা তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। প্রথম হইতে তিনি এই উদ্দেশ্য সাধনে প্রবৃত্ত হন এবং যাবজ্জীবন তাহার অন্যথা করেন নাই। কিন্তু তৎসঙ্গে ছাত্রিদিগের অধ্যাপনা ও অন্যান্য নিকৃষ্ট কর্ত্তব্য সাধনেও তিনি পূর্ণ মাত্রায় পরিশ্রম করিয়াছেন।

তিনি তাঁহার অবলম্বিত শিক্ষা ব্রতে ২৫ বৎসর কাল অতিবাহন করেন। তিনি নিজে একটী বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং তাঁহার দৃষ্টান্ত ও প্রভাব দ্বারা জনসমাজের প্রভূত মঙ্গল সাধন করেন। এই গুণবতী রমণী ১৮। সালে ৫৫ বৎসর বয়সে দেহ ত্যাগ করেন। তিনি ছাত্রীদিগের জন্য দু খানি পুস্তক প্রণয়ন করেন—এক খানি বাইবেল শ্রেণীর পাঠের জন্য, অপর খানি ধর্ম্মনীতি বিষয়ক। ইহা দ্বারা তাঁহার পবিত্র হৃদয়ের ভাব অ বিশুদ্ধ ও সুন্দর ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

ধর্ম্মনীতি বিষয়ে তিনি যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহা হইতে কথোপকথন বিষয়ক একটী প্রস্তাব অনুবাদিত হইল:—

"তোমরা যদি জান যে বৃথা বাক্যব্যয়ের কুঅভ্যাস তোমাদিগের ম প্রবল, যদি তোমরা জান ইহা দ্বারা ব্যক্তি বিশেষের মনে কষ্ট দে হয়, অথবা এই নীচ, ঘৃণাজনক, নীতিভ্রংশকারী পাপ দ্বারা তোমাদি ক্ষুদ্র দলের শান্তি ও সুখের বিঘ্ন হয় তাহা হইলে আমি বিনীতভা বলিতেছি, স্বদেশবাসীদিগের মঙ্গলজনক কোন কার্য্য প্রণালী অবল কর, এ দোষ নিশ্চয়ই দূর হইবে। যথার্থ দয়ার ভাবে তোমাদিগের হৃ রকে পূর্ণ কর, তাহা হইলে সংসারী লোকদিগের কথা তোমাদিগের বৃথা বাক্য ব্যয় বোধ হইবে। তাহা হইলে মনুষ্যজাতির উন্নতি ও

বৃদ্ধি যাহাতে হয়, তদ্ভিন্ন অন্য আলাপ তোমাদিগের ভাল লাগিবে না। যখন এইটী একবার তোমাদিগের আশা, ভয়, পরিশ্রম ও প্রার্থনার বিষয় হইবে, তখন ইহাই চিন্তা করিতে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যগ্র হইবে এবং ইহারই আলাপ করিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী হইবে। একবার মহাত্মা হাউয়ার্ড ও বিবী ফ্রাইয়ের কথা ভাবিয়া দেখ। তাঁহারা সমস্ত দিন জেলে জেলে ফিরিয়া কি দেখিতেন?—কয়েদী সকল হাতে হাতকড়ী ও পায় বেড়ী পরিয়া স্লেচ্ছ খড়ের বিছানার উপরে পড়িয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় মরিতেছে। কখন কখন এতদপেক্ষাও ভয়ানক দৃশ্য দেখিতেন—কয়েদীরা পাপের নিগড়ে বদ্ধ হইয়া ঈশ্বরের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিতেছে, মদ খাইতেছে এবং তাহাদিগের অন্ধকূপের মধ্যে বাস করিয়া পরস্পরের সহিত মারামারি করিতেছে।—তাঁহারা সমস্ত দিন এই সকল কাণ্ড দেখিয়া সায়ংকালে গৃহে প্রত্যাগমন করিতেন, দরিদ্র কয়েদীদিগের ছবি তাঁহাদিগের হৃদয়পটে চিত্রিত থাকিত। তোমরা কি মনে কর এই সকল দেখিয়া আসিয়া তাঁহারা আত্ম সুখভোগে নিমগ্ন হইয়া থাকিতেন? তাঁহারা কি নির্ব্বোধ স্ত্রীলোকদিগের ন্যায় কোন্ রঙের ফিতা চুলে ভাল খাটে, বা কিরূপ অঙ্গুরী আঙুলে ভাল সাজে, ইহা লইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেন? না অলস বিলাসী পুরুষদিগের ন্যায় টুপিটী, জামাটী ও জুতা যোড়াটী কিসে ফিট ফাট হইবে তাহার প্রসঙ্গ করিতেন? অথবা স্ত্রী পুরুষ উভয় জাতির মধ্যে পরনিন্দা পরিবাদ করিয়া সুখলাভ করিবার যে প্রথা দেখা যায়, তাহারই অনুসরণ করিতেন? যাঁহারা দেশস্থ সমুদায় লোকের মন কেবল পবিত্রতার পথে লইয়া যাওয়া একমাত্র জীবনের ব্রত করিয়াছিলেন, অন্য কথা কি তাঁহাদিগের ভাল লাগে? ফলের পক্ষে যেমন ফুল, কার্য্যের পক্ষে সেইরূপ কথোপকথন। ফুল যেমন ফলকে শীতবাত হইতে রক্ষা করে, কথোপকথন সেইরূপ নবপ্রসূত ধর্ম্মভাবকে পৃথিবীর কুভাব ও প্রতিকূল বাত্যা হইতে রক্ষা করিয়া থাকে। কথোপকথন দ্বারা পবিত্রতার সৌন্দর্য্য বিস্তারিত হইয়া সাধু উদ্দেশ্য সকল সৎকার্য্য রূপ ফলে পরিণত করিবার আশা দিয়া থাকে। তোমরা একটী বৃক্ষকে ফল দ্বারা যেমন ফুল দ্বারাও তেমনি চিনিয়া থাক। শিয়ালকাঁটার ফুল দেখিয়া তাহা হইতে কখন দ্রাক্ষাফলের

আশা করিতে পার না। অতএব তোমাদিগের শরীর, মন, ও জীবন দ্বারা যেমন কথোপকথন দ্বারাও তেমনি ঈশ্বরের মহিমাকে মহিমান্বিত-কর। সদালাপ হইতে যে পবিত্রতা উদ্ভূত হয়, তাহা প্রদর্শন কর।"

আমাদিগের পাঠিকাগণ মার্গারেট মার্শারের জীবন বৃত্তান্ত পাঠ করিলেন, এক্ষণে তাঁহার দৃষ্টান্ত ও উপদেশের অনুবর্ত্তিনী হইয়া এ দেশীয় নারীসমাজের অবস্থা যদি কিছু সংশোধন করিতে পারেন, তাহা হইলে আমাদিগের সুখের অবধি থাকিবে না।

মূল নীতিসূত্র।

অন্যের নিকট যেরূপ আচরণ চাও, অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ কর।

উপরে যে নীতিসূত্রটী প্রকটিত হইল, ইহাকে ইংরাজীতে 'Golden rule' সোনার নীতি বলে। খৃষ্টধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ঈশা তাঁহার শিষ্যগণকে এই নীতি উপদেশ দেন। ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মাত্রেই এই নীতির পোষকতা করিয়াছেন। এই সার কথা আপাততঃ একটী সামান্য কথা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। ইহার মধ্যে সমুদায় ধর্ম্মোপদেশ ও সমুদায় নীতিবিজ্ঞানের সারাংশ নিহিত রহিয়াছে। প্রকৃতি দূষিত হইলেও অপরের প্রতি লোকে যেরূপ আচরণ করে, আপনাদের প্রতি অপরের সেইরূপ আচরণ কখনই সহ্য করিতে পারে না। দেখ, যে সকল ব্যক্তি অন্যের পরিবারকে কুপথগামী ও কলঙ্কিত করিয়াছে তাহাদিগের পরিবারস্থ কোন ব্যক্তিকে অন্যে কলঙ্কিত করিবে তাহারা কখন ইচ্ছা করে না। চোরেরা অন্যের সম্পত্তি হরণ করে, কিন্তু তাহাদিগের কোন দ্রব্য অন্যে অপহরণ করিলে তাহাদিগের অসহ্য হয়। যাহারা অন্যের প্রতি অন্যায় বা নিষ্ঠুর আচরণ করে, তাহারা কখন অন্য কর্ত্তৃক সেরূপ আচরিত হইতে ভাল বাসে না। ইহা দ্বারা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে অন্যের নিকট হইতে যাহা ইচ্ছা করা যায়, অন্যের প্রতি তাহাই করিলে জগতে কোন অমঙ্গল ঘটিতে পারে না, পদে পদে কেবলই কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। অন্যের নিকট যাহা ইচ্ছা করা যায়

অন্যের প্রতি যদি সকলে তাহাই করিত, তাহা হইলে মনুষ্য সমাজের সুশৃঙ্খলা আপনাআপনি রক্ষিত হইত। প্রকৃত অবস্থায় মনুষ্য এই উৎকৃষ্ট নীতির অধীনে থাকিয়া সুখে কালাতিপাত করে। কিন্তু যত পাপের প্রলোভন বৃদ্ধি হয়, যত স্বভাবের বিপর্য্যয় ঘটে, যত বিষয়লোভ বৃদ্ধি পায়, তত এই নীতি মানুষের মন হইতে অপনীত হইতে থাকে এবং সমাজের অনর্থ নিবারণ করিবার জন্য রাজনিয়ম আবশ্যক হয়। এই প্রকারেই রাজা ও শাসনকর্ত্তার প্রয়োজন হইল। যদি সকল মনুষ্য এই নীতির অনুবর্ত্তী হইয়া চলেন, তাহা হইলে রাজা কিম্বা শাসনকর্ত্তা, বিচারপতি কিম্বা বিচারালয় কিছুরই প্রয়োজন হয় না। সকলে নীতিপরায়ণ হইয়া সুখে সচ্ছন্দে ও স্বাধীনভাবে দিন যাপন করিতে পারেন।

এই উৎকৃষ্ট নীতি প্রতিষ্ঠিত হইলে এত লাভ হয়, কিন্তু তথাপি মনুষ্যসমাজে পদে পদে ইহার লঙ্ঘন দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবীতে কত লোক আছে, যাহারা অন্যের নিকট হইতে ভাল আচরণ ইচ্ছা করে কিন্তু অন্যের প্রতি মন্দ আচরণ করে। স্বামী চান, স্ত্রী ষোড়শোপচারে তাঁহার সেবা করিবে, তাঁহার চরণের দাসী হইয়া থাকিবে, সেবার একটু ত্রুটি হইবে না, কিন্তু তিনি স্ত্রীর সেবা করিবেন না। স্ত্রী চান স্বামী সমস্ত দিন বাহিরে পরিশ্রম করিয়া আসিয়া উত্তম খাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার দিয়া তাঁহার মন যোগাইবে, কিন্তু তিনি তাঁহাকে ভালবাসা দিবেন না। কর্ত্রী ঠাকুরাণী চান, দাসী দিবারাত্রি তাঁহার আজ্ঞার অধীন হইয়া খাটিবে, তিনি গরমীতে ঘুমাইতে না পারিলে তাঁহাকে সমস্ত রাত্রি পাখার বাতাস করিবে, কিন্তু দাসীর খাওয়া পরা সচ্ছন্দরূপে চলিতেছে কি না তাহা তিনি দেখিতে চান না। দাসীও হয়ত চায়, খাটিতে না হয়, কিসে মনিবকে ফাকী দিবে, মাহিনার কড়ীটী আগে গণিয়া লইবে, এমন কি বাজারের একটী পয়সা হইতে সিকি পয়সা লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। জমীদার চান, কিসে প্রজার উপর পীড়ন করিয়া রাজস্ব ও আরো দশ হিসাবে আয় ধরিয়া লইবেন, প্রজা চায় কিসে খাজনার টাকা পর্য্যন্ত জমীদারকে ফাকী দিবে। মহাজন খোঁজেন খাতকের উপর অধিক সুদ চড়াইয়া কিসে ১ টাকায় ১০ টাকা আদায় করিবেন, খাতক খোঁজে কিসে

তামাদি করিয়া ঋণের টাকা মূলে দিবে না। ক্রেতা খোঁজে, কিসে এক পয়সা দিয়া দশ পয়সার দ্রব্য লইবে, বিক্রেতা খোঁজে কিসে খারাপ জিনিষ দিয়া এক পয়সার জায়গায় দশ পয়সা লাভ করিবে। এই রূপে প্রত্যেকে আপনার দিক্ আঁটিতে গিয়া অন্যের ক্ষতি করিতে চেষ্টা করেন। এইরূপ স্বার্থপরতা দ্বারা জনসমাজে মিথ্যা প্রবঞ্চনা জাল জুয়াচুরি অন্যায় অত্যাচার সকলি চলিতেছে। যদি এই সকল ব্যক্তি পরস্পরের অবস্থা বিনিময় করেন, তাহা হইলে পরস্পরের প্রতি কত অন্যায় করিতেছেন, বুঝিতে পারেন। স্বামীকে যদি স্ত্রী, প্রভুকে ভৃত্য, ক্রেতাকে বিক্রেতা হইতে হয়, তাহা হইলে তাঁহারা আপনাদের অন্যায়াচরণের আপনারাই প্রতিবাদ করেন। কিন্তু একজন মনে করিলেই অন্যের অবস্থায় পড়িতে পারেন না, এই জন্য কল্পনাতে অন্যের অবস্থা ভাবিতে হইবে এবং আমি তাহার অবস্থায় পড়িলে কিরূপ আচরণ ভাল বাসিতাম বুঝিয়া দেখিতে হইবে। ইহা হইলে অন্যায় হইতে নিবৃত্ত হইয়া আমরা ক্রমে ন্যায়বান্ হইতে পারিব। আমাদিগের প্রাচীন নীতিকারেরা বলিয়া গিয়াছেন "আত্মবৎ সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যতি স পণ্ডিতঃ।" যিনি আপনার ন্যায় সকল জীবকে দেখেন, তিনিই পণ্ডিত। বস্তুতঃ আমরা আপনার সুখে যেমন সুখী ও আপনার দুঃখে যেমন দুঃখী হই, অন্যের সুখে ও দুঃখে সেইরূপ সুখী ও দুঃখী হইতে না পারিলে আমাদিগের সকল নীতি উপদেশ শ্রবণ করা বৃথা। হা! পৃথিবীর সে শুভদিন কবে আসিবে যবে সকল লোক প্রকৃতিস্থ হইয়া অন্যকে আপনার ন্যায় দেখিবে এবং অন্যের নিকট যেরূপ আচরণ চায় অন্যের প্রতি সেইরূপ আচরণ করিবে? সে দিন আসিলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড রাজ নিয়মের গ্রন্থ সকল ছিন্ন ভিন্ন হইয়া গন্ধবণিকের দোকানে পড়িয়া থাকিবে। পুলিস ও বিচারক নীতি শাস্ত্র ও উপদেষ্টাদিগের প্রয়োজন হইবে না। হিংসা, দ্বেষ, ক্রোধ ও লোভে লোকের মন আর নরক সমান হইবে না। সকল নর নারী পরস্পরে ভাই ভগিনী রূপে মিলিত হইয়া পরস্পরের দুঃখহ্রাস ও সুখোন্নতি করিবেন। তখনি এই পৃথিবীতে স্বর্গলোকের আবির্ভাব হইবে।

আত্মাই স্বর্গ—আত্মাই নরক।

প্রাচীন কবি ও শাস্ত্রকারেরা স্বর্গ ও নরককে সুখ ও দুঃখের স্থানরূপে বর্ণনা করিয়াছেন। নর নারীর আত্মা দেহত্যাগ করিয়া কর্ম্ম ফল ভোগ করিবার জন্য সেই সেই স্থানে গমন করে। নরক অতি ভয়ানক স্থান; সেখানে পাপীরা নানাবিধ যম যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে; স্বর্গ অতি সুখময় স্থান, সে স্থানে কেবল পুণ্যবানদিগের প্রবেশের অধিকার—তাঁহারা সেখানে নানাবিধ সুখ স্বচ্ছন্দ ভোগ করিয়া থাকেন।

শাস্ত্রকার ও কবিদিগের চিত্তের অবস্থা অনুসারে স্বর্গ ও নরকের নানাবিধ কল্পনা প্রস্তুত হইয়াছে। ইহাঁদিগের মধ্যে যাঁহারা ইন্দ্রিয় সুখ প্রিয়, তাঁহাদের স্বর্গ সুরা, অপ্সরা, নৃত্য গীত সুদৃশ্য দৃশ্যে ও মনোহর গন্ধ দ্রব্যে পরিপূর্ণ। ইহাঁদের নরকে এই সকল সুখের অভাব এবং তৎসঙ্গে নানাবিধ দুঃখ ক্লেশ কল্পিত হইয়াছে। জ্ঞানোন্মত্ত পণ্ডিতদিগের স্বর্গ বিজ্ঞান ও সাহিত্য পুরাণ ও দর্শন শাস্ত্রের স্বর্গ। সেখানে পণ্ডিতদিগের মধ্যে বিবিধ শাস্ত্রের জল্পনা ও বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা হইতেছে। তাঁহাদের নরকও এই বর্ণনার উপযোগী কেবল অজ্ঞানান্ধকারে আচ্ছন্ন। নিষ্কাম ধর্ম্মানুরাগী সাধকদিগের স্বর্গ ও নরক তাঁহাদের চিত্তবৃত্তির অনুরূপ কল্পনা মাত্র।

স্থান বিশেষে স্বর্গ ও নরককে আবদ্ধ করিবার জন্য লোকে কত কল্পনা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি মনের মধ্যে স্বর্গ ও নরক রহিয়াছে। সৎকার্য্য ও তাহার ফল আত্মপ্রসাদ ভোগই স্বর্গ এবং পাপ কার্য্য ও তাহার ফল মনস্তাপভোগই নরক। এরূপ স্বর্গ ও নরক নর নারীর মনে নিয়ত পরিভ্রমণ করিতেছে। নিয়ত স্বর্গে বাস করেন, নরকের হাত একেবারে এড়াইয়াছেন এমন সাধু ব্যক্তি কোথায়? নিয়ত নিরয়বাসী হইয়া রহিয়াছে কিছুমাত্র স্বর্গের ভাব প্রাপ্ত হয় না এমত পাপীব্যক্তিই বা কোথায়? ইহাতে প্রতিপন্ন হইতেছে যে প্রত্যেক ব্যক্তি স্বর্গ ও নরক এই দুই অবস্থার মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। নিয়ত স্বর্গ বা নিয়ত নরক এরূপ অবস্থা কল্পিত আদর্শ ভিন্ন আর কিছুই নহে।

মনুষ্যের জীবনে ইহা কুত্রাপি দেখিতে পাওয়া যায় না। এই ক্ষণিক তরল অবস্থা দ্বয়ের মধ্যে নিমগ্ন হইয়া আমরা একটী সারবান স্থায়ী ভাবে উপনীত হই। এই ভাবটীকে আলোচনা করিলে দেখা যায় যে ইহা মনুষ্যের আত্মকৃত একটী চিরস্থায়ী গৃহ বিশেষ। জ্ঞানযোগ হইবার সঙ্গে সঙ্গে মনুষ্য এই গৃহটী নির্ম্মাণ করিতে আরম্ভ করে এবং চিরকাল ধরিয়া নির্ম্মাণ করিতে থাকে। মনুষ্যের প্রত্যেক কার্য্য প্রত্যেক চিন্তা প্রত্যেক ইচ্ছা, প্রত্যেক ভাব, এই চিরস্থায়ী নিকেতনের উপকরণ রূপে ব্যবহৃত হইতেছে। যাহা কিছু আমার কার্য্য, আমার চিন্তা, আমার ভাব তৎসমস্তই আমার এই গৃহ নির্ম্মাণার্থ নিয়োজিত হইতেছে। এই গৃহই মনুষ্যের আধ্যাত্মিক আবাস স্থান, এ গৃহ পরিত্যাগ করিয়া গৃহান্তরে প্রবেশ করিবার কাহার সাধ্য নাই। সুখ পাও, দুঃখ পাও, এই গৃহই তোমার সুখ দুঃখের বিধাতা, ভাল হও মন্দ হও এই নিকেতনের তাহাতে সংস্রব আছে। এই গৃহটী তোমার কর্ম্ম ফলভোগ করিবার স্থান। তুমি যেখানে যাইবে, এই গৃহটী তোমার সঙ্গে সঙ্গে যাইবে, মরণের পরও তোমার অনুগামী হইবে। ভাল কার্য্য করিয়া থাক, ভাল চিন্তাকে মনে স্থান দিয়া থাক, ভাল অভ্যাসে অভ্যস্ত হইয়া থাক, ভাল সাধন করিয়া সিদ্ধ হইয়া থাক এই গৃহ তোমার পক্ষে সুখ নিকেতন হইয়াছে, আরও যত ভাল কার্য্য করিবে, যত ভাল অভ্যাসে অভ্যস্ত হইবে এ গৃহ তোমার পক্ষে আরও সুখময় হইবে। যদি প্রথমাবধি পাপকারী হইয়া থাক, এ গৃহ তোমার পক্ষে যম যন্ত্রণার আলয় হইয়াছে। এ গৃহে অবিচার নাই, তুমি যে পরিমাণে সদাচারী হইয়াছ এ গৃহ সেই পরিমাণে তোমাকে সুখ এবং যে পরিমাণে পাপকারী হইয়াছ সেই পরিমাণে তোমাকে দুঃখ ক্লেশ প্রদান করিবে। বস্তুতঃ এই গৃহে মনুষ্যের কর্ম্ম ফলভোগ হয়। এই গৃহে বাস করিয়া পাপী ও পুণ্যবান কিরূপে আপন আপন কর্ম্ম ফলভোগ করে তাহা আলোচনা করা আবশ্যক। এই তোমার সাক্ষাতে যে সাধু পুরুষ দণ্ডায়মান দেখিতেছ উহাঁর প্রতি একবার মনোনিবেশ কর। উনি ইন্দ্রিয় সকল পরাজয় করিয়াছেন, দেখ শত্রুর বাক্যবাণ উহাঁর প্রতি অনবরত বর্ষিত হইতেছে, উনি এক মুহূর্ত্তের জন্য

কি উহাঁর মুখশ্রী ম্লান দেখিতেছ? ঐ দেখ সকল শত্রুতার কথা ভুলিয়া গিয়া বিপন্ন শত্রুকে বিপদ জাল হইতে মুক্ত করিবার জন্য উহাঁর হস্ত মন কেমন ব্যগ্র হইতেছে। দেখ কিছুতেই উহাঁর মনের শান্তি হরণ করিতে পারিতেছে না। ইন্দ্রের অপ্সরা তুল্য সুন্দরী মহিলারা উহার সম্মুখ দিয়া যাইতেছে, কিন্তু কেমন পবিত্র স্নেহের সহিত উনি উহাদের সহিত সম্ভাষণ করিতেছেন। দুঃখী লোককে দেখিয়া উহাঁর স্নেহার্দ্র হৃদয় কেমন পরিপূর্ণ হইল দেখ। লোককে দুঃখী দেখিলে উনি দুঃখ মোচন না করিয়া থাকিতে পারেন না, লোকের চক্ষে অশ্রু দেখিলে, উহাঁর চক্ষু সজল হইয়া উঠে; উনি যে কোন প্রকারে তাহাকে সান্ত্বনা না করিয়া থাকিতে পারেন না। উনি নিজে দরিদ্র। কিন্তু এমন সহিষ্ণুতার সহিত দারিদ্র্যভার কে বহন করিতে পারে? এমন দারিদ্র্যের মধ্যে এমন নিশ্চিন্ত-হৃদয় ব্যক্তি কে কোথায় দেখিয়াছে? কেমন মধুর বাক্যে উনি স্ত্রী পুত্র কন্যাদিগকে সহিষ্ণুতার উপদেশ দিতেছেন। উহাঁর সম্মুখ দিয়া অপূর্ব্ব যানারোহণ করিয়া অপূর্ব্ব বেশ ভূষায় সজ্জিত হইয়া উহার প্রতিবাসী গমন করিল দেখিয়া উহার মুখমণ্ডল কেমন প্রফুল্ল ভাব ধারণ করিল। প্রতিবাসীর সুখে উহার সুখ সিন্ধু উথলিয়া উঠিল। কিন্তু অপর দিকে আর একটী হতভাগ্যের প্রতি একবার দৃষ্টিপাত কর। এমন নব বসন্তের হিল্লোল ও পক্ষীর সুললিত সংগীত, উহার অন্তরে জঘন্য ইন্দ্রিয় লালসা ভিন্ন অন্য কোন ভাবোদ্রেক করিতে পারিতেছে না। দেখ প্রতিবাসীর সুখ সচ্ছন্দ দেখিয়া উহার অন্তর কেমন পুড়িতেছে, যেন কেহ উহার সর্ব্ব শরীরে আগুণ জ্বালিয়া দিল। দ্বেষ, হিংসা, ক্রোধ,লোভ প্রভৃতি অসুর-গণ উহার অন্তরকে প্রতিনিয়ত ব্যতিব্যস্ত করিতেছে। প্রতিবাসীর সদ্ভাব সূচক কথাও উহার কর্ণে সন্দেহপূর্ণ হইয়া প্রতীয়মান হইতেছে। যাহা কিছু দেখিতেছে শুনিতেছে, নরকের তীব্র ঘ্রাণ ভিন্ন আর কিছু তাহা হইতে আঘ্রাণ করিতেছে না। পতিব্রতা সতীর পবিত্র মূর্ত্তিও ইহার অন্তরে অপবিত্র দূষিত ভাবের সঞ্চার করিতেছে। অতি বড় সুরূপের মধ্যে কুরূপ দেখিতেছে, অতি বড় সুশ্রাব্য সঙ্গীত শুনিয়াও অশ্লীলতার চিন্তাতে হৃদয়কে পূর্ণ করিতেছে। সমস্ত বিশ্ব ইহার দৃষ্টিতে

একটী প্রকাণ্ড নরক হইয়া চতুর্দ্দিক হইতে পাপ ও যন্ত্রণা বর্ষণ করিতেছে।

এই দুই মানুষের প্রতি দৃষ্টিপাত কর, ইহাদের জীবনে কর্ম্ম ফল ভোগ দেখিতে পাইবে। ইহারা যেরূপ গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেইরূপ ফল ইহ জীবনে ভোগ করিতেছে এবং পরকালে সেইরূপ ফলভোগ করিতে থাকিবে। সমুদায় নরনারী আপন আপন কর্ম্ম ফলভোগের চিরস্থায়ী গৃহ নির্ম্মাণ করিতেছে। পাপকারী যদি পাপ পথ পরিত্যাগ করিয়া সাধু পথ অবলম্বন করে, সেই গৃহের মূর্ত্তি সেই সঙ্গে সঙ্গে অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবে। পুণ্যবান যদি পুণ্যপথ পরিত্যাগ করে তাঁহার গৃহের অবস্থা ফিরিবে। অতএব হে ভ্রাতঃ হে ভগিনি! সাবধান হইয়া আপনার শান্তি ও আরামের জন্য চিরস্থায়ী নিকেতন নির্ম্মাণ কর।

মনোবিজ্ঞান।

(১২০ সংখ্যার পর)

শ্রবণ।

শ্রবণ প্রত্যক্ষের উপায় কর্ণ এবং শ্রবণ কার্য্যের প্রধান অবলম্বন শব্দ। শব্দই শ্রবণের গ্রাহ্য। যখন কোন স্থানে কোন শব্দ উৎপন্ন হয়, তখন তাহার চতুর্দ্দিকস্থ বায়ু মণ্ডলে এক প্রকার তরঙ্গ উপস্থিত হয়, সেই তরঙ্গ হইতে তাহার চতুর্দ্দিকে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, এইরূপ তরঙ্গের পর তরঙ্গ উত্থিত হইতে হইতে সেই বায়ু তরঙ্গ আমাদের কর্ণকুহরে প্রবিষ্ট হয়। কর্ণ কুহরের মধ্যে এক প্রকার সূক্ষ্ম চর্ম্মের আচ্ছাদন আছে। তাহাতে ঐ বায়ু তরঙ্গ সকল গিয়া আঘাত করে। ইহা দ্বারাই কর্ণ মধ্যে শব্দ উৎপন্ন হয়। কর্ণস্থিত স্নায়ু সকল সেই পরিবর্ত্তনের ভাব মস্তিষ্কে লইয়া যায়। তদ্দ্বারা আমাদের শ্রবণ জ্ঞান জন্মে।

চক্ষু গ্রাহ্য পদার্থ সকল নিকটে যেরূপ বৃহৎ বোধ হয় এবং দূরে যেরূপ ক্ষুদ্র বোধ হয়; সেইরূপ শব্দও নিকটে উচ্চ এবং দূরে অল্প বোধ হইয়া থাকে। এইরূপ বার বার দেখিয়া শব্দের দূরত্ব ও গুরুত্ব পরস্পরের মধ্যে

আমাদের মনে একটী যোগ স্থাপিত হয়। সেই সংস্কার বশতঃ গভীর রাত্রে কেহ দূর হইতে কথা কহিলে বোধ হয় নিকট হইতে কথা কহিতেছে। কারণ দিনের বেলা তত দূরের শব্দ যত স্পষ্ট শুনা যায়, রাত্রি বেলা তদপেক্ষা স্পষ্টতর শুনা যায় সুতরাং অধিক নিকটে বোধ হয়।

ঘ্রাণ।

নাসিকা ঘ্রাণের যন্ত্র স্বরূপ। কতকগুলি বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদের নাসিকার অন্তঃস্থিত ভাগ সকলের এমন একটী স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে, যে সেই সেই বাহ্য পদার্থের অংশ সকল আমাদের নাসিকার সহিত যুক্ত হইলে মনে এক প্রকার ভাবের উদয় হয়। সুখ দুঃখ এবং উভয়ের অভাব এই তিন অবস্থাই পদার্থ ভেদে হইয়া থাকে। যাহার যোগে সুখের উদয় হয়, তাহাকে সুগন্ধ বলা যায়। যাহার যোগে দুঃখের উদয় হয় তাহাকে দুর্গন্ধ বলা যায়। আর যাহাতে সুখ, দুঃখ উভয়েরই অভাব, তাহাকে গন্ধবিহীন বলা যায়।

রসন।

জিহ্বা রসনের সাধন। ঘ্রাণের স্থলে, নাসিকা ও বাহ্য পদার্থের যোগে সুখ দুঃখ প্রভৃতি অবস্থার উদয় হয়, রসনের স্থলেও সেইরূপ আমাদের জিহ্বার এবং বাহ্য পদার্থের সহিত এরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে যে সেই সেই পদার্থের যোগে বিশেষ বিশেষ অবস্থার উৎপত্তি হয়। এই বিশেষ বিশেষ অবস্থার বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়া থাকে। যেমন; মধুর অর্থাৎ মিষ্ট, কটু অর্থাৎ ঝাল, তিক্ত, কষায় ও অম্ল ইত্যাদি।

ঘ্রাণ ও রসন এই উভয় প্রকারে জ্ঞানই এক একটী ইন্দ্রিয়ের গঠন ও কতকগুলি বাহ্যিক পদার্থের সম্বন্ধের উপর নির্ভর করে সুতরাং এমন হইতেও পারে যে যে বস্তু আমাদের নিকট দুর্গন্ধ বোধ হয়, জন্তু বিশেষের নিকট তাহা সুগন্ধ বা গন্ধবিহীন; কারণ আমাদের নাসিকার গঠন যে প্রকার এবং তাহার সহিত সেই পদার্থের যে প্রকার সম্বন্ধ সেই জন্তুর নাসিকার গঠন এবং তাহার সহিত সেই পদার্থের সম্বন্ধ সেরূপ না হইতেও পারে। যেমন, যে মাংস আমরা পচা ও দুর্গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দিই, কুকুর তাহা অনায়াসে আহার করে।

স্পর্শন।

ত্বক্ স্পর্শেন্দ্রিয়। বাহ্য পদার্থের সহিত আমাদের ত্বকের সংযোগ হইলে তন্নিবন্ধন মনে বিশেষ বিশেষ ভাবের উদ্রেক হয়। সেই সকল প্রকার ভাবের বিশেষ বিশেষ নাম নাই, শীতল ও উষ্ণ এই দুই কথাতে সেই ভাব সকলের অনেক গুলিকে প্রকাশ করা হয়। ইহা ভিন্ন নরম নরম ঠেকিতেছে, শক্ত শক্ত ঠেকিতেছে প্রভৃতি বাক্য দ্বারা আরও কতক-গুলি ভাব প্রকাশ হয়। নরম নরম ঠেকিতেছে ইহার অর্থ এই যে কোমল পদার্থ ত্বকের সহিত সংযুক্ত হইলে মনে যে প্রকার পরোক্ষ জ্ঞান হয়, এস্থলেও সেইরূপ হইতেছে।

অনির্দ্দিষ্ট অনুভূতি।

দর্শন শ্রবণ প্রভৃতি যত প্রকার অনুভূতির বিষয় উপরে বলা হইল স সকলেরই এক একটি নির্দ্দিষ্ট নাম, এক একটি নির্দ্দিষ্ট ইন্দ্রিয় ও ক একটি নির্দ্দিষ্ট কার্য্য প্রণালী আছে। ইহা ভিন্ন আমরা কতকগুলি শারীরিক ও মানসিক অবস্থা বিশেষ দেখিতে পাই যাহাদের শ্রেণী, কারন নাম নির্দ্দেশ করা বড় কঠিন। এই শ্রেণীর মধ্যে ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি ভাবিক শারীরিক অভাব সকল এবং শ্রম ও বিশ্রামের আনন্দ প্রভৃতি নের অবস্থা সকলকেও পরিগণিত করা যাইতে পারে। ক্ষুধা তৃষ্ণা ভৃতি শারীরিক স্বাভাবিক অভাব সকলকে ইংরাজীতে Appetites বলে।

চতুর্থ অধ্যায়—স্মৃতি।

কোন অনুভূত পূর্ব্ব ঘটনা বা কল্পনা যাহা এক্ষণে প্রমাতে * অনুপস্থিত াছে তাহা প্রমাতে পুনরুপস্থিত হওয়ার নাম স্মৃতি। যেমন, প্রথমে খন কোম্পানির বাগান বেড়াইতে যাই, তখন তাহার প্রকাণ্ড বট বৃক্ষটী নুভূত হয় এবং তন্নিবন্ধন বিস্ময় হর্ষ প্রভৃতি মনের অবস্থা বিশে-রও অনুভব হয়। এত দিন নানা কার্য্যে সেই সমুদায় ভুলিয়াছিলাম র্থাৎ সেই সকল ভাব এত দিন আমার প্রমাতে উপস্থিত ছিল না। আজ

---

* Conciousness—(১১৭ সংখ্যা ৯ পৃষ্ঠা দেখ।)

কোম্পানির বাগানের নাম হওয়াতে আমার সেই সকল স্মরণ হইল অর্থাৎ সেই সকল পুনরায় প্রমাতে উপস্থিত হইল।

আমরা মনের যে অবস্থা ও যে কার্য্যকে স্মৃতি বলিয়া প্রকাশ করি, ভাবিয়া দেখিলে দেখিতে পাই যে তাহার মধ্যে সচরাচর তুই প্রকার কার্য্য হইয়া থাকে; প্রথমতঃ দেখা যায় যে অনুভূত পূর্ব্ব ঘটনা ও পদার্থ সকলের মধ্যে কতকগুলি মনে পড়ে, আর কতকগুলি চেষ্টা করিলেও মনে পড়ে না। মনের যে শক্তি থাকাতে পূর্ব্বোক্ত গুলি মনে পড়ে, সেই শক্তিকে ধারণাশক্তি বলা যায় ও সেই কার্য্যকে ধারণ বলে। দ্বিতীয়তঃ অনেক সময় দেখা যায় যে একটি বিষয় মনে আসে আসে, আসে না। কিছুক্ষণ চেষ্টা করিতে করিতে মনে পড়িয়া গেল। কোন ভূত ঘটনাকে মনে আনিবার চেষ্টা করাকে মনের উদ্ভয়ন শক্তি অর্থাৎ Recollection বলা যায়।

স্মৃতির বিষয় আলোচনা করিলে দেখা যায় যে একটী বিষয়ক ঘটনার উল্লেখ করিলে ভিন্ন ভিন্ন লোকের মনে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিষয় স্মরণ হয়। যেমন রামায়ণ এই নামটী করিবা মাত্র একজনের মনে সীতার সতীত্ব, আর একজনের মনে রামের বীরত্ব, অপর একজনের মনে রাবণের বিলাসিতা এইরূপ নানা জনের মনে নানা প্রকার ঘটনা ও ভাবের স্মরণ হয়। লোকের প্রকৃতি, প্রবৃত্তি ও চরিত্রের তারতম্য অনুসারে এই সকল বিষয়ের তারতম্য হইয়া থাকে। কিন্তু রামায়ণ এই নাম করিবা মাত্র সীতার সতীত্ব, রামের বীরত্ব ও রাবণের বিলাসিতা মনে হয় কেন? এই প্রশ্নের সদুত্তর দেওয়া আমাদের সাধ্য নহে। কেবল যত প্রকার বিষয় এইরূপে স্মরণ হয়, তাহাদিগকে পর্য্যালোচনা করিয়া মনোবিজ্ঞানবেত্তারা তাহাদিগকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। সাদৃশ্য, বৈপরিত্য, সন্নিধি ও কার্য্য কারণ সম্বন্ধ। দেখা যায় কোন একটী বস্তু স্মরণ হইলে তাহার সদৃশ বস্তু স্মরণ হয়। যেমন যত বার মাদ্রাসা কলেজের নিকট যাই সংস্কৃত কলেজ মনে পড়ে, কারণ এই তুইটী কলেজ বাহির হইতে দেখিতে একরূপ। দ্বিতীয়তঃ বৈপরীত্য যেমন একজন স্থূলকায় ব্যক্তিকে দর্শন করিলে কৃশকায় ব্যক্তিকে মনে পড়ে। তৃতীয়তঃ সন্নিধি, সন্নিধি তুই প্রকার—স্থানের সন্নিধি ও কালের সন্নিধি। স্থানের সন্নিধি

যেমন হাবড়ার কথা মনে পড়িলে তাহার রেলওয়ের কথা মনে পড়ে। সময়ের সন্নিধি, যেমন বিক্রমাদিত্যের কথা মনে হইলে কালিদাসের কথা মনে হয়। চতুর্থ কার্য্যকারণ ভাব; যেমন 'মেঘনাদবধ' দেখিলে মাইকেলকে মনে পড়ে। পঞ্চমতঃ দেখা যায় যে এককালে দুই কিংবা ততোধিক বিষয়ের অনুভব হয়, তাহাদের মধ্যে এমন একটি সম্বন্ধ দাঁড়াইয়া যায় যে তাহার একটী মনে পড়িলে অপরটী মনে পড়ে। যেমন, কোন এক খানি পুস্তক আনিবার কথা মনে থাকিবে বলিয়া যদি কেহ তোমাদের অঞ্চলে একটী গেরো বাঁধিয়া দেয়, পরে সেই গেরোটী দেখিলেই পুস্তকের কথা মনে হয়। ইহার অর্থ এই যখন সেই গেরোটী বাঁধা হয়, তখন তাহার প্রমাতে সেই পুস্তক ও গেরোটা যুগপৎ উপস্থিত ছিল এবং সেই জন্য তাহাদের মধ্যে একটী যোগ স্থাপিত হয়। ইংরাজীতে ইহাকে Association of of ideas বলে এবং বাঙ্গালাতে ভাবযোগ বলিয়া কেহ কেহ অনুবাদ করিয়াছেন।

সমাধান অর্থাৎ Attention এবং ভাবযোগ অর্থাৎ Association of ideas এই দুইটী স্মৃতির প্রধান সহায়। যে ঘটনা বা পদার্থে আমাদের চিত্তের সমাধান হয় না, তাহার ধারণ কিংবা উন্নয়ন করা বড় দুষ্কর। যেমন, কোন বৈটকখানা হইতে আসিলে একজন জিজ্ঞাসা করিল যে সেখানে মহারাণীর ছবি আছে দেখিয়াছ? সে ব্যক্তি উত্তর করিল মহারাণীর ছবি দেখি নাই, কিন্তু ক্রুশাহত যিশুর ছবি দেখিয়াছি। বাস্তবিক সেই গৃহে মহারাণীরও ছবি ছিল। একখানি স্মরণ হইল না কেন? ইহার কারণ এই যে দ্বিতীয় ছবির ন্যায় মহারাণীর ছবিতে চিত্তের সমাধান হয় নাই।

এই দুইটি স্মৃতির প্রধান সহায়ের বিষয় অবগত হইলে, শিক্ষকেরা ছাত্রদিগকে অতি সহজ উপায়ে স্মরণ রাখিবার বিষয় গুলি শিখাইতে পারেন। প্রথম যে বিষয় গুলি স্মরণ রাখা আবশ্যক সে গুলিতে ছাত্রদের মন সমাহিত করিবার চেষ্টা করা উচিত। যেমন ছোট ছোট ছেলেদিগকে শুষ্ক ক, খ শিখাইবার চেষ্টা না করিয়া যদি ক, য়, করাত, খ, য় খরগোস গ, য়, গাধা ঘ, য়, ঘোড়া প্রভৃতি আঁকিয়া শিখাইবার চেষ্টা করা যায় তাহা হইলে অতি শীঘ্র তাহারা শিখিতে পারে। এই ছবি গুলিতে এব

সেই সঙ্গে ক, খ, প্রভৃতি বর্ণে তাহাদের মনের সমাধান হয়। দ্বিতীয়তঃ করাত, খরগস, প্রভৃতির সহিত ক খ প্রভৃতির ভাব যোগ (Association of ideas) স্থাপিত হয়। তৃতীয়তঃ কেবল নীরস বর্ণমালা শিক্ষা করা শিশুদের পক্ষে বড় কঠিন। এইরূপ ছবি সংযুক্ত করিয়া শিখাইলে তাহাদের আনন্দও হয়।

সমাধান সম্বন্ধে আরো কয়েকটী জ্ঞাতব্য কথা আছেঃ—

প্রথম। একাগ্রীকরণ অর্থাৎ Concentration, যখন কোন দীর্ঘ কালের জন্য মন বিষয়ান্তর হইতে ব্যাবৃত্ত হইয়া কোন বিষয় বিশেষে সমাহিত হয় তাহাকে একাগ্রীকরণ বলে। ব্যক্তিভেদে এই একাগ্রীকরণ শক্তির প্রভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ এক বিষয়ে মনোনিবেশ করিয়া থাকিতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ লোকের মন সর্ব্বদা বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে ভ্রমণ করে।

অভ্যাসের সাহায্যে এইরূপ সমাধানের একাগ্রতা বৃদ্ধি পায়। আমরা যদি ভাবিয়া দেখি, দেখিতে পাই পূর্ব্বোক্ত ভাবযোগ নিবন্ধনই ভিন্ন ভিন্ন ঘটনা মনে প্রতিভাসিত হয় এবং মনকে বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে বিক্ষিপ্ত করে। এই প্রকার বিক্ষেপ ও প্রতিভাসন অর্থাৎ Suggestion দমন ও নিয়মিত করা অধ্যবসায়ের সাধ্য।

এই সকলকে নিয়মিত করিতে প্রথম প্রথম অধ্যবসায়ের দুর্ব্বলতাবস্থায় অত্যন্ত ক্লেশ হয়, কিন্তু অভ্যাসের ধর্ম্ম এই যে, যে প্রকার কার্য্য বারম্বার করা যায় তাহা ক্রমেই অল্পায়াসে সাধ্য হইয়া উঠে, সুতরাং অভ্যাস বলে এই সকলকে দমন করা অধ্যবসায়ের পক্ষে সহজ ও অল্প আয়াস সাধ্য হইয়া উঠে। যাহাদের অধ্যবসায়ের এইরূপ দমন ও নিয়মন করিবার ক্ষমতা নাই, তাহাদিগকে লোকে সচরাচর (Weak minded) দুর্ব্বলমনা বলিয়া থাকে। যখন এক ব্যক্তির অধ্যবসায় এত দুর্ব্বল হয় যে তাহার একটুও নিয়মন ক্ষমতা থাকে না, তখন তাহাকে (Insane) উন্মত্ত বলে। যাঁহারা আপনাদের ইচ্ছা ও প্রবৃত্তি মত মনের এই ভাবযোগ ও বিক্ষেপকে নিয়মিত করিতে এবং অল্প আয়াসে চিত্তের একাগ্রতা সম্পাদন করিতে পারেন, তাঁহাদিগকে মনস্বী (Men of disciplined minds) বলে।

দ্বিতীয় জ্ঞাতব্য বিষয় এই যে এক কালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান হয় কি না ? এই বিষয়ে পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক বাদানুবাদ হইয়াছে, কেহ কেহ বলেন যে এক কালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান হয় না, কিন্তু নিম্নলিখিত দৃষ্টান্ত গুলির প্রকৃত যুক্তি কি ? প্রথম, যখন কোন বাজিকর বাজি করে, দেখা যায়, সে এক কালে দড়ি, মুখস্থিত বংশ ও করস্থিত বর্ত্তুলের উপর মনঃসংযোগ করিয়া থাকে।

দ্বিতীয়তঃ ; এক ব্যক্তি যখন এক কালে গীত এবং বাদ্য উভয় কার্য্য সম্পাদন করে, তখন তাহার মন এক কালে দুই বিষয়ে সমাহিত দেখা যায়। তৃতীয়তঃ ; কোন ব্যক্তির সহিত যদি আলাপ করা যায়, তখন দেখা যায় যে এক সময়ে তাঁহার মুখভঙ্গী প্রভৃতি দর্শন এবং তাহার কথা শ্রবণ এই উভয় কার্য্যই হইয়া থাকে। এক কালে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান অসম্ভব হইলে এই সকলের যুক্তি কি ? এই জন্য অনেক মনোবিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিত বলেন যে এক সময়ে একাধিক বিষয়ে চিত্তের সমাধান হইতে পারে ; বস্তুতঃ এ প্রকার হওয়া কেন অসম্ভব হইবে বুঝিতে পারা যায় না।

জাপানী কুকুর।

জাপানে কুকুরের সংখ্যা করা যায় না। অসংখ্য কুকুর দ্বারা জাপানের সহর সকলে অশান্ত উৎপাত উপস্থিত হয়, তথাপি তাহাদিগের গায় কাহার হাত তুলিবার যো নাই। তথায় কুকুরদের এত সমাদরের কারণ কি ? এ বিষয়ে জনপ্রবাদ এই, অষ্টাদশ শতাব্দীতে জাপানে এক সম্রাট্ ছিলেন, কুকুর রাশিতে তাঁহার জন্ম হয়। আমাদিগের রাশিচক্রে যেমন মেষ, বৃষ প্রভৃতি ১২ টী চিহ্ন আছে, জাপানীদিগের সেইরূপ ১২ টী রাশির ১২ টী চিহ্ন আছে, তন্মধ্যে কুকুর একটী। সম্রাট্দিগের স্ব স্ব রাশির উপরে বড় পক্ষপাত দেখা যায়। রোমসম্রাট্ আগষ্টস্ মেষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করেন, তিনি মেষদিগের প্রতি অতিশয় ভক্তি করিতেন। কুকুর রাশিজাত জাপান সম্রাট্ যখন সিংহাসনে আরোহণ করিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইল এবং নিয়ম প্রচার করি-

লেন যে কুকুরদিগকে পবিত্র জীব বলিয়া শ্রদ্ধা করিতে হইবে। সেই জন্য জাপানে যত কুকুর, তুরস্ক ভিন্ন পৃথিবীর আর কুত্রাপি তত দৃষ্ট হয় না। এই সকল কুকুরের প্রভু নাই। তাহারা রাস্তায় রাস্তায় কুর্দ্দন করিয়া বেড়ায় এবং পথিকদিগকে তাড়া করিয়া থাকে। বিশেষতঃ পথিক বিদেশী ও খৃষ্টীয় বেশধারী হইলে, তাহার উপরে তাহাদের কোপ অধিক। তাহারা যদি দলবদ্ধ হইয়া আইসে, ঘোরতর রূপে ডাকে, গর্জ্জাইতে থাকে ও দন্তপাটী বাহির করে, এমন কি যদি তাহারা গায় উপরে পড়িয়া কামড়ায়, তথাপি তাহাদিগকে মারিবার বা গুলি করিবার কাহার সাধ্য নাই। কুকুর যত কেন ক্ষতি করুক না, তাহাকে বধ করা মহা অপরাধ। প্রত্যেক নগরে কুকুররক্ষক সকল আছে। যদি কোন কুকুর কোন দুর্ব্যবহার করিয়া থাকে, এই সকল রক্ষককে সংবাদ দিতে হইবে, তাহারা তাহার প্রতিবিধান করিবে। প্রত্যেক রাস্তায় কতকগুলি করিয়া কুকুর রাখিতে হইবে, অন্ততঃ তাহাদিগের জন্য খাদ্য রাখিতে হইবে। নগরের প্রত্যেক অংশে কুকুরদিগের পান্থশালা ও চিকিৎসালয় আছে এবং কোন কুকুরের পীড়া হইলে তাহাকে সেখানে রাখিয়া আসিতে হয়। কুকুর মরিলে পর্ব্বত শিখর দেশে যেখানে মনুষ্যদিগের গোরস্থান, সেই খানে তাহাকে লইয়া সম্মান পূর্ব্বক কবর দিতে হয়। এই বিষয়ে একটী কৌতুকজনক গল্প আছে। একজন জাপানী একটী মৃত কুকুরকে স্কন্ধে করিয়া পর্ব্বতশিখরে যায়, দুরারোহ পর্ব্বতে উঠিতে উঠিতে তাহার বড় ক্লেশ হয় এবং সে রাগে দুঃখে সম্রাটের জন্ম দিন ও খামখেয়ালী আদেশের উপর অভিসম্পাত করে। তাহার সঙ্গী তাহার জিব সামলাইয়া চুপ করিতে বলে। ঐ ব্যক্তি বলিল, "শাপ না দিয়া দেবতাদিগকে ধন্যবাদ দেও। সম্রাট্ যদি অশ্বরাশিতে ভূমিষ্ঠ হইতেন, আরো কত ভারী বোঝা বহিতে হইত।"

স্ত্রী শোকার্ত্ত।

আহা হা! তোমার শোক, আরো মর্ম্মভেদী!
পবিত্র প্রণয় গ্রন্থি একবারে ছেদি,

কালের করাল কর করিয়া ধারণ,
করিয়া জীবন-শূন্য, আঁধার ভবন,
ছাড়ি গেছে প্রাণসমা প্রিয়তমা নারী,
হৃদয়ে নির্দ্দয় হানি বিচ্ছেদ কাটারী!
আহা! সে মোহিনী মূর্ত্তি, প্রফুল্ল বদন,
ভাবোৎফুল্ল নেত্র, প্রেমপূর্ণ আলিঙ্গন,
সুধা রাশি মৃদু হাসি, অমিয় বচন,
সুখের আকর কর, মধুর স্পর্শন,
মূর্ত্তিমতী সরলতা, পতিব্রতা সতী,
চারুশীলা লজ্জাবতী, পবিত্রপ্রকৃতি!
জীবন বৃক্ষের তব, মধুমতী লতা!
মরি! কে ছিঁড়িয়া দিল, সাধি বিপক্ষতা!
কে দিল অভিসম্পাত হেন নিদারুণ!
জীয়ন্তে নির্ব্বাণ কভু নহে এ আগুন!
যত দিন রবে তুমি এ ভবভবনে,
তত দিন প্রিয় মূর্ত্তি চিত্র রবে মনে!—
সে রূপ লাবণ্য রাশি, জীবন মোহিনী,
প্রেমের প্রতিমা, গৃহলক্ষ্মী স্বরূপিণী,
আদরিণী, আহ্লাদিনী, আনন্দ-বরণী,
সোনায় সোহাগা সহধর্ম্মিণী রমণী!
মানস মালঞ্চে মধু মল্লিকা রতন!
কেমনে ভুলিবে, সে কি ভুলিবার ধন!
সে দিন, শোকার্ত্ত! তব হয় কি স্মরণ,
যে দিন পবিত্র সূত্রে হইলে বন্ধন?
যে দিন লইলে হাতে সংসারের ভার,
শিক্ষা দিলে হতে সহধর্ম্মিণী তোমার!
অবলা সরলা মনে জ্ঞান দান দিয়া,
যে দিন উভয় চিত্ত একত্র করিয়া,

একাসনে বসি নবোদ্যম সহকারে,
ভক্তিভাবে উপাসনা করিলে পিতারে!
সে দিনের প্রার্থনা কি ভুলিবে জীবনে ?
কি বলিলে কেঁদে কেঁদে পিতার সদনে ?—
'হে নাথ! অনাথবন্ধো! দীন দয়াময়!
উভয়ে অভয় পদে নিলাম আশ্রয়!
পার্থিব বিষয়ে কিছু নাহিক প্রার্থনা,
এই চাই সদা করি তব উপাসনা!
তোমার আদিষ্ট কর্ম্ম করি অনুষ্ঠান,
দীননাথ! দিন যেন হয় অবসান!
মোরা তব দাস, দাসী, অভিলাষী পদে,
সুখে দুখে, ভোগে রোগে, সম্পদে বিপদে,
জীবনে মরণে, আর কিছু নাহি চাই,
চরমে চরণ তলে স্থান যেন পাই!
যত দিন ভবে, তব ইচ্ছাধীন হয়ে,
সাধিতে তোমার কার্য্য, থাকিব উভয়ে,
তত দিন এই ভাবে যায় যেন প্রভু,
সাংসারিক শোক, দুখে, না টলি হে কভু!
ভক্তিতে নির্ভর করি, থাকি তব সাথ!
তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হোক নাথ!"
হে শোকার্ত্ত! আজি তাহা করিয়া স্মরণ,
পারো কি শোকের বেগ করিতে ধারণ?
জান তো জনম, মৃত্যু, ইচ্ছাধীন তাঁর!
তবে কেন শোকাকুল, অখিল সংসার?
যার ধন সেই লবে, তাহে কিবা শোক?
কি আছে নিগূঢ় ভাব, যাহে মুগ্ধ লোক?
তবে যদি কহ ইহা,—সম্ভবে কখন,
'প্রাপ্য ধনে সমধিক করোনি যতন!

আপনার দুখ, তাপ গোপন করিয়া,
থাকিতেন তব দুঃখে দুঃখিনী হইয়া!
সন্তপ্ত জীবনে ঢালি দিত শান্তি-জল!
হে শোকার্ত্ত! মনে আজ পড়ে কি সকল!
কে আর বিপদ কালে ধৈর্য্য রূপ ধরে,
করিবে তোমায় শান্ত কাতর অন্তরে!
দুখেতে সুখেতে প্রিয় কহিয়া বচন,
কে আর করিবে হৃদে অমৃত বর্ষণ!
কে আর ছায়ার ন্যায় অনুবর্ত্তী হ'য়ে,
করিবে তোমার শান্তি অসুখ-সময়ে!
সংসারের শৃঙ্খলতা কে করিবে আর?
কা'রে ল'য়ে এ সংসার—কা'র এ সংসার?
সর্ব্ব দুঃখ দূর কা'র মিষ্ট আলাপনে?
তা'হারে ছাড়িয়া প্রাণ বাঁচিবে কেমনে?
তাই কি করেছ সার নয়নের জল,
যদি হে শোকার্ত্ত! কভু নিবে শোকানল!

সমুদ্র সঙ্গীত।

সম্প্রতি এদেশে মৌলাবক্স নামে একজন মুসলমান গায়ক আসিয়া জল-তরঙ্গ বাজাইয়া কলিকাতাস্থ লোকদিগকে মোহিত করিয়া গিয়াছেন। তিনি কতকগুলি জলপূর্ণ পাত্র সাজাইয়া অঙ্গুলি চালনার গুণে সেতারের বাদ্য উৎপন্ন করেন। কিন্তু সমুদ্রের জলতরঙ্গের মধ্যে এক প্রকার সুললিত বাদ্য ও সঙ্গীত শুনিতে পাওয়া যায়। বিবী চাইল্ড নাম্নী এক আমেরিক গ্রন্থকর্ত্রী ইহার বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইহা বহুদিনাবধি দক্ষিণ পশ্চিম সমুদ্রের একটী আশ্চর্য্য ব্যাপার বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। ইহা প্রথমে একটী বীণার সুরের ন্যায় উঠে, দূরে পরীর সঙ্গীতের ন্যায় ঢেউ খেলাইতে ২ ক্রমে ২ চলিয়া যায়, বোধ হয় যেন ইওলীয় বীণা*

---

* গ্রীক কবিরা ইহাকে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বাদ্য বলিয়া বর্ণন করিয়াছেন।

জলের মধ্যে আরো সুমিষ্ট স্বরে বাজিতেছে।" অনেক দিন পর্য্যন্ত কেহ এই সুস্বরের কোন কারণ অবধারণ করিতে পারে নাই। বাল্‌টিমোর রেপব্‌লিকান নামক এক সংবাদপত্রের একজন লেখক ইহার রহস্য ভেদ করিয়া এইরূপ লিখিয়াছেনঃ—আমি অনেকবার স্পেনীয় জাহাজে পারাগোয়ে, এবং সান জোয়ান নিকারাগোয়ার নিকট ভ্রমণ করি। সময় সময় বন্দর অভাবে তীর হইতে অনেক দূরে আমাদিগকে নঙ্গর করিতে হয় এবং প্রতি রাত্রি সন্ধ্যা হইতে শেষ রাত্রি পর্য্যন্ত আমরা স্বর্গীয় সঙ্গীত শুনিয়া কর্ণ বিনোদন করিয়াছি। প্রথমে আমার বোধ হয় যে আমি আমার বেহালা ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলাম, সমুদ্রের মৃদু বায়ু হিল্লোলে তাহাই এরূপ বাজিতেছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম তাহা নয়। তখন আমি জাহাজের রেলে কান পাতিয়া রহিলাম এবং আমার কর্ণে যেন মধু বর্ষণ হইতে লাগিল। শব্দ নিকটস্থ বোধ হইল না, বহুদূরে সমুদ্র বিদ্যাধরীরা যেন হাজার হাজার বংশী লইয়া অতি কোমল, লঘু ও মিষ্ট স্বরে বাজাইতেছে। আমার রাত্রে আর ঘুম হইল না, আমি মাছ ধরিতে আরম্ভ করিলাম। ভাগ্যক্রমে অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে আমি অতি সুন্দর শ্বেতবর্ণ (cat fish) মার্জার মৎস্য ধরিয়া আধ থলী বোঝাই করিলাম। আমি থলী বাঁধিয়া কুঠরির ভিতরে লইয়া গেলাম এবং শয়ন করিলাম। নিদ্রাকর্ষণ না হইতে হইতে কানে সুস্বর বাজিল। আমি উত্থান করিলাম, দেখি কি আশ্চর্য্য, থলীর ভিতর হইতে সেই সুস্বর বাহির হইতেছে। আমি তৎক্ষণাৎ মৎস্য সকল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলাম। দেখিলাম প্রত্যেকের অধরের কাছে এক একটী থুবনী আছে, অতিসূক্ষ্ম তারের ন্যায় মাংস সূত্র তাহাতে শ্রেণীবদ্ধরূপে সজ্জিত। এই অধরের উপরে ওষ্ঠের চাপ রাখিয়া মাছেরা শিষ দিতে থাকে, ইহাতে সুস্বর স্বর লহরী বহির্গত হইতে থাকে। মাছে এমন সুন্দর গান গায়; ঈশ্বরের সৃষ্টিতে কত আশ্চর্য্য কাণ্ডই আছে।

মার্জার ঘটিকা।

সময় নিরূপণের জন্য এখন ঘটিকা যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, কিন্তু ইহা সৃষ্টির পূর্ব্বে মনুষ্যেরা নানা উপায়ে সময় ঠিক্‌ করিত। সূর্য্য ঘড়ী, বালি

ঘড়ী, জল ঘড়ী প্রভৃতির কথা পাঠিকাগণ জানেন, কিন্তু বিড়ালে ঘড়ীর কার্য্য করে, ইহা বোধ হয় তাঁহারা কখন শুনেন নাই। হিউ সাহেব চিন রাজ্য ভ্রমণ করিতে গিয়া এই ঘড়ীর বিষয় যাহা বর্ণন করিয়াছেন, নিম্নে প্রকাশ করা যাইতেছে:—

"আমরা এক দিন চিনের কতকগুলি খৃষ্টান কৃষকদিগের বাটি দেখিতে যাই। যাইতে যাইতে পথে দেখিলাম একটী বালক একটী মহিষ চরাইতেছে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দুপর বেলা হইয়াছে কি না? বালকটী আকাশের দিকে চাহিল, সূর্য্য ঘন মেঘাবরণে ঢাকা ছিল, কিছুই জানিতে পারিল না। তখন সে বলিল, "আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, একটু অপেক্ষা করুন।" এই কথা বলিয়া সে ক্ষেতের দিকে দৌড়িয়া গেল এবং একটী বিড়ালকে কোলে করিয়া ছুটিয়া আসিল। সে বলিল "দেখুন, এখনো দুপর বেলা হয় নাই।" এই বলিয়া বিড়ালের চক্ষু খুলিয়া আমাদিগকে দেখাইল। আমরা আশ্চর্য্য ভাবে বালকের প্রতি চাহিয়া রহিলাম, কিন্তু সে সরলভাবে বিড়ালের চক্ষুর পাতা টানিতে লাগিল। চক্ষু লইয়া এরূপ পরীক্ষা করাতে বিড়াল বড় সন্তুষ্ট হয় নাই, কিন্তু সে আশ্চর্য্য স্থিরভাবে রহিল। আমরা বলিলাম "আচ্ছা, তোমার কল্যাণ হউক।" তখন সে বিড়ালকে ছাড়িয়া দিল; বিড়াল ছুটিল, আমরাও গম্য পথে অগ্রসর হইলাম।

সত্য কথা বলিতে কি, আমরা বালকের কার্য্য প্রণালী কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পাছে সে মনে করে, ইউরোপীয়েরা অজ্ঞ, এই জন্য তাহাকে কোন কথা জিজ্ঞাসাও করিলাম না। আমরা খৃষ্টান পল্লীতে পৌঁছিয়া খৃষ্টানদিগকে জিজ্ঞাসা করিলাম, তাহারা বিড়ালের চক্ষু দেখিয়া সময় বলিয়া দিতে পারে কি না? তাহারা প্রশ্ন শুনিয়া আশ্চর্য্য হইল। পরে আমরা সবিশেষ বিবরণ বলিলে তাহারা তাড়া দিয়া তিন চারিটা বিড়াল ধরিয়া আনিল এবং তাহাদিগের দ্বারা ঘড়ীর কাজ কিরূপে চলে দেখাইয়া দেখাইয়া বুঝাইতে লাগিল। তাহারা বলিল, "বিড়ালদের চক্ষুর তারা প্রাতঃকাল হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত ক্রমশঃ ছোট হইয়া অবশেষে একটী লম্ব রেখার ন্যায় হয়; দুপরের পর চক্ষুর তারা ক্রমশঃ বড় হইতে থাকে।"

আমাদের হস্তগত সকল বিড়ালের চক্ষু পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, সকলের নিকটে একই উত্তর—দুপর বাজিয়া গিয়াছে।

পাঠিকাগণ! যদি ঘড়ী কিনিবার পয়সা না থাকে, সকলেরই বাটীতে বিড়াল আছে, তাহার চক্ষু পরীক্ষা করিতে শিখিবেন, তাহা হইলে বিনা পয়সায় ঘড়ীদেখার উপকার লাভ করিবেন।

ভৃত্যদিগের প্রতি কঠোর শাসন।

পূর্ব্বকালে ভৃত্যগণ ক্রীত দাসদাসীর ন্যায় ছিল, প্রভুরা তাহাদিগের উপর যথেচ্ছ ব্যবহার করিতেন। কেবল আমাদিগের দেশেই যে এইরূপ রীতি ছিল তাহা নহে, ইংলণ্ডেও ইহার প্রবলতা দেখা যায়। ১৫৬৬ খৃষ্টাব্দে একজন ইংরাজ ভদ্রলোকের গৃহে ভৃত্যের প্রতি যেরূপ নিয়ম ছিল সার জন হারিংটন তাহার এইরূপ বিবরণ দিয়াছেন:—

১। যে ভৃত্য উপাসনার সময় অনুপস্থিত থাকিবে, তাহার জরিমানা হইবে। শপথ করিলে দণ্ড এক পেনী। * দ্বার খুলিয়া রাখিলেও সেই দণ্ড।

২। মাইকেলমাস হইতে লেডি ডে পর্য্যন্ত যে ৬টার পরে শয্যায় থাকিবে বা ১০টার পর বাহিরে যাইবে তাহার দণ্ড ২ পেনী।

৩। ৮টার পর বিছানা না করিলে, আলো না জ্বালিলে অথবা সামাদান পরিষ্কার না করিলে জরিমানা ১ পেনী।

৪। কোন ভৃত্য শিশুদিগকে অশ্লীল কথা বলিতে শিখাইলে ৪ পেনী দণ্ড হইত।

৫। আহারের সময় উপস্থিত না থাকিলে ১ পেনী।

৬। মদের গ্লাস ভাঙ্গিলে ১২ পেনী।

৭। ১০টার সময় মধ্যাহ্ণ এবং ৬ টা'র সময় অপরাহ্ণ ভোজনের স্থান প্রস্তুত না করিলে দণ্ড ২ পেনী।

৮। বিনা অনুমতিতে এক দিবস অনুপস্থিত হইলে দণ্ড ৫ পেনী।

৯। এক জন অন্যকে প্রহার করিলে ১ পেনী।

১০। ময়লা বা ছেঁড়া জামা জুতা পরিলে ১ পেনী।

---

* প্রায় আড়াই পয়সা।

১১। কোন অনুচর পাচকের সহিত সাক্ষাৎ করিলে ১ পেনী।

১২। গ্রীষ্মকালে ৭ টা এবং শীতকালে ৮ টার সময় ঘর ধোয়া ঝাঁট না হইলে ১ পেনী।

১৩। আহারের সময় বাহিরের দরজা বন্ধ না রাখিলে দ্বারবানের ১ পেনী দণ্ড।

১৪। প্রত্যেক মধ্যাহ্ন ভোজনের পর সিড়ি পরিষ্কার না করিলে ৩ পেনী।

ভৃত্যদিগকে ৩ মাস অন্তর বেতন দিবার সময় এই জরিমানা সকল কাটিয়া লওয়া হইত। ইহাতে ভৃত্যদিগের বেতন যে অনেক সময় গায় গায় শোধ যাইত তাহার সন্দেহ নাই।

ভৃত্যদিগের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হইয়া তাহাদিগকে জ্বালাতন করা অবশ্য অন্যায়, কিন্তু ভৃত্যদিগের শাসনার্থ যে কোন প্রকার নিয়ম থাকা আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই। ভৃত্যেরা অসতর্ক, অলস এবং নীতিভ্রষ্ট হইলে গৃহস্থের পদে ২ অকল্যাণ, উপদেশ ও ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক সে সকল দোষের শাসন করা অবশ্য কর্ত্তব্য। যাঁহারা তাহা না করিয়া উপেক্ষা করেন, তাঁহারা আপনাদিগের অনিষ্ট আপনারা করেন। আজি কালিকার সময়ের গুণে এ দেশে দাস দাসী সকল কিছু ২ বাবু হইয়া উঠিয়াছে, বাবু ও গৃহিণীর কুদৃষ্টান্তই ইহার কারণ। গৃহস্থ গৃহিণী নিজে গৃহকার্য্যে পরিশ্রম করিয়া ভৃত্যদিগকে তাহা শিখাইবেন। ভৃত্যদিগের আর একটী মহৎ দোষ শিশুদিগকে অশ্লীলতা শিক্ষা দান। ভ্রষ্ট চাকর দ্বারা অনেক বালক নষ্ট হইয়াছে। প্রাচীন ইংরাজ গৃহস্থগণ ইহার জন্য ভৃত্যদিগকে অর্থ দণ্ড করিতেন, আমাদিগেরও ইহার প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখা ও ইহার বিশেষ শাসন করা কর্ত্তব্য। বড় মানুষের ছেলেরা যে অতি শীঘ্র দুর্নীতিপরায়ণ হইয়া উঠে, এই ইতর লোকদিগের অসৎ উপদেশ তাহার প্রধান কারণ।

গৃহ-চিকিৎসা।

মুষ্টিযোগ।

ঔষধ সকল বর্ণানুসারে ক্রমান্বয়ে লিখিত হইল।

১। অনন্ত মূল—গরমীর পীড়া হেতু শরীরে যে গ্লানি থাকে তাহা দূর

করণার্থে এটী ব্যবহৃত হয়। ইহা ভিন্ন পুরাতন বাত, দুর্ব্বলতা, চর্ম্মরোগ ঘা প্রভৃতি পীড়াতে রক্ত দূষিত হইলে এটী ব্যবহার হইয়া থাকে।

আধ ছটাক ওজনের সিকড় গুলি টুকুরা টুকুরা কাটিয়া করিয়া এক পোয়া আন্দাজ গরম জলে এক ঘণ্টা কাল সিদ্ধ করিয়া প্রতিদিন তিনবার করিয়া এক এক ছটাক সেবন ব্যবস্থা।

২। অডিকলম—ইহা ইংরেজী এক প্রকার সুগন্ধ জল। ইহা চিনে-বাজারের গন্ধদ্রব্য বিক্রেতাদিগের নিকট পাওয়া যায়। যত প্রকার অডি-কলম বিক্রয় হয়, তন্মধ্যে পাইবার সাঙ্কেত কৃত পরী ছবিওয়ালা লম্বা সিসি উৎকৃষ্ট, রং সোণার ন্যায় হল্‌দে; মূল্য ৷৷৵০, ৷৵০ আনার অধিক নহে।

পোড়ার পক্ষে এটী এক প্রকার ধন্বন্তরী। কোন স্থানে পুড়িয়া গেলে, তথায় আর কোন দ্রব্য না দিয়া, তৎক্ষণাৎ এই অডিকলম লাগাইয়া দিলে জ্বালা, যন্ত্রণা ও ফোস্কা কিছুই হয় না।

৩। আফিম—বাজারে সচরাচর যে আফিম পাওয়া যায় তাহাতে নানা প্রকার দ্রব্য মিশান থাকে, এজন্য ভাল দোকান হইতে আফিম খরিদ করিয়া ব্যবহার করা বিধেয়।

সাধারণতঃ বেদনা দূর করিবার জন্য আফিম ব্যবহার হয়।

কর্ণমূল ফুলিলে আফিম একটুখানি সিমের পাতার রসের সহিত মিশাইয়া লাগাইলে কর্ণমূলের বেদনা দূর হয়।

এটী অনেক পীড়ায় ব্যবহার হইয়া থাকে, কিন্তু ইহা ব্যবহার করা কঠিন, এজন্য সে বিষয় বলা গেল না।

৪। ঈশবগুল—পুরাতন আমাশয় ও উদরাময়ে ইহা ব্যবহার হয়। এক ভরি আন্দাজ ঈশবগুল এক কড়ি ভোর মিছরির সহিত মিশাইয়া সকালে ও বিকালে সেবন ব্যবস্থা।

ধাতের পীড়াতে প্রস্রাব করিতে কষ্ট হইলে ইহা সেবন করা বিধেয়।

৫। ওলটকম্বল—কষ্টকর রজঃর পক্ষে এটী বিশেষ ঔষধ। ইহার ৵০ আনা ভোর ছোট ছোট সিকড় বা বড় বড় সিকড়ের ছাল ৭টী গোল মরিচের সহিত জল দিয়া বাটিয়া সেবন করিলে কষ্টকর ঋতু দূর হইয়া ঋতু নিয়মিত হয়।

৬। কর্পূর—বাজারে সচরাচর পরিষ্কার কর্পূর পাওয়া যায় না, এজন্য ভাল পরিষ্কার কর্পূর আনাইয়া ব্যবহার করা বিধেয়।

কর্পূরের জল গ্রীষ্মকালের পক্ষে বিশেষ উপকারী, এজন্য এই সময় কর্পূর মিশ্রিত জল পান করা বিধেয়।

কর্পূর ও সরিষার তৈল একত্রে মিশাইয়া বেদনা স্থলে মালিস করিলে বেদনা দূর হয়।

অজীর্ণ ও পেটের অসুখ হইলে এবং ওলাউঠার সময়ে মধ্যে মধ্যে কর্পূর সোঁকা ও খাওয়া আবশ্যক।

সর্দ্দী হইলে মধ্যে মধ্যে কর্পূরের আরক বা ভেলা কর্পূর সেবন ব্যবস্থা।

হাঁপানি পীড়া হাঁপের সময় এক রতির পোয় কর্পূর সেবন করিলে হাঁপের বৃদ্ধি না হইয়া দমন থাকে।

৭। কয়লা—বাড়ীতে কয়লা রাখিলে দুর্গন্ধ নষ্ট হয়; এজন্য রোগীর গৃহে বিশেষতঃ ঘা ওয়ালা রোগীর ঘরে কয়লা রাখা নিতান্ত আবশ্যক।

জল পরিষ্কার করিবার জন্য কয়লা একটি প্রধান উপকরণ। জল পরিষ্কার করিতে হইলে দুইটী কলসীর মধ্যে কতকগুলি কয়লা পরিষ্কার করিয়া রাখিতে হয়; এবং কলসীর নীচে ছিদ্র করিয়া ২। ৩ টা খড়িকা দ্বারা বুজ করিয়া দুইটা কলসী উপর উপর রাখিয়া উপরের কলসীর মধ্যে অপরিষ্কার জল রাখিলে সেই ছিদ্র সংযুক্ত খড়িকা দ্বারা যে জল টোপে টোপে পড়িবে তাহা বিলক্ষণ পরিষ্কার হইয়া যাইবে। এই যে কলের জল আমরা পান করি, তাহাও কয়লা দ্বারা পরিষ্কৃত হইয়া থাকে। প্রত্যেক রেলের ষ্টেশনে ঘড়ার উপর ঘড়া রাখিয়া জল চোঁয়ান হয়, তাহাও এই কয়লা দ্বারা। ইহার সহিত বালি মিশ্রিত করিলে জল আরো পরিষ্কার হয়।

দুর্গন্ধ ঘায়ে পুলটিসের সহিত কয়লাগুড়া মিশাইয়া দিলে ঘায়ের দুর্গন্ধ শীঘ্র নষ্ট হইয়া ঘা পরিষ্কার হইতে পারে।

৮। করেলা উচ্ছে—ইহার সেবনে কৃমী দমন হয়। ইহার প্রলেপে অপরিষ্কার ঘা পরিষ্কার হয়।

৯। কলার পাতা—কাটা স্থানে বা ঘায়ে যেখানে জল পটী রাখা

আবশ্যক সেই স্থানের জলপটীর উপর কচি কলার পাতা দিয়া বাঁধিয়া রাখিলে জল শীঘ্র শুখাইতে পায় না।

যেখানে বিলিস্তারার ঘা হয় বা পুড়িয়া যায়, সেখানে কচি কলার পাতায় মাখম মাখাইয়া ঘায়ের উপর বসাইয়া দিলে বিশেষ উপকার হয়। যাহাদের চোর উঠে তাহাদের পক্ষে কলার পাতার ঠুসি চখের উপর সর্ব্বদা রাখিলে উপকার দর্শে।

১০। কাঁটাকুল্প—ইহা সেবনে প্রস্রাব অধিক হইয়া থাকে। ইহার আধ ছটাক আন্দাজ সিকড় আধ সের আন্দাজ গরম জলে মিনিট ১০।১৫ সিদ্ধ করিয়া একটু একটু সমস্ত দিন খাইলে উদরীর পীড়ায় প্রস্রাব হইয়া উপকার দর্শে।

১১। কালাদানা—ইহার সেবনে দাস্ত পরিষ্কার হয়; ৵০ আন্দাজের কালাদানা ভাল করে গুঁড়াইয়া খাইলে ২।৩ বার পরিষ্কার দাস্ত হয়।

১২। কাবাব চিনি—ধাতের পীড়ার শেষ অবস্থায়, অর্থাৎ যখন জ্বালা যন্ত্রণা থাকে না, কেবল পুঁয পড়ে তখন এবং স্ত্রীলোকদিগের শাদা ধাতে সেবন করিলে পুঁয ও ধাত পড়া বন্ধ হইয়া যায়।

আধ ছটাক আন্দাজ কাবাব চিনি উত্তমরূপ গুঁড়াইয়া দিনে মধ্যে ৩ বার করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

বৃদ্ধ বয়সের গলা খুসি ও কাশীতে ৫।৬ টা করিয়া কাবাব চিনি সেবন করিলে কাশীর উপকার দর্শে।

১৩। কুমড়ো—রক্ত পিত্ত পীড়া দমন রাখিবার কুমড়া একটী প্রধান ঔষধ; এ জন্য এ পীড়া হইলে কুমড়ার তরকারী, কুমড়া মিঠাই প্রভৃতি কুম্ড়োর দ্রব্যাদি খাওয়া বিধেয়।

১৪। কুরচির ছাল—আমাশার পীড়ার পক্ষে এটী মহৎ ঔষধ। ইহার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া প্রত্যেকবার ভেদের পর আধ ছটাক করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

১৫। কুশ—হিক্কার পক্ষে এটী বড় উপকারী। কুশ খানিকটা কলিকাতে তামাকের মতন সাজিয়া আগুন লাগাইয়া খানিকক্ষণ টানিলে সহজেই হিক্কা দমন হয়।

১৬। খয়ের—পাঁকুরের ঘায়ে খয়ের দিলে উপকার দর্শে।

উদরাময়ে একটুখানি খয়ের মধু মিশ্রিত করিয়া সেবন করিলে উদরাময় দমন পড়ে।

পারা সেবন হেতু দাঁতের গোড়া ফুলনি হইলে সর্ব্বদা খয়ের চিবান বিধেয়।

যাহাদের দাঁতের গোড়া ফাঁকে হওয়াতে দাঁত সর্ব্বদা কন কন করে, তাহাদের পক্ষে একটু খানি খয়ের দাঁতের গোড়ার ফাঁকের মধ্যে কিছুক্ষণ রাখিলে যন্ত্রণার লাঘব হয়।

স্তন-বোঁটে ঘা হইলে খয়ের জলে সর্ব্বদা স্তনবোঁট ধোয়া বিধেয়।

১৭। গর্জ্জন তৈল—ইহা কুষ্ঠ রোগের প্রধান ঔষধ বলিয়া এখন পরিগণিত হইতেছে। ইহার মলম প্রতি দিন দুই তিনবার করিয়া কুষ্ঠের ঘায়ের উপর ও সমস্ত শরীরে মালিস করিতে হইবে। গর্জ্জন তৈল এক ভাগ ও চুণের জল তিন ভাগ একত্র মিশাইয়া খানিকটা মাখনের সহিত মিশ্রিত করিলে মলম হইল এবং গর্জ্জনতেল ও চুণের পরিষ্কার জল সমান সমান ভাগ মিশ্রিত করিয়া তাহার ৫ ফোঁটা করিয়া প্রতিদিন ২। ৩ বার সেবন বিধেয়।

পুরাতন ধাতের পীড়াতে যখন কেবল পুঁয মাত্র পড়ে, তখন ১০। ১২ ফোটা মাত্রায় সেবনে উপকার দর্শে।

১৮। গোল মরিচ—শর্দ্দী হেতু স্বর ভঙ্গ হইলে গরম ঘিয়ে খানিকটা গোল মরিচ গুঁড়া মিশাইয়া সেবন করিলে সহজে স্বর ভঙ্গ আরাম হয়।

অর্শ রোগীর পক্ষে ৩। ৪ টী গোল মরিচ একটু মধুর সহিত মাড়িয়া অর্শের বলির মুখে লাগাইয়া দিলে যন্ত্রণা ক্রমে দূর হয়।

অজীর্ণে, ৬।৭ গোল মরিচ একটু লূনের সহিত খাইলে অজীর্ণতা দোষ চলিয়া যায়।

২০। গুলঞ্চো—পুরাতন পালাজ্বর ও শারীরিক দুর্ব্বলতার হাত হইতে পরিত্রাণ পাইবার পক্ষে ইহা সেবন একটী সহজ উপায়। আধছটাক আন্দাজ গুলঞ্চো একপোয়া আন্দাজ ঠাণ্ডা জলে ৩।৪ ঘণ্টা কাল ভিজাইয়া, পরে আধছটাক করিয়া প্রতিদিন ৩ বার সেবন ব্যবস্থা।

২১। চন্দন্ কাষ্ঠ—চন্দনের তেল পুরাতন ধাতের পীড়াতে এখন ব্যবহার হইতেছে। ১০।১২ ফোটা মাত্রায় প্রতিদিন ৩ বার করিয়া সেবন করিলে পূঁয পড়া কমিয়া যায়।

২২। চাল—ভাতের মাড় একটু নেবু বা মিছিরি মিশ্রিত করিয়া তরুণ জ্বরে, বসন্ত রোগে ও ধাতের পীড়ার পক্ষে সেবনে উপকার আছে।

পোড়া ঘায়ের উপর চালের গুঁড়া ছড়াইয়া দিলে পোড়ার জ্বালা ও যন্ত্রণা অনেক নিবারণ হয়।

বাগী ও ফোড়ায় পিটুলির পুলটীস উপকারক।

২৩। চালমোগরা—পূর্ব্বে কুষ্ঠ রোগে ইহার তৈল ব্যবহার হইত; এখন গর্জ্জনের মলম ব্যবহার হওয়া অবধি ইহার তেল কম ব্যবহার হইয়া থাকে।

লোনুছা,ফুরকনা,চুলকনা ও পাচড়াতে এটী মালিস করিলে উপকার দর্শে।

২৪। চূণ—ভাল পরিষ্কার চূণের জল সর্ব্বদা বাড়ীতে রাখা উচিত।

শিশুদিগের হাগা দুদ্‌তোলার পীড়া হইলে একটু একটু চুণের জল খাওয়ান বিধেয়।

পোড়া ঘায়ে চুণের জল তিসির তেলের সহিত মিলাইয়া তুলায় করিয়া দিলে উপকার দর্শে।

বুকজ্বালাতে একটু একটু চুণের জল পান করা বিধেয়।

অজীর্ণে চুণের জল সেবন ব্যবস্থা।

অম্লের পীড়াতে চূণের জল একটু একটু ব্যবহার করিলে অম্ল দমন থাকে।

বিষাক্ত হইলে চূণের জল সেবন ব্যবস্থা।

২৫। চিরেতা—জ্বরের পর শারীরিক দুর্ব্বলতা, অজীর্ণতা ও ক্ষুধামান্দ্য দূর করিবার জন্য এই ঔষধটী ব্যবহার হয়। পালাজ্বরের পক্ষেও এটী কম উপকারী নহে।

গাত্রে চাকা চাকা ও ফুসকুড়ী বাহির হইলে রক্ত পরিষ্কারের জন্য চিরেতা সেবন বিধেয়।

খানিকটা চিরেতা জলে ভিজাইয়া প্রাতেঃ ও সন্ধ্যার আধছটাক করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

২৬। জল—পানীয় জল পরিষ্কার হওয়া উচিত। জল পরিষ্কার করিবার আর একটী সহজ উপায় এই যে, একটা নির্ম্মালী একটু খানি ঘসে অপরিষ্কার জলে মিশাইয়া দিলে অল্পক্ষণ বাদেই জল পরিষ্কার হইয়া যায়।

জ্বর, বসন্ত ও ওলাউঠা রোগে রোগীর ইচ্ছানুরূপ ঠাণ্ডা জল পান করান বিধেয়।

মস্তক গরম হইলে মাথায় অনবরত ঠাণ্ডা জল ঢালিবে। ঠাণ্ডা জল মাথায় দেওয়ায় কোন রূপ অপকার না হইয়া উপকারই দর্শিয়া থাকে।

মূর্চ্ছা, শর্দ্দীগরমী ও দড়কা হইলে ঠাণ্ডা জলের ছিটে চখে, মুখে ও মাথায় দেওয়া বিধেয়।

সাপে কামড়াইলে মাথায় অনবরত ঠাণ্ডা জল ঢালা ব্যবস্থা।

কাটা স্থানের রক্তপাত বন্ধ করিতে হইলে তথায় ক্রমাগত জল দেওয়া বিধেয়।

প্রসবের পর রক্তস্রাব বন্ধ করিতে হইলে জলই একমাত্র প্রধান উপায়।

প্রস্রাব বন্ধ হইলে তলপেটে জলের পটি নকরা রাখা বিধেয়।

প্রতিদিন ঠাণ্ডা জলে স্নান ও ঠাণ্ডা জল পান বিধেয়।

বসন্ত, হাম ও একেজ্বরি অবস্থাতে গরম জল দ্বারা মধ্যে মধ্যে গাত্র ধৌত করা আবশ্যক।

ঘা ও ক্ষতস্থান পরিষ্কার করিবার একমাত্র উপায় গরম জল। ইহাতে নিমের পাতা মিলাইলে আরও উপকার দর্শে।

শর্দ্দী ও কাশীতে মাথাভার ও জ্বরভাব হইলে গরম জলের ভাবরা লওয়া ও গরম জলে পা ধোয়া বিশেষ উপকারী।

২৭। জায়ফল ও জৈত্র—পুরাতন ঘা, যাহা সহজে আরাম হয় না, তাহাতে ইহার তেল সর্ব্বদা লাগাইলে ক্রমে উপকার দর্শে।

২৮। ডালিম—উদরাময় ও আমাসয়ে ডালিমের ছাল বিশেষ উপকারী। একছটাক আন্দাজ ডালিমের ছাল আধসের আন্দাজ জলে ১৫। ২০ মিনিট সিদ্ধ করিয়া, আধছটাক আন্দাজ প্রতিদিন ৩।৪ বার সেবন করিবা।

ডালিমের সিকড়ের ছাল ক্রমীর পক্ষে বিশেষ ঔষধ। একছটাক

আন্দাজ সিকড়ের ছাল, আধসের আন্দাজ গরম জলে খানিকক্ষণ সিদ্ধ করিয়া, প্রাতেঃ খালিপেটে একছটাক আন্দাজ সেবন করিয়া প্রত্যেক আধ-ঘণ্টা অন্তর পুনরায় সেবন ব্যবস্থা। এইরূপে ৩।৪ বার সেবন করিয়া পরে আধছটাক আন্দাজ পরিষ্কার রেড়ীর তেলের জোলাপ লইলে প্রায় ১০।১২ ঘণ্টার মধ্যেই ক্রমী নষ্ট হইয়া যায়। যে গাছে মোটে ফুল ও ডালিম হয় না, সেই গাছের সিকড়ের ছাল অপেক্ষাকৃত উপকারী।

২৯। ঢাঁড়স—ইহা সিদ্ধ করিয়া একটু চিনির সহিত খাইলে প্রস্রাব পরিষ্কার রাখে।

শর্দ্দী হেতু স্বরভঙ্গ হইলে ও গলা জ্বালা করিলে এবং কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ঢাড়স সিদ্ধ করিয়া সেবন ব্যবস্থা।

৩০। তাড়ি—ময়দার সহিত তাড়ি মিশাইয়া পুলটিস করিয়া পচা ঘা, পৃষ্ঠব্রণ, পুরাতন ঘায়ে লাগাইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

৩১। তামা—কোন বিষ বা বিষাক্ত দ্রব্য উদরস্থ হইলে তাহা উঠাইবার জন্য বমি করাইতে হইলে তামা বা পয়সা মুখে রাখা বিধেয়।

ওলাউঠার সময় তামার পাত পেটে সর্ব্বদা রাখা ব্যবস্থা।

৩২। তারপিন তেল—বেদনাস্থানে তারপিন তেল মালিস করিয়া ফ্লানেল দ্বারা গরম জলের সেক দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

ক্রমী নষ্ট করিবার জন্য রেড়ির তেলের সহিত ২।৩ ফোটা তারপিন তেল মিশাইয়া সেবন ব্যবস্থা।

বাতের বেদনাতে কর্পূরের সহিত তারপিন তেল মিশাইয়া মালিস করিলে ক্রমে উপকার দর্শে।

৩৩। তিলের তেল—পোড়া ঘায়ে অন্য তেল ব্যবহার নিষিদ্ধ। এই তেলই চুণের জলে মিশ্রিত করিয়া ব্যবহার করা বিধেয়।

তিলের তেল মাথায় লাগাইলে মাথা ঠাণ্ডা থাকে।

৩৪। তুঁতে—ছোট ছেলেদের উদরাময় বা আমাসয় হইলে এক মটর ভোর তুঁতে একটু মধুর সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রতিদিন ৩ বার সেবন ব্যবস্থা।

মুখে ঘা হইলে ৩ টা মটর প্রমাণ তুঁতে খানিকটা মধুর সহিত মাড়িয়া ঘায়ে লাগান বিধেয়।

শিশুদিগের চোখ উঠিয়া পূঁয পড়িলে ॥০ রতি প্রমাণ তুঁতে, আধ ছটাক প্রমাণ জলে মিশ্রিত করিয়া সেই জলে সর্ব্বদা চোখ ধোয়া আবশ্যক।

অতি পুরাতন ঘা, যাহা সহজে আরাম হয় না, তাহা তুঁতের জল দিয়া সর্ব্বদা ধুইলে ক্রমশঃ আরাম হইতে থাকে।

খানিকটা তুঁতে গুঁড়া করিয়া একটুখানি ঘৃতের সহিত মিশ্রিত করিয়া দাদের উপর মালিস করিলে উপকার দর্শে।

জোঁকেকাটা হেতু রক্তপাত হইলে, ক্ষতস্থানে একটু তুঁতে লাগাইয়া দিলে রক্তপড়া শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়।

আফিম, ধুতুরা, কুচলে, কাটবিষ, সেঁকো প্রভৃতি দ্বারা বিষাক্ত হইলে, তুঁতে খানিকটা খাইয়া বমি করা উচিত।

নূতন সংবাদ।

১। বরদার মহারাজ মহলার রাও গুইকুমার রেসিডেণ্ট কর্ণেল ফেয়ারকে বিষ খাওয়াইবার চেষ্টা করেন বলিয়া তাঁহার নামে যে অভিযোগ হয়, তাহার বিচারার্থ বরদাতে এক কমিসন বসে। কলিকাতা হাই-কোর্টের প্রধান বিচারপতি কাউচ ইহার সভাপতি এবং সিন্ধিয়ার মহারাজ, জয়পুরের মহারাজ, সার দিনকর রাও, কর্ণেল মিড এবং ফিলিপ মেলবিল সভ্য নিযুক্ত হন। ২৩ এ ফেব্রুয়ারি হইতে ১৮ ই মার্চ্চ পর্য্যন্ত এই কমিসনের কার্য্য চলিয়াছিল। গুইকুমারের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য গ্রহণার্থ ৭ দিন যায়। কিন্তু সাক্ষীদিগের কথার মধ্যে অনেক গোলযোগ প্রকাশ পায়। বিলাতের সুপ্রসিদ্ধ কৌন্সিলী সারজিয়াণ্ট বালেণ্টাইন গুইকুমারের পক্ষে সওয়াল জবাব করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি জেরা করিয়া সাক্ষীদিগের মিথ্যা কথা ও গোপনীয় ভাব সকল বিলক্ষণ বাহির করিয়া দিয়াছেন। তিনি এক প্রকার প্রমাণ করিয়াছেন, গুইকুমার নির্দ্দোষী এবং কর্ণেল ফেয়ার ও বোম্বাই পুলিস ষড়্‌যন্ত্র করিয়া এই গোলযোগ বাঁধায়। কমিসনদিগের মত এখনো প্রকাশ পায় নাই, কিন্তু যেরূপ শুনা যাইতেছে, তাহাতে তাঁহাদিগের অধিকাংশের মতে মহলার রাও দোষী নন। লর্ড নর্থব্রুক ও উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষ এখন কিরূপ বিচার করেন। আমরা দেখিতেছি বিলাতের প্রধান প্রধান পত্র

সকল লর্ড নর্থব্রুকের কার্য্য প্রণা-
লীর ঘোষ দিতেছেন। দুঃখের বিষয়
এবার লার্ড সাহেবের নামে কিছু
অযশ রটিল।

২। আমরা দেখিয়া পরমাহ্লা-
দিত হইলাম, আমাদিগের দৃষ্টান্তে
আগামী বৈশাখ হইতে আসাম
প্রদেশে বামাবোধিনী সভা নামে
একটী সভা সংস্থাপিত হইবে। পা-
ঠিকাগণের গোচরার্থ তাহার বিজ্ঞা-
পন অনুবাদ করিয়া দিলামঃ—

"আসাম বামাবোধিনী সভা।

আগামী বৈশাখ মাস হইতে
উপরি উক্ত নামে একটী সভা সংস্থা-
পিত হইবে। আসামবাসিনী স্ত্রী-
মণ্ডলীর মধ্যে জ্ঞান প্রচার করা ইহার
উদ্দেশ্য। সভার নিয়োজিত ও বিশুদ্ধ
চরিত্র, ভদ্র বংশ জাত এবং প্রাচীন
এজেন্ট সকলের দ্বারা অন্তঃপুরবাসী
আসামী মহিলাদিগকে বৎসর বৎসর
এক একবার পরীক্ষা করিয়া পুস্ত-
কাদি পুরস্কার দেওয়া যাইবে এবং
স্ত্রীলোকের উপযোগী বিষয় সকল
চলিত আসামী ভাষাতে লিখিয়া
"বামাবোধিনী" নামে মাসিক পত্র
যোগে প্রকাশ পূর্ব্বক যথাসাধ্য
স্ত্রীশিক্ষার সাহায্য চেষ্টা করা
যাইবে। আশা করি আসামবাসী
যাবতীয় কৃতবিদ্য এবং দেশহিতৈষী
মহোদয়গণ বামাবোধিনী সভার সভ্য
শ্রেণীভুক্ত হইয়া কোন কার্য্যভার
গ্রহণ পূর্ব্বক আমাদিগের উৎসাহ
বর্দ্ধন করিবেন।

বিশ্বনাথ আসাম } এল, কে, দাস
এবং কোম্পানি।

৩। পাঠিকাগণ শুনিয়া অবশ্যই
আহ্লাদিত হইবেন, যে বৎসর মহা-
রাণীর সন্তান পুত্র ডিউক অব এডিন-
বরা ভারতবর্ষ দর্শন করিয়া গিয়া-
ছেন, আগামী শীতকালে তাঁহা-
দের জ্যেষ্ঠ যুবরাজ প্রিন্স অব
ওয়েলস, ভারতবর্ষ ভ্রমণ করিতে
আসিবেন। ভারতাঙ্গনাগণ কো-
প্রকারে তাঁহার প্রতি সম্মান প্রদ-
র্শনে নিবৃত্ত হইবেন না। যুবরা-
[illegible] ও অত্যন্ত ঋণগ্র-
হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহাকে প্রতি
বর্ষে প্রায় ২॥০ কোটী টাকা সু-
যোগাইতে হয়। তাঁহার নিজ পরি-
বারের একটী তালিকা এখানে দেও-
যাইতেছে:—

যুবরাজের নাম—শ্রীল শ্রীযুক্ত আ-
বার্ট এডওয়ার্ড প্রিন্স অব ওয়েলস।
জন্ম ৯ ই নবেম্বর ১৮৪১।
তাহার পত্নী দেন্মার্ক রাজক-

শ্রীমতী আলেক্‌জান্দ্রা মেরি জুলিয়া।
বিবাহ ১০ই মার্চ্চ ১৮৬৩।

সন্তান সন্ততি।

প্রিন্স এলবার্ট বিক্টর খৃষ্টিয়ান এডওয়ার্ড জন্ম ৮ ই জানুয়ারি ১৮৬৪।

প্রিন্স জর্জ ফ্রেডারিক অর্নেষ্ট আলবার্ট জন্ম ৩ রা জুন ১৮৬৫।

প্রিন্সেস লুই বিক্টোরিয়া আলেগজান্দ্রা ডগমার জন্ম ২০ এ ফেব্রুয়ারি ১৮৬৭।

প্রিন্সেস্ বিক্টোরিয়া আলেগজান্দ্রা অল্‌গা মেরি জন্ম ৬ই জুলাই ১৮৬৮।

প্রিন্সেস মড শার্লোট মেরি বিক্টোরিয়া জন্ম ২৬ এ নবেম্বর ১৮৬৯।

৪। কলিকাতা হিন্দু মহিলা বিদ্যালয়ের সংস্থাপিকা শ্রীমতী কুমারী আক্রয়েডের শুভ বিবাহ উপস্থিত। তিনি বাকরগঞ্জের কলেক্টর ও মাজিষ্ট্রেট বিবরেজ সাহেবকে পতিত্বে মনোনীত করিয়াছেন। বিবরেজ সাহেবও এ দেশীয় মহিলাগণের বিদ্যা শিক্ষার একজন উৎসাহদাতা। যোগ্যে যোগ্যে মিলন হইতেছে, আমরা ঈশ্বরের নিকট ইহাঁদিগের কল্যাণ প্রার্থনা করিতেছি।

৫। সম্প্রতি হাজিমর্দ্দান ও যমুনা খাঁ নামে দুইজন পাঠান অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে এমিলিয়া রাউচ ও করোলিন হাও নাম্নী দুটী ইংরাজ রমণীকে বিবাহ করিয়া ভারতবর্ষে আনেন। দুটী স্ত্রীলোকই পূর্ণযৌবনা ও পরম সুন্দরী। পাঠানদের দেশ ইংরাজ রাজ্যের বহির্ভূত তাহারা জানিত না, করাচিতে আসিয়া এই কথা শুনিয়া আর অধিক দূরে যাইতে অস্বীকার করে। ইংরাজ পুলিস এই বিবী ও পাঠানদিগকে ধৃত করে। শেষে বোম্বাইয়ে বিচার হইয়া ইংরাজ রমণীদ্বয়কে গবর্ণমেণ্ট আশ্রয়ে রাখা হইয়াছে এবং পাঠানদিগকে তাড়াইয়া দেওয়া হইয়াছে। পাঠানেরা দেখা করিতে চাহিলেও তাহারা একবার স্ত্রীদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিতে পায় নাই। এরূপ কার্য্য কতদূর ন্যায়সঙ্গত আমরা বলিতে পারি না।

৬। লর্ড নর্থব্রুক দলবল লইয়া সিমলায় গমন করিয়াছেন। তিনি পথে দিল্লীতে মহা সমারোহ করিয়া একটী দরবার করেন, পঞ্জাবের সকল রাজা ও সর্দ্দার তথায় উপস্থিত ছিলেন।

৭। ব্রহ্মরাজের সহিত রাজ্যের সীমা লইয়া ইংরেজ গবর্ণমেণ্টের বিবাদ হইয়াছে, শীঘ্র একটী যুদ্ধ বাধিবার সম্ভাবনা।

৮। নাগা নামক অসভ্য জাতির

দেশ জরিপ করিবার জন্য কয়েকজন ইংরাজ সিপাহী পাহারা লইয়া গিয়াছিলেন, নাগারা তাহাদের ৮০ জনকে হত ও ৫১ জনকে আহত করে। ইহাতে কয়েক দল সৈন্য নাগা দেশে গিয়া তাহাদিগের গ্রাম দাহ প্রভৃতি করিয়া আসিয়াছে।

৯। আমরা অবগত হইলাম, কলিকাতার কয়েকটী বিবী বেশ্যাদিগকে সচ্চরিত্র ও সুশিক্ষিত করিবার জন্য তাহাদিগের বাটীতে গমন করিতেছেন। পতিতা রমণীগণের কল্যাণার্থ যাঁহারা এরূপ উদ্যোগী হইয়াছেন, তাঁহারা আমাদিগের আন্তরিক কৃতজ্ঞতার পাত্র।

১০। মান্দ্রাজের গবর্ণরের পত্নী লেডী হোবার্ট তৎপ্রদেশে স্ত্রীশিক্ষার উন্নতির জন্য যেরূপ চেষ্টা করিতেছেন, তাহার বিশেষ প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারা যায় না। সম্প্রতি তাঁহার যত্নে মুসলমান অন্তঃপুর স্ত্রীশিক্ষার জন্য একটী বিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে। দুইটী স্ত্রীলোক ইহার শিক্ষাকার্য্য পরিদর্শন জন্য নিযুক্ত হইয়াছেন। এতৎসংক্রান্ত একটী বোর্ডিং স্কুল স্থাপনের প্রস্তাব হইতেছে।

১১। গত ২০এ মার্চ্চ শনিবার চোরবাগান বালিকা বিদ্যালয়ের পারিতোষিক বিতরণ হইয়া গিয়াছে; বিবী ফিয়ার স্বহস্তে পারিতোষিব দান করেন, ফিয়ার সাহেব একটি সুন্দর বক্তৃতা করেন।

১২। ষ্টেট্‌সমানের পারিস সংবাদদাতা বলেন মুদ্রা যন্ত্রে স্ত্রী প্রিণ্টার নিযুক্ত হওয়া নূতন কথ নয়। ১৭৯৪ অব্দে দেলতুফো নাম্নী জনৈক মহিলা একটী মুদ্রাযন্ত্র স্থাপি করেন। তথায় কম্পোজিটা প্রভৃতি সকলেই স্ত্রীলোক ছিল।

বামাগণের রচনা।

স্তোত্র।

কোথা হে জগত নাথ, তব পদে প্রণিপাত,
করিছে এ জ্ঞানহীন জন।
তব পদ পূজিবারে, ইচ্ছা করি বারে বারে,
পাপাশয়ে করেছে বারণ॥

ক্ষীণ বল ক্ষীণ প্রাণ, কেমনে পাইব ত্রাণ,
পাপ বৃদ্ধি হয় দিনে দিনে।
কোথাহে অনন্ত প্রভু, ত্রাণ কর মোরে বিভু,
ত্যজ না হে মূঢ় গতিহীনে॥
দুরন্ত রিপুর হাতে, রক্ষহে জগত পতে,
কুআশারে করহে সংহার!
নাশিয়ে প্রবল অরি, পাপীরে নিস্তার করি,
পথ দাও শান্তি পাইবার॥
তব পদার্চ্চনা তরে, যে বল আছে এ নরে,
সেবল হে অতি ক্ষীণ বল।
তাহে আসি রিপুগণ, স্বকার্য্য করে সাধন,
কুপ্রবৃত্তি করয়ে প্রবল॥
দয়ার সাগর জানি, এই চাই গুণমণি,
রিপু যেন না হয় প্রবল।
ইচ্ছা করি যেই দিকে, ধায় মন সেই দিকে,
করিবারে পরের মঙ্গল॥
তব অনুগ্রহ পেয়ে, কুতূহলী নরচয়ে,
দেখে তব বিশ্বের রচন।
আঁখি ফেরে যেই দিকে, সুধাইছে সেই দিকে,
বিশ্বপতি করিতে পূজন॥
বিচিত্রিত ধরাধাম, গাইতেছে তব নাম,
কি আশ্চর্য্য যাই বলিহারি।
চিত্ত হয় হে পবিত্র, হেরিলে তোমার চিত্র,
বিচিত্রিত ফল ফুল সারী॥
নত হয়ে ফল ভরে, যেন তরু পূজা করে,
যেবা তারে করেছে সৃজন।
কভু নহে অস্বীকার, পালিতে আজ্ঞার ভার,
নাহি জানে নিজের কারণ॥

উজ্জ্বল গগণে যারা,   পরিচয় দেয় তারা,
হয় তারা তারা নামে খ্যাত।
প্রকাশি স্বভাবোপরে,   উজ্জ্বল স্বর্ণ অক্ষরে,
তব নামে হইয়ে অঙ্কিত॥
নিশির প্রাকাল ভাগে,   সূর্য্য অস্তাচল আগে,
মেঘ জালে মণ্ডিত হইলে।
বোধ হয় সে কিরণে,   বলিতেছে নরগণে
স্বর্গদ্বার দেখহ সকলে॥
দিবা ভাগ করি শেষ,   বৃত্তান্ত করিতে শেষ
নিশানাথ হইয়ে উদিত।
জন্মের বৃত্তান্ত কথা   পুনরায় কহে তথা,
হই মোরা ঈশ্বর রচিত॥
স্বভাবেতে তব নাম,   গাইতেছে অবিশ্রাম,
মন মুগ্ধ সেই নাম গানে।
সে নাম স্মরণ নিতে,   বঞ্চিত হয়েছি চিতে,
রিপুগণ প্রবল কারণে॥
ওহে প্রভু দয়াময়   অধমে হও সদয়,
মন যেন থাকে তব পদে।
তব নামে উৎসাহিত,   হয় যেন মমচিত,
সমভাবে বিপদে সম্পদে॥

জগদ্দলবাসিনী
হিন্দুমহিলা।

ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা।

(২৯৬ পৃষ্ঠার পর)

তুমি ওহে বিশ্বনাথ বিশ্বের আধার।
আমি কি বলিব নাথ মহিমা তোমার॥
তুমি হে করুণাময় জগতের পতি।
ত্রিলোক পালন কর্ত্তা ত্রিলোকের গতি॥

ওহে প্রভু কৃপাময় জগতের স্বামী।
তোমার মহিমা নাথ কি বলিব আমি॥
মূঢ়মতি নারী জাতি বিদ্যালোকে হীনা।
সহজে দুর্ব্বল মন, অজ্ঞানে প্রবীণা॥
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা কে জানে কেমন।
ইচ্ছায় করেছ এই জগৎ সৃজন॥
নানা দিকে নানা দ্রব্য সৃজিয়াছ তুমি।
কি সাধ্য হইবে, পিতঃ! বর্ণি তাহা আমি॥
কানন নগর আর অট্টালিকা ময়।
চতুর্দ্দিকে সৃজিয়াছ কিবা পুষ্পচয়॥
গগণের শোভা মরি কিবা মনোহর।
তাহে কিবা শোভিতেছে পূর্ণ শশধর॥
চারি দিকে উজলিছে যত তারাগণ।
মধ্য স্থলে নিশাকর করিছে শোভন॥
মরি কিবা কাননেতে শোভে বৃক্ষগণ।
আহা কিবা সরোবর আছে সুশোভন॥
কত পক্ষীগণ সুখে বসি শাখোপরে।
গাইছে মধুর গীত মনোহর স্বরে॥
মন্দ মন্দ বহিতেছে মলয় পবন।
সেবনে প্রফুল্ল হয় মানবের মন॥
যে দিকে ফিরাই আঁখি দেখি চমৎকার।
মহিমা প্রচারে রত সকল সংসার॥
তোমার মহিমা নাথ কি বর্ণিতে পারি।
একেত অজ্ঞান তাহে পরবশ নারী॥
বার বার নমস্কার করি হে তোমায়।
অজ্ঞান কন্যাকে কৃপা কর দয়াময়॥

জনৈক বঙ্গমহিলা।

বামাবোধিনী পত্রিকা।

THE BAMABODHINI PATRIKA.

কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।

১৪০ সংখ্যা | চৈত্র বঙ্গাব্দ ১২৮১ | ১০ ম ভাগ

ওয়াসিংটন ও তাঁহার মাতা।

'মাতৃ দোষে শিশু নষ্ট' এই কথা এদেশে সকলেই বলিয়া থাকে এবং তাহার দৃষ্টান্তও সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু মাতৃ গুণে যে শিশু ভাল হয়, এ কথা কি সত্য নয়? আমাদিগের দেশের মাতারা বিদ্যাবতী নহেন এই জন্য তাঁহাদিগের তত সখ্যাতি প্রচার হয় না, সভ্য দেশে মাতার গুণে কত সন্তান সুবিখ্যাত হইয়াছে, তাহার রাশি রাশি দৃষ্টান্ত প্রাপ্ত হওয়া যায়। গ্রাকাইদিগের মাতা কর্ণেলিয়ার গুণে তাঁহার সন্তান দ্বয় রোমের দুইটী প্রধান রত্ন হন, মাতার গুণে ইংলণ্ডেশ্বর আলফ্রেড বিদ্যা শিক্ষা করিয়া এক-জন অত্যুৎকৃষ্ট রাজা হন এবং সার উইলিয়ম জোন্স অসাধারণ বিদ্যানুরাগী হইয়া দেশ বিদেশে খ্যাতি লাভ করেন, বামাবোধিনীর পাঠিকাগণ ইহা অবগত আছেন। এস্থলে আমরা আর একটী অসাধারণ লোকের কথা বলিব, মাতার গুণে ও শিক্ষাতে তিনি কতদূর সুশিক্ষিত ও উৎকৃষ্ট গুণে ভূষিত হইয়াছিলেন, পাঠিকাগণ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবেন।

আমরা যে ব্যক্তির উল্লেখ করিলাম, ইহাঁর নাম ওয়াসিংটন। পাঠিকগণ আমেরিকার ইউনাইটেড ষ্টেট্‌সের কথা শুনিয়াছেন, ইহা সভ্যতা অংশে এখন পৃথিবীর কোন দেশ অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহে। এই দেশ ইংরাজদিগের একটী উপনিবেশ এবং এক সময় ইংরেজদিগের অধীন ছিল। কিন্তু ইংল-ণ্ডীয় গবর্ণমেণ্ট ইহার উপর অত্যাচার করাতে ইহা ইংলণ্ডের সহিত ঘোর-তর যুদ্ধ করে এবং অবশেষে জয়ী হইয়া স্বাধীন হয়। আমেরিকার এই

সৌভাগ্যের মূল জর্জ ওয়াসিংটন। তাঁহার জীবন চরিত লেখক তাঁহার গুণ বর্ণনা স্থলে লিখিয়াছেন, "First in war. first in peace and first in the hearts of his countrymen." তিনি যুদ্ধে সর্ব্ব প্রথম শান্তিতে সর্ব্ব প্রথম এবং দেশীয় লোকদিগের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয়তম ছিলেন এরূপ মহাত্মার জননী অবশ্য রত্নগর্ভা বলিয়া আখ্যাত হইতে পারেন; কিন্তু এই রত্ন যে সেই জননীর হস্ত দ্বারা প্রস্তুত, তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। ওয়াসিংটনের মাতা অতি গুণবতী ও ধর্ম্মপরায়ণা রমণী ছিলেন। তাঁহার স্বামীর যখন মৃত্যু হয়, সন্তানেরা অত্যন্ত শিশু ছিল, তিনি একাকিনী তাঁহাদিগের সুশিক্ষা বিধান করেন। তিনি ওয়াসিংটনকে কিরূপ শিক্ষা প্রণালী দ্বারা এত বড় বিখ্যাত করিয়া তুলিয়াছিলেন, এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইলে বলিলেন "আমি তাহাকে কেবল বশ্যতা, শ্রমশীলতা এবং সত্যনিষ্ঠা শিক্ষা দিয়াছিলাম।" এই সামান্য নীতিত্রয় বাল্যকাল হইতে তাঁহার চরিত্রের সহিত সংমিলিত হইয়া তাঁহার এরূপ ভাবী মহত্ত্ব সম্পাদন করিয়াছিল।

বাল্যকাল হইতে তাঁহার মাতা তাঁহাকে সকল কথা ঠিক করিয়া বর্ণন করিতে অভ্যাস করান। তিনি যদি কোন বিষয়ে কোন দোষ বা ত্রুটি করিতেন, অসঙ্কোচে তাহা বলিতেন। এই কারণে তাঁহার হৃদয় এত সরল হয় এবং অন্যের চাতুরীর প্রতি তিনি এত ঘৃণা করিতেন। বাল্যকালে এক সময় অসাবধান হইয়া তিনি একটী মহা অনিষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন সেরূপ স্থলে কোন বালকই আত্মদোষ গোপন না করিয়া থাকিতে পারে না। কিন্তু তিনি মাতার নিকটে আসিয়া সরলভাবে আপনার দোষ স্বীকার করিলেন। মাতা সাশ্রুনয়নে গদ্গদ বচনে বলিলেন "আমার পুত্র যে এ ক্ষতি করিয়াছে তাহাতে দুঃখ নাই, সে যে মিথ্যা দোষে দূষিত হয় নাই এই আমার যার পর নাই আনন্দের বিষয়।" এ দেশের কয়জন মাতা সত্যনিষ্ঠার এরূপ সমাদর করিতে জানেন?

ভোগ বিলাস বা আদর পাইয়া সন্তান অকর্ম্মণ্য হইয়া না যায়, এজন্য তিনি সর্ব্বক্ষণ সতর্ক ছিলেন। তিনি সন্তানকে প্রত্যূষে উঠিতে অভ্যাস করান, কখন তাঁহাকে অলস হইয়া বসিয়া থাকিতে দিতেন না। যদি

সন্তানেরা যেরূপ পরিশ্রমকে অত্যন্ত কঠোর বলিয়া তাহা স্বীকার করিতে চান না, তিনি সময় ২ তাহাতে নিযুক্ত হইতেন এবংএইরূপে শরীরকে দৃঢ় ও কষ্টসহিষ্ণু করিতেন। বাল্যকাল অবধি তিনি সময়ের প্রতি সদ্ব্যবহারের যে নিয়ম শিক্ষা করিয়াছিলেন, ভবিষ্যতে রাজ্যের দুর্ব্বহ কার্য্যভার তাঁহার স্কন্ধে পতিত হইলে তাহা তাঁহার পক্ষে অত্যন্ত উপকারী হইয়াছিল। এই সময় তিনি যাঁহাদিগের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া থাকিতেন, তাঁহারা বলেন "ওয়াসিংটনকে কখন ব্যস্ত হইতে দেখি নাই। তিনি সময়ের এরূপ সুব্যবস্থা করিতেন, যে অত্যন্ত গুরুতর ও কোলাহল পূর্ণ কার্য্যের মধ্যে ক্ষুদ্রতম কার্য্য সকলও ধীরভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন।" তাঁহার মাতার উপদেশানুসারে চলিয়া তিনি এই প্রকার উপকার লাভ করিয়াছিলেন। শৈশবকালে তিনি প্রসন্নমনে এবং দৃঢ়রূপে মাতার আজ্ঞা পালন করিতেন এবং প্রৌঢ়াবস্থায় মাতার সামান্য ইচ্ছাও তিনি রাজবিধি স্বরূপ মান্য করিতেন।

আমেরিকায় শান্তি ও স্বাধীনতা সংস্থাপিত হইলে ওয়াসিংটন মাতার আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করিতে আসিলেন। স্বদেশের হিতব্রতে নিযুক্ত হইয়া তিনি ৮ বৎসরকাল গৃহ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া অবিশ্রান্ত পরিশ্রমে ব্যাপৃত ছিলেন, এখন জয়মুকুট মস্তকে পরিধান করিয়া তাঁহার মাতার চরণে তাহা স্থাপন করিতে আসিলেন। তাঁহার মাতা যে তাঁহার সকল সিদ্ধি লাভের মূল কারণ, ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে তিনি এখন বিস্মৃত হন নাই।

ওয়াসিংটনের জননী যত দিন জীবিত ছিলেন, ততদিন সর্ব্বসাধারণের শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্রী ছিলেন। ৯০ বৎসর বয়সে বিষ স্ফোটক হইয়া তাঁহার মৃত্যু হয়। এই সময় তাঁহার কষ্ট যন্ত্রণার লাঘব করিবার জন্য ওয়াসিংটন তাঁহার কাছছাড়া হন নাই এবং ভক্তিমান্ পুত্র জননীর যতদূর সেবা শুশ্রূষা করেন তিনি তাহার কিছুমাত্র ত্রুটী করেন নাই।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন।" ওয়াসিংটনের ন্যায় পুত্র দ্বারা কুল পবিত্র, জননী কৃতার্থা এবং পৃথিবীও পুণ্যবতী হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু এই সকল আনন্দের কারণমূল ওয়াসিংটনের জননীর গুণ। ওয়াসিংটন সর্ব্বদাই বলিতেন "মাতার আজ্ঞা বহন করিতে শিখিয়া আমি অন্যের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে শিখিয়াছি।" জননী

সচ্চরিত্রা ও বুদ্ধিমতী হন ও সন্তানকে কিরূপে পালন করিতে হয় যদি জানেন, দেশের যে কত কল্যাণ সাধন করিতে পারেন, বলিয়া শেষ করাযায় না। কবে এদেশের জননীগণ ওয়াসিংটনের জননীর ন্যায় সদ্‌গুণে ভূষিত হইবেন এবং তাঁহার ন্যায় সন্তানকে শিক্ষিত করিয়া ভারত মাতার মুখ উজ্জ্বল করিবেন ?

হিন্দু বিবাহ পদ্ধতি।

[৩০৬ পৃষ্ঠার পর।]

পর দিন অধিবাস। এই দিনেও পূর্ব্ব দিনের মত মধ্যাহ্নে স্ত্রীলোকদিগকে ও সায়াহ্নে পুরুষদিগকে উত্তমরূপ ভোজন ও জলপান করাইতে হয়। বিবাহ দিবসের বিলম্ব অনুসারে অধিবাস কখন ২ গাত্রহরিদ্রার দুই তিন দিন পরে স্থির হইয়া থাকে। এই দিন সন্ধ্যাকালে একটী ক্ষুদ্র বর্গাকার আকাটা পুকুর খনন করা হয়, উহার চারি কোণে চারিটী কদলী বৃক্ষ ও মধ্যস্থলে একখানা শীল পাতা হয়। পরে পাঁচটী আয়তে বরণডালা লইয়া স্ত্রী আচার ও বরণ করেন। বরের বাটীতে বরকে ও কন্যার বাটীতে কন্যাকে এইরূপে বরণ করা হয়।

পর দিন বিবাহের দিন। এই দিন প্রাতে বর ও কন্যা কর্ত্তা উভয়েই পূর্ব্ব পুরুষদিগের শ্রাদ্ধ করেন। শ্রাদ্ধ সমাপনান্তে মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া হরিদ্রাতে সিক্ত সূতা ও কয়েক গাছি দূর্ব্বা বরের দক্ষিণ হস্তে ও কন্যার বাম হস্তে বান্ধিয়া দিতে হয়। এই দিন মধ্যাহ্নে সকলকেই উত্তমরূপে ভোজন করাইতে হয়। বর ও কন্যাকে উপবাসী থাকিতে হয়। যদি সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া না থাকিতে পারেন, তবে কিঞ্চিৎ দুগ্ধ ও মিষ্টান্ন আহার করিয়া থাকেন। সন্ধ্যার প্রাক্কালে * বর ও কন্যা স্ব স্ব বাটীতে ক্ষৌর হইয়া

---

* ইহা কলিকাতার প্রথা ও নিকটে নিকটে বিবাহ হইলে এইরূপ প্রথা অবলম্বিত হয়। পল্লীগ্রামে ও দূরে বিবাহ হইলে বরকে অবশ্যই অগ্রে সজ্জা করিয়া আসিতে হয়। বরযাত্রার সমারোহ ও অনুষ্ঠানও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হয়।

থাকেন। ক্ষৌরকার্য্য সমাধান হইলে তাহারা আকাটা পুকুরে যাইয়া শীলার উপর দণ্ডায়মান হয়। পরে সাতটি আয়তে বর ও কন্যা উভয়কে সাত বার বেষ্টন পূর্ব্বক আনন্দসূচক উলুধ্বনি করত তাহাদিগকে বরণ করেন। অনন্তর উভয়েই পট্ট বস্ত্র ও বেশ ভূষা দ্বারা সুসজ্জিত হন। বর সজ্জিত হইলে পাত্রি গ্রহণার্থ বহির্গত হন। বর ধনী হইলে চারি ঘোটকের শকটে আরোহন করিয়া অথবা চতুর্দ্দোলে চাপিয়া গমন করেন ও তাহার সমভিব্যাহারে ইংরাজী বাদ্য, নহবৎ, কৃত্রিম ফটক, ময়ূরপঙ্খী ও পাহাড়, তক্তানামা নিশান, লণ্ঠন, খাসগেলাস ও আসাসোটাধারী কতিপয় দ্বারবান প্রভৃতি বাজে আনুসঙ্গিক রেসালা গমন করে। অন্য বরযাত্র প্রায় সকলে গাড়ীতে গমন করেন। সামান্য অবস্থাপন্ন হইলে বর কেবল একখানি পাল্কি আরোহনে গমন করেন। বর কন্যার বাটীর দ্বারে উপনীত হইলে কন্যাকর্ত্তারা আসিয়া বর ও বরযাত্রিদিগকে যত্ন ও সম্ভ্রম সহকারে অভ্যর্থনা করেন এবং বরের হস্ত ধারণ করিয়া লইয়া গিয়া উপযুক্ত আসনে বসান। এই সময়ে প্রতিবাসীরা আসিয়া ঢেলা ভাঙ্গা বা গ্রামভেটী প্রার্থনা করে, যতক্ষণ পর্য্যন্ত না কিঞ্চিৎ অর্থ প্রাপ্ত হয় ততক্ষণ গোল-যোগ করিতে থাকে, অর্থ পাইলেই নিরস্ত হয়। এই সময়ে ভাট ও ঘটকেরা আসিয়া বর কন্যার পূর্ব্ব পুরুষদিগের নামাবলী ও কীর্ত্তি ঘোষণা করিতে থাকে। অনন্তর সভাস্থ আহূত ব্যক্তিদিগকে মালা, পান সুপারি ও চন্দন দ্বারা সম্মাননা করা হয়। পরে লগ্নের সময় উপস্থিত হইলে কন্যাকর্ত্তা সভাস্থ সকলের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক কন্যা সম্প্রদানে প্রবৃত্ত হন।

কন্যার পিতা বা দান কর্ত্তা বরকে একখানি আসন প্রদান করেন। বর ঐ আসন গ্রহণ করিয়া একটী মন্ত্র পাঠ করেন। ইহার পর কন্যার পিতা বরকে একটী জলপূর্ণ পাত্র প্রদান করেন। বর ঐ পাত্রটী স্বহস্তে গ্রহণ পূর্ব্বক পাত্রস্থ জলের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটী মন্ত্র পাঠ করেন (১)। তৎপরে বর হস্তে জল লইয়া উহা আপন বাম পদে

(১) সূর্য্য যেমন অন্যান্য আলোকপ্রদ পদার্থ সকলের প্রভাহ্রাস করেন, আমিও সেইরূপ আমার শত্রুদিগকে প্রভাহীন করি; আমি যে আসন দলিত করিতেছি উহা আমার অনিষ্টকারীর আদর্শ স্বরূপ।

নিক্ষেপ করিয়া একটী মন্ত্র পাঠ করেন (২)। ঐরূপ দক্ষিণ পদেও জল নিক্ষেপ করিয়া একটী মন্ত্র পাঠ করেন (৩)। তৎপরে বরকে একটী অর্ঘ্য অর্থাৎ একখানি কুশীতে কিঞ্চিৎ জল, আতপ তণ্ডুল, দুর্ব্বা ও পুষ্প রাখিয়া উহা প্রদত্ত হয়। বর উহা গ্রহণ পূর্ব্বক একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া স্বীয় মস্তককে স্পর্শ করেন। অনন্তর "আচমনের নিমিত্ত জল গ্রহণ কর" এই বলিয়া কন্যার পিতা বরকে জলপূর্ণ একটী পাত্র প্রদান করেন। বর উহা গ্রহণ করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন (৪)। ইহার পর "মধুপর্ক গ্রহণ কর" এই বলিয়া কন্যার পিতা বরকে মধুপর্ক অর্থাৎ দধি, ঘৃত, চিনি ও মধু সম্বলিত একটী বাটী প্রদান করেন। বর উহা গ্রহণ করিয়া ভূমিতে স্থাপন পূর্ব্বক উহার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন (৫)। তৎপরে তিনি উহা তিনবার আস্বাদন করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন (৬)।

অনন্তর বরকে কন্যার অবস্থানুরূপ উপহার প্রদত্ত হয় এবং ঐ সময়ে কন্যা সম্প্রদান হয়। ঐ সম্প্রদানের বিবরণ এই। মধুপর্ক ভোজন সমাপ্ত হইলে পর, কন্যার দক্ষিণ হস্ত বরের দক্ষিণ হস্তের উপর স্থাপিত করা হয়, একটী স্ত্রীলোক কিম্বা কন্যার ভাই বা ভগ্নীপতি সম্পর্কীয় কোন লোক কুশ দ্বারা ঐ হস্তদ্বয় বন্ধন করেন, এবং ঐ সময়ে শঙ্খাদি মঙ্গল ধ্বনি হইতে থাকে। কন্যার পিতা সেই সময়ে এক পাত্র জল গ্রহণ করত, উহাতে তিল ও কুশ প্রদান পূর্ব্বক "ওঁ তৎসৎ" বলিয়া উহা বর ও কন্যার হস্তোপরি ঢালিয়া দেন। তৎপরে তিনি, বর, কন্যা ও তাহাদিগের পূর্ব্ব পুরুষগণের নাম উচ্চারণ করিয়া একটী মন্ত্র পাঠ করেন (৮)। বর

(২) আমি বাম পদ ধৌত করি এবং এই রাজ্যে সুখ আনয়ন করি।

(৩) আমি দক্ষিণ পদ ধৌত করি এবং এই রাজ্যে সুখ আনয়ন করি।

(৪) তুমি যশঃ স্বরূপ, আমাকে যশঃ প্রদান কর।

(৫) তুমি যশোযুক্ত; আমিও ঐরূপ হই।

(৬) তুমি যশস্বীদিগের আহার, তুমি মনস্বীদিগের আহার, তুমি সুভগদিগের আহার, আমাকে সৌভাগ্য প্রদান কর।

(৮) আমি তোমায় এই সবস্ত্রা সালঙ্কৃতা, ও প্রজাপতিরক্ষিতা কন্যাকে প্রদান করিলাম।

"স্বস্তি" এই বাক্য উচ্চারণ করেন। অনন্তর কন্যার পিতা বরকে এক খণ্ড সুবর্ণ প্রদান করিয়া একটী মন্ত্র উচ্চারণ করেন (৯)। বর "স্বস্তি" শব্দ উচ্চারণ ও একটি মন্ত্র (১০) পাঠ করেন।

অনন্তর কন্যার পিতা একটী মন্ত্র (১২) পাঠ করিয়া গাইটছড়া বাঁধিয়া দেন। এইরূপে সম্প্রদান কার্য্য সমাপ্ত হইলে বর ও কন্যা গাত্রোত্থান করেন, এবং বাটীর মধ্যে গমন করিলে, সাতটী আয়ত স্ত্রী আসিয়া বরণ ও অন্যান্য স্ত্রী-আচার করেন। পরে বর ও কন্যা সদর বাটীতে প্রত্যাগমন করিলে বর একটী মন্ত্র (১৩) পাঠ করিয়া কন্যাকে সম্ভাষণ করেন এবং তিনি আর একটী মন্ত্র পাঠ করিয়া (১৪) কন্যাকে বস্ত্র পরিধান করান। বস্ত্র পরি-

(৯) আমি অদ্য মৎকৃত এই দানের দক্ষিণাস্বরূপ তোমাকে এই সুবর্ণ প্রদান করিলাম।

(১০) তোমাকে কে প্রদান করিলেন? কাহাকেই বা প্রদান করিলেন? প্রণয় তোমাকে প্রদান করিয়াছেন; এবং প্রণয়কেই প্রদান করিয়াছেন। প্রণয় দাতা, প্রণয়ই গৃহীতা। প্রণয়! ইনি তোমারই হউন; আমি প্রণয়ের সহিত ইঁহাকে উপভোগ করিব।

(১২) তোমরা প্রণয় সম্পদ ও কর্ত্তব্য কর্ম্ম সংক্রান্ত সকল বিষয়ে ঐকমত্য অবলম্বন কর।

(১৩) বায়ু, সূর্য্য, অগ্নি ও দেবতারা তোমার মন হইতে দুঃখ দূর করুন, এবং তোমার মন আমার প্রতি প্রধাবিত করুন। তুমি সুশীলা, নম্রা, পতিব্রতা, সৌভাগ্যশালিনী, সৌন্দর্য্যবতী, বীরপ্রসবিনী, ও প্রফুল্লচিত্তা হও এবং আমাদিগের দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগকে সুখপ্রদান কর। তুমি এক জন্মে সোমের ভার্য্যা ছিলে, তৎপরে এক গন্ধর্ব্ব তোমাকে বরণ করিয়াছিল; তৎপর জন্মে তুমি ব্রহ্মার রমণী হইয়াছিলে; এ জন্মে তুমি আমার সহধর্ম্মিণী হইলে। সোম তোমাকে গন্ধর্ব্বের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন; গন্ধর্ব্ব ব্রহ্মার হস্তে এবং ব্রহ্মা তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন। তোমার সঙ্গে সঙ্গে ব্রহ্মা আমাকে ধন ও পুত্রও প্রদান করিয়াছেন। তুমি সৌভাগ্যের প্রসূতি স্বরূপ, তুমি আমাকে পরিত্যাগ করিও না।

(১৪) যে সকল দয়ালু স্ত্রীলোক এই বস্ত্রের সূতা প্রস্তুত ও এই

ধান সম্পন্ন হইলে বর কন্যাকে অগ্নির নিকটে লইয়া যান ও একটী মন্ত্র পাঠ করেন (১৫)। তৎপরে কন্যা অগ্নির পশ্চিম দিকে গমন করিয়া তৃণ নির্ম্মিত ও রেশমে আবৃত একখান আসনের নিকটে গমন পূর্ব্বক একটী মন্ত্র পাঠ করেন (১৬)। পরে কন্যা ঐ আসনের ধারে বসিলে বর ৬টকটী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া অগ্নিতে ছয় বার হবিঃ প্রদান করেন। কন্যাও সেই সময়ে বরের স্কন্ধদেশে আপন দক্ষিণ হস্ত সংলগ্ন করিয়া রাখেন (১৭)।

অনন্তর বর স্বর্গ, মর্ত্ত ও পাতাল এই ত্রিভুবনের নাম স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র উচ্চারণ করিয়া তিন বার, উহাদের সকলের নাম এক সঙ্গে উচ্চারণ করিয়া একবার, এবং চন্দ্র ও অগ্নির নাম উল্লেখ করিয়া চারি পাঁচ বার আহুতি প্রদান করেন। পরে বর ও কন্যা গাত্রোত্থান করেন এবং বর কন্যার পশ্চাৎ দিক্ দিয়া বাম পার্শ্ব হইতে দক্ষিণ পার্শ্বে গমন পূর্ব্বক উত্তরাভিমুখে তদীয় হস্তযুগল অঞ্জলিবদ্ধ করিয়া দেন। তৎপরে খৈ ও শমীপত্র উত্তোলিত ও একখানি শিল কন্যার সম্মুখে স্থাপিত হয়। কন্যা ঐ প্রস্তরের উপর আপন দক্ষিণ পদ স্থাপন করে, এবং বর একটী মন্ত্র পাঠ

বস্ত্র বয়ন করিয়াছেন, তাঁহারা তোমাকে বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত বস্ত্র পরিধান করান। হে আয়ুষ্মতি! তুমি এই বস্ত্র পরিধান কর।

(১৫) সোম তোমাকে গন্ধর্ব্বের হস্তে প্রদান করিয়াছিলেন, গন্ধর্ব্ব আদিত্যের হস্তে, আদিত্য অগ্নির হস্তে, এবং অগ্নি তোমাকে ধন পুত্র সম্বলিত, আমার হস্তে সমর্পণ করিয়াছেন।

(১৬) যে পথ দ্বারা আমি সুখবহা, অহিংসিতা, অমঙ্গলশূন্য হইয়া স্বামীর সদনে যাইতে পারিব, তিনি আমাকে সেই পথ প্রদান করুন।

(১৭) (ক) অগ্নি আগমন করিয়া ইহার ভাবি সন্ততিকে মৃত্যু মুখ হইতে রক্ষা করুন, জলপতি বরুণ এই করুন, যেন ইহাকে সন্ততিগণের অশুভ নিবন্ধন কষ্ট পাইতে না হয়।

(খ) গার্হপত্য অগ্নি ইহাকে রক্ষা করুন; তিনি ইহার সন্ততিগণকে দীর্ঘায়ু করুন; ইনি যেন কখন বিধবা না হন; ইনি যেন সন্তান রাখিয়া মরিতে পারেন, এবং পুত্র সন্তান প্রসবের আনন্দ অনুভব করিতে পারেন।

কন্যাকে সম্ভাষণ করেন (২৪)। ইহার পরে বর উপস্থিত দর্শকদিগকে এই বলিয়া সম্ভাষণ করেন (২৫)। ইহার পর বরের কোন আত্মীয় সপ্ত মণ্ডলের নিকট উপস্থিত হইয়া বরের ও তৎপরে কন্যার মস্তকে এক জলপূর্ণ পাত্র কিঞ্চিৎ স্পর্শ করাইয়া দেন। তৎকালে একটী মন্ত্র পঠিত হয় (২৬)। ইহার পর বর, কন্যার অঙ্গুলি পুটের নিম্ন ভাগে স্বীয় বাম হস্ত প্রদান করিয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা কন্যার দক্ষিণ হস্ত গ্রহণ করত ছয়টী মন্ত্র পাঠ করেন (২৭)। ইহার পর বর ও কন্যা অগ্নির নিকট উপবেশন করত হোম করিয়া ত্রিভুবনের নাম উচ্চারণ করিয়া এই কার্য্য শেষ করেন। বিবাহ কার্য্যে কন্যার পাণিগ্রহণ এইরূপে শেষ হইয়া থাকে।

তৎপরে বর ও কন্যা হবিষ্যান্ন আহার করেন। পর দিবস বরের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আসিয়া বর ও কন্যাকে বরের সদনে লইয়া যায়। বর যাইবার সময় কন্যার বাটীর সকলে বরকে কেহ বা অর্থ দ্বারা কেহ বা ধান দুর্ব্বা দ্বারা আশীর্ব্বাদ করেন।

(২৪) সপ্তপদ গমন করিয়া তুমি আমার সঙ্গিনী হইলে। আমিও তোমার সহবাসী হইলাম। কেহ যেন আমাদের সহবাসে প্রতিবন্ধকতা না করে। যাঁহারা আমাদের সুখ বর্দ্ধনোদ্যোগী, তাঁহারা যেন আমার সহিত তোমার সহবাস অনুমোদন করেন।

(২৫) এই নারী সুভগা, তোমরা আসিয়া ইহাকে দর্শন কর এবং ইহাকে সৌভাগ্য দান করিয়া স্ব স্ব আলয়ে প্রস্থান কর।

(২৬) বারি এবং দেবগণ আমাদিগের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করুন, বায়ু আমাদিগের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করুন, প্রজাপতি আমাদের অন্তঃকরণ পরিষ্কার করুন।

(২৭) (ক) সৌভাগ্যের নিমিত্ত ও তুমি আমার সহিত বৃদ্ধ হইবে বলিয়া আমি তোমার পাণি গ্রহণ করিলাম। দয়ালু শক্তিমান্ এবং প্রসবিতা সূর্য্য তোমাকে পুরন্ধ্রী করুন, তাহা হইলে আমি গৃহস্থ হইতে পারিব। (খ) তুমি ভদ্র, পতিপরায়ণা গবাদিযুক্ত, সুন্দরী, জীবিত পুত্রের মাতা, প্রফুল্ল ও পঞ্চ মহাযজ্ঞে তৎপর হও, এবং আমাদিগের দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ দিগকে সুখী কর। (গ) প্রজাপতি বৃদ্ধ বয়স পর্য্যন্ত আমাদিগকে সন্ততি

বর বিবাহ করিয়া বাটীর দ্বারে আসিয়া উপনীত হইলে বরের ভগিনীরা যাইয়া বর ও কন্যার পদ প্রক্ষালন করিয়া তাহাদিগকে বাটীতে আনয়ন করেন এবং বরের মাতা কন্যাকে ক্রোড়ে করিয়া লন। বর ও কন্যা বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিলে বাটীর সকলে তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করেন। পরে বর ও কন্যা গৃহ মধ্যে একখানি আসনে উপবেশন করিয়া ধান্য ও কড়ি লইয়া ক্রীড়া করেন, ইহা দ্বারা তাঁহাদের সৌভাগ্য পরীক্ষা হইয়া থাকে। এই সময়ে আত্মীয় কুটুম্বেরা আসিয়া বর কন্যাকে যৌতুক দেন।

ইহার পর স্ত্রীলোকেরা কন্যার ক্রোড়ে একটী শিশু ও তাহার হস্তে একটী ফল প্রদান করেন। অনন্তর বর ও কন্যা আকাটা পুকুরে গমন করেন ও স্নানাদি স্ত্রী আচার সম্পন্ন হয়। ইহার পর অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া দুগ্ধ উত্তোলিত হইয়া থাকে। পরে বর ও কন্যা আত্মীয় কুটুম্বের বাটীতে ভোজন করিতে গমন করেন। বর ও কন্যা ফিরিয়া আসিলে কন্যার বাটী হইতে দুইটী সধবা স্ত্রী কন্যাকে লইতে আগমন করে। ইহাদিগকে জলপান করাইয়া মিষ্টাদি প্রদান করিতে হয়। কন্যাকে লইয়া যাইলে বরের বাটী হইতে দুইটী সধবা স্ত্রী কন্যাকে পুনর্ব্বার আনিতে গমন করে। তাহাদিগকেও পূর্ব্বরূপে আহার করাইতে ও বস্ত্র প্রদান করিতে হয়। এই দিন কন্যা বরের আলয়ে বাস করেন। *

পর দিন ননদ ভোজন। এই দিন কন্যাকর্ত্তাকে অপরাহ্ণ ভোজন

প্রদান করুন, সূর্য্য সেই সন্ততিকে গুণশালী করুন; দেবতারা তোমাকে আমার হস্তে প্রদান করিয়াছেন, তুমি তোমার পতিকুলে প্রবেশ কর (ঘ) হে বৃষ্টিকর্ত্তা ইন্দ্র! তুমি এই নারীকে পতিপ্রেয়সী ও পুত্রবতী কর, ইহাকে দশ পুত্র ও একাদশ রক্ষাকর্ত্তা প্রদান কর। (ঙ) তুমি তোমার স্বামীর পিতা, মাতা ভগিনী, ও ভ্রাতৃগণের বশীভূত হও। (চ) আমার ধর্ম্ম কর্ম্মের প্রতি তোমার মন অর্পণ কর, আমার কথার বাধ্য হও। বৃহস্পতি তোমাকে আমার সহিত মিলিত করুন।

* বর কন্যার বাটী অধিক দূরে হইলে কোন প্রতিবেশীর গৃহ কন্যার পিতৃ গৃহ বলিয়া অভিহিত হয় এবং তথায় বর কন্যা গমন করেন।

সম্বন্ধীয় কতক টাকা মূল্যের মিষ্টান্ন দ্রব্য বরের বাটীতে পাঠাইয়া দিতে হয়। বৈকালে কন্যা ও তাহার ননদেরা একত্রে অপরাপর নিমন্ত্রিত স্ত্রীলোক লইয়া আনন্দে আহার করিয়া থাকে। এই দিনও পূর্ব্বরূপ কন্যা যাতায়াত করিয়া থাকে।

পর দিন ফুলশয্যা। এই দিন অবস্থানুসারে কন্যাকর্ত্তাকে মধ্যাহ্ন ও অপরাহ্ন ভোজন জন্য নানাবিধ দ্রব্য বরের বাটীতে পাঠাইয়া দিতে হয়। সন্ধ্যার সময় কন্যাকে পূর্ব্বরূপ কন্যার বাটীতে আনয়ন করা হয় ও পুনর্ব্বার বরের বাটীর স্ত্রীলোকেরা আসিয়া কন্যাকে লইয়া যায়।

পর দিন বৌভাত। এই দিন কন্যাকর্ত্তাকে রন্ধন করিবার নূতন পাত্র ও নানাবিধ আহারীয় দ্রব্য পাঠাইয়া দিতে হয়, আর বরের যত মাননীয় আত্মীয় লোক থাকে তাহাদিগের নিমিত্তও নূতন বস্ত্র পাঠাইয়া দিতে হয়। মধ্যাহ্ন ভোজনের সময়ে কন্যা সকলকে স্বহস্তে পরিবেশন করেন ও মাননীয় ব্যক্তিদিগকে বস্ত্র প্রদান করেন। এইক্ষণে বিবাহের ব্যয় অনেক বর্দ্ধিত হইয়াছে বলিয়া সকল স্থলে এই সকল ক্রিয়া রক্ষা করা হয় না। বিবাহ, বাশী বিবাহ, ননদ ভোজন, ফুলশয্যা ও বৌভাত এই কয় দিবসই বরকর্ত্তা ও কন্যাকর্ত্তা উভয়েই উভয়ের তত্ত্ব তল্লাস করেন। যাহারা নিমন্ত্রণ করিতে আসেন, তাহাদিগকে বস্ত্র ও মিষ্টান্ন প্রদান করিতে হয়। পর দিন প্রশস্ত হইলে কন্যার কোন গুরুতরা স্ত্রীলোক কন্যা ও বরের আত্মীয়দিগকে নমস্কার করিবার নিমিত্ত কন্যাকে লইয়া গমন করেন। কন্যা সকল নমস্য ব্যক্তিদিগকে নমস্কার ও মর্য্যাদার চিহ্ন স্বরূপ সুপারি বা আর কিছু প্রদান করেন। বিবাহের ন্যূনাধিক এক সপ্তাহ পরে কন্যাকে পিতৃগৃহে লইয়া যাওয়া হয়। †

---

† হিন্দুদিগের ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে বিবাহ সম্বন্ধীয় লোক লৌকিকতা ও আচার ব্যবহার বিষয়ে বিস্তর প্রভেদ আছে। এ স্থলে সে সকলের সবিস্তার বিবরণ প্রদান করা সুসাধ্য নহে। আমরা এ প্রস্তাবটীর পরে অসম্পূর্ণতা পূরণের চেষ্টা করিব। স।

সিল মৎস্য।
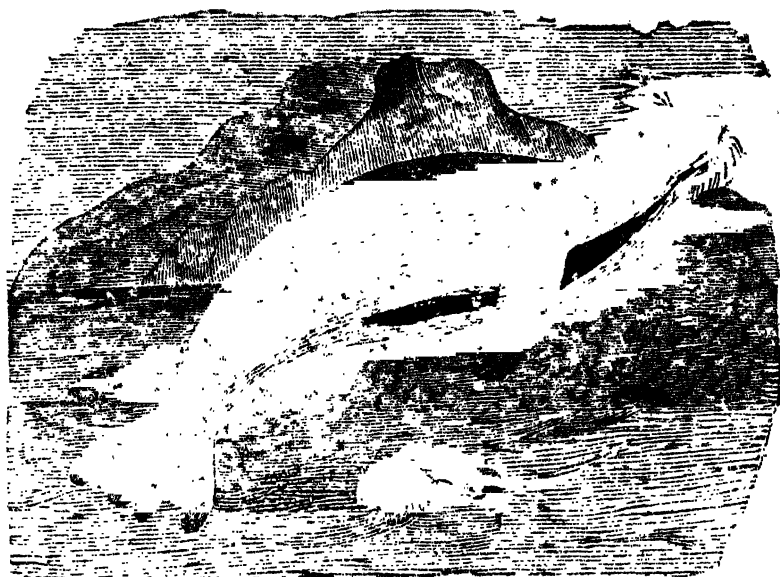
সিলকে মৎস্য বলে, কিন্তু ইহা তিমি মৎস্যের ন্যায় স্তন্যপায়ী জন্তু। ইহাকে মকর জাতির মধ্যে গণনা করা যায়। ইহার পশ্চাৎ ভাগ দেখিতে ঠিক মৎস্যের ন্যায়, কিন্তু সম্মুখ ভাগ স্থলচর জন্তুর অনুরূপ। ইহার চারিখানি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পা আছে, দুইখানি নৌকার দাঁড়ের ন্যায়, তাহা দ্বারা ইহা অতি শীঘ্র জলে সাঁতরাইয়া যায়। ইহার পায়ের অঙ্গুলি সকল চর্ম্ম দ্বারা লিপ্ত। ইহার গাত্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘন ঘন চিক্কণ বর্ণ লোম আছে। ইহা জলে বাস করে, কিন্তু সময় সময় স্থলে উঠিয়াও বিচরণ করে। মকরী এক কালে দুইটী শাবক প্রসব করে ও স্থলে উঠিয়া তাহাদিগকে স্তন্যপান করায়।

মকর নানা জাতীয়। ইহারা উত্তর ও দক্ষিণ সমুদ্রে সচরাচর বাস করে; কিন্তু ভূমধ্যস্থ ও ভারত সাগরেও ইহাদের সমাগম দৃষ্ট হয়। ইহাদের আকার দীর্ঘে ২।৩ হাত হইতে ১৫। ২০ হাতও দৃষ্ট হয়। আমাদিগের

পুরাণের বর্ণনানুসারে মকর গঙ্গার বাহন, ইহাতে বোধ হয় পূর্ব্বে গঙ্গাতে মকর সকল সচরাচর প্রাপ্ত হওয়া যাইত। গ্রীন্‌লণ্ড প্রভৃতি হিমপ্রধান স্থানের লোকেরা সিল বা মকর মৎস্যকে অত্যন্ত উপাদেয় জ্ঞান করে। তাহারা ইহার মাংস খায়, চর্ব্বিতে তৈল প্রস্তুত করে, চামড়াকে নানা প্রকার থালিয়া ও খেলনা করে এবং তাঁবু ও নৌকার তলা প্রভৃতি আচ্ছাদন করে, নাড়ী লইয়া জানালার পরদা ও জামা প্রভৃতি প্রস্তুত করে এবং ইহার রক্ত সুগন্ধি মসলা দিয়া আনন্দে পান করে।

সিল মৎস্য ধরিবার জন্য ইস্‌কুইমা জাতি অত্যন্ত পরিশ্রম ও ক্লেশ স্বীকার করিয়া থাকে। সিল বড় চতুর, শীঘ্র ধরা দেয় না। ইহা সমস্ত দিন জলে সাঁতার দিয়া বেড়ায়, এক এক সময় বরফের উপর শয়ন করিয়া একটু নিদ্রা যায়। কিন্তু নিদ্রা যাইবার সময়েও সতর্ক থাকে এবং চক্ষু খুলিয়া ঘুমায়, একটু শব্দ পাইলেই সমুদ্র গর্ভে প্রবেশ করে। বরফের যেখানে গহ্বর থাকে, ইহারা সেইরূপ স্থানেই নিদ্রা যায় এবং শব্দ পাইলেই চক্ষুর নিমেষে গহ্বর মধ্যে প্রবেশ করে। সিল নিজেই বরফের মধ্যে অনেকগুলি গর্ত্ত তৈয়ার করে এবং তাহার মধ্যে মাথা রাখিয়া নিশ্বাস প্রশ্বাস ফেলে। সিল যখন এই গর্ত্ত খোলে, তখন এস্‌কুইমা কাণ পাতিয়া শোনে, অত্যন্ত শীত হইলেও নিকটে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। উক্ত ব্যক্তি সিল ও আপনার মধ্যে একটী সরু বরফের প্রাচীর তৈয়ার করে। সিলের গর্ত্ত খুলিতে অনেক সময় যায়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত এসকুইমা একখানি বর্শা হাতে করিয়া শীতে চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। একটু সাড়া পাইলেই সিল পলায়ন করিতে পারে। পাছে কাপড় নড়া চড়ারও কোন শব্দ হয়, এই জন্য এসকুইমা আপনার হাঁটুতে হাঁটুতে কাপড় বাঁধিয়া রাখে। ঠিক্ সময় বুঝিলেই হতভাগ্য জন্তুকে বর্শা দ্বারা সজোরে বিঁধিয়া ফেলে। তাহার হস্তে দড়ী থাকে, তদ্দ্বারা সিলকে বন্ধন করিয়া টানিয়া ডাঙ্গায় তোলে।

একটী সিল ধৃত ও হত হইলে এসকুইমাদিগের মধ্যে মহা আনন্দোৎসব হইয়া থাকে। স্ত্রীলোক ও বালকেরা কুটির হইতে বহির্গত হইয়া শিকারীকে দেখিতে আইসে ও সহস্র প্রকারে তাহার প্রশংসাবাদ করে। তাহাদিগের এত আনন্দ প্রকাশ করিবার কারণ আছে। তাহারা হয়ত

বহুদিন মাংসাহার করিতে পায় নাই এবং অনাহারে রহিয়াছে, তাহাদের প্রদীপে তৈল নাই, তাহারা পানার্থ বরফ গলাইয়াও জল করিতে পারে না। একটী সিল পাইলে তাহাদের সকল অভাব দূর হয়। আহারের প্রচুর সামগ্রী লাভ হয়, প্রদীপ সকল তৈলে পরিপূর্ণ হয়। স্ত্রীলোকেরা রন্ধন পাত্র সকল লইয়া বাহির হয় এবং নানাবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিতে থাকে। বালকেরা কাঁচা মাংস খণ্ড সকল লইয়া আকের টিকলীর মত চর্ব্বণ করিতে থাকে।

সিলকে পুষিলে পোষ মানে এবং কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত হইয়া গৃহে বাস করে। একটী পোষিত সিলের আশ্চর্য্য বিবরণ নিম্নে প্রদত্ত হইল, ইহা পাঠ করিলে পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হইয়া যায়।

প্রায় ৬০ বৎসর হইল, একটী ভদ্রলোক একটী সিল শিশু পুষিয়াছিলেন। ভদ্রলোকটীর বাটী সমুদ্র তীরে, সিল তাঁহার রন্ধনশালায় থাকিত। জন্তুটী শীঘ্র বড় হইয়া উঠিল, ভৃত্যদিগের সহিত পরিচিত হইল, এবং গৃহ ও পরিবারের প্রতি অনুরক্ত হইল। সে বড় শান্ত ও নিরীহ, ছেলেদের সহিত খেলা করিত, প্রভু ডাকিলেই আসিত। সে কুকুরের ন্যায় প্রভুভক্ত এবং বিড়ালশিশুর ন্যায় ক্রীড়াপ্রিয়। সিল প্রতিদিন মৎস্য ধরিতে যাইত এবং আপনার উদর পূর্ণ করিয়া প্রভুর জন্য দুই একটা বড় ২ মাছ আনিত। সে গ্রীষ্মকালে রৌদ্র পোহাইত এবং শীতকালে আগুনের কাছে থাকিত, কেহ কিছু না বলিলে গুড়ি মারিয়া উনানের ভিতর যাইত।

সিল ৪ বৎসর বাড়ীতে আছে, অকস্মাৎ গৃহস্বামীর পশু সকলের মধ্যে মড়ক উপস্থিত হইল। একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে এই দুর্ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে নির্ব্বোধ গৃহস্বামীকে বলিল, যে ঘরে সিল পোষাতেই এই দুর্ঘটনা হইয়াছে। ইহাকে শীঘ্র বিদায় না করিলে মড়ক থামিবে না। কুসংস্কারাপন্ন ব্যক্তি দুষ্টা স্ত্রীলোকের পরামর্শ শুনিল। নিরীহ সিলটীকে একখানি নৌকায় করিয়া মাঝ সমুদ্রে লইয়া ফেলিয়া দিয়া আসিল।

এক দিন এক রাত্রি গেল, দ্বিতীয় দিবস সায়ংকাল উপস্থিত। ভৃত

আগুন জ্বালিতেছে, এমত সময় দ্বারে কে আস্তে২ আঁচড়াইতেছে বোধ হইল। ভৃত্য দ্বার খুলিবা মাত্র সিল বাটীর মধ্যে আসিল। সে বহু পথ পর্য্যটনে পরিশ্রান্ত হইয়াছে, তথাপি গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছে বলিয়া এক প্রকার বিকৃত স্বরে আনন্দ প্রকাশ করিতে লাগিল। তৎপরে যেখানে আগুন জ্বালিতেছিল, তাহার নিকটে শুইয়া গভীর নিদ্রা গেল। গৃহস্বামী এই জন্তুর আকস্মিক এবং অশুভ আগমনের কথা শুনিলেন। তিনি ব্যস্ত হইয়া সেই বৃদ্ধা স্ত্রীলোককে জাগাইলেন এবং কি করিবেন পরামর্শ জানিতে চাহিলেন। সে বলিল সিলকে একেবারে মারিয়া ফেলা শ্রেয়স্কর নহে, তাহার চক্ষু উপড়াইয়া পুনরায় তাহাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হউক। হতভাগ্য গৃহস্বামী এই নিষ্ঠুর প্রস্তাবে সম্মত হইলেন এবং সেই অনুরক্ত ও বিশ্বাসী জন্তুটীর চক্ষু উৎপাটন করিলেন। সে স্বচ্ছন্দে সমুদ্রজলে বাস করিতে পারিত, কেবল গৃহের প্রতি মায়াবশতঃ ফিরিয়া আসিয়া এই বিপাকে পড়িল। পর দিবস প্রাতে জন্তুটী যাতনায় ছট ফট করিতেছে, কিন্তু সেই অবস্থাতেই তাহাকে লইয়া সমুদ্রজলে পুনরায় নিক্ষেপ করা হইল।

এক সপ্তাহ অতীত হইল। অষ্টম দিনের রজনীতে ঘোরতর ঝটিকা বহিতে লাগিল। ঝটিকার বেগ যখন একটু থামিতেছে, দ্বারের নিকটে ক্ষীণস্বরে কে আর্ত্তনাদ করিতেছে শুনা যাইতে লাগিল। রাত্রি প্রভাতে দ্বার খুলিলে দেখা গেল, সিলটীর মৃত দেহ চৌকাটের উপর পড়িয়া রহিয়াছে।

সিল এক সময়ে বেশ হৃষ্ট পুষ্ট ছিল, কিন্তু এখন অন্ধতা প্রযুক্ত আহার সংগ্রহ করিতে না পারিয়া অস্থি চর্ম্ম সার হইয়াছে এবং অনাহারেই মারা গিয়াছে। তাহার দেহ একটী বালির ঢিবির মধ্যে পোতা হইল। আশ্চর্য্য! যাহারা তাহার মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, এই সময় হইতেই তাহাদিগের নানাবিধ অমঙ্গল হইতে লাগিল। যে পাপীয়সী বুড়ি নিরপরাধী সিলকে যন্ত্রণা দিতে পরামর্শ দেয়, এক বৎসর যাইতে না যাইতে একটী শিশু হত্যা অপরাধে তাহাকে ফাঁশীকাষ্ঠে ঝুলিতে হইল। গৃহস্বামীর সর্ব্বস্ব উড়িয়া গেল, গরু সকল মরিল, মেষ পাল চর্ম্মরোগে পচিতে লাগিল এবং শস্য নষ্ট হইল। তাহার অনেক গুলি পুত্র ছিল, কিন্তু সকলেই অকালে কালগ্রাসে পতিত হইল। নিষ্ঠুর গৃহস্বামী হৃতসর্ব্বস্ব হইয়া একাকী জীবিত রহিলেন এবং

অবশেষে অন্ধ ও নিতান্ত দরিদ্র হইয়া মরিলেন। তাঁহার গৃহের একখানি ইটের উপর আর একখানি ইট রহিল না, সমুদায় সম্পত্তি অন্য পরিবারের হস্তগত হইল এবং যাহারা এই নৃশংস ব্যাপারে সংসৃষ্ট ছিল, তাহাদিগের সকলকেই ক্রমাগত বিপদ সহ্য করিতে হইল। এই ঘটনাটী অত্যন্ত অদ্ভুত বটে, কিন্তু সত্য।

নির্দ্দোষ নিকৃষ্ট জীবের প্রতি নৃশংস ব্যবহার করা যে অতি দূষণীয়, তাহা কে না স্বীকার করিবে? কিন্তু কতলোকে কত প্রকারে এই পাপ করিতেছে। অনেকে আমোদের জন্য আবার এই পাপ অনুষ্ঠান করে, ইহা অধিকতর দুঃখের বিষয়।

আসামদেশ ও আসামীয়া নারী।

বঙ্গদেশের পূর্ব্বোত্তর সীমান্তেই আসামদেশ। বঙ্গের সঙ্গে আসামের স্থানগত অতি নিকট যোগ রহিয়াছে। কিন্তু পথ এরূপ দুর্গম যে তাদৃশ নৈকট্য সত্ত্বেও বঙ্গদেশ হইতে আসাম বহু দূরে অবস্থিতি করিতেছে। আসামের বন পথ এক প্রকার অগম্য, অধিকাংশ স্থান ব্যাঘ্র ভল্লুক হস্তী গণ্ডার মহিষ প্রভৃতি ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু পরিপূর্ণ, অরণ্যময় ও পর্ব্বতাকীর্ণ। আসামের প্রায় কোথাও বাজার বন্দর নাই, পার্ব্বত্য ভূভাগ নানা জাতীয় ভয়ানক অসভ্য লোকের নিবাস ভূমি। স্থলপথে গমনাগমন করা কষ্টসাধ্য ও দুঃসাহসের কার্য্য। ২।১টী রাজকীয় বর্ত্ম আছে বটে, তাহাও সাধারণের পক্ষে সুগম নহে, এখানে স্থলপথে গমনাগমনের জন্য কোনরূপ যান বাহন পাওয়া যায় না। জল পথও দুর্গম, একমাত্র ব্রহ্মপুত্র নদ দিয়াই বাঙ্গলা দেশ হইতে আসামে আসিতে হয়। কিন্তু ব্রহ্মপুত্রের এরূপ প্রখর স্রোতঃ যে বর্ষাকালে কোন ২ স্থানে বাষ্পীয় পোত ৪০।৫০ হাত পথ এক দিনে অতিক্রম করিতে সমর্থ হয় না। কলিকাতা হইতে নৌকা যোগে অপার আসাম তীরে আগমনে যত সময় লাগে, সেই সময়ের মধ্যে একজন ইউরোপে যাইয়া ফিরিয়া আসিতে পারেন। আসামীয়া লোক বাঙ্গালিদিগের নিকট প্রতিবেশী হইয়াও এই পথের দুর্গমতা

নিবন্ধন দূরে রহিয়াছেন। আসামে গেলে লোকে ভেড়া হয়, এই প্রবাদ বাক্যের মূল এই যে এদেশে আসিলে পুনর্ব্বার স্বদেশে ফিরিয়া যাওয়া বাঙ্গালি ও হিন্দুস্থানীদিগের পক্ষে বহু ব্যয় ও কষ্টসাধ্য। এখানে স্ত্রী পরিগ্রহ করা অতি সহজ, সুতরাং স্ত্রী গ্রহণ করিয়া অনেকেই আসামবাসী হইয়া যান। এই দূরত্বের কারণে উভয় দেশীয় লোকের আচার ব্যবহার সামাজিক রীতি নীতি সম্বন্ধে বিস্তর প্রভেদ রহিয়াছে। কতক দিন হইতে কয়েক খানা বাষ্পীয় তরণী নিয়মিতরূপে গমনাগমন করিয়া বঙ্গদেশের সঙ্গে আসামের কিয়ৎ পরিমাণে ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন করিতে আরম্ভ করিয়াছে এবং উভয় দেশ এইক্ষণ একই ইংরাজ গবর্ণমেণ্টের অধীন হওয়াতে কতক গুলি বিষয়ে সাধারণ যোগে আবদ্ধ হইয়াছে। তথাপি উভয় জাতির সঙ্গে একটী বিশেষ সম্বন্ধ স্থাপিত হইবার এখনও অনেক বিলম্ব আছে। এই দূরত্বাদি নানা কারণে বঙ্গাঙ্গনাগণের সঙ্গে, আসামীয়া নারীদের অনেক প্রকার পার্থক্য রহিয়াছে। আসামীয়া কুলাঙ্গনাগণের যে কিছু গুণ আছে, বঙ্গ বালাগণ তাহার অংশভাগিনী হইতে পারিতেছেন না, এবং বঙ্গ বধূদিগের চরিত্রের গুণ আসামীয়া রমণী বৃন্দের জীবনে সংক্রামিত হইতে পারিতেছে না। প্রায় কোন বঙ্গমহিলাই আসামীয়া মহিলাদিগের বিষয়ে কিছুই অবগত নহেন, অতএব ভগিনীদিগের অবগতির জন্য আসামীয়া নারীগণের বেশ ভূষা রীতি নীতি চরিত্রাদির বিষয় কিছু লেখা যাইতেছে।

আসামীয়া নারীদিগের পরিচ্ছদ প্রণালী বঙ্গ নারীদের পরিচ্ছদ প্রণালী অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। ইহাঁরা বঙ্গ বধূদিগের ন্যায় এক পেচ দিয়া লজ্জাকর সূক্ষ্ম বস্ত্র পরিধান করেন না। স্থূল বস্ত্রের মেখলা পরেন। বক্ষঃদেশ পিরাণ দ্বারাই আচ্ছাদিত রাখেন। রিহা নামক একখান অল্প পরিসর দীর্ঘ চাদর দ্বারা কটীতলে পশ্চাতে ও সম্মুখে পেচ দিয়া বক্ষঃস্থল আবৃত করিয়া সেই রিহার অঞ্চলে কবরী ঢাকিয়া রাখেন। অবগুণ্ঠনের ভিতরে মুখ মণ্ডল প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখার নিয়ম নাই। তবে কোন ২ বিশেষ সম্পর্কীয় লোকের নিকটে বধূগণ রিহা দ্বারা মস্তকের পুরোভাগ আবৃত করেন। সামান্য দরিদ্র স্ত্রীলোকেরা সচরাচর বক্ষের উপরি মেখলা পরে। পিরাণও রিহা ব্যবহার করে না। গোয়ালপাড়া গৌহাটী অঞ্চলের সাধারণতঃ কুলাঙ্গনা-

গণও তদ্রূপ মেখলা পরিয়া থাকেন। উহা ভাল দেখায় না। ভদ্রাঙ্গনাগণ প্রায় গৃহের বাহির হন না। বাহির হইতে গেলে ঝাঁপি নামক এক প্রকার ছত্র মস্তকে ধারণ করেন।

আসামীয়া নারীদের অধিক অলঙ্কারের আড়ম্বর নাই। এদেশীয় কর্ম্মকারগণ উৎকৃষ্ট আভরণ প্রস্তুত করিতেও জানে না। অনেকে কেরু, কেরু বা কড়িয়া নামক স্থূল কর্ণাভরণ কর্ণলতিকায় ধারণ করে। অলঙ্কার পরিধানের অনুরোধে সকলের কর্ণলতিকাতেই বৃহৎ ছিদ্র। ইহারা নাসিকা বিদ্ধ করিয়া নত বা বেশর ধারণ করে না। হারের সঙ্গে স্থূল মাদুলি (এদেশে তাহাকে মণি বলে) কণ্ঠে ধারণ করিয়া থাকে। হস্তে বালা অথবা এক প্রকার বাহুটী (তাহার নাম খাড়ু) ও পায় মল পরে, অনেকের মণিবন্ধ শূন্যও থাকে। দরিদ্র স্ত্রীলোকদিগের গাত্রে কর্ণাভরণ ব্যতীত অন্যরূপ অলঙ্কার প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। শারীরিক কান্তি ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে আসামীয়া সিমন্তিনীগণ বঙ্গ সিমন্তিনী অপেক্ষা নিকৃষ্ট বোধ হয় না। অনেকে বিলক্ষণ সুন্দরী।

লেখা পড়া জানে এরূপ আসামীয়া মহিলা বিরল। শিক্ষিত যুবকগণ স্ব ২ সহধর্ম্মিণীকে এখন কিছু ২ শিক্ষা দান করিতেছেন। আসামে বালিকা বিদ্যালয় ২। ১ টীর অধিক নাই।

প্রাচীন শ্রেণীর বঙ্গ মহিলাদিগের ন্যায় আসামীয়া মহিলাগণ ব্রতাদির অনুষ্ঠান করেন না। অধিকাংশ আসামীয় মহাপুরুষীয় ধর্ম্মাবলম্বী। এই ধর্ম্ম মতে অন্য দেব দেবীর পূজা অর্চ্চনা নিষিদ্ধ। হরিনাম জপ কীর্ত্তনই এই ধর্ম্মের সাধন। এদেশের প্রধান পর্ব্বাহ চৈত্র সংক্রান্তি বা বিষুব সংক্রান্তি। এই পর্ব্বাহকে আসামীয়গণ বিহু বলে। বিহু উপলক্ষে ৭। ৮ দিন ব্যাপিয়া স্ত্রী পুরুষে অশ্লীল নৃত্য গীত করিয়া থাকে। এটী একটী সর্ব্বনাশক ব্যাপার। লোকদিগের মধ্যে বিহুর প্রাদুর্ভাব অনেক কমিয়া আসিতেছে।

আসামীয় জাতির মধ্যে উদ্বাহবন্ধন অতীব শিথিল। ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্য জাতির রীতি পূর্ব্বক বিবাহ না করিলেও চলে। দ্বিজাতির মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত আছে। কিন্তু বিবাহ হইয়া গেলে কন্যা যে পর্য্যন্ত বয়ঃপ্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্ত সে তাহার পিত্রালয়ে থাকে। ইতর লোকের

মধ্যে বিবাহ নাই। ইতর লোকে খাড়ু মণি দান করিয়া স্ত্রী গ্রহণ করে সমাজে তাহাতে কোন নিন্দা হয় না। সেই স্ত্রীর গর্ভজাত সন্তান জার বলিয়া গণ্য হয় না। শরীর শুদ্ধির জন্য মৃত্যুর পূর্ব্বে বিবাহ চাই, পু কন্যা এমন কি পৌত্র দৌহিত্র হইলেও সেই বিবাহ হইতে পারে স্ত্রীলোককে বৈধব্য যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না। চরিত্র বিষয়ে কো শাসন নাই। স্ত্রীলোকেরা সম্পূর্ণ স্বাধীন। অধিকাংশের জীবন কল ঙ্কিত। কোন পুরুষ ঠিক্ স্ত্রীভাবে কোন যুবতীকে স্বীকার করিয়া লইং সচরাচর সে বিশ্বস্তভাবে তাহার অনুগত হইয়া থাকে। ভদ্রলোকদিগে মধ্যেও খাড়ু মণির প্রথা প্রচলিত। তবে তাহাদের অনেকে যথানি বিবাহ করিয়া থাকেন।

আসামীয়া স্ত্রীলোকেরা অত্যন্ত শ্রমশীলা। তাহারাই সংসারের প্রা সমুদায় কার্য্য করিয়া থাকে। পুরুষেরা নিতান্ত অলস। অনেক স্ত্রী স্বামীকে ভরণপোষণ করেন। স্ত্রীই কর্ত্তা, পুরুষ স্ত্রীর আজ্ঞাধীন। স্ত্রী তাঁহাকে যে ভাবে চালান সে ভাবেই চলেন। এ অবস্থাতে "ভেড়া" নাম পুর ষের পক্ষে সঙ্গত বটে। আফিং ভক্ষণই অধিকাংশ পুরুষের দুর্দ্দশার কার হইয়াছে। কৃষি সম্বন্ধীয় সমুদায় কার্য্য স্ত্রীলোকেরাই করে, পুরুষেরা হ চালন মাত্র করিয়া থাকে। এদেশের লোকের মধ্যে শ্রম বিভাগ নাই কাহার কোন নির্দ্দিষ্ট ব্যবসায় প্রায় নাই। মফস্বলে বাজার বন্দর নাই প্রত্যেক স্ত্রীকে প্রতি দিন সমুদায় কার্য্য স্বহস্তে করিতে হয়। স্ত্রী একা রজক, তন্তুবায়, কলু, ধীবর, পাচক প্রভৃতির কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা লবণ ও কার্পাস সূত্র ব্যতীত প্রায় কোন দ্রব্য ক্রয় করে না। পূ লবণও ক্রয় করিত না। লবণের স্থলে ক্ষার ব্যবহার করিত, এইক্ষ লবণ খাওয়া প্রচলিত হইয়া উঠিয়াছে। সকলের গৃহেই তাঁত আছে ভদ্র অভদ্র সকল গৃহিণীই আপনাদের ব্যবহার্য্য বস্ত্র বয়ন করেন। অনে বস্ত্রবয়নে আশ্চর্য্য শিল্পনৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক নানা কার্য্যে প্রতি দিন ব্যাপৃত থাকিতে হয়। তাহারা এক মুহূর্ত্ত বসি থাকিতে পারে না। শ্রমবিভাগ না থাকাতে এবং পুরুষজাতি অলস হ য়াতে এদেশের উন্নতির বিষম অন্তরায় হইয়াছে।

আসামীয়েরা লিখিবার কালে বাঙ্গালা বর্ণমালাই ব্যবহার করিয়া থাকে। কিন্তু তাহাদের অনেকগুলি কথার সঙ্গে বাঙ্গালা কথার কিছু মাত্র মিলন হয় না। অনেক কথা কোন্ মূল হইতে উৎপন্ন, স্থির করা যায় না। উচ্চারণ গতও অনেক বৈষম্য আছে। শ, ষ, স, এই তিন বর্ণকে তাহারা, হ, অথবা খ, (বাঙ্গলাতে ইহার উচ্চারণ হয় না) বলিয়া থাকে। যথা সাধু (হাধু) শঙ্কর (খঙ্কর) মানুষ (মানুহ), বাঁশ (বাঁখ্) ইত্যাদি। পাঠিকাদিগের অবগতির জন্য আসামীয় কয়েকটী প্রচলিত কথা এস্থলে গ্রহণ করা গেল।

বাঙ্গালা	আসামী	বাঙ্গালা	আসামী
মাতা	আই	কাল	কলা
পিতা	বুপাই	টক	টেঙ্গা
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা	ককাই	দুগ্ধ	আঁওয়া গাকীর।
জ্যেষ্ঠা ভগিনী	বাই	পীরান্	ছোলা
বালক	লরা	ধুতি	চুইরা
বালিকা	ছোওয়ালি	একপাটা চাদর	চেলেঙ্গ
স্বামী	গিরাক্	ক্রোধ	খং
ভার্য্যা	ঘৈনাক	সকল	বিলাক্
যুবক ভৃত্য	লাটুকা	তাহারা	হিবিলাক
ছোকরা	আপা	আচ্ছা (সম্মতিসূচক)	বাড়ুং (এইটী সংস্কৃত)
পশুর ছানা	পোওয়ালি	সন্ধ্যাকাল	গোধুলী (ঐ)
দীপ	চাকি	প্রাতঃকাল	পোৱা
সাদা	বগা	ডাকিছে	মাতিছে
		বয়া	মন্দ।

আসামীয় লোকেরা সাধারণতঃ আমাদিগকে কলা বঙ্গাল এবং ইংরেজদিগকে বগা বঙ্গাল বলিয়া থাকে। ইংরেজগণ এবং আমরা এক বাঙ্গাল দেশের লোক, এদেশীয় সামান্য লোকদিগের এই সংস্কার।

ভৃত্য, প্রভুকে, পুত্র কন্যা পিতাকে দেবতা (দেওতা) বলে, কর্ত্তা

ও মাতাকে আইদেব (আইদেও) বলিয়া সম্বোধন করিয়া থাকে। বড় লোককে সাধারণতঃ ডাঙ্গরিয়া বলে। রাজা বা বিচারক কি অন্য কোন বিশেষ সম্ভ্রান্ত লোককে স্বর্গ দেবতা বলে।

বিজ্ঞান বিষয়ক কথোপকথন।

(মাতা, সুশীলা ও সত্যপ্রিয়)

সু। আগুন কি পদার্থ?

সত্য। সে কেলে পণ্ডিতেরা পঞ্চ ভূতের মধ্যে আগুনকেও একটী ভূত বা মূল পদার্থ বলিয়া গণনা করিতেন, কিন্তু এখনকার পণ্ডিতেরাত তাহা করেন না?

মাতা। আগুন কোন পদার্থ নয়, ইহা সকল পদার্থের মধ্যেই লুকায়িত আছে। এইজন্য এখনকার পণ্ডিতেরা ইহাকে পদার্থের একটী বিশেষগুণ বলেন। অনেকে আলোক তাড়িত প্রভৃতির ন্যায় ইহাকে একটী সূক্ষ্ম জড় পদার্থ বলিয়াও ব্যাখ্যা করেন।

সু। আগুন সকল পদার্থে আছে সে কিরূপ?

সত্য। কাঠে কাঠে ঘষিলে আগুন হয় তা দেখিয়াছি এবং শুনিয়াছি এইরূপে দাবানল হইয়া বড় বড় বন পুড়িয়া যায়। কিন্তু জলেতেও কি আগুন আছে?

মাতা। জলে আগুন নিবায়, কিন্তু জলের ভিতরেও আগুন আছে আগুন সকল পদার্থেই আছে তবে কম আর বেশী। যে পদার্থে তাহার পরিমাণ যত কম, তাহা তত শীতল বলা যায়। বরফ যে এত শীতল, তাহার ভিতর হইতেও আগুন বাহির করা যায়।

সু। আগুনের কার্য্যত বস্তু সকলকে দগ্ধ করা। আচ্ছা একটী বস্তু পুড়িয়া গেলে সে কি একেবারে ধ্বংস হইয়া যায়?

সত্য। পদার্থের অবিনাশিত্ব নামে একটী গুণের কথা আমরা শুনিয়াছি। তাতে কোন পদার্থের একটী পরমাণুও ধ্বংস হয় না, অন্য কোন প্রকার আকার ধারণ করিয়া থাকে।

সু। ভাল, একটা বাতি যখন জ্বালি, তখনত পুড়িয়া পুড়িয়া তাহার সমুদায়টা শেষ হইয়া যায়, আর তাহার কোন চিহ্নত থাকে না?

সত্য। বাতি পুড়িয়া যে ধোঁয়া হয়, তাতেই বাতির সব পরমাণু থাকে।

মা। চক্ষের অদৃশ্য হইলেই যে কোন বস্তু ধ্বংস হইয়া যায়, ইহা মনে করা অল্প বুদ্ধির কার্য্য। খানিকটা জলে চিনি মিশাইলে চিনিরত কোন চিহ্ন দেখা যায় না, তা বলিয়া কি চিনি নষ্ট হইল? চিনি জলের সহিত মিশিয়া অন্য আকার ধারণ করিয়া রহিল। বাতিও পুড়িয়া গেলে সেইরূপ বাতাসের সহিত মিশিয়া অন্য আকার ধারণ করে। পরীক্ষা না করিলে সকল বিষয় ভাল করিয়া বুঝিতে পারা যায় না। আমি তোমাদিগকে ভুই একটী পরীক্ষা দেখাইতেছি।
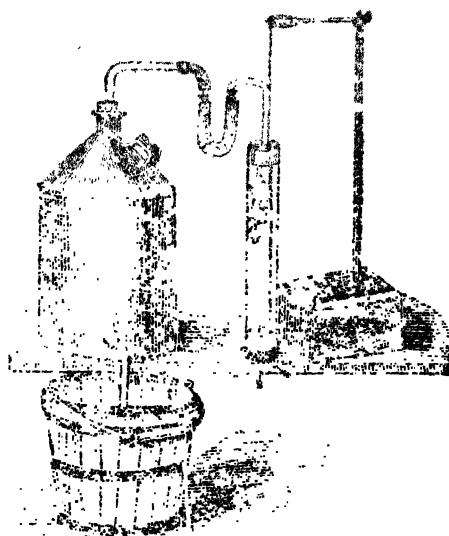
পরীক্ষা সংখ্যা ১। একটী সরু মুখওয়ালা পরিষ্কার বোতলে একটী মোমবাতি জ্বালা যাউক। প্রথমতঃ আমরা এই দেখিলাম যে, কিছুক্ষণ জ্বলিতে জ্বলিতে সমস্ত মোমবাতি পুড়িয়া গেল। দ্বিতীয়তঃ এইটী বুঝিতে হইবে যে বাতিটী পুড়িয়া কি হইল? যখন ঐ বোতলের মধ্যে বাতি জ্বালা হয় নাই, তখন বোতলটা এককালে খালি ছিল না, বায়ুতে পূর্ণ ছিল

এখন দেখা যাউক যে বাতি জ্বালিবার পূর্ব্বে বোতলে যেরূপ বায়ু ছি
এখন ঠিক্ সেইরূপ আছে কি না ? এইটী বুঝিবার জন্য অন্য একটী খা
বোতলে (যাহাতে বাতি জ্বালা হয় নাই, কেবল বায়ু আছে) খানিক
পরিষ্কার চুনের জল * ঢালা যাউক, এবং ঐরূপ পরিষ্কার খানিক
চুনের জল যে বোতলে বাতি জ্বালা হইয়াছে, তাহাতেও ঢালা যাউ
এখন প্রত্যেষ স্পষ্টই জানা যাইবে। প্রথম বোতলটীর চুনের জলের র
যেমন তেমনই থাকিবে, কিন্তু দ্বিতীয় বোতলটীর চুনের জলের রং "দুধের
ন্যায় হইয়া যাইবে। অতএব ইহাতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে যে বাতি
জ্বালা হেতু বোতলস্থিত বায়ু কোন রকমে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

সু। এই "দুধের" ন্যায় জিনিষ্টী কি ?

মা। এটী সূক্ষ্ম "চা-খড়ি" আর কিছুই নহে। মোমবাতি জ্বালা হেতু
"চা-খড়ি" কেমন করে হইল এটী তোমরা জান না, তবে শোন—বাতী
জ্বালা হেতু এক প্রকার বাষ্প জন্মে, যাহাকে "অঙ্গার অম্লজান" Carbonic
acid বলে। সেই বাষ্পের সহিত চুনের জলের চুন মিশ্রিত হওয়ায় এই
এক নূতন প্রকার দ্রব্য "চা-খড়ি" প্রস্তুত হইল।

সত্য। অঙ্গার অম্লজন কিরূপ জিনিষ ?

মা। অঙ্গার অম্লজান (Carbonic-acid) বায়ুর ন্যায় রং রহিত
এবং চক্ষের অদৃশ্য এক প্রকার "বাষ্প" (Gas) বিশেষ, তাহা চুনের
জলের সহিত মিশ্রিত হইলে "দুধের" ন্যায় দেখায়। এই মোমবাতির
কতক অংশ পুড়িয়া "অঙ্গার অম্লজান" বাষ্প (Carbonic-acid) রূপে
পরিণত হয়। ইহার কতক অংশ ছাই এবং কতক অংশ "ধোঁয়া" বা
"ঝুলের" আকারে দেখা যায়। এইটী সহজেই পরীক্ষা করা যাইতে
পারে। যখন বাতি জ্বলে, তখন তাহার খানিকটা উপরে একখান কাগজ
ধরিলে (এমন করে ধরা উচিত যাহাতে কাগজ না পুড়ে যায়)
দেখা যাইবে যে ঐ কাগজে কাল কাল দাগ লাগিবে। সেই কাল
দাগই 'ধোঁয়া' বা 'ঝুল' হইল। এ ভিন্ন বাতি পুড়িয়া জলও হয়।

* একটু চুন, খানিকটা জলে কিছুক্ষণ রাখিলে যে জল হইবে তাহা
ছাঁকিয়া লইলে ভাল চুনের জল হইবে।

সু। গরম অগ্নিশিখা হইতে জল হয়, এ বড় আশ্চর্য্য!

মা। যখন জল গরম হয় বা ভাত ফোটে, তখন যে গরম ধোঁয়া উঠে, গুলি কি, তা কি তোমরা জান? সকলেই বলে থাকে গরম ভাপ ধোঁয়া) উঠিতেছে; বস্তুতঃ সে গুলি আর কিছুই নহে, কেবল জল বিন্দু ত্র। সেই উষ্ণ ভাপ (Steam) কোন পাত্রস্থ করিয়া শীতল করিলে াল বিন্দু" রূপে পরিণত হইবে। এখন এইটী পরীক্ষা দ্বারা বোঝা উক।

পরীক্ষা সংখ্যা ২।—একটী বাতি জ্বালান যাউক। এখন এই বাতির খার একটু উপরে, পরিষ্কার শীতল অথচ এক বিন্দু মাত্র জল না কে, এরূপ একটী কাচের গ্লাস ধরিলে দেখা যাইবে, যে গ্লাসটী একবারে পসা হইয়া পড়িবে এবং একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে ই গ্লাসের চারিধারে "জল বিন্দু" হইয়াছে। যদি এই ভাবে গ্লাসটী তল রাখিয়া খানিকক্ষণ ধরা যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ এক গ্লাস জলও াওয়া যাইবে। সেই জল দেখিতে ঠিক্ এই জলের ন্যায়; তবে আস্বাদ কটু "ঝুলের" মত বোধ হয়।

সত্য। দুইটী শীতল বস্তু মিশাইয়া না কি ... বাহির করা যায়?

মা। যখন কোন দুই বা ততোধিক দ্রব্য "রাসায়নিক" যোগে সংযো ত হয়, তখন প্রত্যেক বস্তুর ভিতরের উত্তাপ প্রকাশ পায়। ইহা এক- র পরীক্ষা দ্বারা দেখা যাউক।

পরীক্ষা সংখ্যা ৩।—একটী মাটির গামলায় কতকগুলি জোংড়া রাখিয়া নিকটা জল ঢালিলে দেখা যাইবে যে শীঘ্রই গরম হইয়া উঠিবে এবং সে এত গরম হইবে যে ঐ জলে জোংড়া সিদ্ধ হইয়া চুন হইয়া যাইবে।

মা। আগুনের বিষয় হইতে কি কি শিখিলে বলিতে পার?

সু। (১) বাতি জ্বালা হেতু কিছুই নষ্ট হয় না, পরমাণু সকল ভিন্ন ভিন্ন কারে পরিবর্ত্তিত হয়। (২) বাতি জ্বালা হেতু এক প্রকার বাষ্প জন্মে; হার রং নাই ও যাহা চখে দেখা যায় না ও যাহা চুনের সহিত মিশ্রিত ইলে দুদের ন্যায় দেখায়, তাহাকে "অঙ্গার অম্লজান (Carbonic-acid) া যায়। (৩) বাতীতে যে "ঝুল" বা "অঙ্গার" গুপ্তভাবে নিহিত থাকে, াহা হইতে "অঙ্গার অম্লজান বাষ্প" জন্মে।

স। বাতী জ্বালা হেতু কেবল যে অঙ্গার অম্লজান বাষ্প জন্মায় এরূপ হে, "জলও জন্মায়"। রাসায়নিক ভাবে কোন দুই বস্তু মিশ্রিত হইলে াহাদিগের উত্তাপ প্রকাশ পায়।

নূতন সংবাদ।

১। মান্দ্রাজের গবর্ণর লর্ড হোবার্টের মৃত্যু হইয়াছে। এই মহাত্মা এদেশীয়দিগের সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য বিশেষ যত্নশীল ছিলেন। আমাদিগের অধিক দুঃখের কারণ এই, এই মহাত্মার সহধর্ম্মিণী লেডি হোবার্ট প্রাণপণ যত্নে মান্দ্রাজের নারীগণের হীনাবস্থা দূর করিবার জন্য অশেষ চেষ্টা করিতেছিলেন,আহা। ইঁহার বৈধব্য দশায় ভারতের সকলরমণী দুঃখ প্রকাশ করুন্।

২। বরদার মহারাজা যে মল্লার রাও গুইকুমারের বিচার হইতেছে আমরা লিখিয়াছিলাম, তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক একবারে রাজ্যচ্যুত হইয়াছেন। তিনি মান্দ্রাজে সপরিবারে সম্ভ্রান্ত কয়েদীর মত থাকিবেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃযায়া যমুনা বাই একটী পোষ্য পুত্র গ্রহণ করিবেন এবং গবর্ণমেণ্ট তাহাকে রাজা করিবেন। গুইকুমারের বিরুদ্ধে যে দোষের অভিযোগ হইয়াছিল, তাহা সপ্রমাণ না হইলেও গবর্ণমেণ্ট ইহার প্রতি এরূপ অবিচার করিলেন এইটী দুঃখের বিষয়।

৩। ভারত সংস্কারক সভার শিক্ষয়িত্রী বিদ্যালয়ের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ হইয়াছে। এ বৎসর বিবী উড্রো ১ম শ্রেণীর ইংরাজী পরীক্ষা করিয়া অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। অন্যান্য বৎসরের ন্যায় কলিকাতাস্থ কয়েকজন দেশীয় মহোপাধ্যায় অন্যান্য বিষয়ের পরীক্ষা করেন।

বামাগণের রচনা।

কোকিল।

দেখ ডাকে পিকবরে,
কি মধুর কুহু স্বরে,
জন মন হরে লয়ে যায়।
শুন শুন কি গান সে গায়॥
নিবিড় কানন দেশে,
বিরলে নির্জ্জনে বসে,
অভিলাষ পরিপূর্ণ করে।
ডাকিতেছে কুহু কুহু স্বরে॥
কুরূপ তোমারে কয়,
তাই ছেড়ে লোকালয়,
গাছের পাতায় ঢাকি দেহ,
আছ বুঝি নাহি দেখে কেহ।
কিন্তু হে বিহগবর,
করি কুহু কুহু স্বর,
সুধাধার ঢালিছ শ্রবণে,
তাই ফিরি তব অন্বেষণে।
রূপ নাই বলে পিক,
যে তোমারে দোষে ধিক্,
ধিক্ তারে ধিক্ শতবার,
না করে সে গুণের বিচার।
সবে ভাল বাসে তোমা,
না দেখি তব উপমা,
অতিশয় সুগুণ তোমার।
গুণ হলে রূপ কোন্ ছার?
সুখের বসন্ত কালে,
বসিয়া বৃক্ষের ডালে,
ঈশ গুণ করহে কীর্ত্তন।
পুলকিত হোক ত্রিভুবন।
কেজানে কি ভাবে রত,
পঞ্চ ঋতু কর গত,
কাজ নাই জানিয়া আমার,
ডাকিতেছ ডাক একবার।

KINDER GARTENS.

Amongst the schools that we have in England for very young children, there are now called *Kinder Gartens* that is. *Children's Gardens*. The person who first planned these schools was not an Englishman, but a German, and that is why they have a German instead of an English name. This German—Frobel—cared very much for little children He noticed how happy they are in their play, and how much they teach themselves every day by looking at and handling the things that are around them. He saw that they are always growing in body and in mind by means of all their impulses, and movements and questionings, just as seeds grow into plants and trees when they can put forth stems and roots freely. So he thought that the best way to begin to train children was to guide and help their own natural efforts. He considered the subject deeply, and at last he established Kinder Gartens. In these schools he did not teach much reading and writing, but he allowed the children plenty of exercise and plenty of play, and gave them toys and other objects to examine and think about, and told them interesting stories, and showed them how to make pretty things with their fingers. His aim was to strengthen their limbs and muscles, to sharpen their senses, to make them handy and ingenious, and to encourage them to be unselfish, obedient, and well behaved. He did all this without compulsion and without scolding. and because there is much likeness between such training, and the training that a gardener gives to his plants, Frobel called the schools children's gardens, or Kinder Gartens.

Many Kinder Gartens have been formed in England, under good teachers — I will give a short account of what one sees there The little boys and girls are all between three and seven years old. They are sent to school at nine or ten o'clock in the morning, and stay there about three hours. Sometimes they return to school in the afternoon. In the room where they are taught there are a number of small low tables at which the children sit on little chairs or benches, we will suppose one class placed at these tables. Each child has a box of wooden bricks (or cubes), and the teacher also. The teacher builds up something while they can all see, as a tower, a tank, a chair &c. which the children imitate. Then the teacher talks about the real object which they have tried to represent, and tells stories about it. She makes the children notice for the shape of the bricks, in order to quicken their observation. They tell how many sides each brick has, how many corners and edges. and one gives them practise in counting by taking away bricks or adding them to the heap. Thus the child learns the first elements of arithmetic. The youngest children meanwhile are perhaps playing with coloured worsted balls, and even they are questioned a little about their toys, that they may learn to notice with accuracy.

After half an hour spent in this way. we should perhaps see the children taken into another room, which is quite empty, in order to play at a game. There is one game called the *Peasant*, in which they all stand in a circle, and make movements imitating the doings of a labourer, such as sowing, reaping, threshing &c, and at last they lie down on the floor pretending to sleep, to show that he needs rest after his toil All the while this goes on they sing a song to explain the actions. In another game they imitate fishes, gliding about and moving their hands like fins, to pretty descriptive words. There is also the Pigeon house game and the Bees &c. The children enjoy this sort of play very much, because nothing is so natural to children as to be in movements, and because they like exercising their fancy. Often too they march up and down the room to the sound of music.

Another kind of lesson is given while they are all placed on a gallery of seats raised one above the other. The teacher talks to them about some object that they have seen, or which she can hold in her hand to show them, and she

asks them questions about it. If this object is a house, she makes them describe the parts of a house, and the use of a house, and she mentions different sorts of houses now in different counties, of which she shows them pictures. The children's attention is sure to be kept up if this lesson is given with liveliness—a flower makes a good subject for such teaching.

Then the little pupils are placed again at the tables, and they begin some work with their hands. At one time we see them supplied with coloured slips of paper which by help of a wooden needle they interweave, and thus make pretty little wets, or they string coloured beads on a long thread. Or they draw with a pencil on a slate, and in this way they learn to read and write, copying the printed letters on their slates. One very favorite employment is to model objects with softened clay, such as bird's nests, jugs, baskets. In all these occupations the children's ingenuity is stimulated, and they learn habits of perseverance and diligence. It is a great pleasure to them to make something which they can take home to give to their parents or their brothers and sisters.

All this is learning, though it is different from the usual kind of school learning. The child is becoming bright, orderly and patient, and the teacher tries to lead it to be kind and gentle. Instead of giving her pupils whatever they cry for, and coaxing them when they are sulky, she leaves them alone when they are naughty, till they have conquered their tempers, and she always encourages them to give up their companions. At the same time she makes a point of keeping them merry and happy. Then their characters get a training in the right direction and they are prepared for school and for life.

There is much more that could be told about Kinder Gartens methods of teaching, but I hope I have said enough to shew that a Kinder Garten is a place where children develope as flowers and leaves develope under the influences of rain and sunshine. I hope that soon there may be many of such schools in India. It is satisfactory to know that at the Madras normal School, the Kinder Garten occupations have already been introduced with success. The mistress of that school, Miss. Bain, writes that "the children have had many an hour of happiness and instruction by means of the box of Kinder Gartens toys". They are very fond of building the Queen's throne with the cubes, and then walking round it and singing "God save the Queen 'in Daniel". It seems too that they learn many simple songs and enjoy singing them. We in England shall be very glad to hear of the establishment of more of such schools for Indian children.

E. A. Maanin.

---

১০ ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচীপত্র।

আষাঢ়—১৩১ সংখ্যা।

শ্রাবণ—১৩২ সংখ্যা।

ভাদ্র—১৩৩ সংখ্যা।

আশ্বিন—১৩৪ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১৩৫ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১৩৬ সংখ্যা।

পৌষ—১৩৭ সংখ্যা।

১৩৮-৩৯ সংখ্যা।

চৈত্র—১৪০ সংখ্যা।

১০ ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী।

২। নারীচরিত।

৩। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতি বিষয়ক প্রস্তাব।

৪। গৃহ ধর্ম্ম।

৫। নীতি ও ধর্ম্ম।

৬। দেশাচার।

৭। অদ্ভুত বিবরণ।

৮। ইতিহাস ও প্রাচীন বিবরণ।

৯। উপন্যাস ও উপাখ্যান।

১০। বিজ্ঞান।

১১। পদ্য।

১২। নূতন সংবাদ।

১৩। বামাগণের রচনা।

১৪। ইংরাজী।

১৫। বিবিধ।

৯ম ভাগ বামাবোধিনীর সংখ্যা অনুসারে সূচী পত্র।

বৈশাখ—১১৭ সংখ্যা।

জ্যৈষ্ঠ—১১৮ সংখ্যা।

আষাঢ়—১১৯ সংখ্যা।

শ্রাবণ—১২০ সংখ্যা।

ভাদ্র—১২১ সংখ্যা।

আশ্বিন—১২২ সংখ্যা।

কার্ত্তিক—১২৩ সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ—১২৪ সংখ্যা।

পৌষ—১২৫ সংখ্যা।

মাঘ—১২৬ সংখ্যা।

১২৭-২৮ সংখ্যা।

৯ম ভাগ বামাবোধিনীর বিষয় অনুসারে সূচীপত্র।

১। বামাবোধিনী।

২। স্ত্রীশিক্ষা ও স্ত্রীজাতির উন্নতি।

৩। নারী চরিত।

৪। গৃহধর্ম্ম।

৫। নীতি ও ধর্ম্ম।

৬। ইতিহাস ও ঐতিহাসিক উপন্যাস।